রমযান থেকে যিলহজ্ব ৪ মাসের সংশোধন মূলক বিষয়ের উপর ১৭টি বয়ান

ইসলামী বয়ান সমগ্র

(৩য় অংশ)

ইসলামী বোনদের জন্য

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

রমযান থেকে যিলহজ্ব (১৪৪২ হিজরির)

৪ মাসের সংশোধন মূলক বিষয় ভিত্তিক ১৭টি বয়ান

(৩য় অংশ)

ইসলামী বয়ান সমগ্র

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

কিতাবের নাম : ইসলামী বয়ান সমগ্র (তৃতীয় অংশ)
উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ
প্রকাশকাল : মার্চ ২০২১ ইং, শাবান ১৪৪২ হিঃ।
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ১২-০৯-২০২০ইং উদ্ধৃতি নং- ২৪৮

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡن

এই মর্মে সত্যায়ন করা হচ্ছে যে, **“ইসলামী বয়ান সমগ্র (তৃতীয় অংশ)”** (প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) এর উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ এর পক্ষ থেকে পূণরায় নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাগটি এতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিরীক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা লিখার ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা’ওয়াতে ইসলামী)
১২-০৯-২০২০ইং

www.dawateislami.net, E.mail: bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। إِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

নং	বিষয়	নং	বিষয়

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা

(৪ মাসঃ রমযান থেকে যিলহজ্ব ১৪৪২হিঃ/
এপ্রিল ২০২১ইং থেকে আগষ্ট ২০২১ইং এর বয়ান)

সপ্তাহ	সম্ভাব্য ইসলামি তারিখ	ইংরেজি তারিখ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ম সপ্তাহ	১ রমযান	১৪ এপ্রিয় ২০২১	খাতুনে জান্নাতের সম্মান ও মর্যাদা	
২য় সপ্তাহ	৮	২১	তিলাওয়াতে কুরআর ও মুসলমান	
৩য় সপ্তাহ	১৫	২৮	শানে সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা	
৪র্থ সপ্তাহ	২২	৫ মে ২০২১	অযুর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	
৫ম সপ্তাহ	২৯	১২	ইলমে দ্বীনের ফযীলত	
১ম সপ্তাহ	৬ শাওয়াল	১৯	আলা হযরতের উত্তম আচরণ	
২য় সপ্তাহ	১৩	২৬	ফয়যানে ইমাম বুখারী	
৩য় সপ্তাহ	২০	২ জুন ২০২১	মক্কা মুকাররমার শান ও মহত্ব	
৪র্থ সপ্তাহ	২৭	৯	মদীনার স্মরণ সম্বলিত মদীনার ফযীলত	
১ম সপ্তাহ	৫ যিলকদ	১৬	নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি করবে	
২য় সপ্তাহ	১২	২৩	এমন এক যুগ আসবে	
৩য় সপ্তাহ	১৯	৩০	নেকীর লোভ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?	
৪র্থ সপ্তাহ	২৬	৭ জুলাই ২০২১	আত্মীয়দের সাথে সদাচরন করুন	
১ম সপ্তাহ	৩ যিলহজ্ব	১৪	পশুদের প্রতি অত্যাচার করা হারাম	
২য় সপ্তাহ	১০	২১	পিতার সাথে সদ্ব্যবহবার	
৩য় সপ্তাহ	১৭	২৮	ফয়যানে ওসমান গণী	
৪র্থ সপ্তাহ	২৪	৪ আগষ্ট ২০২১	আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টিতা	

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের শিডিউল	iv
কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত	vii
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ	viii
ভূমিকা	x
খাতুনে জান্নাতের সম্মান ও মর্যাদা	১
দরূদ শরীফের ফযীলত	১
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২
মানবীয় হুর ফাতেমাতুয যাহরা	৩
সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৪
ইবাদত হলো তো এমন	৬
খাবার তৈরী করার সময় তিলাওয়াত	৭
বিবাহের প্রথম রাতেই ইবাদত	৮
প্রিয় নবীর মতো আকৃতি ও কথাবার্তা	১০
প্রিয় নবীর আগমনে শুভেচ্ছা জানানো	১২
খাতুনে জান্নাত ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতি	১৩
ফাতেমার আত্মত্যাগ ও দানশীলতা	১৪
চাহিদা পূরণ করার বিভিন্ন ফযীলত	১৭
খাতুনে জান্নাতের কারামাত	১৮
মর্যাদা সম্পন্ন দাওয়াত	১৮
বরকত পূর্ণ থাকা	২২
প্রতিবেশীর হক	২৪
সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল	২৪
তিলাওয়াতে কুরআন ও মুসলমান	২৭
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৭
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৮
ফিরিশতারা শুনতে আসতে থাকে	৩০
তিলাওয়াতের ফযীলত	৩১
জান্নাতি পোশাক পরিধান করানো হবে	৩২
বুযুর্গানে দ্বীনের তিলাওয়াতের আগ্রহ	৩৫
ইবাদত ও রিয়াযত দেখে ইসলাম কবুল	৩৬
সাহাবায়ে কিরামের তিলাওয়াতের ধরণ	৩৬
আশিকে কুরআনের কি অপরূপ মহিমা	৩৬
কুরআন তিলাওয়াত করা নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা	৩৭
উম্মতের উপর কুরআনে করীমের হক	৪০
কুরআনের আহকামের প্রতি আমলের উৎসাহ	৪১
কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ ও কুরআনে মজীদের দাবী	৪২
কুরআনের উপর আমল না করার শাস্তি	৪৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিলাওয়াত করা	৪৩
চুপ করে তিলাওয়াত শ্রবণকারী বুযুর্গ	৪৪
মায়ের পেটে ১৫ পারা হিফজ করে নেন	৪৫
কুরআনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া	৪৭
তিলাওয়াত করার মাদানী ফুল	৪৮
শানে সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা	৫০
দরূদ শরীফের ফযীলত	৫০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৫১
উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকার পরিচিতি	৫২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মুস্তফার বিশেষ নৈকট্য	৫৩
উম্মুল মুমিনীনের বিভিন্ন ফযীলত	৫৪
হাবীবে কিবরিয়ার মুখে শানে আয়েশা	৫৬
"ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা" কিতাবের পরিচিতি	৫৯
সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর দানশীলতা ও ইছার	৫৯
(১) এক লক্ষ দিরহাম খয়রাত করে দিলেন!	৬০
নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়	৬১
চাশতের নামাযের প্রতি ভালবাসা	৬১
সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللہُ عَنْہَا এর তাওয়াক্কুলের মকাম	৬৪
তাওয়াক্কুলের অর্থ	৬৬
প্রচন্ড গরমেও রোযা	৬৭
শাওয়ালের ৬ রোযার বিভিন্ন ফযীলত	৬৯
নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়	৭০
চাশতের নামাযের প্রতি ভালবাসা	৭১
সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللہُ عَنْہُ এর ওরস মোবারক	৭১
খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব	৭৪
অযুর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	৭৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭৬
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৭৭
পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে মুবারাকা	৭৮
অযুর রহস্য শুনার কারণে ইসলাম গ্রহণ	৭৯
জার্মানীর সেমিনার	৮০
অযু ও উচ্চ রক্তচাপ	৮১
অযু ও অর্ধাঙ্গ (প্যারালাইসিস)	৮১
সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার ফযীলত	৮২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
হাত ধৌত করার রহস্যাবলী	৮৫
মিসওয়াকের ২৫টি বরকত	৮৬
বিজ্ঞানের আলোকে মিসওয়াকের বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	৮৭
পেটের গ্যাস ও মুখের ফোস্কার চিকিৎসা	৮৮
ক্যান্সার থেকে নিররপত্তা	৮৮
গলা ব্যাথা ও ঘাঁড় ফোলার চিকিৎসা	৮৮
কুলি ও গড়গড়া করার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	৯০
নাকে পানি দেয়ার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	৯১
মুখমন্ডল ধৌত করার বৈজ্ঞানিক উপকারী	৯২
মাথা মাসেহ ও পা ধৌত করার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা	৯৩
অযু করার মসয় কি নিয়্যত করবে?	৯৪
তাসাউফের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র	৯৫
পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল	৯৬
ইলমে দ্বীনের ফযীলত	৯৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	৯৯
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১০০
সাহাবীয়ে রাসূলের ইলমের আগ্রহ	১০১
হাদীসে মুবারাকায় ইলমে দ্বীনের ফযীলত	১০৩
ইলমকে গুরুত্ব দানকারী খলিফা	১০৬
শয়তানি কুমন্ত্রণা ও এর চিকিৎসা	১১০
বাদশাহ নিজেই হাত ধুয়ে দিলেন	১১১
ইমামে আযমের অন্তর্দৃষ্টি	১১২
ইলমকে হারানোর ক্ষতি	১১৪
ইলম অর্জনকারীর জন্য মাদানী ফুল	১১৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
আলা হযরতের উত্তম আচরণ	১১৮	মুহাদ্দিসের সংজ্ঞা	১৪২
		জন্ম ও বংশ পরিক্রমা	১৪২
দরূদ শরীফের ফযীলত	১১৮	উপাধি সমূহ	১৪২
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১১৯	ইমাম বুখারীর ওস্তাদের সংখ্যা	১৪৩
অহংকারের প্রতি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসন্তুষ্টি	১২০	শাগরেদের সংখ্যা	১৪৩
		সম্মানিত পিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৪৩
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মুসলমানের জন্য ইছার	১২৪	ইমাম বুখারীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসা	১৪৪
		শিক্ষাকাল	১৪৫
অভাবগ্রস্থকে ছাতা দিয়ে দিলেন	১২৪	জ্ঞানার্জনের জন্য সফর	১৪৬
ফতোয়া প্রদান ও "ফতোওয়ায়ে যবীয়া"র পরিচিতি	১২৫	এক হাজার হাদীস মুখস্থ শুনান	১৪৭
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বান্দার হক	১২৬	অল্প সময়ের মধ্যে অধিক হাদীস মুখস্থ করা	১৪৭
শিশু থেকে ক্ষমা চাইলেন	১২৬	সত্তর হাজার হাদীসের হাফিয	১৪৮
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও স্নেহ মমতা ও কল্যাণ কামনা	১২৮	স্মরণশক্তি মজবুত করার সহজ ওযীফা	১৫০
		ইমাম বুখারীর বিনয় ও নম্রতা	১৫১
দোয়ার জন্য তালিকা বানালেন	১২৯	শুকনো রুটি খেতেন	১৫১
সবার জন্য দোয়া করি	১২৯	হাদীসে মোবারাকার প্রতি সম্মান	১৫৩
পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়ার গুরুত্ব	১২৯	ইমাম বুখারীর হাদীস লিখার ধরন	১৫৩
		ছয় লক্ষ হাদীসের হাফিয	১৫৩
আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরতের প্রতি ভালবাসা	১৩০	প্রিয় নবীর দরবারে সহীহ বুখারী শরীফের মকবুলিয়্যত	১৫৪
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আত্মপরিতৃপ্ততা	১৩২	খতমে বুখারীর উপকারীতা	১৫৫
		শাওয়ালের ৬ রোযা ফযীলত	১৫৬
আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও জামাআত সহকারে নামায	১৩৪	হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল	১৫৭
		মক্কা মুকাররমার শান ও মহত্ব	১৫৯
ফিকরে আলা হযরত ও দা'ওয়াতে ইসলামী	১৩৪		
		দরূদ শরীফের ফযীলত	১৫৯
অধ্যয়ন করার মাদানী ফুল	১৩৬	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৬০
ফয়যানে ইমমা বুখারী	১৩৯	অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী হাজী	১৬০
		সৎ সঙ্গ ও বন্ধুত্বের প্রতি উৎসাহ প্রদান	১৬৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৩৯	মক্কা মদীনার বিশেষত্ব	১৬৭
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৪০	মক্কা শরীফের গরমে ধৈর্য ধারণের ফযীলত	১৬৭
ইমাম বুখারী'র ইবাদতের আগ্রহ	১৪১		

www.dawateislami.net

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মক্কা ও মদীনায় ইন্তেকালের ফযীলত	১৬৭
উত্তম জমিন	১৬৮
পবিত্র শহর	১৬৯
আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে চলো	১৭১
আবে যমযমের বরকত	১৭৩
যমযমের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়ে গেল	১৭৩
মক্কা মুকাররমার কয়েকটি বিশেষত্ব	১৭৪
মক্কায়ে মুকাররমার বরকতময় স্থান সমূহ	১৭৬
মসজিদে জিইররানা	১৭৬
১০০বারের অধিক নবীর দীদার লাভ	১৭৭
মসজিদে তানয়ীম	১৭৭
মসজিদে তানয়ীমের নির্মাণকাজ	১৭৮
নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের স্থান	১৭৮
হেরা গুহা	১৭৯
হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর ঘর	১৭৯
জাবালে আবু কুবাইস	১৮০
সফরের সুন্নাত ও আদব সমূহ	১৮২
মদীনার স্মরণ সম্বলিত মদীনার ফযীলত	১৮৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৮৪
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৮৫
রাসূলের দরবারে হাজির হওয়া ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো	১৮৬
মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	১৯০
মদীনার প্রতি ভালবাসার পদ্ধতি	১৯১
ইমাম মালেক ও মদীনার মাটির সম্মান	১৯১
মদীনার দইয়ের প্রতি বেআদবীর শাস্তি	১৯৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা
শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়	১৯৩
হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহার করালেন	১৯৪
হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারত কারীরা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও	১৯৫
মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত	১৯৭
মদীনার স্মৃতি	১৯৮
আমি মদীনা ছেড়ে যাবো না	১৯৯
বিদায়ের মূহুর্ত!	২০১
মদীনা তায়্যিবার বরকতময় স্থান সমূহ	২০১
(১) মসজিদে কুবা শরীফ	২০২
মসজিদে কুবায় নামায পড়ার ফযীলত	২০৩
(২) মসজিদে গামামাহ	২০৩
(৩) জান্নাতের বাগান	২০৪
সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর মাযার	২০৪
বয়ানের সারমর্ম	২০৫
পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব	২০৬
নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি করবে	২০৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	২০৮
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২০৯
হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নম্রতার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ	২১০
আল্লাহর রহমতের ঝলক	২১৪
নম্রতার ফযীলত	২১৪
নম্রতার গুরুত্ব	২১৫
নম্রতা সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা	২১৭
মিষ্ট ভাষার ঘটনা	২২০
মিষ্ট ভাষা	২২১
অনন্য সহনশীলতা প্রদর্শন	২২২
(১) উদাসীনতা থেকে বাঁচা!	২২৬
(২) গুনাহ থেকে দূরে থাকা!	২২৬
(৩) ক্ষমা করা	২২৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(৪) কম আহার	২২৭	সম্পদ হলো পরীক্ষা!	২৫২
(৫) উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা	২২৮	জান্নাতবাসীরা নেয়ামতের মজা নিতে গিয়ে	২৫৩
(৬) এতিম ও অসহায়দের মঙ্গল করুন!	২২৮	হাদীসে মুবারাকা	২৫৫
(৭) অন্তরের কঠোরতার ক্ষতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা	২২৮	এক বিস্ময়কর গোত্র	২৫৭
		কামনার পাত্র	২৫৯
এমন এক যুগ আসবে	২৩০	কেউই নিজ উপার্জনে সন্তুষ্ট নয়	২৬১
		নেকীর লোভ বৃদ্ধির উপায়	২৬৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩০	(১) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন!	২৬৪
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৩১		
পরিবারের হাতেই ধ্বংস	২৩২	(২) দৈনিক কিছু না কিছু নেকী করার লক্ষ্য বানিয়ে নিন!	২৬৫
হালাল ও হারামের ব্যাপারে অসাবধানতা	২৩৪	(৩) বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করুন!	২৬৬
সুন্নাতের উপর আমল করা আগুনের কয়লা ধরার ন্যায় হবে	২৩৫	অন্তিম মূহুর্তে কুরআনের তিলাওয়াত	২৬৭
দ্বীনের অনুসারীদের জন্য পরীক্ষা	২৩৬	ইবাদতের মিষ্টতা	২৬৭
নিজেই বিচার করুন	২৩৭	আমাদের বুযুর্গ ও আমরা!	২৬৮
প্রকাশ্যে বন্ধু গোপনে শত্রু	২৩৯	নিয়্যত সম্পর্কীত সুন্নাত ও আদব	২৬৯
আমার জন্য কি আমল করেছো?	২৪০	**আত্মীদের সাথে সদাচরন করুন**	২৭১
আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের প্রতিদান	২৪১	দরূদ শরীফের ফযীলত	২৭১
দুনিয়া ত্যাগী ও খোদাভীতি গতানুগতিক ও বানোয়াট হবে	২৪৩	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৭২
		যেমন কর্ম তেমন ফল	২৭৩
আল্লাহ পাকের সাথে যুদ্ধের ঘোষণাকারী কে?	২৪৩	(১) কোন আত্মীয়য়ের সাথে কিরূপ আচরণ করবে	২৭৫
ফিতনা থেকে কিভাবে বেঁচে থাকবে?	২৪৪	(২) আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের ধরণ	২৭৬
সূরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব	২৪৬		
নেকীর লোভ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?	২৪৮	(৩) বংশীয় সকলের একতা থাকা উচিৎ	২৭৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৪৮	(৪) আত্মীয়রা চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করা গুনাহ	২৭৬
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৪৯	(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা মানে এটাই যে, সে ছিন্ন করলেও তুমি জুড়বে	২৭৭
ইবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়ার অনন্য পদ্ধতি	২৫০		

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সু-ধারণা পোষণ করার পদ্ধতি	২৭৭	মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল	৩০৮
জান্নাতে মহল সেই পাবে. যে...	২৭৯		
শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়কে সদকা দেয়া উত্তম সদকা	২৭৯	মাছি মারা কেমন?	৩০৯
		মশা. পঙ্গপাল ও বিড়ালের প্রতি দয়া	৩১০
বোনের হক আদায় করেনি!	২৮০	সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনের কিছু ঝলক	৩১১
দুধ বোনের সাথে সদাচরণ	২৮৩		
শয়তানের ফাঁদ	২৮৩	নাম, বংশ ও জন্ম তারিখ	৩১১
নীল নয়না কুৎসিত বুড়ি	২৮৫	চরিত্র ও অভ্যাস	৩১২
সন্ধি করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলো	২৮৮	ওফাত শরীফ ও দাফন	৩১২
		কুরবানীর সুন্নাত ও আদব	৩১৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাদানী ফুল	২৮৯	**পিতার সাথে সদ্ব্যবহার**	৩১৬
পশুদের প্রতি অত্যাচার করা হারাম	২৯১		
		দরূদ শরীফের ফযীলত	৩১৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৯১	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩১৭
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	২৯২	পিতার সেবার জন্য পুরস্কার	৩১৯
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৯২	সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয় নবীর বাণী	৩২৫
কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত	২৯৩		
কুরবানীর সংজ্ঞা	২৯৫	যেমন কর্ম তেম ন ফল	৩২৮
কুরবানীর ফযীলত	২৯৬	(১) পিতার সাথে অসৎ আচরণের পরিণাম	৩২৮
পশু সৃষ্টির উদ্দেশ্য	২৯৭		
পশুকে চেয়ার বানিও না	২৯৯	(২) এটিই তার প্রতিদান	৩৩০
গরুর অভিযোগ	২৯৯	(৩) কাল এই পরিণাম আমারও হবে	৩৩০
গাধার উপদেশ	৩০০	বর্তমানে সন্তানদের প্রশিক্ষণের মান	৩৩১
কুরবানীর পশুর সাথে হওয়া অত্যাচারের উদাহরণ!	৩০০	সন্তানকে সঠিক শিক্ষা না দেয়ার বিভিন্ন ক্ষতি	৩৩৩
কুরবানীর পশুর প্রতি দয়া করা	৩০২	নিঃসন্তান যখন সন্তান পেল	৩৩৩
পশুর উপর দয়া করার আবেদন	৩০৩	আবু আত্তারের উত্তম দিক	৩৩৪
জবাই করার জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না	৩০৫	হজ্বের সফরে ইন্তেকাল	৩৩৫
পশুদের বেঁধে নিশানা বানিও না	৩০৫	ঘরে মাদানী পরিবেশ গড়ার মাদানী ফুল	৩৩৬
পশুকে জ্বালিয়ে দেয়া	৩০৬		
পশু-পাখি মারা কেমন?	৩০৬	**ফয়যানে ওসমান গণী**	৩৩৮
পশুদের প্রতি দয়া করার উপকারীতা	৩০৭		
কুকুরকে পানি পান করানো ব্যক্তি	৩০৭	দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৩৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৩৯	পবিত্র কুরআনের আলোকে তাওয়াক্কুল	৩৭৩
হযরত ওসমান গণীর দানশীলতার শান	৩৪০	তাওয়াক্কুল ও হাদীসে মোবারাকা	৩৭৫
হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৩৪১	তাওয়াক্কুলকারীর ঘটনা	৩৭৮
		শয়তান আমার সেবক	৩৭৮
ইসলামের প্রথম শহীদ	৩৪৫	অসাধারণ শাহজাদী	৩৭৯
দুনিয়া ছাড়তে পারি কিন্তু ঈমান নয়	৩৪৭	তাওয়াক্কুল উত্তম বস্তু	৩৮৩
ওসমান গণীর ইবাদত ও তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ	৩৫০	তাওয়াক্কুলের উপকারীতা	৩৮৪
		নখ কাটার সুন্নাত ও আদব	৩৮৬
হযরত ওসমান গণী এর ইশকে রাসূল	৩৫৩	তথ্যসূত্র	৩৮৮
আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না!	৩৫৩		
“সদরুল আফাযিল” এর চরিত্রের কিছু ঝলক	৩৫৫		
শেষ বিদায়ের অবস্থা	৩৫৬		
সদরুল আফাযিল এর দ্বীনি খেদমত	৩৫৭		
মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব	৩৫৮		
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতা	৩৬০		
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৬০		
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৬১		
জীবিকার উৎস	৩৬২		
অল্পতুষ্টির সংজ্ঞা	৩৬৫		
প্রিয় নবীর অল্পতুষ্টিতার প্রতি লাখো সালাম	৩৬৬		
অল্পতুষ্টিতার পুরস্কার ও আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণের বিভিন্ন ক্ষতি	৩৬৮		
অল্পতুষ্টতা তাওয়াক্কুলের সিঁড়ি	৩৭০		
তাওয়াক্কুলের মাদ্দিক অর্থ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৭১		
লোকদের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোকে আল্লাহ পাক ভলবাসেন!	৩৭২		

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"
(আল মু'জামুল, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

(১) প্রতিবার হামদ ও সালাত এবং তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) ও তাসমিয়া (بِسْمِ الله) সহকারে শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (২) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৩) যথাসম্ভব কিতাবটি অযু সহকারে এবং কিবলামূখী হয়ে পাঠ করবো। (৪) কোরআনের আয়াত ও হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (৫) যেখানে "**নবী**"র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم", যেখানে **সাহাবী**র নাম আসবে সেখানে "رَضِیَ اللهُ عَنْهُ" এবং যেখানে **বুযুর্গ**দের নাম আসবে তবে সেখানে "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ" পাঠ করবো। (৬) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করবো। (৭) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে মাদানীয়া ইসলামী বোনের নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (৮) (নিজের ব্যক্তিগত কপির) "সনাক্তিকরণ" পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো লিখে রাখবো। (৯) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করবো। (১০) কম্পোজিং ইত্যাদিতে শরয়ী ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তবে কোন মাহরিমের মাধ্যমে প্রকাশককে লিখিতভাবে অবহিত করব। (প্রকাশকদেরকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন উপকার হয়না।)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه)-র পক্ষ থেকে:

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحۡسَانِهٖ وَ بِفَضۡلِ رَسُوۡلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো, **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে।[১] যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)

১. এখন এই বিভাগের সংখ্যা ১৬টি হয়ে গেছে: (৭) ফয়যানে কোরআন (৮) ফয়যানে হাদীস (৯) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত (১০) ফয়যানে সাহাবিয়া ও সালিহা (১১) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত (১২) ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১৩) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা (১৪) দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান সমগ্র (১৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা (১৬) মাদানী কাজের কার্যক্রম বিভাগ।
(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)

৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য সহজ ও সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি

প্রথমে এটা পড়ে নিন

দ্বীনের প্রচারের জন্য ওয়াজ ও বয়ানের ধারাবাহিকতা শত শত বছর ধরে চলে আসছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং বুযুর্গনে দ্বীনের বয়ানের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে হেদায়তের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে থাকে। তাঁরই মাধ্যমে এরই ধারাবাহিকতা আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বয়ান যদি দলিল ভিত্তিক বিষয়,ভিন্ন পদ্ধতি, উত্তম শব্দাবলির সাথে একনিষ্ঠতার স্পৃহা দ্বারা সজ্জিত হলে তখন শ্রবণ কারীদের অন্তর পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমলের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র মাধ্যমে বিভিন্ন ইজতিমায় বয়ানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অনুষ্ঠিতব্য বয়ান সমূহ অন্তর্ভূক্ত, দেশ বিদেশে হাজারো স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোতে লাখো ইসলামী বোন এবং ইসলামী ভাইয়েরা অংশগ্রহণ করে থাকে। (ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালের কার্য বিবরণ অনুযায়ী সারা বিশ্বে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের ১২ হাজার ৫০০ এর অধিক সপ্তাহিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যাতে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪ লাখ ৯০ হাজার।) আর সপ্তাহিক ইজতিমায় অনুষ্ঠিতব্য বয়ান সমূহ দ্বারা ইলমে দ্বীন অর্জন করে নিজের সংশোধনের পাথেয় সংগ্রহ করছে। সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহের বয়ান গুলো আল মদীনাতুল ইলমিয়ার মধ্যে দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বয়ান সমূহ ধারাবাহিক ভাবে অব্যাহত রয়েছে কিন্তু ২০১৪ সালে বয়ান সমূহ প্রস্তুতের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এখনো পর্যন্ত এই বিভাগের মধ্যে সপ্তাহিক ইজতিমা ও অন্যান্য ইজতিমার জন্য বিভিন্ন সংশোধন মূলক বিষয়ে ৪৮০টিরও বেশি বয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামী বোনদের বয়ান সমূহ প্রথমে কিতাব আকৃতিতে

প্রকাশ করে দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৪১ হিজরীর শেষে এবং ১৪৪২ হিজরীর প্রথম চার মাসের বয়ান সমূহ বাংলা ভাষায় ৩য় খন্ডে ইসলামী বয়ান সমগ্র নামে (১-২) প্রকাশিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ম ও ২য় বয়ান সমূহ বহিঃ বিশ্বের ইজতিমার জন্য বিভিন্ন ভাষায় (ইংরেজি, হিন্দি ভাষায়) অনুবাদও হয়েছে, এই ধারাবাহিকতাকে সামনে অগ্রসর করার লক্ষ্যে জামাদাল উলা থেকে শাবানুল মুয়াজ্জাম ১৪৪২ হিজরীর ১৭টি বয়ানকে একত্রিত করে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

প্রকাশিত হওয়া সকল বয়ান ডজন খানেকেরও বেশি স্তর (অধ্যয়ন, বিষয়বস্তু অন্বেষণ, পর্যায়ক্রম, ফরমেশন, বিভাগের যিম্মাদারদের ফাইল করা, রুকনে শূরা হাজী আবু রজব মুহাম্মদ শাহেদ আত্তারী এবং হাজী আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী থেকে সাংগঠনিক নিরীক্ষণ, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতি সাহেব থেকে শরয়ী নিরীক্ষণ, পরিপূর্ণ বিষয়বস্তু অন্বেষণ, সংকলন ও যাচাই, ইংরেজি শব্দের সংযোজন, ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারা দ্বারা এর চেকিং, কম্পোজিং এবং এর আনুষাঙ্গিকতা) দিয়ে অতিবাহিত হয়ে প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এই বয়ান সমূহে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান সমগ্র বিভাগের পাশাপাশি ইসলামী ভাইয়েরাও কাজ করেছে, বিশেষকরে মুহাম্মদ সিরাজ আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ জান রযা আত্তারী মাদানী, আব্দুল জাব্বার আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ মুনাইম আত্তারী মাদানী এবং হাফিযুর রহমান আত্তারী মাদানী زَادَهُمُ اللهُ عِلْمًاوَ عَمَلاً কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আল্লাহ পাক তাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুক এবং দাওয়াতে ইসলামীকে আরো দিন দিন উৎকর্ষতা দান করুক। اٰمِین

দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ

(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

১২.০৯.২০২০

বয়ান: ১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি একশত (১০০) রহমত বর্ষন করেন। যে আমার উপর একশত বার দরূদে পাক প্রেরণ করে **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মুজামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ২৭৩৫)

ওহ দহন জিস কি হার বাত ওয়াহী খোদা,
শময়ে ইলম ও হিকমত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

পংক্তির ব্যাখ্যা: যে পবিত্র জবান থেকে নির্গত প্রত্যেকটি বাণীই ওহীর মর্যাদা রাখে, ইলম ও হিকমতের ফয়েয প্রাপ্ত ঐ ঝর্ণার প্রতি লাখো সালাম। (শরহে হাদায়িকে বখশিশ, ১০২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনের! রমযানুল মোবারকের তিন তারিখে আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণ প্রিয় শাহজাদী ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا যাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করেন। হযরত সৈয়্যিদা খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا সম্পর্কে আজ আমরা আলোচনা শ্রবণ করবো। সর্ব প্রথম তিনি رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا এর সম্মান ও মর্যাদ সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করবো। যেমন

মানবীয় হুর ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا

হযরত খদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا একবার **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে জান্নাতি ফল দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে জান্নাত হতে দুইটি আপেল নিয়ে উপস্থিত হলেন আর আরয করলেন: হে মুহাম্মদ! **আল্লাহ পাক** বলেন, একটি আপেল আপনি খাবেন এবং অপরটি খদিজাতুল কোবরাকে খাওয়াবেন, অতঃপর স্ত্রীর হক আদায় করবেন। আমি আপনাদের দুজন থেকেই ফাতেমাতুয যোহরাকে সৃষ্টি করবো। যেমনিভাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করেছেন। যখন অমুসলিমরা **হুযুর** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলল যে, আমাদেরকে চাঁদ টুকরা করে দেখান, ঐ দিন হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا আপন সম্মানিত আম্মাজান হযরত খদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰه عَنۡهَا এর পেট মোবারক থেকে আহ্বান করেন: হে আম্মাজান! চিন্তিত হবেন না এবং ভয় পাবেন না, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** আমার সম্মানিত আব্বাজানের সাথে রয়েছে। যখন

ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর জন্ম হয় তখন সকল সৌন্দর্য তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নূরানী চেহারা দ্বারা আলোকিত হয়ে যায়।

নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যখন জান্নাত এবং তারনিয়ামত সমূহের আকাঙ্ক্ষা হতো তখন হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে চুম্বন করতেন এবং তাঁর পবিত্র সুঘ্রাণ নিতেন আর যখন তাঁর পবিত্র সুঘ্রাণ নিতেন তখন বলতেন: فَاطِمَۃُ حَوۡرَاءُ اِنۡسِیَّۃٌ অর্থাৎ ফাতেমা মানবীয় হুর।

(আর রাওযুল ফায়েক ফিল মাওয়ায়িযে ওয়ার রাক্বায়িক, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! **আল্লাহ পাক** হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কে কেমন সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছেন আর তিনি আপন সম্মানিত আম্মাজানের পেট মোবারক থেকেই আপন সম্মানিত পিতা এবং আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদিক ও আমিন (সৎ ও বিশ্বাসযোগ্যতার) হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর কারামাত সমূহের মধ্য হতে একটি কারামাত, আসুন! এখন তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে শ্রবণ করব, যেমন

সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নাম ফাতেমা, উপাধি যাহরা এবং বাতুল। তাঁর পবিত্র ছোটবেলা এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত খুবই পবিত্র ছিল, কেননা তিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর পবিত্র কোলে প্রশিক্ষণ লাভ করেন, তিনি দিন রাত আপন পিতা মাতার পবিত্র জবান হতে পবিত্র বাণী সমূহ শ্রবণ করতেন, তিনি খুবই ইবাদত গুজার, পরহেযগার এবং

পবিত্র মহিলা ছিলেন, এজন্য তাঁকে আবেদা, যাহেদা এবং তাহিরা বলা হয়। (সফীনায়ে নূহ)

তাঁর চরিত্র ও অভ্যাস, আচরণ ও কর্মকান্ড **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক সাদৃশ্য রাখত। (তিরমিযী ৫/৪৬৬ হাদীস ৩৮৯৮) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহেরী পর্দার কমপক্ষে ৫/৬ মাস পর ৩রা রমযানুল মোবারক ১১ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

(সফীনায়ে নূহ, দ্বিতীয় অংশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

সৈয়্যদা যাহেদা তায়্যিবা তাহেরা,
জানে আহমদ কি রাহাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ ৩০৯)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا জান্নাতী মহিলাদের সরদার, সৌন্দর্যের কুঁড়ি, পবিত্র, পবিত্রদের অনুস্মরণীয় এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তি, তাঁর উপর লাখো সালাম বর্ষণ হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّى اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জন্য আমাদের জান ও প্রাণ উৎসর্গ! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর উম্মতে মুসলিমার প্রতি অসংখ্য মুহাব্বাত ছিল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের জন্য কোন সময় সারা রাত দোয়া করে থাকতেন, নিজের সহজতা ও আরামের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে কখনো প্রার্থনা করেন নি, বরং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সারা দিন ঘরের কাজ কর্ম করতেন এবং যখন রাত আগমন করতো তখন **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে দাঁড়িয়ে যেতেন, যেমন

ইবাদত হলে তো এমন

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, আমি আমার সম্মানিত আম্মাজান হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا দেখলাম যে, রাতে ঘরের মসজিদের মেহরাবে (অর্থাৎ ঘরে নামায আদায়ের নির্দিষ্ট জায়গা) নামায আদায় করছিলেন, এমন কি নামাযে ফজরের সময় হয়ে যেতো। আমি তাঁকে মুসলমান পুরুষ ও নারীদের জন্য দোয়া করতে শুনেছি, তিনি নিজের জন্য কখনো দোয়া করেন নি। আমি আরয করলাম: প্রিয় আম্মাজান! আপনি নিজের জন্য দোয়া করেন নি, এদের জন্য দোয়া করেছেন, এর কারণ কি? বললেন: প্রথমে প্রতিবেশী এরপর ঘর। (মাদারিজুন নবুওয়াত, ২/৪৬১)

আতা কর আফিয়াত তো নাযা ও কবরও হাশর মে ইয়া রব!
ওয়াসিলা ফাতেমা যহারাকা কর লুতফ ও করম মাওলা!
(ওয়াসায়েলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল, খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতিমাযু যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মোবারক অভ্যাস ছিল এটাই যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا উম্মতের কল্যাণের জন্য সবসময় **আল্লাহ**র ইবাদতের দিকে মনোযোগী থাকতেন। রাত জেগে থেকে মুনাজাতে লিপ্ত থাকতেন, শুধু তাই নয় বরং **আল্লাহ পাকের** ইবাদত এবং তাঁর যিকির আযকারকে এতো বেশী মুহাব্বাত করতেন যে, নিজের ঘরের কাজ কর্ম করার সাথে সাথে **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে কখনো উদাসীন থাকতেন না। আসুন! এখন সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর তিলাওয়াতের স্পৃহা এবং ইবাদতের স্বাদ সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। যেমন

খাবার তৈরী করার সময় তিলাওয়াত

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন, সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا খাবার তৈরি করার সময়ও কোরআনে পাকের তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতেন।

(সফীনায়ে নূহ, দ্বিতীয় অংশ, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর তিলাওয়াতের কেমন স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ঘরের ব্যস্ততার মধ্যেও মুখে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত অব্যাহত থাকত। যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে কিছু বোকা বোনেরা ব্যস্ততার মাঝেও কানের মধ্যে হেডফোন লাগিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে গান শুনতে থাকে এবং আপন কাজে ব্যস্ত থাকে আর সাথে সাথে নিজের মুখেও গুনগুন করতে থাকে। এভাবে কিছু বোকা মহিলারা ঘরের কাজ কর্মের মাঝে গান শুনতে থাকে, নাটক সিনামা দেখতে থাকে, হয়তঃ গান বাজনা ছাড়া তাদের কাজই হয় না। বর্তমানে তো গান বাজনার অভ্যাস অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, হায়! আমাদেরও নিজের দিন রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো, হায়! আমাদের কোন মূহুর্ত অসৎ কাজে ব্যয় না হতো, হায়! আমাদের প্রতিটি মূহুর্ত যিকির ও দরূদের মাধ্যমে রহমত পূর্ণভাবে অতিবাহিত হতো, হায়! গান বাজনা শুনার এবং গান গাওয়ার এই বদ অভ্যাস যদি আমাদের থেকে দূরীভূত হয়ে যেতো আর আমরা ঘরের কাজে ব্যস্ত হলে বা সফরে থাকলে সব সময় আমাদের মুখে যিকির ও দরূদ এবং নাতে রাসূল অব্যাহত থাকতো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইবাদতের স্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ইবাদতের স্পৃহা সম্বলিত আরো একটি ঘটনা শ্রবণ করি। যেমন

বিবাহের প্রথম রাতই ইবাদত

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিদায়ের পর হযরত আলীউল মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا উভয়ে আপন বিছানাকে ছেড়ে দিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। রাতে ইবাদত তো দিনে রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতে লাগলেন, এমন কি তিন দিন পর্যন্ত এভাবে অতিবাহিত হলো। চতুর্থ দিন হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সালাম দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, তাঁরা উভয়ে তিন দিন পর্যন্ত ঘুম এবং বিছানা ছেড়ে দিয়েছে আর ইবাদত এবং রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করছে। আপনি তাঁদের নিকট যান এবং তাঁদেরকে ইরশাদ করুন যে, **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেস্তাদের সামনে গর্ব করেন এবং তোমরা উভয়ে কিয়ামতের দিন গুনাগারদের শাফায়াত করবে। (আর রাওদ্বুল ফায়েক, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও ঐ নেক সত্তাদের পথে চলা, বেশী বেশী ইবাদত করা চাই। রমযানুল মোবারকের রোযা তো আমাদের উপর ফরয, শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত একটি রোযাও ছেড়ে দেয়া গুনাহ। যদি সম্ভব হয় তো রমযানুল মোবারকের পর নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়বো, এরও অনেক ফযীলত রয়েছে।

আসুন! এই ব্যাপারে দুটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখে **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে ৪০ বছর (দূরত্বে) দূরে রাখবে।

(কানযুল উম্মাল, ৮/২৫৫, হাদীসঃ ২৪১৪)

(২) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক দিন নফল রোযা রাখে তখন **আল্লাহ পাক** তার এবং দোযখের মধ্যখানে একটি দ্রুতগামী বাহনের পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব নির্ধারণ করে দেন।

(কানযুল উম্মাল, ৮/২৫৫, হাদীসঃ ২৪১৪৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাতের তিলাওয়াতের আগ্রহ এবং তাঁর ইবাদতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমাদের জন্য একটি বার্তা রয়েছে যে, ঘরের কাজ কর্ম করার সাথে সাথে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের আগ্রহ ও স্পৃহা হওয়া চাই, ইলমে দ্বীন শেখার আগ্রহ হওয়া চাই, নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার স্পৃহা হওয়া চাই। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আমাদের জন্য এমন সুযোগ রয়েছে যে যেখানে আমাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, আমরা ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করি, কোরআন শেখার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা মহিলা শাখায় পড়ুন, সৌভাগ্য হলে জামেয়াতুল মদীনা মহিলা শাখায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ মিলে যেতো তবে কতইনা ভাল হতো। যখন আমরা ইলমে দ্বীনের আলোয় সজ্জিত হবো তখন নিজের সন্তানদের ইসলমী প্রশিক্ষণ প্রদান করবো, নিজেও নামাযী হবো, আপন সন্তানদেরও নামাযী বানাবো। নিজেও কোরআনে করীম শিখব, আপন সন্তানদেরকেও কোরআনে করীম শেখাব। সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাতের

সদকায় **আল্লাহ** পাকে আমাদেরকেও ইবাদতের আগ্রহ ও তিলাওয়াতের স্পৃহা নসীব করুক।

ইবাদত মে গুযরে মেরে যিন্দেগানী,
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সম্মান ও মর্যাদার একটি দিক এটাও যে, তাঁর চরিত্র ও কর্মকান্ড এবং শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চলমান প্রতিচ্ছবি ছিলেন। যেমন

প্রিয় নবীর মতো আকৃতি ও কথাবার্তা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী হযরত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর অভ্যাস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আচরণ, চরিত্র ও কর্মকান্ড এবং পদ্ধতিতে **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ আর কাউকে দেখিনি। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু মা জাআ ফিল কিয়াম, ৪/৪৫৪, হাদীস: ৫২১৭)

অপর বর্ণনায় উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন যে, আমি হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মধ্যে কথাবার্তা ও বসার মধ্যে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশী অনুরূপ আর কাউকে দেখিনি। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৭৪)

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, হযরত খাতুনে জান্নাত **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শয়ন

জাগরণ, চলা ফেরা ও বলার ক্ষেত্রে প্রতিচ্ছবি ছিল, বরং প্রতিচ্ছবি শুধু আকৃতি দেখায়, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا তো চরিত্র ও প্রকৃতিতেও প্রিয় নবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল, কুদরত একই অবয়বের মধ্যে এই দুইটি রূপ প্রদান করেছেন, একটি আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্বিতীয়টি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا। (মিরাতুল মানাযিহ, ২ /৩৬৫)

রাসূলুল্লাহ কি জিতে জাগতে তাছবীর কো দেখা,
কিয়া নাযারা জিন আঁকো নে তাফসীরে নবুওয়াত কা।

কেমন শান! খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَاতিনি كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم উঠা বসা চলা ফেরা এমন কি কথা বলার ধরণও আপন সম্মানিত পিতা হুযুর পুরনূর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ন্যায় ছিল। হায়! আমরা নিজেদের জীবনে খাতুনে জান্নাত সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর মোবারক চরিত্রের উপর আমল করে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অতিবাহিত কারী হতে পারতাম, আপন পিতা মাতার চোখের শীতলতা হতে পারতাম, প্রত্যেকের সাথে সৎ ব্যবহার এবং বিনম্রতা প্রদর্শন করতে পারতাম, ইসলামী বোনদের বিপদে ও মুসিবতে তাদের কাজে আসতে পারতাম, আর নিজের বাহ্যিক অবয়বকে সুন্নাতের রঙে রঙ্গিন কারী এবং নিজের অভ্যন্তরকে হিংসা অহংকার অপবাদ এবং মন্দ ধারণা ইত্যাদি থেকে রক্ষাকারী হতে পারতাম।

বদ খাছায়িল টলে, সিধে রাস্তে চলে,
কর দো আঁকা করম, তাজেদারে হারাম।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খাতুনে জান্নাতের সম্মান ও মর্যাদার একটি দিক হলো এটাই যে, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا আপন পিতা **রহমতে**

আলম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আদব ও সম্মান করতেন। সৎ ব্যবহার করতেন, যখন **ব্যথিত অন্তরের প্রশান্তি, হাসনাইনের নানা, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হতো তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। যেমনিভাবে

প্রিয় নবীর আগমনে শুভেচ্ছা জানানো

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলে তখন **নবী করী,** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হাত ধরে তাতে চুম্বন করতেন এবং আপন জায়গায় বসাতেন। এভাবে যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর নিকট আগমন করতেন তখন তিনিও দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হাত মোবারকে চুম্বন দিতেন ও নিজের জায়গায় **হুযুর পুরনূর** رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا কে বসাতেন।

(মিশকাত, কিতাবুল আদব, বাবুল মুসাফাহা ওয়াল মুয়ানাকা, ২/১৭১, হাদীস: ৪৬৮৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, তিনি رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا কেমন উত্তম আচরণের মাধ্যমে আপন সম্মানিত পিতা, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আদব ও সম্মান করতেন, যখনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا কে অসংখ্য মুহাব্বাত করতেন এভাবে এক জায়গায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: فَاِنَّمَا ابۡنَتِیۡ بِضۡعَةٌ مِّنِّیۡ، یَرِیۡبُنِیۡ مَا رَابَهَا، وَ یُؤۡذِیۡنِیۡ مَا اٰذَاهَا অর্থাৎ: নিঃসন্দেহে আমার কন্যা ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, যে তাকে পেরেশান করল সে আমাকে পেরেশান করল, আর যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। (মুসলিম কিতাবুল ফাদ্বায়িলিস সাহাবা, ১০২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩০৭) আমাদেরও উচিত যে আমরাও

আপন পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখব, তাঁদের প্রত্যেক জায়েয নির্দেশ মেনে চলব, তাঁদের আদব ও সম্মান করব এবং তাঁদের সাথে সৎব্যবহার করব। এভাবে আপন সন্তানের সাথে সাথে কন্যাদের সাথেও মুহাব্বাত পূর্ণ আচরণ করব, তাদের জায়েয ইচ্ছাগুলো পুরণ করব এবং তাদের মনতুষ্ট করতে থাকব।

মেরে আনে ওয়ালী নসলে তেরে ইশ্বকে হি মে মাচলে,
উনহি নেক তো বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাতুনে জান্নাত ও গরীবদের প্রতি সহানুভূতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সম্মান ও মর্যাদার একটি দিক হলো এটাই যে, তিনি সর্বদা সাদাসিধে জীবন অতিবাহিত করতেন, গরীবদের প্রতি সহানুভূতি এবং সামাজিকতা বজায় রাখতেন। তিনি কম খাবার আহার করতেন, যা পেতো তা অপর জনের জন্য উৎসর্গ করে দিতেন এবং নিজে দারিদ্রতা ও উপবাসের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতেন। যে জায়গায় থাকতেন ঐ খানে সাজ-সজ্জার নাম চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না, মূল্যবান খুব সুন্দর বিছানা তো দূরের কথা ঐখানে তো কোনসময় সাধারণ বিছানাও বিনম্রতার কারণে ব্যবহার করতেন না। কিন্তু এতদাসত্ত্বে তিনি আপন দরজায় আগত ফকিরকে খালি হাতে ফেরত দেননি এবং আত্ম ত্যাগ ও দানশীলতার এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, যা শুনলে জ্ঞান হতবাক হয়ে যাবে। যেমন

ফাতেমার আত্মত্যাগ ও দানশীলতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, বনী সুলাইমের এক ব্যক্তি প্রিয় নবীর দরবারে এসে বেয়াদবী শুরু করল, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: তুমি পরকালের শাস্তিকে ভয় কর, জাহান্নামকে ভয় কর, **আল্লাহ পাক** وَحْدَهٗ لَاشَرِيْك ইবাদত কর আর আমি **আল্লাহ পাকের** বান্দা এবং **তাঁর রাসূল, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর আচরণ এবং প্রভাব পূর্ণ কথায় প্রভাবিত হয়ে ঐ অমুসলিম ঐসময় মুসলমান হয়ে গেল, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার নিকট কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! **আল্লাহ পাকের** শপথ! বনু সুলাইমে ৪ হাজার মানুষ রয়েছে, কিন্তু ঐ গোত্রের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক গরীব ও মিসকিন কেউ নেই। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে ইরশাদ করেন: তোমাদের এমন কেউ আছো যে তাকে একটি উট ক্রয় করে দিবে?

হযরত সাদ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁন নিজের তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: কে আছো যে তার মাথা ঢেকে দিবে? তখন আমীরুল মুমিনীন মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم নিজের পাগড়ী দিয়ে দিলেন। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কে আছো যে তার খাবারের ব্যবস্থা করবে? হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়ালেন এবং কয়েক জায়গায় গেলেন কিন্তু কিছু পেলেন না। অতঃপর নূর নবী রাসূলে আরবীর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরের দরজায় গিয়ে কষাঘাত করলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে? আরয

করলেন সালমান, বললেন কি জন্য আসা হয়েছে? তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সব ঘটনা শুনালেন, এটা শুনে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا অস্থির হয়ে গেলেন এবং বললেন: হে সালমান! **আল্লাহ পাকের** শপথ! যিনি আমার পিতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন! আজ তৃতীয় দিন, ঘরে সব কিছু খালি কিন্তু দরজায় এসেছ, খালি কিভাবে পাঠায়? এই চাদর নিয়ে যাও এবং শামাউন নামের অমুসলিমের নিকট গিয়ে বলো: ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ এর চাদর রাখো আর কিছু যব ঋণ দিয়ে দাও। হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঐ চাদর নিয়ে তার নিকট এলো এবং সব কিছু বর্ণনা করল। শামাউন কিছুক্ষন পর এই চাদর মোবারক দেখতে রইলেন, ঐ সময় তার মধ্যে একটি ভাবাবেক (অবস্থা) সৃষ্টি হলো আর বলতে লাগল: হে সালমান! এরা ঐ সম্মানিত ব্যক্তি যাদের সংবাদ **আল্লাহ পাক** আপন নবী মূসা عَلَیْهِ السَّلَام কে তাওরাতের মাধ্যমে দিয়েছিল, আমি সত্য অন্তরে হযরত ফাতেমার পিতা مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله এর উপর ঈমান আনছি, এটা সে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এরপর সে হযরত সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে যব দিলেন এবং খুব আদব ও সম্মানের সাথে চাদর মোবারক পূনঃরায় দিয়ে দিলেন। খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا শামাউনকে কল্যাণের দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন এবং যব পিষে খাবার তৈরি করে সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُকে দিয়ে দিলেন। তিনি আরয করলেন: এ থেকে কিছু ঘরের জন্য রেখে দিন, বললেন: ব্যস **আল্লাহ**র রাস্তায় দেয়ার নিয়্যত চাইলাম এবং রান্না করলাম, এখন এ থেকে নেয়া ঠিক হবে না। হযরত সালমান رَضِیَ اللهُ عَنْهَا খাবার নিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সকল ঘটনা খুলে বললেন, **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ রুটি নব মুসলিমকে দান করলেন এবং নিজের

কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর নিকট আগমন করলে তখন দেখলেন যে, ক্ষুধায় তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেল, আর দূর্বলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন কন্যা ফাতেমাকে বসিয়ে সান্তনা দিলেন এবং দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ!** ফাতেমা তোমার বান্দেনী, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট থাকো।

(সফীনায়ে নূহ, দ্বিতীয় অংশ, ৩৩ পৃষ্ঠা)

ভোকে রেহ কে খোদ আওরাউ কো খিলা দেতে তে,
কেইসে সা'বির তে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর আত্ম ত্যাগ ও দানশীলতা, নিজের কাছে কিছু নেই, ঘরের মধ্যে খাওয়ার কিছু নেই কিন্তু আত্ম ত্যাগ ও দানশীলতার এমন মহান স্পৃহা ছিল যে, গরীব নব মুসলিমের ইচ্ছা পুরণ করার লক্ষ্যে ঋণ নেয়ার জন্য নিজের চাদর মোবারক বন্ধক রাখলেন এবং যখন হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ খাবার থেকে কিছু ঘরের জন্য রাখতে আরয করলে তখন বলতে লাগলেন: আমি এই খাবার **আল্লাহর** রাস্তায় দান করার নিয়্যতে রান্না করেছি।

سُبۡحٰنَ اللہ! এক দিকে খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর বিশুদ্ধ আমল আর অপর দিকে আমাদের অবস্থা যে, যদি কখনো কোন দারিদ্র্য ব্যক্তি আসে তখন প্রথমে কিছু কথা শুনিয়ে দিই আর যদি কিছু দিই তাহলে পরবর্তীতে অপর জনের সামনে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে থাকি, তার সম্মানকে পদদলিত করি এবং বিভিন্ন কথা শুনিয়ে থাকি। মনে রাখবেন! যখনই কোন ভিক্ষুক বা দারিদ্রকে কিছু দেয়ার সুযোগ মিলে তখন এমন কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা চাই যে, যার

দ্বারা সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তির অন্তরে কষ্ট হয় বা তার লাঞ্ছনা ও অপমান মনে হয় বরং **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই যে, **আল্লাহ পাক** কোন গরীবের চাহিদা পুরণ করার সামর্থ্য দান করেছেন, কেননা **আল্লাহ পাকের** বান্দীনি যখন কারো চাহিদা পুরণ করে তখন **আল্লাহ** করীম তাকে অসংখ্য পুরস্কার দান করেন, আসুন! মুসলমানের চাহিদা পুরণ করার ফযীলত সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শ্রবণ করি,

চাহিদা পুরণ করার বিভিন্ন ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি আমার কোন উম্মতের চাহিদা পুরণ করে এবং তার নিয়্যত এটাই হয় যে, এর মাধ্যমে ঐ উম্মতকে সন্তুষ্ট করল তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল, আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল সে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করল আর যে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করল তবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৫, হাদীসঃ ৭৬৫৩)

(২) ইরশাদ হচ্ছেঃ বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আপন ভাইয়ের চাহিদা পুরণ করতে থাকে, **আল্লাহ পাক**ও তার চাহিদা পুরণ করতে থাকে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, ৮/৩৫৩, হাদীসঃ ১৩৭২৩)

(৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ যে আপন কোন মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পুরণ করার জন্য চলতে থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে আপন জায়গায় পূনঃরায় আসা পর্যন্ত তার প্রত্যেক কদমে তার জন্য সত্তর (৭০) টি নেকী লিখা দেন, আর তার সত্তর (৭০) টি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অতঃপর যদি তার হাতে ঐ ব্যক্তির চাহিদা পুরণ হয়ে যায় তাহলে সে আপন গুনাহ থেকে এভাবে বের হয়ে যায় যেভাবে

ঐদিন ছিল যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়ে ছিল আর যদি এর মধ্যে তার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, ৩/৩১৭, হাদীস: ৪০২২)

তো বে হিসাব বখশ কে হে বে হিসাব জুরম,
দেতা হো ওয়াসেতা তুজে শাহে হিজায কা। (যওকে নাত, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাতুনে জান্নাতের কারামাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর সম্মান ও মর্যাদার একটি দিক হলো এটাই যে, **আল্লাহ পাক** তাঁকে অনেক কারামাত দ্বারা ধন্য করেছেন। আর বাস্তবিকতা হলো এটাই যে **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্টি করার মাধ্যমে নিজের জীবন অতিবাহিত করে তখন **আল্লাহ পাক**ও আপন অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা তাকে বিভিন্ন নিয়ামত দ্বারা ধন্য করে থাকে। আসুন! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর একটি মর্যাদা সম্পন্ন কারামাত শ্রবণ করি। যেমন

মর্যাদা সম্পন্ন দাওয়াত

একদিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন, যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ঘর আলোকিত করার উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছাছিলেন তখন ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পিছে চলতে লাগলেন আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম গণনা

করতে লাগলেন আর আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা মাতা আপনার কদমে কুরবান! আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, আপনার এক এক কদমের বিনিময়ে, আপনার সম্মানের জন্য এক একটি গোলাম আযাদ করব, যেমনিভাবে হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘর পর্যন্ত যত কদম প্রিয় নবী রেখেছেন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ততো সংখ্যক গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন, হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এই দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে হযরত সৈয়্যদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বলল, হে ফাতেমা! আমার দ্বীনি ভাই ওসমান **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুব মর্যাদা সম্পন্ন দাওয়াত দিলেন এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করলেন, আমারও ইচ্ছা হায়! আমিও প্রিয় নবীকে এভাবে মর্যাদা সম্পন্ন দাওয়াত দিতে পারতাম। হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আপন স্বামী হযরত আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর স্পৃহায় প্রভাবিত হয়ে বললেন: খুব ভাল, যান, আপনিও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐভাবে দাওয়াত দিয়ে আসেন! আমাদের ঘরেও ঐসব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যেমনিভাবে

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দাওয়াত দিলেন এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় দলকে সাথে নিয়ে আপন প্রিয় কন্যার ঘরে তাশরীফ আনলেন। হযরত সৈয়্যদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا একাকী কক্ষে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদায় পতিত হলেন এবং এভাবে দোয়া প্রার্থনা করতে লাগলেন: হে **আল্লাহ**! তোমার বান্দীনি ফাতেমা তোমার মাহবুব এবং তোমার

মাহবুবের সাহাবীদের দাওয়াত দিয়েছে, তোমার বান্দীনি শুধু তোমার উপরই ভরসা করে, সুতরাং হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার সম্মান রক্ষা করো এবং এই দাওয়াতের খাবার তুমি অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা করবে, এই দোয়া প্রার্থনা করে হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا পাতিল গুলোকে চুলার উপর বসিয়ে দিলেন। **আল্লাহ পাকের** দয়ার সাগরে জোশ চলে আসল এবং ঐ পাতিল গুলোকে জান্নাতী খাবার দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا ঐ পাতিল গুলো থেকে খাবার দিতে শুরু করলেন এবং **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন সাহাবায়ে কেরামের সাথে খাবার খাওয়া থেকে অবসর হয়ে গেলেন, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** মহত্ত্ব যে, পাতিল থেকে খাবারের কিছুই কমে নি এবং সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ঐ খাবারের সুগন্ধ ও স্বাদে বিস্মিত হয়ে গেল। প্রিয় নবী সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে বিস্মিত দেখে বললেন: তোমরা কি জানো এই খাবার কোথায় থেকে এসেছে? সাহাবায়ে কেরাম আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! জানি না! **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** আমাদের জন্য এই খাবার জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا একাকীত্বে গিয়ে সিজদায় পতিত হলেন এবং এভাবে দোয়া করতে লাগলেন: হে **আল্লাহ**! হযরত ওসমান তোমার মাহবুবের জন্য প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে একজন করে গোলাম আযাদ করেছেন কিন্তু তোমার বান্দেনি ফাতেমার এতো সামর্থ্য নেয়, হে **আল্লাহ পাক**! যেখানে তুমি আমার সম্মানার্থে জান্নাত থেকে খাবার পাঠিয়ে সম্মান রক্ষা করেছো, ঐখানে তুমি আমার সম্মানার্থে তোমার প্রিয় মাহবুবের ঐ কদম সমপরিমাণ যত কদম রেখে আমার ঘরে তাশরীফ এনেছে,

তোমার মাহবুবের উম্মতের মধ্যে তোমার গুনাহগার বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করো। হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যে মাত্র এই দোয়া থেকে অবসর হয়েছে ঐ মূহুর্তে হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام এই সুসংবাদ নিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়েছে যে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! হযরত ফাতেমার দোয়া **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়েছে, **আল্লাহ পাক** বলেন আমি আপনার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক এক হাজার (১০০০) গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করাবেন। (জামেউল মুজিযাত, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরবান হয়ে যান! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং বিশেষ করে আমীরুল মুমিনীন আলীউল মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এবং সৈয়্যদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুহাব্বতে ধরণ উপর যে, ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মর্যাদা সম্পন্ন দাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সৈয়্যদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কাজ কর্মে ঈর্ষা হয় যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ঘরেই তাশরীফ আনবেন এবং আমরাও তাকেঁ দাওয়াত করি। স্পৃহা এটাই ছিল যে ঘরে কিছু না থাকা সত্ত্বেও **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত দিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা সৈয়্যদা ফাতেমার কারামাত প্রকাশ হলো আর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا দোয়ায় জান্নাতী খাবার আসল এবং **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুনাহগার উম্মতের জাহান্নাম থেকে মুক্তি নসীব হলো। সুতরা আমাদের উচিত যে **আল্লাহ**

পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য, মুসলমানদের সম্মানের নিয়্যতে মন তুষ্টির জন্য বিভিন্ন সময় আপন আত্মীয়দের দাওয়াত দেয়া, তাদের কষ্টে সাহায্য করা, তাদের সাথে সর্বদা সম্পর্ক অটুট রাখা এবং কখনো কখনো প্রতিবেশীদেরকেও দাওয়াত দেয়ার মানসিকতা তৈরি করা, আর কোন অভাব গ্রস্থ আসলে তখন তাকেও স্নেহ ও মুহাব্বাতের সাথে খাবার খাওয়ানো। যেভাবে খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর চরিত্রের মধ্যে এই অভ্যাসও দেখা যায় যে, যদিও কয়েক দিন খালি থাকার পরও ঘরের মধ্যে খাবার চলে আসে তাহলে তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا ঐ খাবারের মধ্যে প্রতিবেশীকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিতেন। আসুন! তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا প্রতিবেশীর সাথে সৎব্যবহার করা, তাঁর কারামাত প্রকাশ হওয়ার বিষয়ে আরো একটি ঘটনা শ্রবণ করি। যেমন

বরকত পূর্ণ থালা

একবার দূর্ভিক্ষের সময় **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ক্ষুধা অনুভূত হলে তখন প্রিয় নবীর কন্যা হযরত ফাতেমা বতুল رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا থালির (অর্থাৎ ধাতুর পাত্র যাতে রুটি ও তরকারী রাখা হয়) মধ্যে এক টুকরা মাংস এবং দুইটি রুটি দিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ হাদিয়া সাথে নিয়ে হযরত ফাতেমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: হে আমার কন্যা! এদিকে আস! হযরত ফাতেমা যখন এই থালির পাত্র খুললেন তখন এটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে, ঐ পাত্রের রুটি এবং মাংস সমূহ পূর্ণ হয়ে ছিল, আর তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বুঝে নিলেন যে, এই খাবার **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা

করলেন اَنّٰى لَكِ هٰذَا؟ অর্থাৎ এগুলো তোমার জন্য কোথায় থেকে এসেছে? তখন হযরত ফাতেমা আরয করলেন: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ সেটা **আল্লাহর** নিকট থেকে, নিশ্চয় **আল্লাহ** যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন। তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, সকল প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্য যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের সর্দার (অর্থাৎ হযরত মরিয়ম) এর অনুরূপ বানিয়েছেন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হযরত হাসান ও হুসাইন এবং অপর আহলে বাইত رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن কে একত্রিত করে সবার সাথে (থালি থেকে) খাবার আহার পূর্বক করলেন এবং সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন, তারপরও খাবার ঐরকমই অবশিষ্ট ছিল আর তা হযরত বিবি ফাতেমা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا আপন প্রতিবেশীকে খাওয়ালেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/২৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেখানে প্রিয় নবীর শাহজাদী হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর মর্যাদা পূর্ণ কারামাত প্রকাশ হয়েছে, এটাও জানা গেল যে, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهَا প্রতিবেশীকে অনেক বেশী সহযোগীতা করতেন। কিন্তু আজ আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিবেশীদের সাহায্য করার স্পৃহা চলে যেতে বসেছে, আমরা নিজেরাই তো ভাল খাওয়া দাওয়া করছি, ভাল কাপড় পরিধান করছি কিন্তু আফসোস! আমাদের প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে, তাদের হক সমূহ আদায় করার এবং তাদের ক্ষুধা ও পিপাসার সামন্যতম অনুভূতিও নেই, অথচ অধিকাংশ হাদীসে মোবারাকায় প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন

প্রতিবেশীর হক

হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন, আমি প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের উপর প্রতিবেশীর কি হক রয়েছে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি সে অসুস্থ হয় তাহলে তার সেবা করো, যদি মারা যায় তাহলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করো, যদি ঋণ চাই তাহলে তাকে ঋণ দিয়ে দাও এবং যদি দোষ ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হয়ে যায় তখন তা গোপন করো। (আল মুজামুল কবীর, ৯/৪১৯, হাদীস: ১০১৪)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সুতরাং আমাদের উচিত যে, প্রতিবেশীর সাথে সৎব্যবহার করা, যদি তারা কোন মুসিবত গ্রস্থ হয় তখন তাদের সান্তনা দেয়া, ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া, যখন তারা ভালো কিছু অর্জন করে তখন তাদের মোবারকবাদ দেয়া, প্রতিবেশীর বাচ্চাদের সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে কথাবার্তা বলা, প্রতিবেশীরা ভূল করলে তাদের ক্ষমা করা, তারা কিছু চাইলে তখন তাদের সাহায্য করা।

নে'মতে আখলাক কর দিজিয়ে আতা ইয়া,
করম ইয়া মোস্তাফা ফরমায়ে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত (رَضِیَ اللهُ عَنْهُم) এর মধ্য থেকে

কারো সাথে ভাল আচরণ করলো, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে দান করবো। (জামে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮২১) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি হযরত আব্দুল মুত্তালিবের বংশের মধ্য হতে কারো সাথে দুনিয়ায় কল্যাণ করলো, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। (তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২, হাদীস: ৫২২১) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাদের অবমাননা করা হারাম। (কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা) ☆ সৈয়দ বংশীদের সম্মান ও আদবের মূল কারণ হলো যে, তারা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের টুকরো। (সা'আদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা) ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ সকল জিনিস যা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত তারও সম্মান করা। (আশ শিফা, ৫২ পৃষ্ঠা, ২য় অংশ) ☆ সম্মানের জন্য নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং কোন সনদেরও প্রয়োজন নেই, যারাই নিজেদেরকে সৈয়্যদ বংশীয় বলে তাদের সম্মান করা উচিৎ। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা) ☆ যারা আসলেই সৈয়দ নয় এবং জেনে শুনেই সৈয়দ সাজে, তাদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, তাদের ফরয কবুল হবে না এবং নফলও না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৬ পৃষ্ঠা) ☆ যদি কোন বদ মাযহাব সৈয়্যদ হওয়ার দাবী করে এবং তার বদমাযহাবী কুফরের সীমায় পৌঁছে গেছে, তবে কখনোই তাকে সম্মান করবে না। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত, ১৭ পৃষ্ঠা) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান হলো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৪২৩) ☆ ওস্তাদও সৈয়দ বংশীয়দের মারা থেকে বিরত থাকুন। (কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৮৪ পৃষ্ঠা) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের এমন

কাজের জন্য চাকরীতে রাখা যাবে, যাতে অবজ্ঞা পাওয়া যায় না তবে অপমান সূলভ কাজে তাদের চাকরীতে রাখা জায়িয নেই। (সা'দাতে কিরাম কি আযমত ১২) ✫ ঐ সৈয়দ কে এজন্য ঘৃণা করা কুফরী।

(কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“১৬৩ মাদানী ফুল”** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

বয়ান: ২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দিনে একহাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা, তার শ্রবণ করা এবং এর উপর আমল করা কল্যাণ ও বরকত এবং আখিরাতের মুক্তির উপায়, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে মুসলমানের নিকট তিলাওয়াত করা, তা বুঝা এবং এর উপর আমল করার জন্য সময় নাই, অনেক লোকের রমযানুল মুবারকে এই সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায় এবং অনেকে তো রমযানেও এর তিলাওয়াত বরং এর

যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকে। অনুরূপভাবে অনেক লোক রমযানুল মুবারকে "টাইম পাস" করার জন্য নিজের মূল্যবান সময় হোটেল, অহেতুক আড্ডা, পার্কে, নারী পুরুষের মিশ্র বিনোদন কেন্দ্রে অবস্থান করা, খবরের কাগজ পড়া, সিনেমা-নাটক বা মিউজিক্যাল পোগ্রাম দেখা শুনা, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং মেসেজে মন্তব্য করা এবং শুনা, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media) গুনাহে ভরা ব্যবহার করাতে নষ্ট করে দেয়। যদি এরূপ লোকেরা নিজের মূল্যবান সময় এরূপ অহেতুক ব্যস্ততায় নষ্ট করার পরিবর্তে প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা তিলাওয়াত করার রুটিন বানিয়ে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অসংখ্য নেকী আমল নামায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন! কোরআনে করীমে হালাল ও হারামের বিধান, শিক্ষণীয় এবং উপদেশ মূলক বাণী, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী ও অবস্থা এবং জান্নাত এবং দোযখের অবস্থার পাশাপাশি জ্ঞানের এমন ভান্ডার বিদ্যমান যা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। যেমনটি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন"** এ রয়েছে: কোরআনে মজীদ যদিওবা প্রকাশ্যভাবে ৩০ পারার সমষ্টি কিন্তু এর অন্তনিহীত কোটি কোটি বরং শত কোটি জ্ঞান ও পরিচিতির এমন ভান্ডার যে, যা কখনো শেষ হবার নয়। কোন এক অলীর প্রসিদ্ধ পংক্তি হলো:

جَمِيۡعُ الۡعِلۡمِ فِي الۡقُرۡاٰنِ لٰكِنۡ تَقَاصَرَ عَنۡهُ اَفۡهَامُ الرِّجَالِ

অর্থাৎ সকল জ্ঞান কোরআনে বিদ্যমান কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তা বুঝতে অক্ষম। কোরআনে মজীদের শুধুমাত্র জ্ঞানের বর্ণনা নয় বরং আসলে কোরআনে মজীদে সমগ্র কায়েনাত এবং সকল জগতের প্রতিটি বস্তুর স্পষ্ট, আলোকিত এবং বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে অর্থাৎ আসমানে এক একটি নক্ষত্র, সমুদ্রের এক একটি ফোঁটা, সবুজ ভূমির এক একটি খড়, মরুভূমির এক একটি কণা, গাছ গাছালির এক একটি পাতা, আরশ ও কুরসির প্রতিটি কোণা, সমগ্র জগতের প্রতিটি কোণা, পূর্বের প্রতিটি ঘটনা, অবস্থার প্রত্যেক অবস্থা, ভবিষ্যতের প্রতিটি দূর্ঘটনা কোরআনে মজীদের খুবই ব্যাপকভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনে মজীদ তো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সেই ভান্ডার, যা কখনো শেষ হতে পারে না বরং কিয়ামত পর্যন্ত ওলামায়ে কিরামগণ এই মহাসমুদ্র থেকে সর্বদা আশ্চার্যজনক বিষয়ক মুক্তা বের করতে থাকবেন এবং হাজারো লাখো কিতাবের স্তুপ তৈরী করতে থাকবে।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন, ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা)

তো আসুন! আজকে আমরা এই মহান এবং আজিমুশ্‌শান কিতাবের তিলাওয়াত কারীদের কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শ্রবণ করবো, যাতে আমাদের মাঝেও **আল্লাহ পাকের** এই পবিত্র বাণী কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের আগ্রহ বৃদ্ধি হয়ে যায়।

ফিরিশতারা শুনতে আসতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ ইবনে হুযাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ একরাতে কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন, হঠাৎ নিকটেই বাঁধা তাঁর ঘোড়া লাফাতে

লাগলো। তিনি চুপ হয়ে গেলে ঘোড়াও থেমে গেলো, তিনি আবারও পড়া শুরু করলেন, তখন ঘোড়াও আবারো লাফাতে লাগলো, তিনি চুপ হয়ে গেলেন, এভাবে যখন তিনি পড়তে থাকেন তখন ঘোড়াকে লাফাতে দেখে আবার চুপ হয়ে যেতেন। কেননা তাঁরই শাহজাদা হযরত ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটেই ঘুমাচ্ছিলেন, তাই তাঁর ভয় ছিলো যে, ঘোড়া যেন বাচ্চাকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং যখন তিনি ঘরের আঙিনায় এসে আসমানের দিকে তাকালেন, তখন দেখলেন যে, মেঘের মতো কোন বস্তু যার মধ্যে অনেক আলোকিত প্রদীপ আলো ছড়াচ্ছে। তিনি সকালে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটা ফিরিশতাদের পবিত্র দল ছিলো, যারা তোমার কিরাতের কারণে আসমান হতে তোমার ঘরের দিকে নেমে এসেছিলো, যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তবে ফিরিশতারা পৃথিবীর এতই নিকটবর্তী হয়ে যেত যে, সমস্ত মানুষের সাথে তাদের দীদার হয়ে যেত। (মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন, ৭৯৬ পৃষ্ঠা, নং: ৩১১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিলাওয়াতের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘঠনাবলী দ্বারা জানা গেলো! যে স্থানে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা হয়, তখন সেখানে রহমতের ফিরিশতা তাশরীফ নিয়ে আসেন, সেই স্থানে **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষন হয়, কোরআন তিলাওয়াতের বরকতে আশেপাশে বিদ্যমান সৃষ্টি কুদরতের দৃশ্যাবলীও দেখে থাকে, যেমনটি আমরা

শুনলাম যে, একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তিলাওয়াত করতে থাকেন এবং তাঁর ঘোড়া ফিরিশতাদের দৃশ্য দেখতে লাগলো আর সেই সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُও একটি আলোকিত প্রদীপের ন্যায় ফিরিশতাদের অবলোকন করলেন। মনে রাখবেন! কোরআনে করীম **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় পবিত্র কালাম, এটি পাঠ করা, পাঠদান করা, শুনা, শুনানো সবই সাওয়াবের কাজ, শুধু এর তিলাওয়াত করা সাওয়াবের কাজ নয় বরং তা যিয়ারত করাও ইবাদত।

হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلنَّظَرُ فِی الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ অর্থাৎ কোরআনে করীমকে দেখা ইবাদত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১৮৭, হাদীস: ৭৮৬০) এই কারণেই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাঝে মাঝে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার উৎসাহ প্রদান করেন এবং অনেক হাদীসে করীমায় এর ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি (৩) হাদীস পাক শ্রবণ করি:

জান্নাতি পোশাক পরিধান করানো হবে

(১) ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন যখন কোরআন তিলাওয়াতকারী আসবে, তখন কোরআন আরয করবে, হে **আল্লাহ**! একে জান্নাতি পোশাক পরিয়ে দিন। অতএব তাকে সম্মানজনক জান্নাতি পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! তাতে বৃদ্ধি করে দিন, তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। অতঃপর কোরআন আরয করবে: হে **আল্লাহ**! এই ব্যক্তির উপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন **আল্লাহ** তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অতঃপর সেই কোরআন তিলাওয়াতকারীকে উদ্দেশ্য করে

বলা হবেঃ তুমি কোরআন পড়ে যাও আর জান্নাতের দরজাগুলো অতিক্রম করে যাও। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে নেয়ামত দান করা হবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ফযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৯, হাদীসঃ ২৯২৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছেঃ **আল্লাহ পাক** কোরআন শ্রবণকারী থেকে দুনিয়ার বিপদ দূর করে দেন এবং কোরআন পাঠকারী থেকে আখিরাতের বিপদ দূর করে দেন। কোরআনে পাকের একটি আয়াত শুনা স্বর্ণের ভান্ডার থেকেও বেশি, এর একটি আয়াত পাঠ করা আরশের নিচে বিদ্যমান জিনিষের চেয়েও উত্তম।

(মুসনাদুল ফিরদাউস, ৫/২৫৯, হাদীসঃ ৮১২২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী পাবে, যা ১০টি নেকীর সমান। আমি এটা বলছি না যে, الم একটি হরফ। বরং 'ا' একটি হরফ, 'ل' একটি হরফ এবং 'م' এটি হরফ।" (তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, ৪/৪১৭, হাদীসঃ ২৯১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা সমূহ থেকে জানা গেলো! কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং শুনাতে দুনিয়াবী বিপদাপদ, দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়, মুসলমান কষ্ট এবং বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা দুনিয়াবী ধন সম্পদের চেয়ে উত্তম বরং কোরআনে পাকের একটি হরফ পাঠ করাতে ১০টি নেকীর সাওয়াব পাওয়া যায়। এটাও জানতে পারলাম! যে লোক **আল্লাহ পাকের** কালামের তিলাওয়াত করতে থাকে, তাদের অন্তরে প্রশান্তি নসীব হয়ে যায়, তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত অবিরত বর্ষণ হতে থাকে, আখিরাতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ

করানো হবে, এমনকি তাদের জন্য কোরআনে পাক তিলাওয়াত করার অনুযায়ী জান্নাতে মর্যাদা নির্ধারন করা হবে। সুতরাং আমাদের প্রতিদিন সময় বের করে আনন্দচিত্তে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়া উচিৎ, যাতে আমরাও কোরআনে পাকের বরকত অর্জন করতে পারি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আরো একবার রমযান মাসের মাদানী বাহার দেখা নসীব করেছেন। মনে রাখবেন! রমযান মাস **"কোরআনে করীম তাশরীফ আনার মাস"**ও। যদি আমরা এই মুবারক মাসেও কোরআনের তিলাওয়াত করতে না পারি, তবে তা কত বড়ই না বঞ্চনা। এটাই সেই মুবারক মাস, যাতে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব ৭০গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এই মুবারক মাসের আগমনের সাথে সাথে উপকারীতা অর্জনের জন্য নিয়্যত করে নিন, এই পবিত্র মাসে অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত করবো এবং তা বুঝার চেষ্টাও করবো। প্রতিদিন একটি সময় নির্ধারন করে নিন, যেমন; এতো থেকে এতো পর্যন্ত এতটুকু কোরআনের তিলাওয়াত করবো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا কোরআন তিলাওয়াতের একটি সীমা নির্ধারন করে রেখেছিলেন। এই সময় তিনি رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ কারো সাথে কথাবার্তা বলতেন না।

যদিওবা কোরআন পাঠ করতে নাও জানেন, তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে শিখার চেষ্টা করুন, যদি

পড়তে জানেন তবে অপরকে শিখান। মুসলমানের একটি বড় অংশ এমনও রয়েছে যে, যারা শুধু রমযানুল মুবারক মাসেও মসজিদের দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং তাদেরকে সুন্দরভাবে নামায এবং কোরআনে করীম শিখানোর ব্যবস্থা করুন, এটা অনেক বড় নেকী, যদি আমাদের সামান্য চেষ্টায় কেউ নামাযী হয়ে যায়, বিশুদ্ধভাবে কোরআনে করীম পাঠকারী হয়ে যায় তবে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আশা করা যায় যে, অনেক বড় সাওয়াবের ভান্ডার হাতে এসে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বুযুর্গানে দ্বীনের তিলাওয়াতের আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ الله সারা জীবন **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহের উপর আমল করে অতিবাহিত করেছেন, এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার পাশাপাশি সুন্নাত এবং মুস্তাহাব সমূহও নিয়মিত আদায় করে থাকে, আগ্রহ ও উদ্দিপনা সহকারে রাতে জেগে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করেন এবং দিনে রোযা রাখেন, এই নেককার লোকেরা শুধু নিজেরা অধিকহারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন না বরং মুসলমানদেরকেও কোরআনে পাকের শিক্ষা প্রদান করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে বুযুর্গানে দ্বীনদের কয়েকটি ঘটনাবলী শ্রবণ করি, যাতে আমাদেরও মানসিকতা জাগে এবং আমরাও সেই নেককার লোকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে অধিক পরিমাণে কোরআনে করীমের পাঠদান কারী হয়ে যাই।

ইবাদত ও রিয়াযত দেখে ইসলাম কবুল

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইসলামের প্রাথমিক দিকে নিজের ঘরের উঠানে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন এবং নামায পড়তেন, লোকেরা তাঁর এই ঈমানোদ্দীপক দৃশ্য দেখে তাঁর আশেপাশে জমা হয়ে যেতেন, তাঁর কোরআনের তিলাওয়াত, ইবাদত ও রিয়াযত এবং খোদাভীতিতে কান্না করা মানুষের মাঝে খুবই প্রভাব বিস্তার করতো, তাঁর এই আমলের কারণে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। (আর রিয়াদুন নাদারা, ১/৯৬)

সাহাবায়ে কিরামের তিলাওয়াতের ধরণ

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এক রাতে কোরআন খতম করতেন। হযরত দাউদ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কয়েক মিনিটেই যাবুর খতম করে নিতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২৭০) হযরত আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم ঘোড়ার উপর আরোহন করার সময় এক পা রেকাবে রাখতেন এবং কোরআন মজীদ পাঠ করা শুরু করতেন এবং অপর পা অন্য রেকাবে রেখে ঘোড়ার জিনের উপর বসতে বসতে একবার কোরআন খতম করে নিতেন। (শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ২১২ পৃষ্ঠা)

আশিকে কোরআনের কি অপরূপ মহিমা

হযরত ছাবিত বুনানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দৈনিক এক বার কোরআন শরীফ খতম করতেন। তিনি সর্বদা দিনের বেলায় রোযা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। যেই মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন

সেই মসজিদে অবশ্যই দুই রাকাত (তাহিয়াতুল মসজিদের) নামায আদায় করতেন। তিনি **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন: আমি জামে মসজিদের প্রতিটি স্তম্ভের পাশেই পবিত্র কুরআনের খতম দিয়েছি এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করেছি। তিনি নামায ও কোরআন তিলাওয়াত করাকে বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর উপর **আল্লাহ পাকের** এত বড় দয়া হল যে, যা শুনলে ঈর্ষা চলে আসে। যেমনটি ওফাতের পর দাফন করার সময় হঠাৎ করে একটি ইট কবরের ভিতর চলে যায়। লোকেরা যখন ইটটি নেওয়ার জন্য ঝুকল, তখন এটা দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল যে, তিনি কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন! তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পরিবারের লোকজনের কাছে যখন জিজ্ঞাসা করা হল; তখন তাঁর শাহজাদী সাহেবা বললেন: আমার সম্মানিত পিতা প্রত্যেহ এভাবে দোয়া করতেন; হে **আল্লাহ**! তুমি যদি কাউকে ওফাতের পর কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য প্রদান করে থাক, তাহলে আমাকেও সেই মর্যাদা দান কর। বর্ণিত রয়েছে; লোকজন যখনই তাঁর মাযার শরীফের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন নূরানী কবর থেকে কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ আসত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৬২, ৩৬৬)

কোরআন তিলাওয়াত করা নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা

হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একবার রাতের বেলা নিজের বন্ধুকে বললেন: তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছো, যে আজ রাতে দুই রাকাত নামায আদায় করবে এবং এক রাকাতে পরিপূর্ণ কোরআনে পাক তিলাওয়াত করবে। সেখানে উপস্থিত

কেউই সাহস করলো না। শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বয়ং নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুই রাকাত নামায শুরু করে দিলেন। প্রথম রাকাতে পুরো কোরআনে করীম এবং আরো ৪ পারা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায পূর্ণ করলেন। (ফাওয়ায়িদিল ফাওয়ায়িদ, ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা কিরূপ আগ্রহ ও ভালবাসা সহকারে দিন রাত রাব্বে করীমের কালাম পাঠ করতে থাকতেন। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানদের অধিকাংশই কোরআনে পাকের শিক্ষা থেকে অনবহিত, অনেক মূর্খরা তো কোরআনে পাক দেখে দেখে পড়তেও জানে না এবং যারা পড়তে জানে তারাও বছরের পর বছর কোরআনে পাক খুলেও দেখে না, মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু মুসলমানের ঘর তিলাওয়াতের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, আজ থেকে এই হাদীসে মুবারাকা সমূহের উপর আমল করে সেই নেককার মানুষদের কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা নিজেরাও কোরআনে পাক পাঠ করবো এবং অপর মানুষদেরকেও কোরআনে পাক পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করবো।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশিকানে রাসূলের সেই মসজিদ ভরো কার্যক্রম, যার মাদানী উদ্দেশ্যে ফয়যানে কোরআনকে প্রসার করারও উৎসাহ বিদ্যমান। সেই মাদানী উদ্দেশ্য কি? আমরাও বলি: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنۡ شَآءَ الله

কোরআনে করীম জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মুসলমানের সাথে রয়েছে, কোরআনে করীমের নির্দেশনা ছাড়া কেউ লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছাবে? কোরআনে করীমের শিক্ষাকে ভূলে সফলতার আশা কিভাবে করবে? কোরআনে করীম হলো হিদায়তের মূল কেন্দ্র।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বিভিন্ন ভাবে কোরআনে শিক্ষাকে প্রসার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কোরআনে করীমের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য একটি পদ্ধতি এটাও যে, বিভিন্ন স্থান এবং মসজিদে সাধারণত ইশার নামাযের পর হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধিকাংশ ঘরে প্রায় প্রতিদিন প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনারও ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীনির সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজারের চেয়েও বেশি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআনে করীম সেই মহান মুবারক কিতাব, যাতে **আল্লাহ পাক** অনেক বিধানাবলী ইরশাদ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি বিধান এমন যে, যার উপর মুসলমানকে আমল করার, যেমন; নামায পড়া, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা, সামর্থ হওয়া অবস্থায় হজ্ব করা, পিতামাতার হক আদায় করা এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করা, মহিলাদেরকে শরয়ী পর্দা করা, মুসলমানকে সালাম করা, তাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর চুরি করা, অপকর্ম করা, সুদ খাওয়া, মদ পান করা, মিথ্যা বলা, অবৈধ লেনদেন করা, বিনা কারণে কারো প্রতি রাগ করা, কাউকে মন্দ

উপাধীতে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি আরো অনেক মন্দ কাজ থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোটকথা এই পবিত্র কিতাবে অর্থাৎ কোরআনে করীমে ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা বিদ্যমান, যাতে আমল করার বরকতে মুসলমানের শুধু উপকার হয় না বরং اِنْ شَآءَ الله আখিরাতেও এর অসংখ্য সাওয়াব অর্জিত হবে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা এই সকল বিধানাবলীর প্রতি আনন্দচিত্তে নিয়মিত আমল করা, যাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়।

৮ম পারার সূরা আনআমের ১৫৫ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾

(পারা: ৮, সূরা: আনআম, আয়াত: ১৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ বরকতময় কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরন করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেনো তোমার উপর দয়া হয়।

উম্মতের উপর কোরআনে করীমের হক

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে **“তাফসীরে সিরাতুল জিনান”** ৩য় খন্ডের ২৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো! উম্মতের উপর কোরআনে মজীদের একটি হক এটা রয়েছে যে, তারা যেনো এই পবিত্র কিতাবের অনুসরণ করে এবং এর আহকামের বিরোধীতা করা থেকে বেঁচে থাকে। আফসোস! বর্তমানে কোরআনে করীমর প্রতি আমল (করার) বিষয়ে মুসলমানের অবস্থা খুবই খারাপ, আজ মুসলমানরা এই কিতাব প্রতিদিন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে তা ঘরে জুযদান ও গিলাফের সৌন্দর্য বানিয়ে এবং দোকানে ব্যবসার

বরকতের জন্য সাজিয়ে রেখেছে আর তিলাওয়াত কারীও বিশুদ্ধভাবে এর তিলাওয়াত করে না আর বুঝারও চেষ্টা করে না যে, **আল্লাহ পাক** এই কিতাবে তাদের জন্য কি ইরশাদ করেছেন। ইতিহাস স্বাক্ষী, যতদিন পর্যন্ত মুসলমান এই পবিত্র কিতাবকে অনেক বেশি আপন ভেবেছে, এর বিধান এবং আইনের প্রতি কঠোরভাবে আমল করেছে ততদিন দুনিয়া জুড়ে তাদের শান ও শওকতের সাড়া পরেছিলো এবং অন্যান্যদের মন মুসলমানদের নাম শুনে কাঁপতে থাকে এবং যখন থেকে মুসলমানরা কোরআনে করীমের বিধানের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় তখন থেকেই তারা সারা দুনিয়ায় অপমান ও অপদস্ত হতে থাকে আর অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। (সীরাতুল জিনান, ৩/২৪৭)

কোরআনের আহকামের প্রতি আমলের উৎসাহ

হযরত আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** কিতাবের উদ্দেশ্য এবং এর চাওয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে, এমন নয় যে, শুধু মুখে উৎসাহ দেয়া, এর পাশাপাশি এর তিলাওয়াতও করুন। এর উদাহরণ এরূপ যে, যখন কোন বাদশাহ তার সম্রাজ্যের কোন শাসকের কিট কোন চিঠি প্রেরণ করে এবং এতে আদেশ দেয়া হয় যে, অমুক অমুক শহরে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেয়া হোক এবং যখন সেই চিঠি সেই শাসকের নিকট পৌঁছে তখন সে এতে দেয়া আদেশ অনুযায়ী প্রাসাদ নির্মাণ না করে, তবে এই চিঠিটি প্রতিদিন পাট করতেথাকে, তবে যখন বাদশাহ সেখানে আসবে এবং প্রাসাদ পাবে না তখন স্বভঃবতই সেই শাসক শাস্তির অধিকারী হয়ে যাবে, কেননা সে বাদশার আদেশ পাঠ করার পরও এর উপর আমল

করেনি তেমনি কোরআনও এই চিঠির ন্যায়, যাতে **আল্লাহ পাক** তার বান্দাদের আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেনো দ্বীনের আরাকান যেমন নামায এবং রোযা ইত্যাদি আদায় করে। বান্দা শুধুমাত্র কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতে রয়েছে এবং **আল্লাহ পাকের** আদেশের উপর আমল না করে তবে তাদের শুধুমাত্র কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতে থাকা মূলত উপকারী নয়।

(রুহুল বয়ান, সূরা বাকারা, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৫৫)

কোরআন তিলাওয়াতের আদেশ ও কোরআনে মজীদের দাবী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে আমাদেরকে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য হাদীসে মুবারাকায় অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে আমাদেরকে এর বিধানাবলীর উপর আমল করারও আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা কোরআনে করীমে বর্ণিত বিধানাবলীর প্রতি আমল করে না, তাদের জন্য আযাবের কঠিন সতর্কতাও এসেছে। আমাদের উচিৎ যে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার পাশাপাশি কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং এর পাশপাশি তাফসীরে সিরাতুল জিনান/ খাযায়িনুল ইরফান অথবা নূরুল ইরফানও অধ্যয়ন করা, যাতে কোরআনে পাক বুঝা যায়, এটা এজন্য যে, কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা বুঝা উচ্চ মর্যাদার ইবাদত।

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একটি আয়াত বুঝে এবং চিন্তা-ভাবনা করে পাঠ করা, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোরআন পাঠ করার চেয়ে উত্তম। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুত তাকফির, ৫/১৭০)

কোরআনের উপর আমল না করার শাস্তি

বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ الله থেকে বর্ণিত: অনেক সময় বান্দা একটি সূরা শুরু করে তবে তা সম্পূর্ণ শেষ করা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে, কখনো বান্দা একটি সূরা শুরু করে তখন তা সম্পূর্ণ শেষ করা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকে। আরয করা হলো: এটা কেমন? বললেন: যখন সে এর হাললকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে তখন ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করে অন্যথায় অভিশাপ প্রেরণ করে।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল আদাবি তিলাওয়াতিল কোরআন, ১/৩৬৫)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনে করীমের বিধানের উপর আমল করার তৌফিক দান করো, আমাদেরকে কবর ও হাশরের আযাব থেকে নিরাপদ রাখো, দ্বীন ও দুনিয়ায় নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ সমৃদ্ধ অবস্থায় রাখো, কোরআনে করীমকে আমাদের জন্য মুক্তির মাধ্যম বানাও আর এর বরকতে আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি দান করো।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিলাওয়াত করা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে নেক আমল করে সে যেন **আল্লাহ পাকের** সন্তুটি অর্জনের জন্য করে, কেননা নেক আমল যদি লোক দেখানো এবং নিজেই বাহা বাহ পাওয়ার জন্য করে তাহলে তার কোন উপকারীতা নেই, বরং উল্টো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে যে, রিয়াকারীনিকে শাস্তি দেয়া হবে। সুতরাং যখনিই আমরা কোরআনে

পাকের তিলাওয়াত করব **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য করব। আসুন! সে সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

চুপ করে তিলাওয়াত শ্রবণকারী বুযুর্গ

হযরত আবু আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: হযরত আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আসলাম তূসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নেক আমল গুলো গোপন রাখার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করতেন। এমনকি এক বার তিনি বলেছিলেন: যদি সম্ভব হয় আমি (আমলনামা লিখক সম্মানিত ফিরিশতা) কিরামান কাতিবীন থেকেও গোপন করে ইবাদত করব। রাবী বলেছেন: আমি বিশ বৎসরের বেশী সময় তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথে ছিলাম। কিন্তু জুমার নামায ব্যতীত কখনো তাঁকে দুই রাকাত নামায পড়তে দেখিনি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পানির মশক নিয়ে তাঁর বিশেষ কামরায় (রুমে) তাশরীফ নিয়ে যেতেন, আর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। আমি কখনো বুঝতে পারতাম না যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কামরায় (রুমে) কী করতেন। একদিন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদানী মুন্নাটি জোরে জোরে কান্না করতে লাগল। তার আম্মাজান তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললাম: মাদানী মুন্না! তুমি এত করে কেন কান্না করছ? বিবি সাহেবান বললেন: তার বাবা (হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান তূসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এই কামরায় (রুমে) কোরআন তিলাওয়াত করছেন, আর কান্না করছেন, আর সেও তাঁর আওয়াজ শুনে কান্না লাগল। শায়খ আবু আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (রিয়ার ধ্বংসাত্মকতা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে) নেক আমল গুলো গোপন রাখার এতই চেষ্টা

করতেন যে, তিনি ইবাদত করার পর তাঁর সেই বিশেষ কামরা থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে তাঁর মুখ ধুয়ে চোখে সুরমা লাগিয়ে নিতেন। যাতে করে তাঁর চেহারা ও চোখ দেখে কেউ যেন বুঝতে না পারে যে, ব্যক্তিটি কান্না করেছিল। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৫৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমরা কোরআনে পাক তিলাওয়াত করাকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করে নিই তাহলে আমাদের দেখাদেখি আমাদের বাচ্চাদেরও কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। আর সেও বড় হয়ে কোরআনে পাক পাঠ করবে এবং তাঁর নির্দেশনার উপর আমল করবে। এজন্য বাচ্চাদের অভ্যাস হলো যে, সে বড়দেরকে যে কাজ করতে দেখবে সেও তা করে যাবে, কেমন সৌভাগ্যের কথা যে, সে আমাদের ইবাদত এবং কোরআনে পাকের তিলাওয়াত ও তার উপর আমল করতে দেখবে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের মাতাগণ এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকতেন যে, গর্ভবতী অবস্থায়ও তা কখনো ছেড়ে দিতেন না, যার প্রভাব তার পেটে বিদ্যমান বাচ্চার উপর পতিত হয়। আসুন! একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

মায়ের পেটে ১৫ পারা হিফজ করে নেন

হযরত খাজা কুতুবুল হক ওয়াদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স যেদিন চার বৎসর চার মাস চার দিনে উপনীত হয়, সেই দিনটি তাঁকে بِسْمِ الله এর সবক দেওয়ার দিনক্ষণ হিসাবে নির্ধারণ করা

হল এবং লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ ও সেখানে তাশরিফ রেখেছিলেন, بِسۡمِ الله পড়াতে চাইলেন কিন্তু ইলহাম হল, থামুন! হামীদুদ্দীন নাগওয়ারী আসছেন। তিনিই পড়াবেন। এদিকে নাগওয়ারে কাজী হামীদুদ্দীন ছাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ এর নিকট ইলহাম হলো যে, শীঘ্রই যাও! আমার এক বান্দাকে بِسۡمِ الله 'র পাঠ দিয়ে এসো! কাজী ছাহেব তৎক্ষণাৎ আগমন করলেন এবং তাঁকে বললেন: সাহেবজাদা পড়ুন! بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ অথচ তিনি পড়লেন, اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ আর প্রথম পারা থেকে শুরু করে ১৫তম পারা পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। হযরত কাজী ছাহেব এবং খাজা ছাহেব বললেন, সাহেবজাদা! আরো তিলাওয়াত করুন। বললেন, আমি আমার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় এতটুকু শুনেছিলাম, আর তাঁর (আমার আম্মাজানের) এতটুকুই মুখস্থ ছিল। সেটি আমারও মুখস্থ হয়ে গেল।

(মালফুজাতে আলা হযরত, ৪৮১ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআনে পাক উত্তম রূপে বুঝে পড়ার দ্বারা অন্তরের মধ্যে আনন্দ ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। এতে আলোচনা করা হয়েছে আসমান ও যমীন, সমুদ্র ও নদী, চাঁদ, সূর্য ও তারা, গ্রহ, মহাসাগর, পশু ও পাখি, জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ, ক্ষেত ও খামার, গাছ ও পাথর, মরুভূমি ও পাহাড়, শীত ও উত্তাপের প্রতিফলন এবং রাত ও দিন সৃষ্টির এমন রহস্য ও গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে, মানুষের বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়। আত্ম আনন্দিত হয়, মন সতেজ হয়, হৃদয় আলোকিত

হয়, চেহারা আলোকিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, একমাত্র আল্লাহ পাকই পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর রহমতের উপর বিশ্বাস আরো জোরদার হয়ে যায়, আর কয়েক মূহুর্তের জন্য মানুষ নিজেকে অস্তিত্বহীন বলে করে এবং **আল্লাহ পাকের** অস্তিত্বকে বিদ্যমান মনে করে। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা কোরআনে মজীদকে ভালো ভাবে দেখি এবং বুঝে পাঠ করি, কোরআনে মজীদ যেখানে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়, আমাদের ধর্মীয় বিষয় সমূহের সমাধান করে থাকে, আমরা এর মাধ্যমে আমাদের চাহিদাও পূরণ করতে পারি।

কোরআনের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া

মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে কোন ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য একই বৈঠকে সিজদার সব কটি (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পাঠ করতঃ সিজদা করলে **আল্লাহ পাক** তার উদ্দেশ্য পূরর্ণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করতঃ একটি একটি করে সিজদা দিবে অথবা সকল আয়াত এক সাথে পাঠ করার পর ১৪টি সিজদা দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা: কোরআনে পাককে উত্তম রূপে বুঝা, তার বিধানা বলীর ব্যাপারে জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান হতে প্রতিদিন অনুবাদ ও তাফসীর শুনার বা শুনানোর বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে পড়ার অভ্যাস গড়ুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার লাভ করুন।

তিলাওয়াত করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! তিলাওয়াত করার কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি মাদানী ফুল অবলোকন করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: কোরআর পড়ো, কেননা তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য শাফায়াতকারী হয়ে আসবে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কসরুহা, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৭৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হচ্ছে কোরআন তিলাওয়াত। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৫৪, হাদীস: ২০২২) ✯ কোরআনে পাক সুন্দর কন্ঠে এবং ধীরে ধীরে পাঠ করা সুন্নাত। (ইহইয়ায়ে উলুম, ১/৮৪৩) ✯ মুস্তাহাব হচ্ছে যে, অযু সহকারে কিবলামূখী হয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে তিলাওয়াত করা। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৫০, ৩য় অংশ) ✯ তিলাওয়াতের শুরুতে "اَعُوْذُ" পাঠ করা মুস্তাহাব, আর সূরা আরম্ভ করার সময় "بِسْمِ الله" পাঠ করা সুন্নাত। অন্যথায় মুস্তাহাব। (সীরাতুল জিনান, ১/২৪) ✯ কোরআনে পাক দেখে দেখে তিলাওয়াত করা, মুখস্থ তিলাওয়াত করার চেয়ে উত্তম। (সীরাতুল জিনান, ১/২৪) ✯ কোরআনে পাক দেখে তিলাওয়াত করাতে দুই হাজার (২০০০) নেকী লিখা হয় এবং মুখস্ত (না দেখে) পড়াতে এক হাজার (১০০০)। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, নম্বর: ২৩০১, ১/২৬০) ✯ কোরআনে করীম তিলাওয়াত করার সময় কান্না করা মুস্তাহাব। (সীরাতুল জিনান, ৫/৫২৬) ✯ উচ্চ স্বরে যখন কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন উপস্থিত সকলেরই তা শ্রবন করা ফরয, ঐ মাহফিলে যদি সকল মানুষই তা শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। অন্যথায় এক জন শুনলেই যথেষ্ট

হবে। যদিও অন্য লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকে। (সীরাতুল জিনান, ১/২২) ✫ সকলেই উচ্চ আওয়াজে পড়া হারাম। যদি কিছু লোক পাঠকারী হয়, তবে বিধান হচ্ছে নিম্নস্বরে পড়া। (সীরাতুল জিনান, ১/২২) ✫ তিনদিনের কমে কোরআন খতম না করা, বরং কমপক্ষে তিনদিন বা সাত দিন অথবা চল্লিশ দিনে কোরআন খতম করবে, যাতে অর্থ ও মর্মার্থ বুঝে তিলাওয়াত করা যায়। (আযায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা) ✫ তারতীল সহকারে প্রশান্ত ভাবে এবং থেমে থেমে তিলাওয়াত করুন। (আযায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা) ✫ তিলাওয়াত করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হলো সারা বছরে রমযান শরীফের শেষ দশদিন এবং যিলহজ্বের প্রথম দশদিন। (আযায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

বয়ান: ৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার দয়াময় দায়িত্বে থাকবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং- ২২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের মাস অব্যাহত রয়েছে। এই মুবারক মাসের ১৭ তারিখে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলে করীমের বিবি, **হাবীবে খোদার** প্রিয়তমা হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, আলিমা, মুফতিয়া, মুফাসসীরা, মুহাদ্দীসা, ফকীহা, আবেদা, যাহেদা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর ওফাত দিবস।

আসুন! এ প্রসঙ্গে আজ আমরা তাঁর শান ও মহত্ব, গুণাবলী ও উৎকর্ষতা এবং পবিত্র জীবনির কিছু আলোকিত দিক সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জণ করবো। প্রথমেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনি শ্রবণ করি:

উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকার পরিচিতি

হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا হলেন উম্মুল মুমিনীন (অর্থাৎ মুমিনদের মা), তাঁর নাম আয়েশা, উপনাম হলো উম্মে আব্দুল্লাহ, মাতার নাম "উম্মে রুমান" এবং তাঁর পিতা আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ।

(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৬৮)

১৭ রমযানুল মুবারক ৫৭ বা ৫৮ হিজরী সনে মদীনা শরীফে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর ওসীয়ত অনুযায়ী রাতে লোকেরা তাঁকে জান্নাতুল বক্বীতে অন্যান্য পবিত্র বিবিদের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُنَّ পাশেই সমাহিত করেন। (শরহে যুরকানী, ৪/৩৯২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে সকল উম্মাহাতুল মুমিনীনদের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُنَّ মান ও মর্যাদা এবং অনেক বিশেষত্ব সম্বলিত মহিলাদের চেয়েও উচ্চতর, সবাই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অলীয়া ছিলেন, খুবই উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন, জ্ঞান ও আমলের বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং উম্মতদের মা, কিন্তু এই মুবারক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর পবিত্র স্বত্বার অবস্থান একটি আলোকিত সূর্যের ন্যায়। মুস্তফার দৃষ্টির বদৌলতে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا

যুগের আলিমা, মুফতীয়া, মুহাদ্দীসা এবং মুফাসসীরা হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সেই সৌভাগ্যবান মহিলা, যিনি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের সময়ও তাঁর মুবারক সহচর্য থেকে ফয়েয পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মুস্তফার বিশেষ নৈকট্য

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا (**নবীয়ে পাক** এর দুনিয়াবী জীবনের শেষ মুহুর্তের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন: (যখন **রাসূলের** স্বত্বা রোগের প্রচন্ডতার কারণে কষ্ট অনুভব করছিলেন, তখন) আমার নিকট আমার ভাই হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এলেন, তার হাতে মিসওয়াক ছিলো। **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার দিকে তাকাতে লাগলেন। আমি জানতাম যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিসওয়াক পছন্দ করতেন। সুতরাং আমি আরয করলাম: আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিবো? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাথা মুবারক দ্বারা “হ্যাঁ” এর ইঙ্গিত করলেন তখন আমি হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে মিসওয়াক নিয়ে নিলাম, তা **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শক্ত অনুভব হলো। আমি আরয করলাম: আমি এটাকে নরম করে দিবো? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইশারায় ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। আমি মিসওয়াক (চিবিয়ে) নরম করলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে পানির একটি পাত্র ছিলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে তাঁর মুবারক হাত প্রবেশ করাতেন এবং নিজের নূরানী চেহারায় লাগিয়ে ইরশাদ করতেন: لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ.اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ছাড়া কোন উপাস্য নেই,

নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য কঠোরতা রয়েছে। অতঃপর তাঁর পবিত্র হাত উচুঁ করে আরয করতে লাগলেন: فِی الرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ السَّلَام সমাবেশে। এমতাবস্থায় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিসাল হয়ে গেলো। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/১৫৭, হাদীস নং- ৪৪৪৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর মর্যাদা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কিরূপ উচ্চ ও উচ্চতর ছিলো, যাঁর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু প্রকাশ্য জীবনেই বিশেষ নৈকট্য নসীব হয়নি বরং প্রকাশ্য ওফাতের সময়ও বিশেষ নৈকট্য পাওয়ার সম্মানও (Honour) তাঁরই পক্ষে এসেছে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **হাবীবে খোদা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়তমা উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا সারা জীবন এই দয়া ও কৃতজ্ঞতাকে স্মরন রেখেছেন এবং নেয়ামতের প্রকাশার্থে নিজের এই সম্মান ও মহত্বকে বর্ণনাও করেছেন।

উম্মুল মুমিনীনের বিভিন্ন ফযীলত

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا বলেন: আমাকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُنَّ মাঝে ৮টি ফযীলত দান করা হয়েছে। আসুন তা থেকে কতিপয় ফযীলত উম্মুল মুমিনীনের পবিত্র জবান থেকে শ্রবণ করি।

(১) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি ছাড়া আর কখনো কোন কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেননি। (২) আমি ছাড়া সম্মানিতা স্ত্রীগণের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُم মধ্যে কেউ এমন নেই, যার পিতা মাতা উভয়েই হিজরত

করেছেন। (৩) **আল্লাহ পাক** আমার পবিত্রতার বর্ণনা আসমান থেকে (কোরআনে করীমে) অবতীর্ণ করেছেন। (৪) (বিবাহের পূর্বে) হযরত জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام একটি রেশমী কাপড়ে আমার আকৃতি ধারণ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: একে বিবাহ করে নিন, কেননা ইনিই আপনার স্ত্রী। (৫) **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসতেন, আমি ছাড়া আর কোন সম্মানিতা স্ত্রীর নিকট **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি। (৬) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাথা মুবারক আমার বুক এবং খলকের মধ্যবর্তী ছিলো এবং এই অবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত হয়েছে। (৭) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুটিন মোতাবেক আমার নিকট অবস্থান কালিন সময়ে প্রকাশ্য ওফাত গ্রহণ করেন। (৮) **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর মুবারক আমার ঘরেই বানানো হয়েছে। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৫৯-৬৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উৎসর্গিত হয়ে যান! **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়তমা হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنۡهَا এর শান ও মহত্বের প্রতি! নিঃসন্দেহে এই সম্মানটুকুও তাঁর জন্য কম নয় যে, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهَا **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের মা হওয়ার পবিত্র সম্মান দ্বারা ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, রব তায়ালা তাঁর প্রতি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য সম্মানিতা বিবিগণের চেয়ে বেশি নেয়ামত

ও দয়ার বর্ষণ করেছেন। যাই হোক, তাঁর শান ও মহত্বের সমুদ্র এতই গভীর ছিলো, যার গভীরে গমনকারীরা সর্বদা মূল্যবান মুক্তেই (Pearls) পেয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর হক ও সত্য বর্ণনাকারী মুবারক মুখে তাঁর ফযীলত ও গুণাবলীকে খুবই শানদার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আসুন! উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর শান ও মহত্ব সম্বলিত চারটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

হাবীবে কিবরিয়ার মুখে শানে আয়েশা

(১) **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন এবং হুমায়রা (অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে অর্জন করে নাও।

(তাফসীরে কবীর, ৩০ পারা, সূরা কদর, ৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/২৩২)

(২) **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদা ফাতিমা যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا কে ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! তুমি তাকে ভালবাসবে না, যাকে আমি ভালবাসি? সায়্যিদা ফাতিমা যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا আরয করলেন: কেন নয়। এতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আয়েশা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করো।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িলিস সাহাবাতি, ১০১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৪২)

(৩) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আদরের শাহজাদী হযরত সায়্যিদা ফাতিমা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: কাবার **আল্লাহ**

পাকের শপথ! তোমার আব্বাজানের কাছে আয়েশা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا অনেক বেশি প্রিয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৫৯, হাদীস নং-৪৮৯৮)

(৪) **নবী করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আয়েশা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর ফযীলত মহিলাদের মাঝে এমন, যেমন সারীদের ফযীলত সকল খাবারের মাঝে। (বুখারী, কিতাবুল আহাদীসিল আম্বিয়া, ২/৪৫৪,হাদীস নং-৩৪৩৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত শেষ হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: সারীদ অর্থাৎ রুটি ঝোল ও মাংসের টুকরো একসাথে মিক্স হয়ে একটি অনন্য খাবার,সকল খাবারের চেয়ে উত্তম (খাবার) কেননা তা দ্রুত হজম হয়ে যায়, খুবই শক্তিদায়ক, খুবই সুস্বাধু, চিবাতে হয়না (এবং) অনেক গুণের সমষ্টিগত খাবার, তেমনই হযরত আয়েশা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا আকৃতি, চরিত্র, জ্ঞান, আমল, ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ততা, তীক্ষ্ণ মানসিকতা, মেধা, (এবং) **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ইত্যাদি হাজারো গুণাবলীর সমষ্টি। বাস্তব হলো যে, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا সকল মহিলা এমনকি খাদিজাতুল কুবরা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا থেকেও উত্তম, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا অনেক হাদীসের সমষ্টিকারক, কোরআনে করীমের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞ মহিলা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫০১)

মুফতি সাহেব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ অপর একটি হাদীসের আলোকে বলেন: জনাবে (হযরত সায়্যিদা) আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর ফযীলত বালির কণা, আকাশের তারার ন্যায় অসংখ্য, তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا হচ্ছেন **আল্লাহ পাকের** উপহার, যা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। তাঁর পবিত্রতা ও স্বতিত্বের সাক্ষী স্বয়ং **আল্লাহ পাক** কোরআনে মাজীদে সূরা নূরে দিয়েছেন অথচ জনাবে মরিয়ম رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا

এবং ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর পবিত্রতার সাক্ষী শিশুকে দিয়ে দিয়েছেন। উম্মতের তায়াম্মুমের সহজতা তাঁরই সদকায় অর্জিত হয়, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাত তাঁর বুকের উপর হয়, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সর্বশেষ আরামের স্থান ছিলো তাঁরই হুজরা, তাঁর থুথু **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে প্রকাশ্য ওফাতের সময় মিশ্রিত হয়েছিলো, তাঁরই বিছানায় ওহী আসতো, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا হলেন স্বয়ং সিদ্দিকা (অর্থাৎ অতিশয় সত্যবাদী মহিলা) এবং সিদ্দিক (অতিশয় সত্যবাদী মানুষ অর্থাৎ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর কন্যা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫০২)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ পংক্তি আকারে আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا মর্যাদা বর্ণনা পূর্বক লিখেন:

আপ কে দৌলত খোদাহে মে দৌলতে দা'রাইন হে,
উস যমীন পর পের না কিউঁ কোরবান হে আরশে বরী।
আপ সিদ্দিকা পেদার সিদ্দিক আউর শাওহরে নবী,
মীকা ওহ সুসরাল আলা আপ খোদ হে বেহতরীন।

(রাসাঈলে নঈমীয়া, দিওয়ানে সা'লেক, ৩১ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তাঁর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا মর্যাদা পূর্ণ দরবারে দুনিয়া আখিরাতের দৌলত বিদ্যমান অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম করছেন, তাহলে আরশ আযীমও এই পবিত্র যমীনের প্রতি উৎসর্গ হবে না কেন? তিনি শুধু সিদ্দিকা নন অর্থাৎ তিনি একজন সত্যবাদী মহিলা বরং সিদ্দিক অর্থাৎ একজন সত্যবাদী মানুষের রাজকন্যা আর তিনি **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন, আপনার পিত্রালয় ও শ্বশুর বাড়ি উভয়ই সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং আপনিও একজন সৎ মহিলা।

“ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার **“ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা”** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই কিতাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জ্ঞানের শান ও শওকতের বর্ণনা রয়েছে, এই কিতাবে তাঁর বাণী সমগ্র ও ইবাদতের আগ্রহের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, এই কিতাবে তাঁর দানশীলতা এবং ইশকে রাসূল ইত্যাদি মহানত্ব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, এই কিতাবে তাঁর একাকিত্ব, গৃহস্থালি কর্মকান্ড, **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহের উপর আমলের বর্ণনা, এই কিতাবে তাঁর ভাষাতত্ব, অশ্রু বিসর্জন, বিনয় ও নম্রতা এবং অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কিতাবের বিষয়বস্তু ২১৫টি কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে, আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন, অপর ইসলামী ভাইকেও এবং নিজের ঘরের মাহরিম ইসলামী বোনদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দানশীলতা ও ইছার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا দানশীলতা ও ইছারের মাদানী প্রেরণা দ্বারাও সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও ইছারের অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

তাঁর প্রয়োজনের জিনিসও **আল্লাহ পাকের** পথে খয়রাত করে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখতেন না। আসুন! উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর দানশীলতা ও ইছার সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করার প্রেরণা নিজের মাঝে জাগ্রত করি।

(১) এক লক্ষ দিরহাম খয়রাত করে দিলেন!

হযরত সায়্যিদা উম্মে দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক লক্ষ দিরহাম কোথাও হতে তার নিকট এলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তখনই সকল দিরহাম মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন এবং একটি দিরহামও ঘরে রাখলেন না। সেইদিন আমি ও তিনি রোযা ছিলাম, আমি আরয করলাম, আপনি সব দিরহাম বন্টন করে দিলেন এবং একটি দিরহামও রাখলেন না যে, মাংস কিনে ইফতার করবেন? বললেন: যদি তুমি আমাকে প্রথম বলতে তবে আমি এক দিরহামের মাংস কিনে নিতাম। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৪/৩৮৯-৩৯২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাবীবে খোদার প্রিয়তমা, উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে **আল্লাহ পাকের** ঐ সকল নৈকট্যশীল আউলিয়াগণের মাঝে গন্য করা হয়, যারা সারা জীবন ইবাদত ও রিয়াযতেই অতিবাহিত করেছেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ যেভাবে আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও ইশরাক, চাশত, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, সালাতুল আওয়াবিন ইত্যাদি নফল নামায আদায় করতেন, রাতে উঠে

নামায আদায় করতেন, সারা জীবন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন, তেমনিভাবে উম্মুল মুমিনীনসায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا ও ঘরে কাজকর্ম এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমত করার পাশাপাশি নিয়মিত তাহাজ্জুদ এবং চাশতের নামাযও আদায় করতেন।

নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** কিতাবের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইবাদতেও তাঁর (হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর) মর্যাদা অনেক উচ্চ, তাঁর ভাতিজা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর বর্ণনা হলো: হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং অধিকহারে রোযা রাখতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৬০ পৃষ্ঠা)

চাশতের নামাযের প্রতি ভালবাসা

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا চাশতের নামায আট রাকাত পড়তেন, অতঃপর বলতেন: যদি আমার পিতামাতাকে উঠিয়েও নেয়া হয় তবুও আমি এই রাকাত ছাড়বোনা।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু কসরিস সালাত ফিস সফর, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যদি ইশরাকের সময় সংবাদ পাই যে, আমার পিতামাতা জীবিত হয়ে এসে গেছে, তবে আমি তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এই নফল ছাড়বো না

বরং প্রথমে এই নফল পড়বো, অতঃপর তাঁদের কদমবুচি করবো (অর্থাৎ তাঁদের কদমে চুমু দেবো)। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! উম্মুল মুমিনীনসায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, আবেদা, যাহেদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নফল ইবাদতের প্রেরণার প্রতি মারহাবা! একটু ভাবুন তো! যাঁর শান কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, যাঁর ফযীলত ও উৎকর্ষতাকে হাদীসে মুবারাকায় বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি নিজ যুগের আলিমা, মুফতীয়া, ফকীহয়া, মুহাদ্দীসা এবং মুফাসসীরা বলা হয়, বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن যাঁর শান ও মহত্বের ডঙ্কা বাজিয়েছেন, ফরয তো ফরযই, তাহাজ্জুদ ও চাশতের নফলও ছেড়ে দেয়া যিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু আজ অনেক মুসলমানের অবস্থা এমন যে, নফল নামায তো দূরের কথা, তাদের দ্বারা তো ফরয নামাযও আদায় হয়না, আফসোস! মুসলমানদের কি হয়ে গেছে? কেন মানুষ ইবাদত থেকে পালিয়ে বেড়ায়, কেন মানুষ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলীর উপর আমল করতে অলসতার শিকার হচ্ছে? কেন নফল ইবাদতের প্রেরণা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে? কেন রোযার ব্যাপারে হিলা-বাহানা করা হচ্ছে? আমাদের মসজিদ কেন বিরান হয়ে যাচ্ছে? মানুষেরা কি **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে নিয়েছে? তারা কি মাগফিরাতের সমন পেয়ে গেছে? তাদের আমলনামা কি নেকীতে (Virtues) ভরপুর? তাদের কি নেকীর প্রয়োজন নেই? তারা কি এই বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে? তারা কি মৃত্যুকালের কষ্টকে সহ্য

করতে পারবে? শরীয়াতের অবাধ্যতা করে কি অন্ধকার কবরে আরাম পেয়ে যাবে? তারা কি কবর ও হাশরের প্রশ্নাবলীতে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে?

নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কারোরই এটা জানা নেই, সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত জীবনকে গনিমত মনে করে এর পরিপূর্ণ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ, মোহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে নিজেকে ফরয ও ওয়াজিব সমূহের অনুসারী করার পাশাপাশি নফল ইবাদত করারও অভ্যস্ত করতে হবে। নিজেকে ফরয ও ওয়াজিব এবং নফল ইবাদতে অভ্যস্ত করতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত **“৬৩টি মাদানী ইনআমাত”** এর উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করা খবুই উপকারী আমল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর অনুযায়ী আমল করার বরকতে আমরা শুধু ফরয ও ওয়াজিব নয় বরং অনেক সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য ক্ষমতা দান পূর্বক তাঁকে মালিক মুখতার বানিয়ে দিয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই বাদশাহের মতো জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন আর নিজের পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ কে দুনিয়ার সকল আরাম আয়েশ প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবন সাদাসিধে, দারিদ্র্যতা, ভরসা, অল্প তুষ্টিকে আপন করে নিয়েছেন, তবে এটা কিভাবে সম্ভব যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সংস্পর্শ লাভে ধন্য

সাহাবী ও সাহাবীয়াদের মধ্যে ঐ সংস্পর্শের বরকত অব্যাহত থাকবে না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ এর মধ্যে বিশেষ করে উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا ও ঐ হাস্তীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে **আল্লাহ পাক আপন মাহবুব** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ভরসা ও অল্প তুষ্টতার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আসুন! তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর ভরসা ও অল্প তুষ্টতার একটি উত্তম ঝলক শ্রবণ করি।

সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا তাওয়াক্কুলের মকাম

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا প্রিয় নবীর দরবারে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্য দোয়া করুন যে, **আল্লাহ পাক** যেন জান্নাতের মধ্যে আমাকে আপনার পবিত্র স্ত্রী হিসাবে রাখেন, নবী করীম صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যদি তুমি এই মর্যাদার আশা রাখ তাহলে তোমার উচিত যে, কালকের জন্য খাবার জমা না রাখা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কাপড়ে তালি লাগানো যায় ততক্ষণ তাকে অকেজো মনে করো না। উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا দারিদ্র্যতাকে ধন-সম্পদের চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে এই উপদেশের উপর এতো আমল করেছেন যে (সারা জীবন) কখনো আজকের খাবার কালকের জন্য জমা রাখেন নি। (মাদারিজুন নবুওয়াত ২/৪৭২-৪৭৩)

কিঁউ না হো রুতবা তোমহারা আহলে ঈমান মে বড়া,
সব তো হে মুমিন মগর হে আপ উম্মুল মুমিনীন।

(রাসায়েলে নঈমিয়া, দিওয়ানে সালেক ৩১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের প্রিয় আম্মা জান সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, তৈয়বা, তাহিরা, আফিফা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুস্মরণে, দারিদ্রতা ও ক্ষুধা, প্রচেষ্টা ও অল্প তুষ্টতা এবং ভরসা কেমন উচ্চ পর্যায়ের ছিল, নিঃসন্দেহে এসব প্রিয় নবীর সংস্পর্শ এবং প্রিয় নবীর শিক্ষার বরকতই ছিল যে, তিনি **হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অমূল্য উপদেশের উপর আমল করার জন্য মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেন আর কখনো আজকের খাবার আগামী দিনের জন্য জমা রাখতেন না। আজ আমরাও রাসূলের ভালবাসা দাবি করি কিন্তু আমরা **আল্লাহ পাকের** উপর আমাদের ভরসা দূর্বল হয়ে পড়েছে। সম্ভবত এই কারণেই আজ আমাদের সমাজের মধ্যে চারিদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, দুধ এবং খাবার পনীয়সহ অন্যান্য জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, রমযান ও রমযান ব্যতীত জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে লুঠতরাজের বাজার গরম করে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ব্যয় করার ক্ষেত্রে অলসতা প্রকাশ করে থাকি, স্টকের উত্থান তো নিজের কাছেই রয়েছে, সুদ, ঘোষ, খারাপ সম্পদ এবং জাল নোটের লেনদেন খুব ব্যাপক ভাবে চলছে।

বিশেষ করে আজ আমাদের সমাজ দূর্ভাগাদের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে গুনাহের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সুতরাং সুখ এর মধ্যে রয়েছে যে, আমরা যেন প্রত্যেক নেক ও জায়িয কাজে **আল্লাহ পাকের** মহত্ত্বের উপর ভরসা করার অভ্যাস করে নিই। মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** মহত্ত্বের ভরসা অর্থাৎ ভরসা করাকে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ ফরযে আইন বলেছেন। যেমন আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা

শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করা ফরযে আইন। (ফযায়িলে দোয়া ২৮৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ভরসা হলো ঈমানের রূহ, ভরসা বান্দাকে **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী করে দেয়, ভরসা বিপদ ও পেরেশানির মধ্যে বান্দাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার শক্তি প্রদান করে। ভরসা বিপদে মানুষের আশাকে জাগ্রত করার মাধ্যম হয়ে থাকে। আসুন! এখন তাওয়াক্কুলের অর্থ শুনব এবং তাওয়াক্কুল দ্বারা উদ্দেশ্য কি তাও জানব।

তাওয়াক্কুলের অর্থ

তাফসীরে সীরাতুল জিনান" ৩য় খন্ড ৫২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখর উদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন, তাওয়াক্কুলের অর্থ এইটা নয় যে, কিছু অজ্ঞ মানুষ বলে যেমন, মানুষ নিজেকে এবং নিজের প্রচেষ্টাকে অকেজো ও নিরর্থক বলে ত্যাগ করে, বরং তাওয়াক্কুল হলো এটাই যে মানুষের বহ্যিক উপকরণ গ্রহণ করা চাই কিন্তু অন্তর থেকে এসব উপকরণের উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং **আল্লাহ পাকের** সাহায্য ও সহায়তার উপর নির্ভর করা উচিত।

(তাফসীরে কবীর পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ৩ নং আয়াতের পাদটীকা ১৫৯/৪১০)

এই কথার সত্যতা এই হাদীস দ্বারা সমর্থিত যে, হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার উটকে বেঁধে তারপর ভরসা করবো নাকি তাকে খুলে রেখে ছেড়ে দিয়ে ভরসা করবো? ইরশাদ করেন: তাকে বাঁধ এরপর ভরসা করো।

(তিরমিযী কিতাবু সফ্‌ফাতুল কিয়ামাতি, বাব ৬০, ৪/২৩২, হাদীস ২৫২৫)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উপকরণকে ছেড়ে দেওয়ার নাম তাওয়াক্কুল নয় বরং উপকরণের উপর ভরসা না করার নামই হলো তাওয়াক্কুল। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২৪ /৩৭৯) অর্থাৎ উপকরণকে ছেড়ে দেয়ার নাম তাওয়াক্কুল নয় বরং উপকরণের উপর বিশ্বাস না করে **আল্লাহ পাকের** মহত্ত্বে উপর বিশ্বাস করার নামই হলো তাওয়াক্কুল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় এটাও যে, তিনি যেভাবে নিয়মিত ফরয রোযা রাখতেন ঐভাবে তিনি নফল রোযাও অধিক পরিমাণে রাখতেন, গরম কালে যতই গরম হোক কিন্তু তিনি গরমের ভয় না করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রচন্ড গরমের মৌসুমেও শুধু রোযা রাখতেন না বরং দৃঢ়তার সাথে তা পূর্ণও করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং নফল রোযা রাখার নিয়্যত করি।

প্রচন্ড গরমেও রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا আরাফার দিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, আবিদা, যাহিদা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا নিকট আগমন করেন, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهَا রোযা অবস্থায় ছিলেন এবং প্রচন্ড গরমের কারণে তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهَا উপর পানি ছিটানো হচ্ছিল। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান رَضِىَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে আরয করলেন, ইফতার করে নিন, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন, কি আমি ইফতার করে

নিবো? অথচ আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এটা বলতে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে আরাফার দিনের রোযা পূর্ববর্তী এক বছর গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। (মসনদে আহমদ, ৯/৪৪৮, হাদীস ২৫০২৪)

নাযে বরদারী তোমহারী কিঁউ না ফরমাও খোদা,
নাযেনীনে হক্ব নবী হে তুম নবী কি নাযেনীন।
(রসায়িলে নঈমিয়া, দিওয়ানে সালিক ৫১)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আনন্দিত কেন হবেন না, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** প্রিয় আর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **নবী করীম রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়।

سُبْحٰنَ اللهِ! উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা আবিদা যাহেদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নফল রোযার মাদানী স্পৃহা এবং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর দৃঢ়তাকে মারহাবা (মোবরকবাদ)! প্রচন্ড গরমের মৌসুম আর গরমের উত্তাপের কারণে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর উপর পানি ছিটানো হচ্ছে কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! এরপরও তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا রোযাকে পূর্ণ করেছিলেন, হায়! নফল রোযার এই মাদানী স্পৃহা আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো আর আমরাও সর্দি ও গরমকে ভয় না করে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নফল রোযা পালনকারী হতে পারতাম!

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পবিত্র রমযান মাস অতিবাতিহত হতে চলেছে, এরপর শাওয়াল মাসের আগমন, সৌভাগ্যবান মুসলমানরা এই মাসে বিশেষ করে শেষের দিকে রমযানের সাথে শাওয়ালের ৬ রোযা

রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং এর বরকত লাভ করে। আসুন! আমরাও শাওয়ালের ৬ রোযার বিভিন্ন ফযীলত সম্পর্কে শ্রবণ করি যাতে আমরাও এই রোযা রাখার এবং তার বরকত দ্বারা সিক্ত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হোক।

শাওয়ালের ৬ রোযার বিভিন্ন ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে অতঃপর শাওয়ালের ৬ রোযা রাখে তবে সে গুনাহ থেকে এভাবে মুক্ত হয়ে যায়, যেন আজই সে মায়ের গর্ব থেকে জন্ম গ্রহণ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সিয়াম, ৩/৪২৫, হাদীস ৫১০২)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ৬ রোযা রাখে তবে সে এমন যেন সে সারা বছর রোযা রাখল।

(মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম ৫৯২ পৃষ্ঠা হাদীস ২৭৫৮)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়ালের) ৬ রোযা রাখলো তবে সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো, যে একটি সৎ কাজ করবে তাকে দশ গুণ দেয়া হবে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সিয়াম, ২/৩৩৩, হাদীস ১৭১৫)

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খাঁন কাদেরী বরকতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর ধারাবাহিক ভাবে রাখলে তাতেও কোন সমস্যা নেই, আর উত্তম হলো এটাই যে, আলাদা আলাদা রাখা অর্থাৎ প্রত্যেক সাপ্তাহে দুইটি রোযা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রোযা রাখুন বা সম্পূর্ণ মাসে রাখুন,তবে এটাও উপযুক্ত মনে হচ্ছে। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) যা হোক, ঈদুল ফিতরের দিন বাদ দিয়ে সারা মাসের মধ্যে যখন চাইবে

শাওয়ালের ৬ রোযা রাখতে পারবে। সুতরাং সকল ইসলামী বোন এই নিয়্যত করে নিন যে যদি জীবন বাকি থাকে তাহলে শাওয়ালের ৬ রোযা রেখে তার বরকত লাভ করবো اِنْ شَآءَ الله অপরকেও এই রোযা রাখার পরিপূর্ণ উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাবীবা হাবীবে খোদা, সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর নাম **আল্লাহ পাকের** ঐসব নিকটবর্তী আউলিয়াদের মধ্যে গণ্য করা হয় যারা সারা জীবন ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে অতিবাহিত করে ছিল। اَلْحَمْدُ لِله যেভাবে **রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত ইশরাকের নামায, চাশতের নামায, তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, সালাতুল আওয়াবিন ইত্যাদি নফল আদায় করতেন, রাতে উঠে উঠে নামায আদায় করতেন, সারা জীবন নিয়মিত তাহাজ্জুতের নামায আদায় করতেন, এভাবে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ঘরের কাজ কর্ম এবং **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতের সাথে সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায এবং চাশতের নামাযও আদায় করতেন।

নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায়

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** কিতাবের ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইবাদতেও তাঁর (হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর) মর্যাদা অনেক উচ্চ, তাঁর ভাতিজা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বর্ণনা হলো: হযরত সায়্যিদা আয়েশা

সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং অধিকহারে রোযা রাখতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৬০ পৃষ্ঠা)

চাশতের নামাযরে প্রতি ভালবাসা

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا চাশতের নামায আট রাকাত পড়তেন, অতঃপর বলতেন: যদি আমার পিতামাতাকে উঠিয়েও নেয়া হয় তবুও আমি এই রাকাত ছাড়বোনা।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু কসরিস সালাত ফিস সফর, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: অর্থাৎ যদি ইশরাকের সময় সংবাদ পাই যে, আমার পিতামাতা জীবিত হয়ে এসে গেছে, তবে আমি তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এই নফল ছাড়বো না বরং প্রথমে এই নফল পড়বো, অতঃপর তাঁদের কদমবুচি করবো (অর্থাৎ তাঁদের কদমে চুমু দেবো)। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৯৯)

মে পড়তাঁ রহো সুন্নাতে ওয়াক্ত হি পর,
হো সারে নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ওরস মোবারক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই মাস অর্থাৎ রমযানুল মোবারকের ২১ তারিখ আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ওরস মোবারক উদযাপন করা হয়। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাম আলী ইবনে আবি তালেব এবং কুনিয়্যাত আবুল হাসান, এবং আবু তুরাব। তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালেবের শাহজাদা। তাঁর সাম্মানিত আম্মাজানের নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র সত্তা বাল্যকাল থেকে **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দৃষ্টি দ্বারা ধন্য ছিলেন, তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লালন পালনে ছিলেন, তাঁর অনেক গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণাবলী হলো এটাই যে, তিনি **নূর নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই হওয়ার সাথে সাথে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদও লাভ করেছিলেন যে, হে আলী! তুমি দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতে আমার ভাই হিসাবে থাকবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, অধ্যায় ২০, ৫/৪০১, হাদীস ৩৭৪১)

যেমনি ভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন মদীনায়ে তায়্যিবায় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠ করেন তখন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কান্না করতে করতে গিয়ে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু আমাকে কারো ভাই বানান নি, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَنْتَ اَخِیْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ হে আলী তুমি দুনিয়াতেও আমার ভাই এবং আখিরাতেও আমার ভাই। (তিরমিযী কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪০১, হাদীস ৩৭৪১) এভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করেন: “مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ” অর্থাৎ আমি যার অবিভাবক আলীও তার অবিভাবক অর্থাৎ মনীব। (তিরমিযী ৫/৩৯৮, হাদীস ৩৭৩৩)

জিস কেসী কা মে হো মাওলা উস কে মাওলা হে আলী,
হে ইয়ে ক্বাউলে মোস্তফা মাওলা আলী মুশকিল কোশা।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিজেদের অন্তরের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্মান ও মহত্ত্বকে ধারণ করা, তাঁর নকশে কদম অনুস্মরণ করা এবং তাঁর জীবন কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা “কারামাতে শেরে খোদা” অধ্যয়ন করা অতীব জরুরী। এই রিসালার মধ্যে ❀ হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে প্রকাশিত অসংখ্য কারামতের আলোচনা করা হয়েছে ❀ তাঁর ইলমী ও আমলী ফযীলত সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে ❀ তাঁকে মুহাব্বাত করার পুরস্কার এবং হিংসা করার পরিণাম ❀ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্মান ও মহত্ত্বে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে ❀ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কীত প্রশ্নের উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার স্টল হতে হাদিয়ার বিনিময়ে স্বয়ং নিজেও তা অধ্যয়ন করব, অপর ইসলামী বোনকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক সংখক রিসালা নিয়ে বন্টনের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “**সুন্নাত ও আদব**” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব সুন্নাত ও আদব সমূহ” হতে খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ শ্রবণ করি। ❀ সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণের প্রাক্কালে স্বীয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করে নিন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন খাবার উপস্থিত করা হবে তা গ্রহণের পূর্বে অযু করবে যখন তা শেষ করবে তখনও অযু করবে। (সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুল আতয়িমাহ, বাবুল অযুয়ে ইন্দাততোয়াম, হাদীস নং-৩২৬০, ৪র্থ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন এই (অর্থাৎ খাওয়ার অযু) অর্থ হলো: হাত ও মুখ পরিষ্কার করা, হাত ধৌত করা কুলি করা। (মিরাতুল মানাজিহ ৬/৩২) ❀ খাবার খাওয়ার পূর্বে জুতা খুলে ফেলুন ❀ যদি খাবার খাওয়ার পূর্বে بِسۡمِ اللهِ পাঠ করতে ভূলে গেলে তখন স্মরণ হওয়া মাত্রই بِسۡمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ পাঠ করে নিবেন। ❀ খাবার খাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করলে খাদ্য দ্রব্যে বিষ মাখা হলেও اِنۡ شَآءَ الله কোন প্রভাব ফেলবেনা। আর দোয়াটি হলো: بِسۡمِ اللهِ الَّذِیۡ لَا یَضُرُّ مَعَ اسۡمِهٖ شَیۡءٌ فِی الۡاَرۡضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ یَاحَیُّ یَاقَیُّوۡمُ অর্থাৎ মহান রাব্বুল আলামীনের নামে খাবার খাওয়া আরম্ভ করছি যার পবিত্রতম

নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারেনা। ওহে চিরঞ্জিব এবং সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত। (ফেরদৌসুল আখবার বিমাসুরিল খিতাব, হাদীস নং-১৯৫৫, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ২৭৪) ❀ ডান হাতে পানাহার করা। ❀ নিজের সামনে থেকে খাবার আরম্ভ করা ❀ খাবারের কোন প্রকারের দোষ-ত্রুটি বের না করা, উদাহরণ খাবার স্বাদ হয়নি, মাছ, গোশত, তারকারী কাঁচা ইত্যাদি (ঘোষনা দিয়ে) বলা মাকরূহ ও সুন্নাতের বিপরীত। ইচ্ছা হলে খাবার ভক্ষণ করবে না হয় নীরবে উঠে যাবে ❀ আলা হযরত **ইমামে** আহলে সুন্নাত শাহ মাওলানা আহমদ রেজা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন যে, খাদ্যের মধ্যে কোন ধরণের দোষ ত্রুটি বের করা (স্বীয় ঘরে হলেও) তা মাকরূহ ও সুন্নাতের পরিপন্থি। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বভাব ছিল, যদি কোন খাবার তাঁর পছন্দনীয় হতো তা তিনি গ্রহণ (আহার) করতেন তা নাহলে আহার করা থেকে বিরত থাকতেন। আর তৈরীকৃত খাদ্যে দোষ বের করা মুসলমান মেজবানের হৃদয়ে আঘাত করার শামিল এবং পূর্ণ লোভ ও মানবতা বিরোধীতার প্রমাণ বহন করে।

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়াত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**সুন্নাত ও আদব**” আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু’জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা’আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, পরিছন্নতা মানুষের মর্যাদাকে (Dignity) বৃদ্ধি করে, আর অপরিছন্নতা মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। দ্বীন ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, তেমনিভাবে প্রকাশ্য পবিত্রতা এবং পরিছন্নতার মহান শিক্ষার মাধ্যমে মনুষত্বের

মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তবে শরীরের পবিত্রতা হোক বা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, বাড়ি ও আসবাব উন্নত হোক বা বাহনের পছিন্নতা মোটকথা প্রতিটি জিনিসকেই পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে দ্বীন ইসলামে শিক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২য় পারায় সূরা বাকারার ২২২নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیۡنَ وَ یُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِیۡنَ ﴿۲۲۲﴾

(পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ** পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

অনুরূপভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও পরিছন্নতার গুরুত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে। আসুন! এ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمএর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে মুবারাকা

(১) ইরশাদ হচ্ছেঃ اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِیْمَانِ অর্থাৎ পরিছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৯২ নং অধ্যায়, ৫/৩০৮, হাদীসঃ ৩৫৩০)

(২) ইরশাদ হচ্ছেঃ নিশ্চয় ইসলাম পরিষ্কার পরিছন্ন (ধর্ম), তাই তোমরাও পরিছন্নতা অর্জন করো, কেননা জান্নাতে পরিষ্কার পরিছন্নরাই প্রবেশ করবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম অংশ, ৫/১২৩, হাদীসঃ ২৫৯৯৬)

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, নিজেকে প্রত্যেক ধরনের ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহন করা, যা অবলম্বন করে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার

দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারি। নিজেকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং নিজের সুস্বাস্থ্যকে অক্ষত রাখার জন্য অযু অবস্থায় থাকা নিঃসন্দেহে একটি অনন্য আমল। মেরুদন্ডের হাড় (Back Bone) এবং মূল মজ্জা (Spinal Cord) শরীরের কতটুকু সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এর অনুমান সকল বিবেকবান মানুষ ভালভাবেই করতে পারে। পাইসিওলোজি (Physiology) এর গবেষনা অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত মূল মজ্জা (Spinal Cord) নিরাপদ থাকবে, শরীরের অঙ্গ সমূহের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকবে। যদি এতে কোন ধরনের সমস্যা হয় তবে মানুষ সারা জীবনের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। অনুরুপভাবে হতাশা এবং মানসিক রোগও আমাদের সমাজে খুবই দ্রুততার সহিত ছড়িয়ে পরছে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه অযু এমন একটি অনন্য আমল, যা মেরুদন্ডের হাড় (Back Bone), মূল মজ্জার (Spinal Cord) সমস্যা, হতাশা, মানসিক রোগ এবং প্যারালাইসিস এর মতো রোগ সমূহ থেকে নিরাপত্তা দান করে। একটি আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাই হলো এর জলন্ত প্রমাণ। আসুন! আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ধোয়ার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উপকারীতা শ্রবণ করি।

অযুর রহস্য শুনার কারণে ইসলাম গ্রহণ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর **“অযু এবং বিজ্ঞান”** রিসালার ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন: এক ব্যক্তির বর্ণনা:

“আমি বেলজিয়ামে কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অমুসলীম শিক্ষার্থীকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো: “অযুর মধ্যে কি কি বৈজ্ঞানিক রহস্য আছে?” আমি নির্বাক হয়ে যাই। তাকে একজন আলিমের নিকট নিয়ে গেলাম কিন্তু তাঁর কাছেও এর কোন জ্ঞান ছিল না। অবশেষে বিজ্ঞানের জ্ঞান রাখেন এমন এক ব্যক্তি তাকে অযুর যথেষ্ট সৌন্দর্য বর্ণনা করলো কিন্তু গর্দান মাসেহ্ করার রহস্য বর্ণনা করতে তিনিও অপারগ হলেন। এরপর সে অমুসলীম (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী) চলে যায়। কিছু দিন পর এসে বলল: “আমাদের প্রফেসর লেকচারের মাঝখানে বলেছেন, “যদি গর্দানের পৃষ্ঠদেশে ও দু’পার্শ্বে দৈনিক কয়েক ফোটা পানি লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে মেরুদন্ডের হাড় ও দূষিত মজ্জার সংক্রমণ থেকে সৃষ্ট ব্যাধি সমূহ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।” এটা শুনে অযুর মধ্যে গর্দান মাসেহ্ করার রহস্য আমার বুঝে এসে যায়। অতএব আমি মুসলমান হতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবেই সে মুসলমান হয়ে গেলো। (অযু এবং বিজ্ঞান, ৪ পৃষ্ঠা)

জার্মানীর সেমিনার

পশ্চিমা দেশ সমূহে হতাশা (DEPRESSION) রোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে যাচ্ছে। পাগলখানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞদের নিকট রোগীদের ভীড় সবসময় লেগেই থাকে। পশ্চিম জার্মানীর ডিপ্লোমা হোল্ডার একজন পাকিস্তানী ফিজিওথেরাপিষ্ট এর বক্তব্য: “পশ্চিম জার্মানীতে একটি সেমিনার হয়েছে যার আলোচ্য বিষয় ছিল: “মানসিক (DEPRESSION) রোগের চিকিৎসা ওষুধাপত্র ছাড়া আর কোন কোন

উপায়ে হতে পারে।"একজন ডাক্তার তার প্রবন্ধে এই বিস্ময়কর তথ্য খুলে বলেছেন যে, আমি ডিপ্রেশন (মানসিক রোগে) আক্রান্ত কতিপয় রোগীকে দৈনিক পাঁচবার মুখ ধৌত করিয়েছি। কিছুদিন পর তাদের রোগ কমে যায়। অতঃপর এইভাবে রোগীদের অপর দলকে দৈনিক পাঁচবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করার ব্যবস্থা করেছি। এতে রোগ অনেকটা ভাল হয়ে যায়। এই ডাক্তার তার প্রবন্ধের উপসংহারে (শেষে) স্বীকার করেছেন; **"মুসলমানদের মধ্যে মানসিক রোগ কম দেখা যায়। কেননা তারা দিনে কয়েকবার হাত, মুখ ও পা ধৌত করে (অর্থাৎ অযু করে)।"** (অযু এবং বিজ্ঞান, ৫ পৃষ্ঠা)

অযু ও উচ্চ রক্তচাপ

এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খুবই জোর দিয়ে বলেছেন; "উচ্চ রক্ত চাপে আক্রান্ত রোগীকে প্রথমে অযু করান, তারপর ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করুন, অবশ্যই অবশ্যই তা কমে যাবে। এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার বলেন: "মানসিক রোগের উত্তম চিকিৎসা হলো অযু।" পশ্চিমা দেশের মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ রোগীদের শরীরে অযুর ন্যায় দৈনিক কয়েকবার পানি ঢেলে দেন।

(অযু এবং বিজ্ঞান, ৬ পৃষ্ঠা)

অযু ও অর্ধাঙ্গ (প্যারালাইসিস)

অযুতে ধারাবাহিকভাবে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা হয়, তাও রহস্য শূন্য নয়। প্রথমে উভয় হাতে পানি ঢালাতে শরীরে শিরার কার্যক্রম সচল হয়ে উঠে। অতঃপর ধীরে ধীরে চেহারা ও মস্তিষ্কের শিরাগুলোর দিকে তার প্রভাব পৌঁছতে থাকে। অযুর মধ্যে প্রথমে হাত

ধোয়া তারপর কুলি করা তারপর নাকে পানি দেয়া তারপর চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ধারাবাহিকতা অর্ধাংগ রোগ প্রতিরোধের জন্য উপকারী। অযু যদি মুখমন্ডল ধৌত করা ও মাথা মাসেহ্ করা দ্বারা শুরু করা হতো তাহলে শরীর অনেক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। (অযু এবং বিজ্ঞান, ৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, অযু দ্বারা কিরূপ ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা এবং অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করা হয়েছে যে, আজকের বিজ্ঞানও (Science) এর বৈজ্ঞানিক উপকারীকে বর্ণনা করছে। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস গড়া, যেনো এর বরকত দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক উপকারীতা নসীব হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব এবং ইসলামের সুন্নাত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২) হাদীসে পাকেও সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার উৎসাহ ও ফযীলত বিদ্যমান।

সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার ফযীলত

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করেন: যদি তুমি সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার ক্ষমতা রাখো তবে তাই করো কেননা মৃত্যুর ফিরিশতা যে বান্দার রূহ অযু অবস্থায় বের করে তবে তার জন্য শাহাদাত লিখে দেয়া হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৯, হাদীস: ২৭৮৩)

কোন কোন আরেফিন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن বলেছেন: যে সব সময় অযু সহকারে থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে সাতটি মর্যাদা দান করেন। (১) ফিরিশতাগণ তার সঙ্গ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। (২) 'কলম' তার নেকী লিখতে থাকে। (৩) তার অঙ্গগুলো তাসবীহ পাঠ করে (৪) তার তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীর হাতছাড়া হয় না। (৫) নিদ্রা গেলে **আল্লাহ পাক** কিছু ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যাঁরা তাকে মানুষ ও জ্বীনের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন (৬) মৃত্যুর যন্ত্রণা তার উপর সহজ হয়। (৭) যতক্ষণ পর্যন্ত অযু সহকারে থাকবে **আল্লাহ পাকে**র নিরাপত্তায় থাকবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৭০২)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কিছু কিছু সূফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن বলেন: পবিত্র পোশাকে থাকা, পবিত্র বিছানায় ঘুমানে এবং সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা অন্তরের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৪৬৮)

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?"** এর ৯৫ ও ৯৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস করুন কেননা অযু অবস্থায় থাকাতে যেমনিভাবে অনেক উপকারীতা ও বরকত অর্জিত হয় তেমনিভাবে নিজেকে অপরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করার রোগ থেকেও মুক্তি অর্জিত হয়। (হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?, ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস গড়তে এবং এর উপর স্থায়ীত্ব পেতে একটি অনন্য উপায় হলো প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه **"৬৩টি নেক আমল"** নামে

তাঁর এই রিসালায় দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকার উৎসাহ সম্বলিত একটি নেক আমলও অন্তর্ভূক্ত করেছেন,

নেক আমল নম্বর ৩২: আজ কি আপনি দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় ছিলেন?

আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা এবং দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থেকে এর বরকত অর্জনের তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা!! সাধারনত আমরা প্রতিদিনই নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে অযু করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি, কিন্তু সম্ভবত আমরা কখনো এই বিষয়ে চিন্তাও করিনি যে, অযুর প্রথমে হাত ধৌত করতে কেন বলা হয়েছে? তবে মনে রাখবেন! সাধারনত আমরা সারা দিন এর সাহায্যে অনেক কাজ কর্ম করে থাকি, যার কারণে আমাদের হাতে অনেক ধরনের বিপদজনক জীবাণু (Germs) লেগে যায়, যদি তা পরিষ্কারপরিছন্ন রাখা না হয়, তবে হাতে লেগে থাকা জীবাণু আমাদের পাকস্থলিতে চলে যেতে পারে। অযু করার সময় নিয়্যত করা ও بِسْمِ اللّٰہ শরীফ পাঠ করার পর সর্বপ্রথম উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করা হয়, এই কাজের বরকতে আমাদের সুন্নাতের উপর আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয় এবং অনেক রোগ বালাই ও জীবাণু থেকেও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

হাত ধৌত করার রহস্যাবলী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর **"অযু এবং বিজ্ঞান"** রিসালার ১৪তম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেন: অযুর মধ্যে সর্বপ্রথম হাত ধৌত করা হয়, এর রহস্যগুলো লক্ষ্য করুন। বিভিন্ন জিনিসে হাত দিতে থাকায় হাতের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক অনুকণা ও জীবাণু লেগে যায়। যদি সারা দিন ধৌত করা না হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হাত এই সকল চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে, (১) হাতের ঘামাছি, (২) চামড়া ফোলা, (৩) একজিমা, (৪) চর্মরোগ অর্থাৎ ঐ জীবাণু যেটা কোন জিনিসের উপর ময়লার মতো জমে যায়, (৫) চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। যখন আমরা হাত ধুয়ে নিই তখন আঙ্গুল সমূহের মাথা থেকে কিরণ (RAYS) বের হয়ে এমন এক বৃত্ত সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের আভ্যন্তরীন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা সচল (Active) হয়ে যায় এবং হাতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়ে যায় আর হাত এই জিনিষগুলো থেকে হওয়া সংক্রমন (Infection) থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। (অযু এবং বিজ্ঞান, ১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মিসওয়াকও অযুর এমন একটি অনন্য সুন্নাত যা অনেক রহস্যে পরিপূর্ণ এবং এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক উপকারীতা লুকায়িত রয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তো এর অনেক ফযীলত ও উপকারীতা কিতাবে বর্ণনাই করেছেন কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মিসওয়াকের উপর গবেষণা করে এই সম্পর্কে এমন তথ্য প্রকাশ

করেছে যে, শুনে আশ্চার্য হয়ে যেতে হয়। আসুন! আমরাও মিসওয়াকের ইহকালীন ও পরকালীন কিছু উপকারীতা শ্রবণ করি।

মিসওয়াকের ২৫টি বরকত

হযরত আল্লামা সায়্যিদ আহমদ তাহতাভী হানাফী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ **"হাশিয়াতুত তাহতাভী"**তে মিসওয়াক এর উপকারীতা ও ফযীলত এভাবে উদ্ধৃত করেন:❋ মিসওয়াক শরীফকে আবশ্যক করে নাও, এর থেকে উদাসীন হয়ো না। তা সর্বদা করতো থাকো কেননা এতে **আল্লাহ পাক**র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে ❋ সর্বদা মিসওয়াক করতে থাকলে রোজগারে সহজতা এবং বরকত হয়ে থাকে ❋ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায় ❋ কফ দূর করে ❋ দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে ❋ পাকস্থলী ঠিক থাকে ❋ শরীরে শক্তি যোগায় ❋ স্বরণশক্তি প্রখর করে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে ❋ অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে ❋ নেকী বৃদ্ধি ❋ ফিরিশতারা খুশি হয় ❋ মিসয়াক শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে দেয় ❋ খাবারকে হজম (পরিপাক) করে ❋ সন্তান জন্মদানে বৃদ্ধি লাভ করে ❋ বার্ধ্যক্য দেরীতে আসে ❋ পেটকে শক্তিশালী করে ❋ শরীরে **আল্লাহ পাক**র আনুগত্যের জন্য শক্তি জোগায় ❋ মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ এবং কলেমা শাহাদাত স্বরণ করিয়ে দেয় ❋ কিয়ামতে আমল নামা ডান দেয়ায় ❋ পুলসিরাতে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে পার করিয়ে দেয় ❋ চাহিদা পুরণে তাকে সাহায্য করে ❋ কবরে শান্তি ও আরাম অনুভুত হয় ❋ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া ❋ দুনিয়া থেকে পাক পবিত্র হয়ে বিদায় নেয় ❋ সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, এতে **আল্লাহ পাক**র সন্তুষ্টি রয়েছে। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা ৬৮,৬৯)

বিজ্ঞানের আলোকে মিসওয়াকের বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ কোম্পানির গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ধ্বংস করার ক্ষমতা অন্যান্য যেকোন পদ্ধতির তুলনায় ২০ ভাগ বেশি রয়েছে। ❋ সুইডেনের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের আঁশ ব্যাকটেরিয়াকে স্পর্শ না করেই সরাসরি (Direct) ধ্বংস করে দেয় এবং দাঁতকে অনেক রোগ থেকে বাঁচায়। ❋ ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন (U.S. National Library of Medicine) এর প্রকাশিত গবেষণায় এটা বলা হয়েছে যে, যদি মিসওয়াক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তা দাঁত এবং মুখকে পরিষ্কারকরে এমনকি তা মাঁড়ি ঠিক থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। ❋ এক গবেষণা অনুযায়ী যে সব লোক মিসওয়াকে অভ্যস্থ তাদের মাঁড়ি থেকে রক্ত বের হওয়ার অভিযোগ অনেক কম হয়ে থাকে। ❋ আমেরিকার আটলান্টায় দাঁত সম্পর্কীত এক অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে যে, মিসওয়াকে এমন এক পদার্থ (Substances) থাকে, যা দাঁতকে দূর্বল হওয়া থেকে বাঁচায় এবং ঐ সকল ঔষধ যা দাঁত পরিষ্কারকরার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই সব ঔষধ থেকে বেশি উপকারী হলো মিসওয়াক। ❋ মিসওয়াক দাঁতের জমে থাকা ময়লা দূর করে। ❋ মিসওয়াক দাঁতকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ❋ স্থায়ী সর্দি ও কাঁশির এমন রোগী যার কফ বের হয়না, যখন সে মিসওয়াক করে তখন কফ বের হতে থাকে এবং রোগীর মস্তিষ্ক হালকা হতে থাকে। ❋ প্যাথোলজিষ্টের (Pathologists) অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এই কথা প্রমানিত হয়েছে যে, স্থায়ী সর্দি-কাশির জন্য মিসওয়াক সর্বোত্তম চিকিৎসা স্বরূপ। (মিসওয়াক শরীফের ফযীলত, ৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পেটের গ্যাস ও মুখের ফোস্‌কার চিকিৎসা

মুখে অনেক ধরনের ফোস্‌কা, পেটের উষ্ণতা ও গ্যাসের কারণেই হয়ে থাকে। এর একটি ধরন এমনও রয়েছে, যার জীবানু ছড়িয়ে পড়ে, এর জন্য তাজা মিসওয়াক মুখে মালিশ করুন এবং এর দ্বারা যে লালা বের হয় তাও মুখের ভিতর ভালভাবে নড়াছড়া করুন। اِنْ شَآءَ الله রোগ দূর হয়ে যাবে। কতিপয় লোক অভিযোগ করে যে, দাঁত হলদে হয়ে গেছে বা দাঁতের ধবধবে সাদা ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। এমন লোকদের জন্য মিসওয়াকের নতুন আঁশ খুবই উপকারী, তাছাড়া দাঁতের হলদেভাব দূর করার জন্যও খুবই উপকারী। মিসওয়াক দূর্গন্ধকে দূর করে এবং জীবানূ নিঃশেষ করে, যার দ্বারা মানুষ অসংখ্য রোগ থেকে বাঁচতে পারে। (মিসওয়াক শরীফের ফযীলত, ১০ পৃষ্ঠা)

ক্যান্সার থেকে নিরাপত্তা

একটি সার্ভে অনুযায়ী যদি দুনিয়ায় ১০০ জন ক্যান্সারের রোগী হয় তবে তাদের মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ মুসলমান হবে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ক্যান্সার কম হওয়ার একটি কারণ হলো মিসওয়াক, কেননা মুখের ভেতর যেসকল জীবাণু টুথপেষ্ট থেকে বেঁচে যায় তা মিসওয়াকের সুক্ষ্ম আঁশের সাহায্যে মরে যায়, যার কারণে মুসলমান মুখ ও পাকস্থলির ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

গলা ব্যাথা ও ঘাঁড় ফোলার চিকিৎসা

এক ব্যক্তির গলায় এবং ঘাঁড়ে ব্যথা ছিলো আর ঘাঁড়ে ফোলাও ছিলো। গলার রোগের কারণে তার আওয়াজও খারাপ ছিলো। ঘাঁড়ের ব্যথা ও ফোলার কারণে তার মাথাও ঘুরতো, যার কারণে তার

স্বরণশক্তি দূর্বল হয়ে গিয়েছিলো। সেই ব্যক্তি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলো কিন্তু সব নিষ্ফল সাব্যস্ত হলো। কেউ তাকে মিসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলে সে নিয়মিত মিসওয়াক করতে থাকে। এর পাশাপাশি মিসওয়াককে দু'টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করতো আর সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করতো। তাছাড়া যেখানে ফোলা ছিলো সেখানে কিছু ঔষধও লাগাতে থাকলো। এই চিকিৎসা খুবই উপকারী সাব্যস্ত হলো। এর উপর যখন পরীক্ষা চালানো হলো তখন তার ডান পাশের গ্রন্থির এক তৃতীয়াংশ প্রভাবিত ছিলো, যার প্রভাব পুরো শরীরেই পড়েছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মিসওয়াকের চিকিৎসায় তার এই রোগ দূর হয়ে গেলো এবং সুস্থ হয়ে গেলো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, মিসওয়াক শরীফের বরকতে মিসওয়াককারীর কিরূপ ফযীলত ও বরকত নসীব হয় এবং তাদের কিরূপ উপকারীতা লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তবে যদি আমরাও অযু অবস্থায় থাকার এবং মিসওয়াক করার এই মহান সুন্নাতের অভ্যাস গড়ে নিই তবে নিঃসন্দেহে এই ফযীলত ও বরকত এবং উপকারীতা আমাদেরও নসীব হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

আসুন! নিয়্যত করি যে, আজ থেকেই দিনের অধিকাংশ সময় অযু অবস্থায় থাকবো اِنْ شَآءَ الله, মিসওয়াকের প্রিয় সুন্নাত জীবিত করবো اِنْ شَآءَ الله, অপরকেও এর উৎসাহ দিবো اِنْ شَآءَ الله। আর এই কাজে স্থায়ীত্ব পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের ব্যস্ততা থেকে কিছু না কিছু সময় যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের জন্যও বের করবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা অযুর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা সম্পর্কে শুনছিলাম। মুখ আমাদের শরীরের একটি মূল্যবান অংশ, যার অনেক উপকারীতা রয়েছে, যেমন; মুখের মাধ্যমে আমরা আহার করি, পান করি, ঔষধ খাই এবং অন্যান্য অনেক জিনিস পানাহার করে থাকি, এই মুখ দিয়েই কোরআনের তিলাওয়াতও করে থাকি, হামদ ও নাত এবং মানকাবাতও পড়ে থাকি, সালাম ও কথাবার্তাও এই মুখ দিয়ে করে থাকি, এছাড়াও অনেক কাজই এই মুখ দিয়েই করে থাকি, সুতরাং এই সকল বিষয় আমাদের নিকট এই দাবী (Demand) করে যে, আমরা যেনো নিজের মুখকে পরিষ্কারপরিছন্ন রাখি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অযু করার সময় কুলি এবং গড়গড়া করার বরকতে মুখও পরিষ্কারপরিছন্ন থাকে এবং অনেক রোগ থেকেও নিরাপত্তা লাভ হয়ে যায়। আসুন! কুলি এবং গড়গড়া করার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উপকারীতা শ্রবণ করুন,

কুলি ও গড়গড়া করার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

বাতাসের মাধ্যমে অসংখ্য মারাত্মক জীবাণু এবং খাদ্যের অনুকণা আমাদের মুখ ও দাঁতের মধ্যে লালার সাথে লেগে থাকে। যদি অযুর মধ্যে মিসওয়াক ও কুলির মাধ্যমে ভালভাবে মুখ পরিষ্কার করা না হয় তবে অসংখ্য মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন; (১) এইডস: এর প্রাথমিক লক্ষণের মধ্যে মুখ পেকে যাওয়াও রয়েছে, (২) মুখের পার্শ্বদ্বয় ফেটে যাওয়া, (৩) মুখের ময়লা দাঁতযুক্ত রোগ এবং ছত্রাক (MONILIASIS) হওয়া ইত্যাদি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অযু করার সময় কুলি করাতে এই ভয়ঙ্কর রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়, কুলি করাতে একে তো পানির স্বাদ ও গন্ধ বুঝা যায় যে, যেই পানি ব্যবহার

করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক তো নয়, অনুরূপভাবে রোযা না থাকা অবস্থায় কুলির সাথে গড়গড়া করাও সুন্নাত এবং নিয়মিত গড়গড়া করাতে গলার টনসিল (TONSIL) এর সংক্রমন এবং গলার বহু রোগ এমনকি গলার ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকে।

নাকে পানি দেয়ার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অযু করার সময় নাকে পানি দেয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে অনেক উপকারী এবং এই কাজ অনেক রোগ বালাই থেকে নিরাপদ রাখে, কেননা আমরা সারাদিন নাকের মাধ্যমে নিশ্বাস নিয়ে থাকি, যার কারণে নিশ্বাসের মাধ্যমে নাকে ধোঁয়া, ধুলাবালি এবং বিভিন্ন জীবাণূ চলে যায়। সারাদিনে অযু করার সময় প্রায় ১৫বার নাকে পানি দেয়াতে এই জীবাণূ এবং ধোঁয়া থেকে সৃষ্টি হওয়া মারাত্মক রোগ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়ে যায়, অনুরূপভাবে ফুসফুসের জন্য এমন বাতাস প্রয়োজন হয় যা জীবাণু, ধোঁয়া ও ধূলাবালি থেকে মুক্ত আর তা ৮০% আর্দ্রতাযুক্ত হওয়া, এই বাতাস পৌঁছানোর জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নাকের ন্যায় এক মহান নিয়ামত দান করেছেন, অযু করার সময় নাকে পানি দেয়ার বরকতে আমরা অসংখ্য রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে থাকি, স্থায়ী সর্দি এবং নাকের ক্ষত রোগের জন্য অযুর ন্যায় নাকে পানি দেয়া খুবই উপকারী। পানি দ্বারা চিকিৎসার অভিজ্ঞদের মতে নাকে পানি দেয়াতে দৃষ্টি প্রখর হয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত অনেক লোক নিজের চেহারার সৌন্দর্য ও সতেজতা বৃদ্ধি এবং ব্রণ থেকে মুক্তির জন্য

চেহারায় বিভিন্ন উপকরন লাগিয়ে থাকে এবং দামি দামি ক্রীম লাগায় যাতে চেহারায় কৃত্রিম চমক এসে যায়। মনে রাখবেন! বিভিন্ন উপকরন লাগানো এবং দামি দামি ক্রীম লাগানোর পর চেহারায় সাময়িকভাবে তো চমক এসে যায় কিন্তু পরবর্তিতে চেহারা কুচকে যাওয়া, বিচি বের হওয়া, ব্রণ এবং বিভিন্ন ধরনের দাগ বের হতে থাকে, যা খুবই কষ্টের কারণ হয়ে থাকে আর এর কারণে চেহারা সুন্দর হওয়ার পরিবর্তে অসুন্দর হয়ে যায়। চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে এবং তাতে সতেজতা আনার জন্য অযু একটি অনন্য উপায়, কেননা অযুতে তিনবার চেহারা ধৌত করা হয়, যার কারণে শুধু চেহারার উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়না বরং এর বরকতে অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক উপকারীতাও অর্জিত হয়।

আসুন! অযুতে চেহারা ধৌত করার কিছু বৈজ্ঞানিক উপকারীতা সম্পর্কে শ্রবন করি এবং সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস গড়ে এর বরকত অর্জন করি।

মুখমন্ডল ধৌত করার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

অযুতে মুখমন্ডলে তিনবার হাত বুলানোতে শুধুমাত্র মস্তিষ্ক প্রশান্তি লাভ করে না বরং চেহারায় উজ্জ্যলতা এবং চামড়ায় নম্রতা সৃষ্টি হয়। ধোঁয়া, মাটি ইত্যাদি পরিষ্কারহয়ে চেহারা উজ্জল, আকর্ষণীয় এবং ধবধবে হয়ে যায়। চোখের অংশে প্রবোধ অর্জিত হয় এবং চোখ সুন্দর হয়ে যায়। এক ইউরোপীয় ডাক্তার তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন: যার শিরোনাম ছিলো **“আই ওয়াটার হেলথ** (Eye Water Health)।” এতে তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, আপনার উভয় চোখ দিনে কয়েকবার ধৌত করতে থাকুন অন্যথায় আপনাকে বিপজ্জনক রোগের

কবলে পড়তে হতে পারে। দিনে কয়েকবার মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে মুখের উপর ব্রণ বের হয় না, আর হলেও তা খুবই কম। চীনের অভিজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে পেটের ক্ষুদ্রান্ত্র, বুক এবং পাকস্থলি ইত্যাদির উপরও ভাল প্রভাব পরে থাকে, যার বরকতে চোখের রোগ, মাথা ঘুরানো, দূর্বলতা, দাঁতের দূর্বলতা, মাথা ব্যাথা, ক্লান্তি এবং আতঙ্ক ইত্যাদি অনেকাংশে কমে যায়। অযু করার সময় মুখমন্ডল ধৌত করার ফলে ভ্রু পানিতে ভিজে যায় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভ্রু ভেজার কারণে চোখের এমন একটি রোগের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়, যা মানুষকে দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাথা মাসেহ করা ও পা ধৌত করার বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

মাথা মানুষের সকল অঙ্গ থেকে বেশি গুরুত্ব বহন করে, সকল অঙ্গের কাজের মূল মস্তিষ্ক হয়ে থাকে, মাথা ও ঘাঁড়ের মাঝখানে **“হাবলুল ওয়ারীদ”** থাকে, যাকে শাহীরগও (গ্রীবাস্থি ধমনী)” বলা হয়। যা মেরুদন্ডের হাড় ও মূল মজ্জা (Spinal Cord) এবং শরীরের সকল জোড়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। মাথা ও ঘাঁড় মাসেহ করার ফলে মেরুদন্ডের হাড় এবং মূল মজ্জার (Spinal Cord) সমস্যা জনিত রোগ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে মানুষের শরীরের সবচেয়ে বেশি ধুলা-বালিতে কলুষিত হওয়ার অঙ্গ হলো পা। সংক্রমন সর্বপ্রথম পায়ের আঙ্গুলের মাঝের অংশে শুরু হয় এবং ডায়ারেটিকের রোগীদের পায়ে সংক্রমন সবচেয়ে বেশি হয়, পায়ের তালু হাতের তালুর ন্যায়

সকল স্নায়ুবিক অবস্থা বিশেষ করে সকল গ্রন্থির সাথে সম্পর্কীত থাকে, সুতরাং পা ধৌত করার বরকতে ক্ষুধা কমে যাওয়া, প্রচন্ড জ্বর, পারে ব্যাথা, রক্তস্রাব, ইয়ারকান, জোড়ার ব্যাথা, অর্শ্বরোগ, মাথা ঘুরানো, যৌন দূর্বলতা, কোষ্ট-কাঠিন্য, নিশ্বাস আটকে যাওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে সংগৃহিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযু করার সময় কি নিয়্যত করবে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অযুর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা সমূহ শুনে আশা করা যায় যে, আমাদের সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু মনে রাখবেন! চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরোটাই ধারণা নির্ভর। বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চুড়ান্ত হয় না, পরিবর্তন হতে থাকে। তবে হ্যাঁ! **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধানাবলী অটল, তা পরিবর্তন হবে না। আমাদের সুন্নাতের উপর আমল বৈজ্ঞানিক উপকারীতা লাভের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাক**র সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিৎ। অতএব এই জন্য অযু করা যে, আমার রক্তচাপ যেন স্বাভাবিক হয়ে যায় অথবা আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাই কিংবা খাবার নিয়ন্ত্রণের জন্য রোযা রাখা যেন ক্ষুধার উপকারীতা পাওয়া যায়। মদীনায় সফর এই উদ্দেশ্যে করা যে, আবহাওয়াও পরিবর্তন হবে এবং ঘর-বাড়ী ও কাজ কর্মের ঝামেলা থেকেও কিছুদিন শান্তি পাওয়া যাবে অথবা ধর্মীয় কিতাব এই জন্য পড়া যেন সময় অতিবাহিত হয়, এই ধরণের নিয়্যতে আমলকারীগণ সাওয়াব পাবে না। যদি আমরা **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার জন্য আমল করি তাহলে সাওয়াবও পাওয়া যাবে

এবং সাথে সাথে এর উপকারীতাও অর্জন হবে। অতএব যাহেরী ও বাতেনী নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে **অযুও আল্লাহ পাকর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিৎ।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদিওবা অযুর বরকতে আমরা প্রকাশ্যভাবে প্রবিত্রতার ব্যবস্থা করতে সফল হয়ে যাই কিন্তু এর চেয়েও বেশি আমাদের বাতেনী অর্থাৎ অন্তরকে গুনাহের আবর্জনা থেকে পরিষ্কারপরিছন্নতা রাখা খুবই প্রয়োজন। অতএব যেভাবে অযু করাতে আমাদের জাহিরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে নেয় তেমনি তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে যখন নিজের বাতিনকে পরিছন্ন করে রাব তায়ালার দরবারে ঝুঁকে যাবো এবং আরো বেশি বরকত নসীব হবে।

তাসাউফের মহান মাদানী ব্যবস্থাপত্র

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **“ইহইয়াউল উলুম”** ১ম খন্ডের ৪২৫ নং পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অযু করার পর আপনি যখন নামাযের দিকে মনোযোগী হবেন, তখন কল্পনা করুন যেসব প্রকাশ্য অঙ্গের উপর লোকজনের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলো তো বাহ্যতঃ পবিত্র হয়েছে। কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করা ব্যতীত **আল্লাহ পাকের** দরবারে মুনাজাত করা লজ্জার পরিপন্থী। কেননা **আল্লাহ পাক** অন্তরগুলোকেও দেখে রয়েছেন। (তিনি) আরও বলেন: প্রকাশ্য ভাবে অযু করার পর এই কথা মনে রাখা উচিত, অন্তরের পবিত্রতা তাওবা করা, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি অন্তরকে গুনাহের

অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না করে বরং প্রকাশ্য পবিত্রতা, সাজ-সজ্জাকে যথেষ্ট মনে করে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে বাদশাহকে দাওয়াত দিয়ে নিজের ঘরের বাইরে খুব সাজসজ্জা করা, রং ও আলোকিত করা, কিন্তু ঘরের ভিতরের অংশে পরিষ্কারকরার প্রতি কোন দৃষ্টি দেয়না। অতএব, যখন বাদশাহ তার ঘরের ভিতর এসে ময়লা-আবর্জনা দেখবেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না সন্তুষ্ট হবেন, তা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, ১/১৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! পানির অপচয় থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) ইরশাদ করেন: অযুতে অনেক পানি প্রবাহিত করাতে কোন কল্যাণ নেই এবং সেই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, ৯/১৪৪, হাদীস: ২৬২৫৫) (২) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে অযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: অপচয় করিও না, অপচয় করিও না। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তাহারাতি ওয়া সুনানুহা, ১/২৫৪, হাদীস: ৪২৪) ✯ যদি ওয়াকফের পানি দ্বারা অযু করা হয় তবে এতে বেশি খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমেই হারাম। (অযুর পদ্ধতি, ৪১ পৃষ্ঠা) ✯ কতিপয় লোক অঞ্জলি বা হাতের কোষে এমনিভাবে পানি ঢালে যাতে উপচে পড়ে যায়, অথচ যা পড়ে গেলো তা অনর্থক নষ্ট হয়ে গেলো, এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (অযুর পদ্ধতি, ৪১ পৃষ্ঠা) ✯ আজ পর্যন্ত যতবার নাজায়িযভাবে অপচয় করা হয়েছে, তা থেকে

তাওবা করে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন। ✯ অযু করার সময় সাবধানতার সাথে পানির নল চালু করুন। অযুকালীন সময়ে সম্ভব হলে এক হাত নলের ছিপিতে রাখুন এবং প্রয়োজন সেরে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন। ✯ মিসওয়াক, কুলি, গরগরা, নাক পরিস্কার, দাঁড়ি ও হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল, মাথা মাসেহ ইত্যাদি করার সময় পানির নল ভালভাবে বন্ধ রাখুন, যাতে এক ফোঁটা পানিও অযথা নষ্ট না হয়। এভাবে ভালভাবে নল বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন। ✯ শীতকালে অযু গোসল করার জন্য, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধোয়ার জন্য গরম পানি লাভের আশায় পাইপের জমা ঠান্ডা পানি অনর্থক ছেড়ে না দিয়ে কোন পাত্রে নেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ✯ মুখ ধোয়ার জন্য সাবানের ফেনা করাতেও পানি সাবধানতার সহিত খরচ করুন। ✯ ব্যবহারের পর পানি নাই এমন দানিতেই সাবান রাখুন। ✯ নল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখলে তাড়াতাড়ি তা মেরামত করে নিন। অন্যথা পানি নষ্ট হতে থাকবে। ✯ অনেক সময় মসজিদ মাদ্‌রাসার পাইপের নল দিয়েও এরূপ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে দেখা যায়। কিন্তু তা দেখার কেউ থাকে না এবং এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মসজিদ মাদ্‌রাসা পরিচালনা কমিটিরই মনে করে থাকে, নিজের আখিরাত সজ্জিত করার জন্য দ্রুত কোন ব্যবস্থা গ্রহন করুন। ✯ আহার করার সময় অন্য কোন পানীয় পান করার সময়, ফলমূল কাটার সময় কোন দানা, খাদ্যকনা ও পানীয়ের ফোঁটা যাতে নষ্ট ও অব্যবহৃত না হয়, সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

(অযুর পদ্ধতি, ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব, বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা, ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সুন্নাত আওর আদব"। আমীরে আহলে সুন্নাত এর দুটি রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান: ৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস নং-২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআন ও হাদীসে পাকের অসংখ্য স্থানে ইলমে দ্বীনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, আর বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কিতাব গুলোও ইলমে দ্বীনের ফযীলত দ্বারা পূর্ণ। আসুন! আমরাও ইলমে দ্বীনের ফযীলত ও বরকত এবং চিত্তকর্ষক ঘটনাবলী ও কাহিনী শ্রবণ করি।

সাহাবীয়ে রাসূলের ইলমের আগ্রহ

মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **“ইলম ও হিকমত কে ১২৫ মাদানী ফুল”** এর ১১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় আমি কম বয়সী ছিলাম। আমার সমবয়সী এক আনসারী ছেলেকে আমি বললাম: চলো, আসহাবে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن থেকে ইলম অর্জন করি, কেননা এখন তারা অসংখ্য। আনসারী উত্তর দিলো: ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا! তুমি তো খুব আশ্চার্যজনক মানুষ, এত সাহাবীদের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن) উপস্থিতিতে মানুষের তোমাকে কেন প্রয়োজন হবে! এতে আমি আনসারী ছেলেটিকে ছেড়ে দিলাম এবং নিজেই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে লাগলো। অনেকবারই এমন হয়েছে যে, মনে হতো অমুক সাহাবীর নিকট অমুক হাদীস রয়েছে, তখন আমি তাঁর ঘরে দৌঁড়ে যেতাম। যদি তিনি বিশ্রাম করেন তখন আমার চাদরকে বালিশ বানিয়ে দরজায় শুয়ে পরতাম এবং গরম বাতাস আমার চেহারাকে জ্বালিয়ে দিতো। যখন সেই সাহাবী বাইরে আসতেন এবং আমাকে এই অবস্থায় পেতো তখন প্রবাভিত হয়ে বললো: **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচার সন্তান! আপনি কি চান? আমি বলতাম: শুনলাম আপনি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অমুক হাদীস শরীফ রেওয়ায়াত করেন, এই জন্যই উপস্থিত হয়েছি। তিনি বলতেন: আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিতেন এবং আমি স্বয়ং চলে আসতাম। আমি উত্তর দিতাম: না, এই কাজের জন্য স্বয়ং আমারই আসা উচিৎ। এরপর এরূপ হলো যে, আসহাবে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن ওফাত গ্রহণ করেন

তখন সেই আনসারী দেখতো যে, লোকেদের আমারকে কিরূপ প্রয়োজন হলো এবং আফসোস করে বলতো: ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا! তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিলে।

(সুনানে দারামী, ১/১৫০, হাদীস: ৫৭০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কথা কি আর বলবো যে, কোরআনে করীমের অসংখ্য জায়গায় ইলম ও ওলামার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ

(পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই আর ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা হযরত মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমায় ইলমের তিনটি ফযীলত প্রমানিত হয়, প্রথমতঃ **আল্লাহ পাক** ওলামার আলোচনা নিজের এবং ফিরিশতাদের সাথে করেছেন, দ্বীতিয়তঃ ওলামাদেরও ফিরিশতাদের ন্যায় নিজের একত্ববাদের সাক্ষ্য বানালেন এবং তাদের সাক্ষ্যকে নিজের সত্য উপাস্য হওয়ার দলীল ঘোষণা করেছেন, তৃতীয়তঃ তাদের (ওলামা) সাক্ষ্যও ফিরিশতাদের সাক্ষ্যের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য করেছেন।

(ফয়যানে ইলম ও ওলামা, ৯ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে কোরআনে পাকের অপর এক স্থানে জ্ঞানীদের শান ও মহত্বকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা: ২৮, সূরা: মুজাদালা, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, **আল্লাহ** তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: ওলামায়ে কিরাম সাধারণ মুমিন থেকে সাতশ (৭০০) গুন বেশী মর্যাদাবান হবেন, প্রত্যেক দু'টি মর্যাদার মাঝে রয়েছে পাঁচশ (৫০০) বছরের দূরত্ব। (কু'তুল কুলুব, আল ফসলূল আউয়াল আল হাদী ওয়া সালাসুন..., ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)

হাদীসে মুবারাকায় ইলমে দ্বীনের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআনে পাক ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে করীমায়ও ইলমে দ্বীনের অগনিত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এ থেকে তিনটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে ইলমে দ্বীনের গুরুত্বকে জাগ্রত করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি (দ্বীনের) জ্ঞানার্জনের ঘর থেকে বের হলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসে না, **আল্লাহ পাকের** পথেই থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস নং- ২৬৫৬)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** ফরযসমূহ সম্পর্কে এক বা দু'টি অথবা তিন বা চার অথবা পাঁচটি বাক্য শিখলো এবং তা ভালভাবে স্মরণ রাখলো অতঃপর মানুষদের শেখালো তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫৪, হাদীস নং- ২০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন বান্দাকে উঠাবেন, অতঃপর ওলামাদের আলাদা করে তাদের ইরশাদ করবেন: হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি, এজন্যই তোমাদেরকে আমার পক্ষ তেকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তোমাদের এইজন্যই জ্ঞান দেইনি যে, তোমাদের আযাবে লিপ্ত করবো। **যাও! আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।**

(জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফদলুহু, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে করীমা থেকে জানা গেলো যে, ইলমে দ্বীন অর্জন করা হলো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপায়, ক্ষমা ও মুক্তির পথ এবং জান্নাতে প্রবেশের জামানত স্বরূপ।

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: ইলম এমন বস্তু নয়, যার ফযীলত এবং গুনাবলী বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়, পুরো দুনিয়াই জানে যে, ইলম খুবই উত্তম একটি বিষয়, তা অর্জন করা উন্নতির নিদর্শন। এটিই সেই বস্তু, যা দ্বারা মানুষের জীবন সফল এবং আনন্দময় হয় আর এর দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যায়। (এই জ্ঞান দ্বারা) ঐ জ্ঞান উদ্দেশ্য, যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত হয়, এটিই সেই জ্ঞান যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কেই সজ্জিত করে এবং এই জ্ঞানই মুক্তির মাধ্যম আর কোরআন ও হাদীসে এরই বর্ণনা এসেছে এবং এই জ্ঞানের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬১৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ⊙ ইলম তথা জ্ঞান হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ, ⊙ ইলম **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

নৈকট্য অর্জনের পথ, ⊙ ইলম হিদায়তের উৎস, ইলম গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়, ⊙ ইলম **খোদাভীতি** জাগ্রত করার এক মহৎ পদ্ধতি ⊙ ইলম দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান পাওয়ার উপায়, ⊙ ইলম মৃত অন্তরের জীবন, ⊙ ইলম ঈমানের নিরাপত্তার রক্ষী, ⊙ ইলম অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, ⊙ এতে দ্বীনও রয়েছে এবং দুনিয়াও, ⊙ এতে আরামও রয়েছে এবং প্রশান্তিও, ⊙ এতে স্বাদও রয়েছে এবং সুখও, ⊙ সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে ইলমে দ্বীনের অন্বেষনে লিপ্ত হয়ে আখিরাতের মুক্তির উপায় হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আফসোস যে, আজ আমাদের মন থেকে দ্বীনের গুরুত্ব ও মর্যাদা শেষ হতে চলেছে, আমাদের সমাজের অধিকাংশই না নিজে ইলমে দ্বীন শেখার প্রতি উৎসাহী এবং না নিজের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখায়। নিজের সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য অসংখ্য দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিদ্যা তো শেখানো হয়, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করে নিজের এবং নিজের সন্তানের আখিরাত সাজানোর দিকে কোন মনোযোগ যায় না। সন্তান যদি মেধাবী হয় তবে তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, কম্পিউটার প্রোগ্রামার বানানোর ইচ্ছা প্রবল আকার ধারন করে এবং যদি সন্তান মেধাহীন, দুষ্ট বা পঙ্গু হয় তবে পরিত্রাণের জন্য তাকে কোন জামেয়ায় ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। আর আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা শিশুকাল থেকেই তাঁদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শেখাতেন, এমনকি বড় বড় বাদশাহরাও নিজেদের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সজ্জিত করতেন, কেননা তাঁরা নিজেরাই ইলম ও ওলামার গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইলমকে গুরুত্ব দানকারী খলিফা

খলিফা হারূনুর রশীদ খুবই নেককার এবং ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদানকারী বাদশাহ ছিলেন, একবার (তাঁর সন্তান) মামুনুর রশীদের শিক্ষার জন্য হযরত ইমাম কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) কে আরয করা হলে তিনি বলেন: আমি এখানে পড়াতে আসবো না, শাহাজাদা আমার বাড়িতেই আসবে। হারূনুর রশীদ আরয করলেন: সে সেখানেই যাবে কিন্তু তার সবক প্রথমেই হবে। বললেন: এটাও হবে না বরং যে প্রথমে আসবে তার সবক প্রথমেই হবে। অবশেষে মামুনুর রশীদ পড়া শুরু করলো, ঘটনাক্রমে একদিন খলিফা হারূনুর রশীদ সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, দেখলেন যে, কাসাঈ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) তাঁর পা ধুচ্ছেন এবং তাঁর সন্তান মামুনুর রশীদ পালি ঢালছে। বাদশা রাগান্বিত হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং মামুনুর রশীদকে চাবুক মেরে বললেন: বেআদব! **আল্লাহ পাক** তোমাকে দু'টি হাত কেন দিয়েছে? এক হাত দিয়ে পানি ঢালো এবং অপর হাত দিয়ে তাঁর পা ধৌত করো।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! খলীফা হারূনুর রশীদ শুধু ওলামা ও ফুকাহাদের সম্মান করতেন না বরং রাষ্ট্রীয় কাজে এবং নিজের অন্যান্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়েও ওলামা ও ফুকাহাদের গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের কথাকেই শেষকথা মনে করতেন, আখিরাতের কল্যাণের জন্য তাঁদের উপদেশ গ্রহন করতেন, অনেক সময় উপদেশ গ্রহনের জন্য ওলামাদের দোড়গোড়ায় নিজে উপস্থিত হয়ে যেতেন এবং যদি ওলামায়ে কিরাম দরবারে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তবে রাজকীয় শান ও শওকত এবং

সুলতানী প্রতাপের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই সম্মানার্থে দাড়িয়ে যেতেন, যেমনটি

মলফুযাতে আলা হযরতে রয়েছে: হারূনুর রশীদের দরবারে যখন কোন আলিম উপস্থিত হতেন, বাদশাহ তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার সভাসদগণ আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনিন! সুলতানী প্রতাপ তো বিলীন হয়ে যাবে। উত্তর দিলেন: **যদি ওলামায়ে দ্বীনের সম্মান দ্বারা প্রতাপ বিলীন হয়ে যায় তবে যাওয়াই উচিৎ।**

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! এমন কি কারণ ছিলো যে, হারূনুর রশীদের মতো মহান বাদশাহ নিজের সন্তানকে হযরত ইমাম কাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠালেন এবং নিজেও ওলামায়ে কিরামের সম্মান করছেন...? নিঃসন্দেহে এটিই কারণ ছিলো যে, তিনি ওলামাদের মান ও মর্যাদা এবং সমাজে তাঁদের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন আর এই বিষয়টিও সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে, ইসলামের এই প্রস্ফুটিত বাগানকে সতেজ রাখতে এই পবিত্র সত্বাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

অনুরূপভাবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য খুবই উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন যে, জলীলুল কদর মুহাদ্দীস হযরত সালিহ বিন কিসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি স্বয়ং তাঁরও ওস্তাদ ছিলেন, তাঁকেই নিজের সন্তানদের ওস্তাদ নিযুক্ত করেন। (আত তাহাফু লিল তাইফাতি ফি তারিখিল মদীনাতু শরীফাতু, ১/২৩৩)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি নিজে যদিও পড়ালেখা করেননি

কিন্তু ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব বোধ সম্পন্ন ছিলেন, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, উভয় শাহাযাদা মুহাম্মদ গাযালী এবং আহমদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا ইলমে শরীয়ত ও তরীকত দ্বারা সমৃদ্ধ হোক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর শাহাজাদাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য কিছু সঞ্চয়ও করে রেখেছিলেন, যা এই দুই সৌভাগ্যবান সন্তানের জ্ঞানার্জনে অনেক কাজে এসেছে। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, কিতাবের ভুমিকা, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে আমাদের গাউসে পাক হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শিশুকালেই তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের অনুমতিক্রমে জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদ চলে যান।

(বাহজাতুল আসরার, যিকরে তরীকা, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সাড়ে চার বছর বয়সেই কোরআনে মজীদ নাযারা শেষ করার নেয়ামত দ্বারা ধন্য হলেন এবং মাত্র তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সে সকল প্রচলিত জ্ঞান তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর থেকে শিক্ষা অর্জন করে আলিমে দ্বীন হয়ে গেলেন।

(ফয়যানে আলা হযরত, ৮৫ ও ৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনাগুলো থেকে জানতে পারলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা رَحِمَهُمُ الله নিজেদের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত করে দিতেন। আমাদেরও আমদের সন্তানদের মাদানী দীক্ষা দিয়ে তাঁদের ইলমে দ্বীন শেখানোর চেষ্টা করা উচিৎ, নিজের সন্তানদের সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ করা এই জন্যও

প্রয়োজন যে, তাদের নেককার বানিয়ে যেন সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচানো যায়, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। **আল্লাহ পাক** ২৮তম পারার সূরা আত তাহরীম এর ৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

(পারাঃ ২২, সূরাঃ সাবা, আয়াতঃ ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা **আল্লাহ**র নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **খাযাইনুল ইরফানে** এই আয়াতে মুবারাকার অংশবিশেষ (يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا) এর পাদটিকায় বলেন: **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, ইবাদত করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে এবং পরিবারকে নেকীর আদেশ এবং গুনাহের প্রতি বারণ করে তাদের জ্ঞান ও আদব শিখিয়ে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতার উচিৎ যে, দায়িত্বের প্রতি সজাগ থেকে নিজ সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের নামায রোযার অনুসারী বানানো এবং ফরয ও ওয়াজিব, হালাল

ও হারাম, কেনা বেচা আর বান্দার হক ইত্যাদির শরয়ী বিধানাবলী সম্পর্কেও তাদের অবহিত করার ব্যবস্থা করা, এর উত্তম উপায় হলো যে, নিজ সন্তানদের ইলমে দ্বীন শেখাতে দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করিয়ে দেয়া, যেন আমাদের সন্তান ইলমে দ্বীন শিখে অপরকে শেখায় এবং আমাদের আখিরাতের মুক্তির সোপান হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জামেয়াতুল মদীনায় ছাত্রদের জ্ঞানের আলোয় আলেকিত করার পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করতে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়।

অনুরূপভাবে জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) এর শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে হওয়া মাদানী কাজে নিজেকে অংশীদার করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। ইসলামী বোনেরা আর্ন্তজাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাতের অধীনে ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করে থাকে। (ফয়যানে সুন্নাত, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

শয়তানি কুমন্ত্রণা ও এর চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের বরকতে শুধু **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না বরং **তাঁর** নেক বান্দারাও ইলমে দ্বীন অর্জনকারীকে ভালবাসে। সুতরাং আপনারাও সাহস করুন এবং নিজের সন্তানদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন এবং

সৌভাগ্যবানদের তালিকায় আপনার সন্তানের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন। নিজের সন্তানদের ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়াবী জ্ঞান দানের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনই হয়ে থাকে এবং দূভার্গ্যক্রমে অনেক পিতামাতা এরূপ ভাবে যে, আমাদের সন্তান যদি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় তবে مَعَاذَ الله তার ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে, সে ঘর সংসার কিভাবে করবে এবং কিভাবে তা চালাবে, কয়েক হাজার টাকায় নিজের চাহিদা কিভাবে পূরণ করবে, মোটকথা! এরূপ অসংখ্য শয়তানী কুমন্ত্রণা এসে থাকে, যার কারণে অনেক লোক নিজের সন্তানদের পরিপূর্ণ দ্বীনি শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। প্রথমতঃ এরূপ পিতামাতার কদমে আরয হলো যে, একজন মুসলমান যখনই কোন কাজ করে, তবে যেন তার উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জনের পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং বিশেষকরে ইলমে দ্বীন শিখার ব্যাপারে তো নিরেট **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যতই হওয়া উচিৎ আর হলো ধন সম্পদ তবে এই বিষয়টি তো **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহের বিপরীত যে, তিনি নিজের দ্বীনের শিক্ষা অর্জনকারীকে একা ছেড়ে দেবেন, এমন হতেই পারে না! হাদীসে পাকে রয়েছে: **"যে ইলমে দ্বীন অর্জন করবে আল্লাহ পাক তার কষ্টসমূহ সহজ করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যেখানকার চিন্তাও সে করে না।"**

(জামেয়ে বয়ানিল আম্মা ওয়া ফদলুহু, ৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৮)

আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

বাদশাহ নিজেই হাত ধুয়ে দিলেন

একবার খলিফা হারূনুর রশীদ হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দাওয়াত করলেন, তিনি চোখে দেখতেন না, খাবার সময়

যখন হাত ধোয়ার জন্য বদনা এবং মুখ ধোয়ার পাত্র আনা হলো তখন (খলিফা হারূনুর রশীদ) পাত্রটি খাদিমকে দিলেন এবং নিজে বদনা নিয়ে হযরত আবু মুয়াবিয়া আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত ধুইয়ে দিলেন এবং বললেন: "আপনি কি জানেন কে আপনার হাতে পানি ঢালছে?" বললেন: "না।" বাদশাহ আরয করলো: "হারূন" (তখন হযরত আবু মুয়াবিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া করে) বললেন: "আপনি যেভাবে জ্ঞানের সম্মান করলেন, সেভাবেই **আল্লাহ পাক** আপনাকে সম্মান দান করুন।" হারূন রশীদ বললেন: "এই দোয়া অর্জনের জন্যই তো আমি এসব করলাম।" (মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

ইমামে আযমের অন্তর্দৃষ্টি

অনুরূপভাবে হযরত কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, বাল্যকালেই তিনি তাঁর পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন, তাঁর মা ঘর চালানোর জন্য তাঁকে একজন ধোপীর নিকট বসিয়ে দিলেন, একবার তিনি ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিশে উপস্থিত হলেন, সেখানকার আলোচনা তাঁর এতোই পছন্দ হলো যে, ধোপীর নিকট যাওয়া ছেড়ে সেখানেই বসা শুরু হয়ে গেলো। মা যখন জানতো তখন তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ধোপীর নিকট নিয়ে যেতো, অবস্থা যখন বেগতিক তখন তাঁর মা হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: এই শিশুকে লালন পালন করার কেউ নেই, আমি তাঁকে ধোপীর নিকট পাঠাই যে, কিছু উপার্জন করে আনবে, কিন্তু আপনি তাঁকে বিগড়ে দিয়েছেন। হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে সৌভাগ্যবতী!

তাঁকে ইলম অর্জন করতে দাও, সেই দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন সে বাদাম এবং ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা খাবে।” একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, বলতে লাগলেন: (আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন) আমাদের মতো গরীব লোক বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া কিভাবে খেতে পারি? ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একাগ্রতার সহিত ইলমে দ্বীন অর্জন করতে থাকেন, এমনকি সেই সময় আসলো যখন কাযীর (বিচারক) পদ তাঁকে সমর্পণ করে দেয়া হলো। একবার খলিফা তাঁকে দাওয়াত করলেন, দাওয়াত চলাকালে খলিফা বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর উন্নত ফালুদা তাঁর দিকে বাড়িয়ে বললেন: “হে ইমাম! এই হালুয়া খান, রোজ রোজ এরূপ হালুয়া তৈরী করা আমাদের জন্য সহজ নয়।” একথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কথা স্মরণ হলো তখন তিনি মুচকি হাসতে লাগলেন, খলিফার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন: “আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক দিন পূর্বে আমার আম্মাজানকে বলেছিলেন যে, তোমার এই পুত্র বাদাম এবং দেশী ঘিয়ের হালুয়া আর ফালুদা খাবে, আজ আমার সম্মানিত ওস্তাদের বাণী সত্য হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি নিজের বাল্যকালের ঘটনা খলিফাকে শুনালে তিনি খুবই আশ্চার্য হলেন এবং বললেন: “নিশ্চয় ইলম অবশ্যই উপকার সাধিত করে এবং দ্বীন ও দুনিয়ায় উন্নতি দান করে।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৩০২ নং কাহিনী, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাতে তিনটি মাদানী ফুল অর্জিত হয়: (১) আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে ভবিষ্যতে সংগঠিত হওয়া ঘটনাবলী পূর্ব থেকেই জেনে নেন। (২) ইলমে দ্বীন হচ্চে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উপায়, এমনকি বড় বড় দুনিয়াদারের সেই মান ও মর্যাদা অর্জিত হয় না, যা জ্ঞান পিপাসুর সহজেই অর্জিত হয়ে যায়। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইলমে দ্বীন নিজেও শেখা এবং নিজের সন্তানদের প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরও ইলমে দ্বীন শেখান। **মনে রাখবেন!** মৃত্যুর পর নেক আমল ছাড়া অন্যান্য কোন বস্তুই কাজে আসবে না, এই ধন সম্পদ, ব্যাংখ ব্যালেন্স, আলিশান বাংলো, বড় বড় গাড়ী, দুনিয়া পদ মর্যাদা সব এখানেই রয়ে যাবে, কবরে এর মধ্যে হতে কিছুই সাথে যাবে না, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ব্যতীত (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।"

(মুসলিম, কিতাবুল ওয়াসিয়াত, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩১)

ইলমকে হারানোর ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসার এবং নেককার সন্তান এমন এক আমল, যা মৃত্যুর পরও তাকে সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ হলো অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দের তালিকায় সর্বাগ্রে, বাড়ি ঘরের

অবস্থা হোক বা ব্যবসার, বন্ধু বান্ধব হোক বা আত্মীয় স্বজনের, বিবাহের হোক বা সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষনের, মোটকথা কি **আল্লাহ পাকের** হক এবং কি বান্দার হক, জীবনের প্রতিটি স্তরে যেখানেই যেভাবেই অকল্যাণ পাওয়া যাচ্ছে, যদি আমরা নিরবতায় বসে এ সম্পর্কে চিন্তা করি তবে এই বিষয়টি আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে যে, এর মূল এবং সবচেয়ে প্রকাশ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীন হারিয়ে ফেলা এবং সঠিক পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ শুধু কর্মকান্ড ও চারিত্রিক নয় বরং আকীদা ও ইবাদতে পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দ এবং অকল্যাণ খুবই দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, যার মূলৎপাটনে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী এবং সম্পর্কীতদেরকে নিজের এবং অন্যের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদেরকে এই মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন: **আমাকে নিজের এবং সারা দনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ اللّٰه

তাঁর জ্ঞানবান্ধব এবং ইলমে দ্বীনের প্রসারের আগ্রহের ফলশ্রুতিতেই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে দেশ বিদেশে অসংখ্য জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইলম অর্জনকারীর জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! ইলম অর্জনকারীদের ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বাণী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে কোন রাস্তা দিয়ে চলে **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮৫৩) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি ইলমের অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয়, ফিরিশতা তার এই আমলে খুশি হয়ে তার জন্য নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়। (তাবারানি কবীর, ৮/৫৫, হাদীস নং-৮৩৫০) ☆ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা বুযুর্গানে দ্বীনদের সুন্নাত। (৪০ ফরামিনে মুস্তফা, ২৩ পৃষ্ঠা) ☆ইলম অর্জনের জন্য চাওয়া নিঃসন্দেহে ফযীলতময়, কিন্তু চাওয়ার জন্য আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ১৩ পৃষ্ঠা) ☆ ইলম হচ্ছে ভান্ডার এবং প্রশ্ন করা হচ্ছে এর চাবি। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২/৮০, হাদীস নং-৪০১১) ☆ ইলম শিখার জন্য প্রশ্ন করাতে লজ্জা করা উচিৎ নয়। (আরবী কে সাওয়ালাত অউর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৮ পৃষ্ঠা) ☆ তোশামদ করা মুমিনের চরিত্র নয় কিন্তু ইলম শিক্ষা অর্জনের জন্য তোশামদ করা যাবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২২৪, হাদীস নং-৪৮৬৩) ☆ এমন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যা দ্বারা দুনিয়াবী বা আখিরাতের কোন উপকার নাই। (আরবী কে সাওয়ালাত অউর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৯ পৃষ্ঠা) ☆ ইলম শিক্ষা অর্জনের পর তা বর্ণনা না করাদের উদাহরন ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ধন ভান্ডার জমা করে অতঃপর এর মধ্য থেকে কিছুই ব্যয় করেনা। (আল মু'জামুল আওসাত, ১/২০৪, হাদীস নং-৬৮৯) ☆ যখন কোন আলিমে দ্বীন থেকে কোন প্রশ্ন করতে হয়, তবে আদব সহকারে তার থেকে প্রশ্ন করার

অনুমতি গ্রহন করে নিন। (আরবী কে সাওয়ালাত অউর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৬ পৃষ্ঠা)

☆ ইলমে আধিক্য অন্বেষনে এবং পরিচয় প্রশ্ন দ্বারা হয়ে থাকে, তবে যে সম্পর্কে তুমি জাননা, সে সম্পর্কে জানো এবং যা কিছু জেনেছো, তার উপর আমল করো। (জামেয়ে বয়ানুল ইলম ওয়া ফদিলত, ১/১২২, হাদীস নং-৪০২)

☆ ইলম অন্বেষণের উত্তম সময় হচ্ছে যৌবনের প্রারম্ভ, সেহেরীর সময় এবং মাগরীব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান: ৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিমে বসে, যাতে না **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হয় আর না **তাঁর নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ পড়া হয়, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিশের জন্য আফসোসের কারণ হবে। ব্যস **আল্লাহ পাক** চাইলে তাদের আযাব দিবেন আর চাইলে তবে ক্ষমা দিবেন। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩৯১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ১০ শাওয়ালুল মুকাররম আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক বিলাদতের দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারী, ইশকে রাসূল, বিনয় ও নম্রতা এবং ইলম ও আমলের অনুসারী ছিলেন, اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক ইজতিমায় আমরা বরকত ও রহমত অর্জনের জন্য আলা

হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উত্তম আচরনের কিছু ঝলক এবং ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই একটি উপদেশ মূলক ঘটনা শ্রবণ করি:

অহংকারের প্রতি আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অসন্তুষ্টি

খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বর্ণনা হলো, এক লোক আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমা আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হতেন আর আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِও মাঝে মাঝে তার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। একবার হুযুর (আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) তার বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তার মহল্লার একজন বেচারা গরীব মুসলমান ভাঙ্গা পুরোনো খাটে যা বাইরে উঠানে পরে ছিলো তাতে বিব্রত অবস্থায় বসে ছিলো, তখন বাড়ির মালিক খুবই কড়া নযরে তার দিকে তাকাতে লাগলো, এমনকি সে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে উঠে চলে গেলো। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বাড়ির মালিকের এই আচরণে খুবই কষ্ট পেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুদিন পর সে আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এখানে আসলো। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর খাটে জায়গা করে দিলো, সে বসা অবস্থায় করীম বখশ নামক নাপিত হুযুর (আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দাঁড়িতে) খত বানানোর জন্য আসলো, সে এই চিন্তায় ছিলো যে কোথায় বসবে? আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: ভাই করীম বখশ! দাঁড়িয়ে কেন? মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং ঐ লোকের পাশে বসার জন্য ইশারা করলেন, সে বসে গেলো, অতঃপর সেই লোকের রাগের অবস্থা এমন হলো যে,

যেমন সাপ ফুঁস ফুঁস করে, সে দ্রুত উটে চলে গেলো, অতঃপর আর কখনো এলো না। (হায়াতে আলা হযরত, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব এবং মুসলমানদের মাঝে সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে কিরূপ জবরদস্ত মাদানী মানসিকতা প্রদর্শন করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমলীভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান হোক যতই ধনী ও সম্পদশালী, হোক দুনিয়াবী সম্মান ও মর্যাদাবান বা হোক কোন উচ্চ বংশীয় তার কখনোই এই অধিকার নেই যে, কোন মুসলমানকে নিজের চেয়ে নগন্য মনে করা, কোন জায়িয পেশার লোককে মানুষের সামনে অপমান করার এই জন্য আমরা একজন মুসলমান হিসেবে প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সবার মন খুশি করার জন্য মুচকী হেসে সাক্ষাৎ করা, তাকে সম্মানের সহিত বসানো এবং মুসলমানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ইসলামী শিক্ষারই একটি অংশ, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ আমরা ইসলামী শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে জানিনা কিভাবে চলছি এবং নিজের জাতি (Nation), ভাষা (Language) এবং বংশের (Caste) কারণে গর্ব করছি এবং নিজেকে অপরের চাইতে উত্তম ও উচ্চ মনে করছি অথচ **আল্লাহ পাকের** নিকট সেই মুসলমান বেশি সম্মান ও মর্যাদাবান, যে তাকওয়া ও পরহেযগারীতে অপরের চেয়ে বেশি হয়।

২৬তম পারার সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহর** নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিশ্চয় **আল্লাহ** জানেন, খবর রাখেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমানে আমাদের সমাজ খুবই দ্রুততার সহিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যাকে দেখি সেই নিজের বংশ ও গোত্রকে উত্তম মনে করে গর্ব করে এবং অপর বংশীয়দের নিকৃষ্ট মনে করতে থাকে, যার কারণে ইসলামী ভাতৃত্ব বন্ধন শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরস্পরের মাঝে ঘৃণা এবং শত্রুতা শিকড় গজাচ্ছে। অনেক সময় এই শত্রুতা ও ঝগড়া, মারামারি বৃদ্ধি পেয়ে হত্যাকান্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ হে লোকেরা! তোমাদের **রব তায়ালা** এক এবং তোমাদের পিতা এক। শুনে নাও! কোন আরবীর আযমীদের (আরবী নয় এমন) উপর, কোন আযমীর (আরবী নয় এমন) আরবীর উপর, কোন ফর্সা ব্যক্তির কালো ব্যক্তির উপর এবং কোন কালো ব্যক্তির ফর্সা ব্যক্তির উপর ফযীলত নেই তবে যারা পরহেযগার তারা অপরের চেয়ে উত্তম, নিশ্চয় **আল্লাহ পাকের** দরবারে তোমাদের মধ্যে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে বেশি পরহেযগার।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২৮৯, হাদীসঃ ৫১৩৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি কৃতিত্ব এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উম্মতের সহজতা এবং কল্যাণ কামনার চেতনায় ইলমকে প্রসার করতে খুবই উন্নত এবং জবরদস্ত কোরআনের অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"** মুখস্ত লিখিয়ে দিলেন, যা ওলামায়ে কিরামগণ একেবারে শরীয়ত সম্মত পেয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিশ্চয় কোরআনে পাক **আল্লাহ পাকের** বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ কিতাব, কোরআনে করীম দুনিয়ায় বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য হেদায়ত অর্জনের অনন্য পদ্ধতি কিন্তু কোরআনের শব্দের অর্থ এবং এতে বিদ্যমান **আল্লাহ পাকের** বিধানগুলো জানতে এর অনুবাদও একটি খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কোরআনে করীমের বিদ্যমান সকল উর্দু অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উর্দু অনুবাদ হলো **"তরযুমায়ে কোরআন কানযুল ঈমান"**। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের ব্যস্ততম জীবন থেকে কিছু সময় বের করে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়া।

আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে কোরআনের তিলাওয়াত করার জন্য ইসলামী বোনদের জন্য নেক আমল নম্বর ৫ এ বলেন: **"আজ কি আপনি কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীরসহ) তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?"**

যদি আমরা নেক আমল রিসালার উপর প্রতিদিন আমল করি, তবে কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের বরকত দ্বারা ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি

পাবে, কোরআনে করীম বুঝা সহজ হবে, জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে। মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত আজিমুশ্মান তাফসীর **"সীরাতুল জিনান"**ও অধ্যয়ন করুন, এই তাফসীরেও অনেক সুন্দরভাবে জ্ঞানের ভান্ডার উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মুসলমানের জন্য ইছার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উন্নত আচরণের একটি দলীল এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনীয় জিনিসও অপরকে দিয়ে দিতেন। আসুন! এসম্পর্কে তাঁর জীবনের একটি চিত্তকর্ষক ঘটনা শ্রবণ করি।

অভাবগ্রস্থকে ছাতা দিয়ে দিলেন

বর্ষাকালে অনেক সময় মসজিদে আসার সময় বৃষ্টি হয়ে থাকে। হাজী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কষ্টকে অনুভব করে একটি ছাতা (Umbrella) কিনে উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করলেন এবং নিজের নিকটই রাখলেন, যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘর মুবারক থেকে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন হাজী সাহেব ছাতা ধরে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন, তখন মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিলো যে, একজন অভাবী ছাতাটি চাইলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথে সাথেই ছাতাটি হাজী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে নিয়ে সেই অভাবীকে দিয়ে দিলেন।

(হায়াতে আলা হযরত, ১১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাঝে ঈসার ও দানশীলতার কিরূপ প্রেরণা ছিলো, নিজের প্রয়োজনের জিনিসও অপরকে দিয়ে দিতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভালভাবে জানতেন যে, ইসলাম আমাদেরকে পরস্পরের মাঝে সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়, মুসলমানের সহিত কল্যাণ কামনর শিক্ষা দেয়, একে অপরের মনে ভালবাসা সৃষ্টি করে আনন্দচিত্তে নিজের স্বত্বার উপর অপর মুসলমান ভাইকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের উপর (অপরকে) প্রাধান্য দেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেন।

(জামউল মাওয়ামেয়ে, হরফুল হামজা, ৩/৩৮৪, হাদীস: ৯৫৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফতোয়া প্রদান ও "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"র পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শ্রম ও চেষ্টায় দ্বীনের এমন অতুলনীয় ইলমী খেদমত করে গেছেন যে, আজও তাঁর কৃতিত্বের সাড়া পরে আছে। এই কৃতিত্বগুলোর মধ্যে এই অনন্য ও জবরদস্ত ইলমী কৃতিত্ব **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** এর ৩০ খন্ড। যা প্রায় বাইশ হাজার (২২০০০) পৃষ্ঠা, ছয় হাজার আটশত সাতচল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্নের উত্তর এবং দুইশত ছয়টি (২০৬) রিসালা রয়েছে। আর হাজারো মাসআলাও মাঝে মাঝে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** কোরআনে করীম, হাদীসে রাসূল, ইজমা এবং ফুকহায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ الله তথ্যবলী দ্বারা সমৃদ্ধ সকল

ধরনের মাসআলার এমন সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ, যা অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষের অন্তর এবং চিন্তাকে নিজের সুগন্ধময় সুবাশ দ্বারা সুবাশিত করে এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার মুবারকে তাঁর উচ্চ মর্যাদায় আরো বৃদ্ধির উপায় হতে থাকবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বান্দার হক!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উন্নত চরিত্রের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** হক সমূহ আদায় করার পাশাপাশি বান্দার হক সমূহ সম্পর্কেও খুবই সচেতন ছিলেন, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জানতেন যে, বান্দার হকের ব্যাপারটি **আল্লাহ পাকের** হকের চেয়েও বেশি স্পর্শকাতর। আসুন! বান্দার হকের অনুভূতি সম্পর্কে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চিত্তকর্ষক ঘটনা শ্রবণ করি এবং তাঁর চরিত্রের উপর আমল করার নিয়্যত করে নিন।

শিশু থেকে ক্ষমা চাইলেন

একবার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেরেলী শরীফের মসজিদে ইতিকাফে বসেছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইফতারের পর খাবার খেতেন না বরং শুধু পান খেতেন। আর সেহেরীর সময় বাড়ি থেকে শুধু একটি ছোট পাত্রে ফিরনী (Custard) অর্থাৎ এক ধরনের ক্ষীর যা দুধ এবং চাউলের আটা দ্বারা বানানো হতো আর এক পাত্রে চাটনি আসতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা

খেয়ে নিতেন। একদিন সন্ধ্যায় পান এলো না এবং তাঁর এটা কড়া অভ্যাস ছিলো যে, খাবারের কোন কিছু চাইতেন না, সুতরাং চুপ করে রইলেন কিন্তু খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। মাগরীবের প্রায় দুই ঘন্টা পর এক শিশু পান নিয়ে এলো, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন: এত দেরী করে আনলে কেনো? কিন্তু পরে তাঁর মনে হলো যে, এই বেচারার তো কোন দোষ ছিলো না, দোষ তো দেরী করে প্রেরণকারীর ছিলো।

সুতরাং সেহেরীর পর সেই শিশুটিকে ডাকলেন যে সন্ধ্যায় পান দেরীতে এনেছিলো এবং বললেন: সন্ধ্যায় আমি ভূল করেছি যে, তোমাকে থাপ্পড় মেরেছি, দেরীতে প্রেরণকারীরই দোষ ছিলো, অতএব তুমি আমার মাথায় থাপ্পড় মারো আর টুপি খুলে তিনি তা বারবার বলতে লাগলেন। ইতিকাফে বসা অন্যান্য লোকেরা একথা শুনে আশ্চার্য হয়ে গেলেন, সেই শিশুটিও আশ্চার্য হয়ে কাঁপতে লাগলো। সে হাত জোড় করে আরয করলো: হুযুর! আমি ক্ষমা করেছি। বললেন: তুমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তোমার ক্ষমা করার অধিকার নেই তুমি থাপ্পড় মারো। কিন্তু সে মারার সাহস করলো না। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের বাক্স আনিয়ে মুষ্টি ভরে পয়সা বের করলেন এবং সেই পয়সা দেখিয়ে বললেন: আমি তোমাকে এটা দিবো, তুমি থাপ্পড় মারো। কিন্তু বেচারা এটাই বলতে লাগলো, হুযুর! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। অবশেষে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তার হাত ধরে অনেক থাপ্পড় নিজের মাথা মুবারকে মারলেন অতঃপর তাকে পয়সা দিয়ে বিদায় করলেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১০৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

নিজের ভক্তদেরকে আমলীভাবে এটা জানাতে চাইলেন যে, সে যতই বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, যদি তার দ্বারা কারো মনে কষ্ট পেয়ে যায় তবে তার ক্ষমা চাইতে লজ্জা অনুভব করা উচিৎ নয়, কেননা বান্দার হকের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর। এই কারণে বান্দা অনেক গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে, যা তার জন্য ইহকালিন ও পরকালিন ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন; বান্দার হক আদায় না করাতে বান্দা অপরের মনে কষ্ট দেয়ার মতো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে এবং এই মনে কষ্ট দেয়া, হিংসা করা, মনে শত্রুতা পোষণ করার মতো অনেক গুনাহে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এই গুনাহে পরার কারণে গীবত, চুগলী, অপবাদ, কু-ধারণা এবং অনেক কবীরা গুনাহের দরজাও খুলে যায়। যার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে তাকে রাজি করানোর জন্য কিয়ামতের দিন নিজের নেকী সমূহও দিয়ে দিতে হতে পারে এবং নেকী না থাকা অবস্থায়া সেই লোকের গুনাহের বোঝা নিয়ে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে শিক্ষনীয় পরিণতি পতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও স্নেহ মমতা ও কল্যাণ কামনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুবারক চরিত্রের একটি দিক এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه দোয়া প্রার্থণা করার সময় নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, মুরীদ ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন। আসুন! এর কয়েকটি উদাহরণ শ্রবণ করি।

দোয়ার জন্য তালিকা বানালেন

(১) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফযরের নামাযের পর নিজের অযীফা পাঠের শেষে ঐসব লোকেদের জন্য নাম নিয়ে দোয়া করতেন। লোকেরা এই বিষয়ে ইচ্ছা পোষন করতো যে, তার নামও যেনো সেই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

সবার জন্য দোয়া করি

(২) হযরত সায়্যিদুনা সৈয়দ আইয়ুব আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমি অনেক চিন্তিত ছিলাম, দোয়ার জন্য বললে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া করলেন এবং আমাকে ও আমার ভাই সৈয়দ কানাআত আলীকে বললেন: তোমরা উভয়ের নামও আমি দোয়ার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছি, যা ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে গেছে, সেই সকল নাম আমার স্মরণ আছে, প্রতিদিন সবার জন্য নাম নিয়ে দোয়া করি। (ফয়যানে আলা হযরত, ১৮০ পৃষ্ঠা)

পিতামাতা, শিক্ষক ও সকল মুসলমানের জন্য দোয়ার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরিত্রকে অনুসরণ করে শুধু নিজের জন্য নয় বরং নিজের পিতামাতা, শিক্ষক মহোদয়, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল মুসলমানের জন্যও দোয়া করা উচিৎ।

হযরত আবুশ শায়খ আসবাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, আমাকে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য কল্যাণের দোয়া করে, কিয়ামতের দিন

যখন তাদের বৈঠকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করবে: এরা হলো তারা, যারা তোমাদের জন্য দুনিয়ায় কল্যাণের দোয়া করতো, অতএব তারা তাদের শাফায়াত করবে এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করবে, একে জান্নাতে নিয়ে যাবো।” (ফয়যানে দোয়া, ৮৬ পৃষ্ঠা)

কোরআনে করীমে মুসলমানের জন্য দোয়া করার ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ

(পারা: ২৬, সূরা: মুহাম্মদ, আয়াত: ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর হে **মাহবুব**! আপন খাস লোকদের এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও নারীদের পাপরাশির ক্ষমা-প্রার্থনা করুন!

হাদীসে পাকে রয়েছে: **রাসূলে করীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে মাগফিরাত করুন) বলতে শুনলেন, ইরশাদ করলেন: যদি সকল মুসলমানকে দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে নিতে তবে তোমার দোয়া কবুল হতো।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সিফতুস সালাত, ২/২৮৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরতের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ কেও আলা হযরত رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ এর সত্যিকার প্রেমিক হিসেবে গন্য করা হয়, কেননা যাকে আলা হযরতের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ইলমী কৃতিত খুবই প্রভাবিত করেছে, এই কারণেই যে, আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরতের শিক্ষা অনুযায়ী দ্বীনে মতীনের খুবই অসাধারণ পদ্ধতিতে খেদমত করে যাচ্ছেন। যার প্রকাশ্য প্রমাণ তাঁর প্রভাবময় রচনা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর মাদানী মুযাকারায় রয়েছে, যা কানযুল ঈমানের অনুবাদ, ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার অংশবিশেষ এবং হাদায়িকে বখশীশের অনুভূতি প্রবন ও ভাবাবেশপূর্ণ নাত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ভক্তি ও ভালবাসার সদকা যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের জীবনের প্রথম রিসালা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী সম্পর্কে লিখেন, যার নাম **“ইমাম আহমদ রযার জীবনী”** রেখেছেন এবং এটি ২৫ সফরুল মুজাফ্ফর ১৩৯৩ হিজরীর **“রযা দিবস”** এর প্রাক্কালে প্রকাশিত হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভক্তির অনুমান এই বিষয়টি থেকেও সুন্দরভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর মাদানী মুযাকারা এবং সাক্ষাতের জন্য আগত ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরাম, জামেয়াতুল মদীনার ছাত্র এবং সাধারণ মানুষদের মাসলামে আলা হযরতের উপর অটল থাকা এবং ইমামে আহলে সুন্নাতের কোন বাণী বুঝে না আসলে মতানৈক্য না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন,

একবার তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর প্রতি আমাদের জ্ঞান উৎসর্গ। আলা হযরতের (প্রত্যেক) বাণী আমরা গ্রহণ করলাম। একবার জামেয়াতুল মদীনার তাখাচ্ছুচ ফিল ফিকহ (মুফতি কোর্স) এর ছাত্রদের বলেন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি ছিলেন **আল্লাহ পাকের** ওলী, সত্যিকার

আশিকে রাসূল এবং আমাদের স্বীকৃত বুযুর্গ, তাঁর প্রতি ভক্তি মনের গভীরে স্বযত্নে সাজিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক (Necessary) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ অর্থাৎ বরকত তোমাদের বুযুর্গদের সাথেই রয়েছে। (মুস্তাদরিক লিল হাকীম, কিতাবুল ঈমান, ১/২৩৮, হাদীস: ২১৮) আপনাদের মধ্যে যদি কারো আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি মতানৈক্যের সামান্যতম মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া শুরু করে, তবে জেনে নিন مَعَاذَ الله আপনাদের ধ্বংসের দিন শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং দ্রুত সতর্ক হয়ে যাবেন এবং এই মতানৈক্যের খেয়ালকে ভূল শব্দের ন্যায় মন থেকে মিটিয়ে দিবেন, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত কোন মাসআলা যদিও আপনাদের জ্ঞানে গ্রহন করছে না, তবু এসম্পর্কে নিজের ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাবেন না, বরং না বুঝার জন্য নিজের জ্ঞানেরই দূর্বলতা (Lackness) মনে করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আত্মপরিতৃপ্ততা

হযরত মাওলানা সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: এক লোক (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে) মিঠাইয়ের হাঁড়ি পেশ করলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (তাকে) বললেন: এত কষ্ট করলেন কেন? সে বললো: সালাম করার জন্য উপস্থিত হয়েছি, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সালামের উত্তর দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কাজ আছে? সে আরয করলো: কিছু না, হুযুর! শুধু কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম।

বললেন: **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: কিছু বলবেন? সে তখনও না সূচক উত্তর দিলো। এরপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেই মিঠাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এবার সেই ব্যক্তি তাবীযের আবেদন করলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: আমি তো আপনার নিকট তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু আপনি কিছু বলেননি, আচ্ছা বসুন এবং তাঁর ভাতিজা আলী আহমদ খান সাহেব (যে তাবীয দিতো) এর সিকট থেকে তাবীয আনিয়ে সেই লোককে দিলেন আর সাথেসাথে কিফায়াত উল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইঙ্গিত পেয়েই বাড়ি থেকে মিঠাইয়ের হাঁড়ি আনিয়ে সামনে রেখে দিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সেই মিঠাই এই কথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, **"এই হাঁড়িটি সাথে নিয়ে যান, আমার এখানে তাবীয বিক্রি হয় না।"** সে অনেক অনুনয় বিনয় করলো, কিন্তু গ্রহণ করেননি, অবশেষে বেচারা নিজের মিঠাই ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। (হায়াতে আলা হযরত, ৯৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর চরিত্রের আরো একটি আলোকিত অধ্যায় এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অত্যাধিক ব্যস্ততার পরও জামাআত সহকারে নামায পড়তেন, এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নামাযের জামাআত ছাড়তেন না। আসুন! এ প্রসঙ্গে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

আলা হযরত رَحۡمَةُاللّٰهِ عَلَيۡهِ ও জামাআত সহকারে নামায

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর পায়ের আঙ্গুল পেকে গিয়েছিলো, তাঁর বিশেষ সার্জন (Surgeon) তাঁর আঙ্গুলের অপারেশন করলো, ব্যন্ডেজ (Bandage) বাঁধার পর তিনি আরয করলেন: হুযুর! যদি নড়াচড়া না করেন তবে এই ক্ষত দশ (১০) বারো (১২) দিনে ঠিক হয়ে যাবে, অন্যথায় বেশি সময় লাগবে, তিনি তা বলে চলে গেলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে, মসজিদে উপস্থিতি এবং নামাযের জামাআত ছেড়ে দিবে। যখন যোহরের সময় হলো তখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ অযু করলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না, তখন বসে দরজা পর্যন্ত এসে গেলেন, লোকেরা চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিলেন এবং তখনই মহল্লাবাসী ও বংশীয় লোকেরা এটা সিদ্ধান্ত নিলো যে, প্রত্যেক আযানের পর আমাদের মধ্যে চারজন শক্তিশালী লোক চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হবো এবং খাট থেকে চেয়ারে বসিয়ে মসজিদের মেহরাবের নিকট বসিয়ে দিবো। এভাবে প্রায় এক মাস পর্যন্ত নিয়মিত চলতে থাকলো। যখন ক্ষত ভাল হয়ে গেলো এবং তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ স্বয়ং চলার উপযুক্ত হয়ে গেলেন তখন এই অবস্থা শেষ হলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর নামায নয় বরং জামাআত ছুটে যাওয়াও শরয়ী কারণ ছাড়া সম্ভবত কারো পছন্দ ছিলো না। (ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিকরে আলা হযরত ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**, ইলমে দ্বীনকে প্রসার করার এবং দ্বীনে মতীনের

খেদমতে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত উল্লেখযোগ্য মূলনীতির উপর আমল করছে। আসুন! সেই মূলনীতি এবং এর আলোকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সংক্ষিপ্ত দ্বীনি খেদমত পর্যবেক্ষন করুন:

(১) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: আজিমুশ্মান মাদরাসা খোলা হউক, যেখানে নিয়মিত শিক্ষা অব্যাহত থাকবে।

(২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: ভাল কার্যবিবরনীর প্রেক্ষিতে শিক্ষকবৃন্দকে ভাল বেতন দেয়া, যাতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এই মূলনীতির উপর আমল করে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষিকাবৃন্দকে মাসিক বেতনের পাশাপাশি বোনাস ও নির্দিষ্ট ছুটি না করার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ছয় মাসে এই ছুটি সমূহের টাকাও প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয় বরং অতি উত্তম, উত্তম এবং মোটামুটি পর্যায় ভিত্তিক বাৎসরিক বৃদ্ধিও করা হয় আর নির্দিষ্ট সময়সীমার হিসেবে গ্রেড এবং বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসা মজলিশের অধিনে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের ফ্রি চিকিৎসা সেবাও প্রদান করে থাকে।

(৩) ধর্মীয় পত্রিকা প্রকাশিত হবে এবং মাঝে মাঝে সকল প্রকারের ধর্মীয় সমর্থনীয় বিষয়ে সকল দেশে এটি মূল্যের বিনিময়ে বা বিনা মূল্যে প্রতিদিন বা কমপক্ষে সপ্তাহে পৌঁছাতে থাকবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৯৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ দা'ওয়াতে ইসলামী **"মাদানী চ্যানেল"** এবং **"আইটি"** এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক মিডিয়া আর অন্যান্য কিতাব ও রিসালা ছাপানোর পাশাপাশি **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** প্রকাশের মাধ্যমে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ফিকরে রযাকে প্রসার করার কাজে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

আল্লাহ পাক আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে উত্তরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অধ্যয়ন করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! অধ্যয়ন করা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ বাণী শ্রবণ করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) নিশ্চয় জ্ঞান শিখার মাধ্যমেই আসে। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪১, হাদীস: ৬৭) (২) দুনিয়া হচ্ছে অভিশপ্ত এবং **আল্লাহ পাকের** যিকির হচ্ছে তাঁর বন্ধু আর দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী এবং শিক্ষা প্রদানকারী ছাড়া এর সকল কিছুই অভিশপ্ত। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৪৪, হাদীস: ২৩২৯) ☆ অধ্যয়ন ঈমানের দৃঢ়তা ও পক্কতার উপায়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৬ পৃষ্ঠা) ☆ অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৭ পৃষ্ঠা) ☆ অধ্যয়ন মারিফাত অর্জনের মাধ্যম। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৮ পৃষ্ঠা) ☆ অধ্যয়ন করা দ্বারা জগত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার মানসিকতা তৈরী হয়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৮ পৃষ্ঠা) ☆ অধ্যয়ন করাতে জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধি পায়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৯ পৃষ্ঠা) ☆ অধ্যয়ন মানুষের দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয়েই উন্নতির চাবিকাটি। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে?

১৯ পৃষ্ঠা) ✯ অধ্যয়ন স্বভাবে প্রফুল্লতা, দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা এবং মন ও মানসিকতায় সতেজতা প্রদান করে। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১৯ পৃষ্ঠা) ✯ এমন কিতাব, রিসালা এবং সংবাদপত্র থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, যা ঈমানের জন্য বিষাক্ত বিষ, অশ্লীল এবং চারিত্রিক অধঃপতনের কারণ। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ২৯ পৃষ্ঠা) ✯ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য এবং তাঁদের উত্তম কর্ম পদ্ধতী নিজের মাঝে প্রতিফলনের জন্য তাঁদের অবস্থা ও চারিত্র সম্বলিত কিতাবও অধ্যয়ন করা আবশ্যক। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ৩৩ পৃষ্ঠা) ✯ ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন তোমরা কোন জ্ঞান অর্জন করবে বা অধ্যয়ন করবে তবে উত্তম হচ্ছে যে, তোমাদের জ্ঞান ও অধ্যয়ন নফসের শুদ্ধতা এবং অন্তরের সংশোধনের কারন হয়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ৩২ পৃষ্ঠা) ✯ মুখস্ত শক্তির জন্য যেমন বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহার এবং অযীফা পাঠ করা হয়, তেমনি একটি ঔষধ হচ্ছে অধ্যয়ন করা। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ৩২ পৃষ্ঠা) ✯ চেষ্টা করুন যে, কিতাব যেনো সর্বদা সাথে থাকে, কেননা যখনই সুযোগ হয় কিছু না কিছু অধ্যয়ন করে নেয়া যায় এবং কিতাবে সহচর্যও যেনো অর্জিত হয়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ৩২ পৃষ্ঠা) ✯ অধ্যয়ন করার পর পুরোটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার দেখে নিন এবং এর একটি সারাংশ আপনার মনে অঙ্কিত করে নিন। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১২ পৃষ্ঠা) ✯ নিজের পরিসংখ্যান করাও উপকারী যে, আমি এই অধ্যয়ন দ্বারা কি অর্জন করলাম এবং কোন বিষয়বস্তুটি জানলাম আর কোনটি নয়। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১২ পৃষ্ঠা) ✯ কোন বিষয় মুখস্ত করার জন্য চোখ বন্ধ করে মুখস্ত শক্তির উপর জোড় দেয়া উপকারী। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১৭ পৃষ্ঠা) ✯ যে অধ্যয়ন করবে সে

ভাল ভাল নিয়্যতে নিজ ঘরে এবং বন্ধুদের নিকট বর্ণনা করুন, এভাবেও জ্ঞানের ভান্ডার দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের মনে অবশিষ্ট থাকবে। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১২ পৃষ্ঠা) ☆ যা কিছু পড়েছে, তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন। (মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১২ পৃষ্ঠা) ☆ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী মুযাকারায় ইলমে দ্বীনের বিভিন্ন মাদানী ফুল দিয়ে থাকেন, এই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা, তা অপরের নিকট পৌঁছানো এবং আরো অধ্যয়ন করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

(মুতালাআ কেয়া, কিউঁ অউর কেয়সে? ১১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট পোঁছে যায়। (মু'জামুল কবীর, ৩/৮২, নম্বর- ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাদ্দীসিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যাদের শান ও মহত্ব এবং মর্যাদা অনেক উচ্চতর, এই ব্যক্তিত্বরা আশিকে রাসূলের প্রেরণায় উদ্দেলিত হয়ে নিজের সারা জীবন হাদীসে পাকের প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত হয়। এই সকল বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের মাঝে যে মান ও মর্যাদা তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল মা'রূফ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর

নসীব হয়েছে তার উদাহরণ তিনি নিজেই। যেহেতু শাওয়ালুল মুকাররমের মুবারক মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিলো এবং এই মাসেই তাঁর ওরসও উদযাপন করা হয়। সেহেতু এরই প্রসঙ্গে আজ আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর পবিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী এর ইবাদতের আগ্রহ সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করে নিজের মাঝে ইবাদতের আগ্রহকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি।

ইমাম বুখারী এর ইবাদতের আগ্রহ

একবার হযরত ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে তাঁরই কিছু শাগরেদ দাওয়াত দিলো, তখন তিনি দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যখন যোহরের নামাযের সময় হলো তখন তিনি নামায পড়লেন, অতঃপর নফল নামায পড়া শুরু করে দিলেন, যখন শেষ করলেন তখন জামার এক পাশ উঠিয়ে কাউকে বললেন: দেখো! আমার জামার ভেতর কি? দেখা গেলো একটি বিষাক্ত পোকা, যা ষোল বা সতের স্থানে ছোবল মেরেছিলো, যার কারণে তাঁর শরীর মুবারক ফুলে গিয়েছিলো। লোকেরা বললো: যখন সে প্রথম ছোবল মেরেছিলো আপনি তখনই নামায ছেড়ে দিলেন না কেন? বললেন: আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম, মন চাইলো যে, তা সমাপ্ত হয়ে যাক (তারপরই সালাম ফিরাবো)। (তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কেমন মুহাদ্দিস ছিলেন, মুহাদ্দিস কাকে বলে, আসুন শ্রবণ করি,

মুহাদ্দিসের সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি হাদীসে নববীতে ব্যস্ত ও লিপ্ত হয় তাকেই মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে। (নুযহাতুন নযর ফি ত্বীহে নাখবাতুল ফিকির, ৪১ পৃষ্ঠা)

জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্ম প্রসিদ্ধ শহর বুখারায় ১৩ শাওয়াল ১৯৪ হিজরীতে শুক্রবার আসরের নামাযের পর হয়। তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিলো আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো: মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা। তাঁর পিতামহ মুগীরা ক্ষেত খামার করতো এবং **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতো, কিন্তু পরে বুখারার শাসক **"ইয়ামান জু'ফার"** এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه প্রায় ৬২ বছর বয়স পেয়েছেন এবং ১লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী শনিবার ঈদুল ফিতরের রাতে অসুস্থতা অবস্থায় ওফাত গ্রহণ করেন।

(আশিয়াতুল লুমআত, ১/৯-১৩)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫-৫৬)

উপাধি সমূহ

আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদীস, হাফিযুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফতি, হিবরুল ইসলাম ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি।

ইমাম বুখারীর ওস্তাদের সংখ্যা

(হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ওস্তাদে কিরামের সংখ্যা এক হাজার আশি (১০৮০) জন। (নুজহাতুল ক্বারী, ১/১১৯)

শাগরেদের সংখ্যা

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইন্তিকালের সময় নব্বই হাজার (৯০,০০০) মুহাদ্দিস শাগরেদ (হাদীস শাস্ত্র জানা) রেখে গেছেন। (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সম্মানিত পিতা জবরদস্ত আলিমে দ্বীন ছিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইমাম বুখারী এর ওস্তাদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সহচর্যে থাকতেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনাকারী ও হাদীস শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا, তাঁদের শাগরেদ এবং সেই যুগের হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাতদের থেকে বর্ণনা করতেন, তাঁর দোয়া অনেক বেশি কবুল হতো, এমনকি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন যে, আমার সব দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করো না, কিছু আখিরাতের জন্যও রেখে দিও, হালাল খাবারের প্রতি এমন কঠোর ছিলেন যে, হারাম তো হারামই সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকেও বিরত থাকতেন, এমনকি ওফাতের সময় বলেন: আমার নিকট যতটুকু সম্পদ রয়েছে, তাকে একটি দিরহামও সন্দেহযুক্ত নয়।

(নুজহাতুল ক্বারী, ১/১০৭)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫)

ইমাম বুখারীর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসা

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনও অল্প বয়সি ছিলেন যে, তাঁর সম্মানিত পিতা এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো এবং তাঁর লালন পালনের সকল দায়িত্ব তাঁরই সম্মানিতা আম্মাজান পালন করেন। শিশুকালেই হযরত ইমাম বুখারীর চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে যায় এবং তিনি অন্ধ হয়ে যায়। সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এই কষ্টে কাঁদতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকেন। এক রাতে ঘুমানোর সময় ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, মনের চোখ খুলে গেলো, স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং বলছেন যে, **তুমি তোমার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসার জন্য দোয়া করছো। মুবারক হোক যে, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে, আল্লাহ পাক তোমার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।”** যখন সকাল হলো তখন দেখা গেলো যে, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। (তাফহিমুল বুখারী, ১/৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাক** মায়ের দোয়ায় কিরূপ প্রভাব রেখেছেন যে, মা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করেন তখন **আল্লাহ পাক** তার উঠানো হাতের সম্মান রাখেন এবং সন্তানের হকে তাঁর দোয়া কবুল করেন। মা হলো সেই দয়ালু ব্যক্তি যে সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকেন, মায়ের দোয়া জান্নাতে নিয়ে যায়, মায়ের দোয়া **রব তায়ালার** অনুগত বনিয়ে দেয়, মায়ের দোয়া বিপদাপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মায়ের দোয়া সন্তানকে

বেলায়তের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের কিসমত সজ্জিত করে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে থাকে, মায়ের দোয়া সফলতা প্রদান করে থাকে, মায়ের দোয়া রহমত অবতীর্ণ করে, মায়ের দোয়া গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম, মায়ের দোয়ার বরকতে **রব তায়ালা** সন্তান থেকে বিপদাপদ এবং পেরেশানি দূর করে দেয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমাদের মায়ের খেদমত করার, তাঁদের আনুগত্য করার, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং তাঁদের থেকে দোয়া অর্জনকারী কাজ করার তৌফিক ও সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِین

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমরা মুহাদ্দিসিনে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله পবিত্র জীবনি নিরীক্ষণ করি, তবে আমাদের জানা হবে যে, এই সকল ব্যক্তিরা হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য এবং রাসূলের হাদীসের ফয়েযকে প্রসার করার জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এমনকি এই পথে নিজের ঘর বাড়িকেও বিদায় জানিয়ে দূরের কোন দেশে এবং শহরে সফর করেন। ইমাম বুখারী رَحْمَةُ الله عَلَيْه মুহাদ্দিসিনে কিরামদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এই উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়লেন, দূর দূরান্তের শহর সফর করলেন এবং খুবই অল্প সময়েই ইলমে হাদীসের প্রসিদ্ধতা লাভ করেন। আসুন! তিনি رَحْمَةُ الله عَلَيْه এর জ্ঞানার্জনের আগ্রহের কয়েকটি ঝলক অবলোকন করি।

শিক্ষাকাল

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ الله عَلَيْه এর বয়স যখন দশ (১০) বছর হলো তখন প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করে নিয়েছিলেন, **আল্লাহ**

পাক তাঁর অন্তরে হাদীসের জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি **“বুখারা”**য় (হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি মাদরাসায়) ভর্তি হয়ে গেলেন, হাদীসের জ্ঞান কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন, ষোল (১৬) বছর বয়সে তিনি তাঁর বড় ভাই এবং আম্মাজানের সাথে হজ্ব করার জন্য মক্কা মদীনায় উপস্থিত হন, আম্মাজান এবং ভাই তো হজ্ব সম্পাদন করে দেশে ফিরে যান কিন্তু তিনি আরো জ্ঞানার্জনের জন্য সেখানেই রয়ে যান এবং আঠারো (১৮) বছর বয়সে তিনি সেখাই একটি কিতাব রচনা করেন।

(আরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৬) (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসিন, ১৭২ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানার্জনের জন্য সফর

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছয় (৬) বছর পবিত্র হিজাজে (অর্থাৎ আরব শরীফের ঐ অংশ, যেখানে মক্কায়ে পাক, মদীনায়ে পাক এবং তায়েফের এলাকা অন্তর্ভুক্ত) অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। জ্ঞানার্জন করার জন্য তিনি অনেক সফর করেছেন, (২) দুইবার সিরিয়া, মিশর এবং জাজিরা, (৪)চারবার বসরা এবং কয়েকবারই (ইরাকের শহর) কুফা এবং বাগদাদেও তাশরীফ নিয়ে যান। (সিয়রে আলামুন নিবালা, ১০/২৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের যেসকল নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, তার মধ্যে একটি হলো **“মুখস্ত রাখার ক্ষমতা”**। যার মাধ্যমে মানুষ সারা দুনিয়ার জ্ঞানকে নিজের মস্তিষ্কের মেমোরীতে সহজেই সংরক্ষন করে নেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারীতা অর্জন করে। ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেও

সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক** মুখস্ত রাখার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে পাওয়া এই মহান নেয়ামত এবং অনন্য স্মরণ শক্তির মাধ্যমে হাজারো হাদীসে মুবারকা নিজের অন্তর মস্তিষ্কে সংরক্ষন করে নিয়েছিলেন। আসুন! তাঁর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার কয়েকটি ঝলক শ্রবণ করি।

এক হাজার হাদীস মুখস্ত শুনান

একবার ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর) বলখে গমন করেন, লোকেরা তাঁর নিকট হাদীস শুনানোর অনুরোধ করলো তখন তিনি এক হাজার (১০০০) হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন। (সিয়রে আলামুন নাবালা, ১০/২৮৯)

অল্প সময়ের মধ্যে অধিক হাদীস মুখস্ত করা

হযরত মুহাম্মদ বিন আবী হাতিম ও হযরত হাশিদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বর্ণনা করেন: ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অল্প বয়সেই আমাদের সাথে হাদীসের জন্য বসরা শহরের ওলামায়ে কিরামের খেদমতে উপস্থিত হতেন, ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছাড়া আমরা সকল সাথীরা হাদীস শরীফ সংরক্ষনের জন্য লিখে নিতাম, ষোল দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন আমরা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ধমক দিলাম যে, হাদীস শরীফ সংরক্ষন না করে এতদিনের প্ররিশ্রম নষ্ট করে দিলে। একথা শুনে তিনি আমাদেরকে বললেন: আচ্ছা তোমরা তোমাদের লিখিত পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে এসো, সুতরাং আমরা নিজ নিজ পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে আসলাম, তিনি হাদীস শুনাতে শুরু করলেন,

এমনকি তিনি পনের হাজার (১৫০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীস বর্ণনা করলেন, যা শুনে আমাদের মনে হলো যে, এই বর্ণনাগুলো যেনো তিনিই আমাদের লিখিয়েছেন। (ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

সত্তর হাজার হাদীসের হাফিয

একবার হযরত সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: যদি আপনি কিছুক্ষণ আগে আসতেন তবে আমি আপনাকে সেই শিশুকে দেখাতাম, যার সত্তর হাজার (৭০০০০) মুখস্ত। এই আশ্চার্য জনক কথা শুনে হযরত সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হলো, সুতরাং হযরত মুহাম্মদ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবার থেকে বিদায় নেয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খুঁজতে লাগলেন, যখন (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে) সাক্ষাত হলো তখন সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সেই সত্তর হাজার (৭০০০০) হাদীস মুখস্তকারী কি আপনি? একথা শুনে ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: জি হ্যাঁ! আমার তো এর চেয়েও বেশি হাদীস মুখস্ত এবং যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আর তাবেঈনদের থেকে হাদীস বর্ণনা করি, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও জানি। (ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে, ইমাম বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখস্ত শক্তি কিরূপ পোক্ত ছিলো, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাল্যকালেই শুধু সত্তর হাজার (৭০০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত করেননি বরং সেই হাদীস সমূহের বর্ণনাকারী অধিকাংশ বুযুর্গের জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও মুখস্ত করে নেন, নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ পাকের** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান ও উৎকর্ষতা যে, লোকেরা তাঁর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার প্রশংসা করতেন, আর আজ আমাদের মুখস্ত শক্তি খুবই দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের তো বিগত দিনের সামান্য কথাও মনে থাকে না, ইংরেজি মাস ও এর তারিখ তো মনে থাকে কিন্তু আফসোস! মাদানী অর্থাৎ চন্দ্র মাস এবং এর তারিখের প্রতি উদাসীন থাকি, জিনিষের হিসাব নিকাশে প্রায় সমস্যার সম্মুখিন হয়ে যাই, নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে যাই যে, কত রাকাত পড়েছি আর কত রাকাত অবশিষ্ট রয়েছে, কোন কিতাব বা রিসালা কয়েকবার পড়ার পরও এর বিষয়বস্তু বা মাসআলা আমাদের মনে থাকে না। যাই হোক যদি আমরা আমাদের মুখস্ত শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চাই, ভূলে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই, মুখস্ত শক্তিকে মজবুত করার পদ্ধতি জানতে চাই এবং ভূলে যাওয়ার রোগের কারণ জানতে চাই তবে এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **“হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?”** অধ্যয়ন করুন।

স্মরণশক্তি মজবুত করার সহজ অযীফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই দরূদ শরীফের ফযীলত উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন: যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারণত দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন কৃতিত্বের কারণে জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে **"কিছু"** মনে করতে থাকে, অন্যদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, নিজের কাজ কর্ম নিজের হাতে করতে লজ্জা ও অপমান মনে করে থাকে, দুনিয়াবী লোভ ও লালসা এবং আরো বেশি প্রসিদ্ধির ভূত তার উপর ভর করে বসে এবং সে দুনিয়াবী স্বাদে ডুবে আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রতি! লাখো হাদীস মুখস্ত করে নেয়ার পরও অহঙ্কার ও গর্বকে কখনো তার নিকটেও আসতে দেননি, নম্রতা ও বিনয়ের আচঁল আঁকড়ে ছিলেন, একেবারে সাদাসিদে এবং ছাত্র জীবন থেকেই সাধনা ও অল্পেতুষ্টিতাকে আপন করে নেন।

ইমাম বুখারীর বিনয় ও নম্রতা

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশেষ শাগরেদ মুহাম্মদ বিন হাতেম ওয়াররাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার ইমাম বুখারী বুখারার নিকট মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য ঘর বানাচ্ছিলেন, খেদমতকারী এবং ভক্তরাও তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু এরপরও তিনি নিজের হাতেই ইট উঠিয়ে দেওয়াল বানাতে থাকেন, আমি অগ্রসর হয়ে বললাম: আপনি ছেড়ে দিন ইট আমিই লাগাচ্ছি। বললেন: কিয়ামতের দিন এই কাজ আমাকে উপকৃত করবে। (ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৬৫)

শুকনো রুটি খেতেন

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিক্ষার্জন কালে অনেক সময় শুকনো ঘাস খেয়েও সময় অতিবাহিত করেন, কখনো কখনো একদিন সাধারনত শুধু দু'টি বা তিনটি রুটি খেতেন। একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, ডাক্তার বললেন যে, মুকনো রুটি খেতে খেতে তাঁর অন্ত্র শুকিয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন যে, তিনি চল্লিশ (৪০) বছর পর্যন্ত শুকনো রুটি খাচ্ছেন এবং এই সময়ে তরকারীকে একেবারেই হাত লাগাননি। (তাযকিরাতুল মুহাদ্দীসিন, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিরূপ জবরদস্ত মাদানী প্রেরণা হতো, যারা তরকারী ছাড়াই শুকনো রুটি খেয়েও খুবই আগ্রহ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত থাকতেন। আর বর্তমানে আমাদের সমাজ দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ডিগ্রি এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য দিনরাত কর্মরত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু দ্বীনি মাদরাসা ও জামেয়ায় উত্তম ও

ফ্রি সুবিধা থাকার পরও পাঠকারীদের সংখ্যা খুবই কম আর অবস্থা এমন যে, অনেক লোক তো শরীয়তের মৌলিক ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সম্পর্কেও উদাসীন। ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কাজ নয় বরং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, বর্তমানে মুসলমানের একটি বড় অংশ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে। নামাযিদের দিকে তাকালে দেখা যায় চল্লিশ বছর ধরে নামায পড়ার পরও অবস্থা এমন যে, কেউ অযু করতে জানে না, কারো গোসলের পদ্ধতি জানা নেই, কেউবা নামাযের ফরয সমূহ সঠিকভাবে আদায় করছে না, কেউবা ওয়াজিব কি জানে না, কারো কিরাত বিশুদ্ধ নয় তো কারো সিজদাই ভূল। এই অবস্থা অন্যান্য ইবাদতেও, বিশেষ করে যারা হজ্ব করেছে তারা জানে যে, হজ্বে কি ধরনের ভূল করা হয়! তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যে, যাদেরকে এরূপ বলতে দেখা যায় যে, ব্যস! হজ্ব করতে চলে যাও, লোকেরা যেভাবেই করছে, আমরাও সেভাবেই করবো। যখন ইবাদতের এই অবস্থা তখন অন্যান্য ফরয জ্ঞানের কি অবস্থা হবে? শুধু তাই নয়, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, অহঙ্কার, গীবত, চুগলী, অপবাদ এবং জানিনা এমন কতটি কাজ রয়েছে, যগুার সম্পর্কে জানা ফরয। কিন্তু একটি বিরাট অংশ এর সংজ্ঞা বরং এর ফরয হওয়া সম্পর্কেও জ্ঞান নেই। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিৎ যে, নিজেও ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং যাদের উপর তাদের ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকেও ইলমে দ্বীন অর্জনের উৎসাহ দেয়া। যদি প্রত্যেক পিতামাতা নিজ সন্তানদেরকে, সকল শিক্ষক তাদের ছাত্রদেরকে, ইলমে দ্বীনের দিকে লাগিয়ে দেয় তবে কিছু দিনের মধ্যেই চারিদিকে ইলমে

দ্বীনের উন্নতি ও প্রসার হয়ে যাবে আর মানুষের চালচলন সয়ংক্রিয় ভাবে শরীয়ত অনুযায়ীই হয়ে যাবে।

হাদীসে মোবারাকার প্রতি সম্মান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেও ঐসকল উৎকর্ষময় ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যারা আদব ও সম্মানের অনুসারী এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি আদব ও সম্মানের আঁচল আকঁড়ে ধরে ইশ্বকে মুস্তফার গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে লাখো হাদীসে মুবারাকা থেকে **"সহীহ বুখারী"** এর আকৃতিতে বিশুদ্ধ হাদীসে মুবারাকার অমূল্য ভান্ডার জমা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে দান করেছেন। আসুন! এই কিতাবের শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

ইমাম বুখারীর হাদীস লিখার ধরণ

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **"সহীহ বুখারী"** তে প্রায় ছয় হাজার (৬০০০) হাদীস উল্লখ করেছি, প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করতাম, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতাম এবং ইস্তিখারা করতাম। যখন কোন হাদীস সহীহ হওয়াতে মন সায় দিতো তখনই তা কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম।

(হুদা আল সারি, ভূমিকা, ১/১০)(নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

ছয় লক্ষ হাদীসের হাফিয

অপর এক স্থানে বলেন: আমার ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্ত, যা থেকে বাচাই করে করে ষোল (১৬) বছরে আমি এই সংকলন (বুখারী)

লিপিবদ্ধ করেছি, আমি একে নিজের এবং **আল্লাহ পাকের** মাঝে দলীল বানিয়েছি। (ফাতহুল বারীর ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা) আমি আমার এই কিতাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই সংকলন করেছি এবং যে সকল হাদীস আমি এই ভেবে ছেড়ে দিয়েছি যে, কিতাব অনেক বড় হয়ে যাবে, তা এর চেয়েও বেশি। (নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো অনেক কিতাবও (যেমন; তারিখুল কবীর, তারিখুল আওসাত, তারিখুস সগীর, কিতাবুদ দা'ফা, খলকুল আফআলুল ইবাদ, মুসনাদুল কবীর, কিতাবুল্ অলাল, আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদি।) লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফ ইমাম বুখারীর ঐ মহান কৃর্তি, যা শুধুমাত্র জনসাধারণের নিকট মকবুল হয়নি বরং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকেও এটিকে মকবুলিয়্যতের সম্মান দান করা হয়েছে, এভাবে যে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটিকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন **"আমার কিতাব"** বলে।

প্রিয় নবীর দরবারে সহীহ বুখারী শরীফের মকবুলিয়্যত

ইমাম আবু যায়িদ মারওয়াযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি একবার মক্কা শরীফের মকামে ইব্রাহিম এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে ঘুমাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার নসীব জেগে উঠলো এবং স্বপ্নে দেখলাম যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: হে আবু যায়িদ! শাফেয়ী কিতাবের দরস কতদিন দিবে, আমার কিতাবের দরস কেন দিচ্ছো না? আবু যায়েদ বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার কিতাব কোনটি? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুহাম্মদ বিন ইসমাইলের কিতাব **"বুখারী "**। (বুসতানুল মুহাদ্দিসিন, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো একবার! যে কিতাবকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করেছেন এবং তা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তবে অনুমান করুন যে, তা পাঠকারী, শ্রবণকারী এর খতমকারীর এর কিরূপ বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে খতমে বুখারীর কয়েকটি বরকত অবলোকন করি।

খতমে বুখারীর উপকারীতা

(কিছু কিছু) আফিরগণ رَحِمَهُمُ الله থেকে বর্ণিত: যদি কোন সমস্যায় সহীহ বুখারী পাঠ করা হয়, তবে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং যে নৌকায় সহীহ বুখারী রয়েছে তা ডুববে না। হাফিয ইবনে কাসির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খরার সময় **"সহীহ বুখারী"** পাঠ করাতে বৃষ্টি হয়ে যায়। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দিসিন, ১৯৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কঠোরতার সময়, শত্রুর ভয়, অসুস্থতার কঠোরতা এবং অন্যান্য বালা মুসিবতে এই কিতাব পাঠ করা চিকিৎসার কাজ দেয়, প্রায় এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন, ২৭৪ পৃষ্ঠা) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোরআন শরীফের পর বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফকেই মানা হয়, বিপদাপদে খতমে বুখারী করা হয়, যার বরকত এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের পর পরই শাওয়ালুল মুকাররমের সুভাগমন ঘটবে। সৌভাগ্যবান মুসলমান এই মাসে ঈদুল ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে

থাকে এবং এর বরকত পেয়ে থাকে। আসুন! আমরাও ৬ রোযার ফযীলত শ্রবণ করি, যাতে আমাদেরও এই রোযা রাখার এবং এর বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়।

শাওয়ালের ৬ রোযার ফযীলত

(১) **ইরশাদ হচ্ছে** "যে রমযানের রোযা রাখলো, অতঃপর ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেনো আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৪২৫, হাদীস নং- ৫১০২)

(২) **ইরশাদ হচ্ছে** "যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর আরো ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে এমন যে, যেনো সারা জীবনের জন্যই রোযা রাখলো।" **(মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)**

(৩) **ইরশাদ হচ্ছে** "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো, কেননা যে একটা নেকী করবে সে দশটি নেকী পাবে। **রমযান** মাসের রোযা দশ মাসের সমান এবং এই ছয়দিনের পরিবর্তে দুই মাস, সুতরাং সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।"

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২/১৬২, হাদীস নং- ২৮৬০,২৮৬১)

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা হলে, তবুও কোন অসুবিধা নেই এবং উত্তম হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখলো আর অবশিষ্ট সারা মাসে মিলিয়ে

রাখলো তবে তাও ভালো। (সুন্নী বেহেশতী যে'ওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মূলকথা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরো মাসে যখন ইচ্ছা ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "**সুন্নাত ও আদব**" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। আসুন! হাদীসে পাক সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়ের ব্যাপারে চল্লিশটি (৪০) হাদীস শরীফ মুখস্ত করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) তাকে এরূপ শান সহকারে উঠাবেন যে, সে জ্ঞানী হবে এবং আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো আর তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইলম, ফসলুস সালিস, ১/৬৮, হাদীস নং-২৫৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** তাকে সতেজ রাখবে, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরন রাখে এবং অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাবে। (তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদীস নং-২৬৬৫) ☆ ইসলামে কালামুল্লাহ (অর্থাৎ কোরআন) এর পর কালামে রাসূলাল্লাহ (অর্থাৎ হাদীস) এর মর্যাদা। (মীরাতুল মানাজিহ, ১/২) ☆ প্রত্যেক মানুষের উপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা

ফরয এবং এই আনুগত্য হাদীস ও সুন্নাত না জেনে করা অসম্ভব। (মীরাতুল মানাজিহ, ১/৯) ☆ হাদীস শরীফকে অস্বীকার করার পর কোরআনের প্রতি ঈমানের দাবী করা নিচক বাতিল। (নুজহাতুল কারী, ১/৩২) ☆ যতক্ষণ পর্যন্ত একথা জানা যাবে না যে, এটি আসলেই হাদীসে মুবারক, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বর্ণনা করবেন না। (ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৪৫১) ☆ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিশ্চিতভাবে জানবে না, ততক্ষন পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো, যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার দিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তার উচিৎ যে, সে নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিলো। (তিরমিযী, কিতাবু তাফসীরিল কোরআন আন রাসূলুল্লাহ, ৪/৪৩৯, হাদীস নং-২৯৬০)

বয়ান: ৮

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাত ও দিনে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাকের** প্রতি দায়িত্ব যে, তিনি তার সেই দিন এবং রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস নং-৯২৮)

কাবে কে বদরূদ দৌজা তুম পে করুরো দরূদ
তৈয়বা কি শামসুদ দোহা তুম পে করূরো দরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী হাজী

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত অনবদ্য কিতাব "আশিকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনা" এর ৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হযরত বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমাকে বললেন, আমার হজ্বে যাবার ইচ্ছা রয়েছে, কাউকে আমার সফরসঙ্গী বানিয়ে দিন। আমি আমার এক

প্রতিবেশীকে তাঁর সাথে সফরে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম। পরের দিন আমার সেই প্রতিবেশীটি আমার কাছে এলো এবং বললো: আমি বুহাইমের সাথে যেতে পারবো না। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: আল্লাহর শপথ! আমি পুরো কুফায় তাঁর ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক দেখিনি, কী কারণে তুমি তাঁর সাথে সফরে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাও? সে বললো: আমি শুনেছি যে, তিনি কিনা অধিকাংশ সময় কান্না করতে থাকেন, তাই তাঁর সাথে সফর করা আমার জন্য শোভনীয় হবে না। আমি তাকে বুঝালাম যে, তিনি অনেক মহান এক বুযুর্গ, তাঁর সাথে সফরে গেলে তুমি অনেক উপকৃত হবে। সে এবার রাজি হলো, সফরের জন্য উটের উপর যখন মালামাল উঠানো হচ্ছিল তখন হযরত বুহাইম ইজলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দেওয়ালের পাশে বসে কান্না জুড়ে দিলেন, তাঁর দাঁড়ি মোবারক এবং বুক চোখের পানিতে ভিজে গেলো আর টপ টপ করে অশ্রুর ফোঁটা মাটিতে পড়তে লাগলো। আমার সেই প্রতিবেশীটি ভীত হয়ে আমাকে বললো: এখনো তো সফরের শুরু মাত্র এবং তাঁর এই অবস্থা, আল্লাহ পাকই জানেন সামনে কী ঘটে! আমি তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললাম: আল্লাহর শপথ! এমন কিছু নয়, এই সফরের কারণে আমার আখিরাতের সফরে'র কথা স্মরণে এসে গেছে। এ কথা বলেই তিনি আরো জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশীটি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে আমাকে বললো: আমি তাঁর সাথে কীভাবে থাকতে পারি? হ্যাঁ, তাঁর সফর হযরত দাঊদ তাঈ এবং সালাম আবুল আহওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর সাথেই হওয়া উচিত। কেননা তাঁরা দুইজনও খুবই কান্না করেন, তাঁদের সাথে তাঁর মিলবে ভাল, তিনজন মিলে খুব কাঁদতে পারবেন। আমি

আবারও প্রতিবেশীটিকে সাহস যোগালাম আর অবেশেষে সে তাঁর সাথে মদীনার সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। হযরত মুখাওয়াল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন হজ্ব থেকে ফিরে আসেন, আমি তখন আমার প্রতিবেশী হাজীটির নিকট গেলাম, তখন সে আমাকে বললো : আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক, তাঁর মতো একটি মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি, অথচ আমি ছিলাম সচ্চল, তা সত্ত্বেও রোযা রাখতেন আর আমার মতো রোযা না রাখা যুবকের জন্য খাবার তৈরি করতেন আর তিনি আমার অনেক সেবা করেছেন। আমি বললাম, আপনি তো তাঁর কান্নার কারণে চিন্তা গ্রস্থ ছিলেন, এখন কি মনে হয়? বললো: প্রথম দিকে আমি সহ কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও তাঁর কান্নার আধিক্যের কারণে ভয় পেয়ে যেতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সাথে থাকতে থাকতে আমাদের মাঝেও কান্নার ভাব আসতে থাকে এবং তাঁর সাথে সাথে আমরাও কাঁদতাম। হযরত মুখাওয়াল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এরপর আমি হয়রত বুহাইম ইজলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম আর আমার সেই প্রতিবেশীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: অত্যন্ত ভাল সফর সঙ্গী ছিলেন তিনি। তিনি অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির আর কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। তার চোখের পানি অতি অল্প সময়েই গড়িয়ে পড়তো। আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। (আল বাহরুল আমীক ১/৩০০)

রোনে ওয়ালী আঁকে মাঙ্গ রোনা সব কা কাম নেহী
যিকরে মুহাব্বাত আম হে লেকিন সোঝে মুহাব্বাত আম নেহী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনা কৃত ঘটনা হতে আমাদের কিছু কল্যাণকর বাণী শিখার রয়েছে, ✸ যেমন বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবসময় আল্লাহ পাকের স্মরণে অশ্রু প্রবাহিত করতো, ভাবাবেগ ও হৃদয়োত্তাপ তাঁদের মধ্যে অব্যাহত থাকত, যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁকেও আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ডাকা হয়েছে তখন এই সুসংবাদ শুনে তাঁর কান্না আরো বেড়ে গেল এবং তাঁর পরকালের সফরের কথা স্মরণ হতে লাগলো। ✸ এই হযরতদের মদীনায় সফরের মাঝে যেখানে বিভিন্ন ইবাদতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো, ঐখানে এই শারীরিক ও আর্থিক ভাবে দূর্বল হওয়ার বিষয়টা তাঁর অস্তিত্বের সাথে জড়িত থাকার সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘরের মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করার ক্ষেত্রে কোন অংশ বাকি রাখেনি, আফসোস! আল্লাহ পাকের স্মরণে অশ্রু প্রবাহিত করা, আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকা, নফল রোযা রাখা এবং হাজ্বীদের খেদমত করার এই মাদানী স্পৃহা আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো! ✸ এই ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুল পাওয়া গেল যে, যখন কখনো তাকদীরের তারকা চমকে উঠবে, হজ্বের সফর ও মদীনার যিয়ারতের সূবর্ণ সুযোগ আসবে তখন এই মোবারক সফরে আমাদেরও এমন সংস্পর্শ অবলম্বন করা চাই যার বরকতে আমলের স্পৃহা বৃদ্ধি, সফরের আদব ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে সহায়তা করে, অন্তর নরম হয়ে যায়, মদীনার মুহাব্বাত পাওয়া যায়, অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় ও আখিরাতের চিন্তা জাগ্রত হয়, স্বভাবত নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করাতে সহায়তা করে এবং তেলাওয়াতে কোরআনের স্পৃহা ও আকাঙ্খা নসীব হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাদীসে মোবারাকায় সৎ ব্যক্তির সংস্পর্শ অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি,

সৎ সঙ্গ ও বন্ধুত্বের প্রতি উৎসাহ প্রদান

(১) ইরশাদ হচ্ছেঃ বড়োদের নিকট বসো, ওলামায়ে কেরামের নিকট জিজ্ঞাসা করো এবং জ্ঞানীদের সাথে মিলেমিশে থাকো।

(মুজামুল কবীর, ২২/১২৫, হাদীস ৩২৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছেঃ উত্তম বন্ধু সে, যখন তুমি আল্লাহ পাককে স্মরণ করবে তখন সে তোমাকে সাহায্য করবে আর যখন তুমি ভূলে যাবে তখন সে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

(রসাঈল ইবনে আবিদ দুনিয়া ৮/১৬১, হাদীস ৪২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ উত্তম বন্ধু সে, যে তাঁকে দেখার দ্বারা তোমার প্রতিপালকের কথা স্মরণ আসে, তাঁর সাথে কথা বলার দ্বারা তোমার আমলের মধ্যে বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর আমল তোমাকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামে সগীর ২৪৭ পৃষ্ঠা হাদীস ৪০৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করা ঐ মহান এবং উত্তম ইবাদত যে, আশিকানে রাসূল এই মহান ইবাদতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকে, অন্যকে দিয়ে দোয়া করায়, এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার জন্য কমিটি গঠন করে থাকে, নিজের হালাল উপার্জন থেকে কিছু না কিছু পৃথক করে জমা করে থাকে, অতঃপর

নির্দিষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে যাওয়ার পর ফরয হজ্ব আদায়ের জন্য এই আশায় আবেদন জমা করে যে, اِنْ شَآءَ الله এবার তাঁর নাম লটারীতে উঠবে এবং সেও হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করে সেখানকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে দেখে নিজের নয়নকে শীতল করবে, পবিত্র স্থান সমূহে গিয়ে নিজের গুনাহের ক্ষমা চাইবে, নিজের মনস্কামনা শুনাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর যার নাম লাটারীতে বের হয়ে আসে তবে তার তো খুশির অন্ত থাকে না, কেননা কিছুদিন পরেই সে স্বপ্নে নয় বরং বাস্তবেই সেই প্রিয় শহর অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার সীমানায় প্রবেশ করবে, যার শান ও মহত্ব কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি পারা ১ সূরা বাক্বারা আয়াত ১২৬ ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

(পারাঃ ১, সূরাঃ বাক্বারা, আয়াতঃ ১২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন ইব্রাহীম আরয করলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও।

৩০তম পারা সূরা বালাদ এর ১ ও ২নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۱ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝۲

(পারাঃ ৩০, সূরাঃ বালাদ, আয়াতঃ ১,২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু **হে মাহবুব!** আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুফাসসীরিনে কিরামগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এই বিষয়ে ঐক্যমত যে, এই আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ পাক** যে

www.dawateislami.net

শহরের শপথ উল্লেখ করেছেন, তা হলো মক্কা মুকাররমা। এই আয়াতে মুবারকার প্রতি ইঙ্গিত করে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার ফযীলত **আল্লাহ পাকের** নিকট এতই উন্নত যে, আপনার মুবারক জীবদ্দশাতেই **আল্লাহ পাক** শপথ করেছেন, অন্য কোন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام নয় এবং আপনার শান ও মর্যাদা **তাঁর** নিকট এতই উচ্চ যে, **তিনি** لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ﴿۱﴾ এর মাধ্যমে আপনার মুবারক কদমের মাটির শপথ উল্লেখ করেছেন। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৮/৪৯৩। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৫৫৬)

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ হাদায়িকে বখশিশে লিখেন:

ওহ খোদা নে হে মারতাবা তুজ কো দিয়া,
না কেসী কো মিলে না কেসী কো মিলা,
হে কালামে মজীদ নে কায়ী শাহা,
তেরে শহরে কালামও বকা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে কোরআনে করীমে মক্কা শরীফের শান ও মহত্বের স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকায়ও মক্কায়ে পাকের মহত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! আমরাও ঐ ফযীলত সম্পর্কে শ্রবণ করি যাতে আমাদের মন ও মননেও এই পবিত্র শহরের শান ও মহত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি

মক্কা মদীনার বিশেষত্ব

ইরশাদ হচ্ছে: لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِيْنَةَ অর্থাৎ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৮৫, হাদীস নং-২৬১০৬)

ইয়া রব্বে হামে মক্কা কী ফযাঁ মে বুলালে,
আওর খানায়ে কাবা কা করে জুম কে নাযারা।
জো হিজরে মদীনা মে তরফতে হে শবে রোয,
কর লে কাভী তায়্যবা কা শাহা! ওহ বিহ নাযারা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭০)

মক্কা শরীফের গরমে ধৈর্য ধারণের ফযীলত

ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ صَبَرَ عَلٰى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ النَّارُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনের কিছু সময় মক্কা শরীফের গরমে ধৈর্য ধারণ করবে জাহান্নামের আগুন তার দূরে থাকবে। (আখবারে মক্কা ২/৩১১, হাদীস ১৫৬৫)

ইমতিহা দর পেশে হো রাহে মদীনা মে আগর
সবর কর তো সবর কর হ্যাঁ সবর কর বস সবর কর।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৮৭)

মক্কা ও মদীনায় ইন্তেকালের ফযীলত

ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তির হজ্ব বা ওমরার নিয়্যত ছিলো এবং এই অবস্থায় হারামাইন অর্থাৎ মক্কা বা মদীনায় মৃত্যু হয়ে গেলো তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাবেন যে, তার না হিসাব হবে, না আযাব হবে, অপর এক বর্ণনায় এসেছে: بُعِثَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা লাভকারীদের সহিত উঠানো হবে। (মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, ৯/১৭৪, হাদীস নং-১৭৪৭৯)

www.dawateislami.net

উত্তম জমিন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখলেন যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাযওয়ারা নামক জায়গার পাশে আপন উটের উপর বসে ইরশাদ করেছিলেন: আল্লাহ পাকের শপথ! তুমি আল্লাহ পাকের যমিনের মধ্যে উত্তম যমিন আর আল্লাহ পাকের সকল যমির মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যমিন। আল্লাহ পাকের শপথ! যদি আমাকে এই জায়গা থেকে চলে যেতে না হতো তাহলে আমি কখনো এই জায়গা থেকে চলে যেতাম না। (ইবনে মাযাহ ৩/৫২৮, হাদীস ৩১০৮)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন: এই বাণীটি হিজরতের সময়ের, ঐ সময় পর্যন্ত মদীনা শরীফ **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে বরকত লাভ করেনি, ঐ সময় পর্যন্ত মক্কা শরীফ সমস্ত যমিন থেকে উত্তম ছিল কিন্তু যখন **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে আগমন করেন তখন এই মর্যাদা তার (মদীনা শরীফের) অর্জিত হয়ে যায়। (নুযহাতুল ক্বারী ২/৭১১)

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব মলফুযাতে আলা হযরত ২৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে, আরয: হুযুর! মদীনা শরীফে এক রাকাত নামাযে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সাওয়াব রয়েছে আর মক্কা শরীফে এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সাওয়াব রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় মক্কা শরীফই উত্তম? ইরশাদ: অধিকাংশ হানাফী ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো এটাই আর ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মতে মদীনাই উত্তম এবং এই আক্বীদা আমীরুল মুমিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, এক সাহাবী

رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন, মক্কা শরীফই উত্তম। (সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: তুমি কি বলছ যে, মক্কা শরীফ মদীনা থেকে উত্তম! তিনি বললেন: وَاللهِ! بَيۡتُ اللهِ وَحَرَمُ اللهِ আল্লাহর শপথ! বললেন: আমি বায়তুল্লাহ এবং হারামুল্লাহ এর ব্যাপারে কিছু বলবো না। তুমি কি বলছো যে, মক্কা শরীফ মদীন শরীফ থেকে উত্তম? তিনি বললেন: আমি আল্লাহর ঘর ও হেরেমের ব্যাপারে কিছু বলবো না, তুমিই বলেছ যে, মক্কা থেকে মদীনা শরীফই উত্তম? (মুয়াত্তা ২/৩৯৬, হাদীস ১৭০০) ঐ সাহাবী ঐটাই বলতে রইলো এবং আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ঐটাই বলছিলেন আর এটাই আমার (অর্থাৎ আলা হযরতের) আক্বীদা। সহীহ হাদীসে রয়েছে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡمَدِيۡنَةُ خَيۡرٌ لَّهُمۡ لَوۡكَانُوۡا يَعۡلَمُوۡنَ মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানে। (বুখারী ১/৬১৮, হাদীস ১৮৭৫)

অপর হাদীসে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে: اَلۡمَدِيۡنَةُ خَيۡرٌ مِّنۡ مَّكَّةَ অর্থাৎ মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ থেকে উত্তম। (মু'জামুল কবীর ৪/২৮৮, হাদীস ৪৪৫০)

মক্কা সে ইস লিয়ে বিহ আফযল হুয়া মদীনা
হিচ্ছা মে ইস কে আয়া মিঠে নবী কা রওযা
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩২০)

পবিত্র শহর

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! এই শহরকে ঐ দিন হতে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন যে, দিন আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেন, সুতরাং আল্লাহ পাকের হারাম ঘোষণার দ্বারা এটি কিয়ামত পর্যন্ত হারাম (অর্থাৎ পবিত্র/ সম্মানিত) থাকবে।

(ইবনে মাযাহ ৩/৫১৯, হাদীস ৩১০৯)

ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া হেরেম কী হে, বারিষ আল্লাহ কে করম কী হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৪০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাক** মক্কা শরীফকে কিরূপ মহান বিশেষত্ব ও বরকত দ্বারা ধন্য করেছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো দুনিয়াবী বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে থাকার পরিবর্তে হারামাইনে তায়্যিবাইনে উপস্থিতির জন্য চেষ্টায় রত থাকি, এর জন্য **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন, পিতামাতা এবং **আল্লাহ পাকে**র মকবুল বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দিয়ে দোয়া করান, এই আশায় যে, কখনো তো দয়ার দরজা খুলবে, কখনো তো আমাদেরও ডাক এসে যাবে এবং কখনো তো আমাদের নামও সৌভাগ্যবানদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

হাজ্বীয়ো কে বন রহে হে কাফিলে পের ইয়া নবী!
ফির নযর মে পের গেয়ী হজ্বকে মানাজির ইয়া নবী!
কর রহে হে জানে ওয়ালে হজ্ব কী আব তৈয়্যারিয়া,
রেহ না যাও মে কহী কর দো করম পের ইয়া নবী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৭৬ -৩৭৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হারামাইনে শরীফাইনে উপস্থিতির স্পৃহা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর জীবন কর্ম অধ্যয়নে অনেক উপকার রয়েছে, এই সকল হাস্তীগণ মক্কা ও মদীনার জমিনকে বাস্তবিক মুহাব্বাত ও শ্রদ্ধা করতেন, এই জায়গার প্রতি তাঁদের মুহাব্বাতের ধরণ এই কথার দ্বারা অনুধাবণ করুন যে, কতিপয় বুযুর্গদের এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা অন্য কোন দেশে বা

শহরে বসবাস কারী হলেও মক্কা শরীফের ফয়েয বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় প্রিয় নবীর সুবাসিত শহরে মনোরম পরিবেশে নিঃশ্বাস নেয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন এবং প্রত্যেক বছর দৃঢ়তার সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব করার সৌভাগ্য লাভের মাধ্যমে উপকৃত হতেন।

আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে চলো

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব মালফুযাতে আলা হযরত এর ১৯৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: (মক্কা মুকার্‌রমার কুতুব) হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইলাহা বাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হিন্দের অধিবাসী এবং অনেক মর্যাদা সম্পন্ন আলেমে দ্বীন ছিলেন, ৪০ বছর এর অধিক মক্কা শরীফে বসবাস করেন। প্রত্যেক বছর অবশ্যই হজ্জ করতেন, এক বছর হজ্জের মৌসুমে তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় অবস্থান করেন, যিলহজ্জের ৯ তারিখ আপন শিষ্যদের বললেন, আমাকে হেরেম শরীফে নিয়ে চলো! কিছু শিষ্য তাঁকে উঠিয়ে কাবা শরীফের সামনে বসিয়ে দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه যমযম শরীফ (যমযমের পানি) চাইলেন ও পান করলেন আর দোয়া করলেন আল্লাহ! হজ্জ থেকে বঞ্চিত করো না, ঐ সময় আল্লাহ পাক এমন শক্তি দান করেন যে, তিনি উঠে আপন পা দ্বারা পবিত্র আরাফায় গেলেন এবং হজ্জ আদায় করলেন। (মালফুযাতে আলা হযরত ১৯৮)

দেখা হার বরস তো হেরেম কি বাহারী, তো মক্কা মদীনা দেখা ইয়া ইলাহী!
শরফ হার বরস হজ্জ কা পাও খোদায়া, চলে তৈয়বা পের কাফেলা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! سُبْحٰنَ اللّٰہ! আপনারা শুনলেন তো! মক্কা মুকার্‌রমার কুতুব হযরত মাওলানা আব্দুল হক ইরাহা বাদী মুহাজীরে মক্কী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের কেমন মর্যাদা সম্পন্ন ওলী ছিলেন, অত্যন্ত অসুস্থ, শয্যাশায়ী, হাঁটাচলা করতে অক্ষম এবং অত্যন্ত দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আগ্রহ ও স্পৃহা পাহাড়ের চেয়েও অধিক দৃঢ় ছিল, হজ্জের সৌভাগ্য লাভের ব্যাকুলতাও নিজের মধ্যে ছিল, ব্যস তাঁর এটাই অভিলাষ ছিল;

হার সাল ইয়া ইলাহী মুঝে হজ্জ নসীব হো
জব তক জিয়োঁ মে আলমে না পায়িদার মে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৭৪)

সুতরাং যখনিই তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে হেরেমে কাবায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন ঐখানে পৌঁছেই তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যমযম শরীফ (পবিত্র যমযমের পানি) পান করে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের অভিলাষ (ইচ্ছা) প্রকাশ করেন, ঠিক তখন কি হয়েছিল, দয়ার দরজা খোলে গেল, রহমতের সমুদ্রে জোশ চলে আসল, অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে গেল আর আল্লাহ পাকের দয়ায় তাঁর এমন শক্তি নসীব হলো যে, স্বয়ং নিজে পায়ে হেঁটে আরাফার ময়দানে তাশরীফ নেন এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভে সফল হয়ে গেলেন।

তুনে মুজে হজ্জ পে বুলায়া – ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভরদে।
গিরদে কাবা খুব পিরায়া – ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভরদে।
ময়দানে আরাফাত দেখায়া – ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভরদে।
বখশ দে হার হাজী কো খোদায়া – ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১২১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, যমযমের বরকতময় পানি পান করে দোয়া প্রার্থনার দ্বারা দোয়া কবুল হয়ে থাকে, হাদীসে পাকে দোয়া কবুলের বিষয় ছাড়াও আবে যমযমের আরো কিছু উপকারীতা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন

আবে যমযমের বরকত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আবে যমযম সকল ঐ উদ্দেশ্যের জন্য, যে উদ্দেশ্যে তা পান করা হয়, যদি তুমি তা আরোগ্যের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমায় আরোগ্য দান করবেন, যদি তুমি তা আশ্রয় অর্জনের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমায় আশ্রয় দান করবেন, যদি তুমি তা পিপাসা নিবারনের জন্য পান করো তবে **আল্লাহ পাক** তোমার পিপাসা নিবারন করে দিবেন। (এই হাদীসে পাকের বর্ণনাকারী বলেন যে,) হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যখন আবে যমযম পান করতেন তখন এই দোয়া করতেন: اَللّٰھُمَّ اَسۡأَلُكَ عِلۡمًا نَافِعًا وَّرِزۡقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنۡ كُلِّ دَاءٍ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগের আরোগ্যের প্রার্থনা করছি।

(মুসতাদরিক, কিতাবুল মানাসিক, ২/১৩২, নম্বর- ১৭৮২)

যমযমের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়ে গেল

হামযাহ বিন ওয়াসেল আপন সম্মানিত পিতা থেকে বর্ণনা করেন: পবিত্র হেরেমে এক লোক ছাঁতু খেতেন, তাতে সুঁই ছিল যা কণ্ঠনালিতে গিয়ে আটকে যায় আর তার প্রাণ যাওয়ার অবস্থা, অনেক চেষ্টা করার পরও শান্তি পাচ্ছে না, সে কান্না করে বলতে লাগল: আমার

সর্ব চিকিৎসা আবে যমযম, আমাকে আবে যমযম পান করাও اِنْ شَآءَ الله আমি সুস্থ হয়ে যাব। সুতরাং তাকে আবে যমযম পান করানো হল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আবে যমযম শরীফের বরকতে তাঁর সুস্থতা নসীব হয়ে গেলো, রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন: আমার সম্মানিত পিতা ঐ ব্যক্তিকে কিছু দিন পর হেরেম শরীফে দেখলেন যে, সে খুব শান্ত এবং পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রয়েছে। (শিফাউল গুরাম ১/৩৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মক্কা শহরের শুধু এই একটি মর্যাদা অর্জিত হলেও তাও তাঁর শান ও মহত্বের জন্য যথেষ্ট ছিলো যে, এই মুবারক ভূমিতে **বায়তুল্লাহ শরীফ** তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোরবান হয়ে যান! এছাড়াও এই মুবারক শহরের ফযীলত ও বিশেষত্ব রয়েছে এবং তা এতবেশি যে, মন চায় শুধু বর্ণনা করি এবং শুনতে থাকি, কেননা এই পবিত্র শহরের বিভিন্ন স্থান **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তার প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র স্মৃতিময় মসজিদ, কুপ, গুহা, ভবন এবং পবিত্র মাযার সমূহ ইত্যাদি বিদ্যমান। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য মক্কা শরীফের করেকটি বিশেষত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং নিজের অন্তরে এই পবিত্র শহরের মহত্ব আরো বৃদ্ধি করি।

মক্কা মুকাররমার কয়েকটি বিশেষত্ব

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" এর মধ্যে মক্কা শরীফের হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা পূর্বক উল্লেখ করেন: ✸ **প্রিয় নবী, হুযুর**

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। ✸ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দ্বীনের ইসলামের তাবলীগ এখান থেকেই শুরু করেছেন। ✸ এখানে কাবা শরীফ রয়েছে, এর তাওয়াফ করা হয় এবং নামাযে সারা দুনিয়ায় এই দিকেই মুখ করা হয়। ✸ মসজিদুল হারাম শরীফ মক্কা শরীফে বিদ্যমান, যাতে এক নামাযের সাওয়াব এক লক্ষ (১০০,০০০) নামাযের সমান। ✸ আবে যমযমের কুপও এখানে অবস্থিত। ✸ হাজরে আসওয়াদ এবং মাকামে ইব্রাহিমও এই পবিত্র শহরে। ✸ সাফা মারওয়াও এই শহরে অবস্থিত ✸ মীকাতের বাইরে থেকে আগতরা ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না ✸ সারা পৃথিবী থেকে মুসলমানরা হজ্বের সৌভার্গ অর্জনের জন্য এই মক্কায়ে পাকেই উপস্থিত হয়। ✸ যে এই পবিত্র শহরে প্রবেশ করে নিবে, নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। ✸ মক্কায়ে মুকাররমার একটি বিশেষত্ব এটাও যে, দিনের কিছু সময় এখানকার গরমে ধৈর্যধারণ কারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর করে দেয়া হয় ✸ হেরা গুহা এখানেই অবস্থিত, যেখানে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে ✸ মক্কায়ে পাকের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এখানে প্রত্যেক ঋতুর ফল পাওয়া যায় ✸ মেরাজুন্নবী এবং ✸ চাঁদ দিখন্ডিত হওয়ার মুজিযাদ্বয় এই শহরেই সংগঠিত হয় ✸ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানেই নিজের প্রকাশ্য জীবনের ৫৩ বছর অতিবাহিত করেছেন ✸ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরিচিতি মক্কা শরীফেই হবে। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

মক্কে কি হাসিস শাম কি দেখো মে বাহারী
পের দেখো মাদীনা কি শাহা কি সুবহে দিল আরা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কায়ে মুকাররমার বরকতময় স্থান সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! **মাহবুবের শহর** অর্থাৎ মক্কা শরীফে ফযীলত ও বরকতময় অনেক স্থান রয়েছে, আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশে কাবা শরীফের শান ও মহত্ব সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করি।

মসজিদে জিইররানা

মসজিদে জিইররানা: মক্কা শরীফ থেকে তায়েফের দিকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ শরীফ জয় করে ফিরার পথে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখান থেকেই ওমরার ইহরাম পরিধান করেছিলেন। ইউসুফ বিন মাহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, এই জিইররানা থেকেই ৩০০ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ওমরার ইহরাম বেঁধে ছিলেন, **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জিইররানাতেই নিজের লাঠি মোবারক গেঁড়েছিলেন, যা থেকে পানির ঝর্ণা উপচে উঠেছিলো, যে পানি অত্যন্ত শীতল ও মিষ্টি ছিলো। (বালাদুল আমীন ২২১, আখবারে মক্কা ৫/৬২-৬৯) প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, এই স্থানে কূপ রয়েছে। ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফ থেকে ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং এখানেই গনীমতের মালও পরিবন্টন করেছিলেন। **হুযুর পূরনূর**

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখ এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধে ছিলেন। (বালাদুল আমীন ২২০-২২১) এই জায়গাটির নামকরণ হয়েছে কোরাইশ বংশীয়া এক মহিলার কারণে, যার উপাধি ছিল জিইররানা। (বালাদুল আমীন ১৩৭) সাধারণ লোকেরা এই জায়গাটিকে বড় ওমরা বলে থাকে। এটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভির্যময় স্থান।

১০০ বারের অধিক নবীর দীদার লাভ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ "আখবারুল আখইয়ার" এর মধ্যে উল্লেখ করেন: আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সুযোগ পেলে জিইররানা হতে অবশ্যই ওমরার ইহরাম বাঁধবে। এইটি এতই বরকতময় স্থান যে, আমি এখানে এক রাতের সামান্য সময়ের মধ্যে (১০০) শত বারেরও বেশী স্বপ্নে **রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করি। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর অভ্যাস ছিল যে, ওমরার ইহরাম বাঁধার জন্য রোযা রেখে পায়ে হেঁটে জিইররানা যেতেন। (আখবারুল আখইয়ার ২৭৮) (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা)

কাভী তো মুজে খাওয়াব মে মেরে মাওলা
হো দীদার মাহে আরব ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

মসজিদে তানয়ীম

মসজিদুল হারাম হতে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরত্বে হেরেমের হুদুদের (সীমানার) বাইরে তানয়ীম নামক স্থানে এই বৃহৎ মসজিদটি অবস্থিত, একে মসজিদে আয়েশা"ও বলা হয়। সৌভাগ্যবান

যিয়ারতকারীরা এখান থেকেই ওমরার ইহরাম বেঁধে থাকেন, জনসাধারণ এই স্থানকে ছোট ওমরা” বলে থাকে।

মসজিদে তানয়ীমের নির্মাণকাজ

তানয়ীমের এই ঐতিহাসিক স্তানটিতে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আলী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, অতঃপর আবুল আব্বাস আমীরে মক্কা গম্বুজ বানিয়ে দেন, তারপর এক বৃদ্ধা মহিলা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে দেন। (বালাদুল আমীন ১৩৮-১৩৯)

জো মুসলমান খানায়ে কাবা কা করতে হে তাওয়াফ
উনকো বিহ আওর সারে হি সিজদা গুযারো কো সালাম

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬০৯)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের স্থান

হযরত আল্লামা কুতুবুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শুভাগমনের স্থানে দোয়া কবুল হয়। (বালাদুল আমীন ২০১) এখানে আসার সহজ উপায় হচ্ছে আপনি মারওয়া পর্বতের যে কোন নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বাইরে চল আসুন। সম্মুখেই নামাযীদের জন্য অনেক বড় করে ঘেরাও দেয়া আছে, ঘেরাও এর অপর প্রান্তে এই মহত্বপূর্ণ স্থানটি নিজের আলো ছড়াচ্ছে, اِنْ شَآءَ الله দূর থেকেই দৃষ্টি গোচর হবে। খলীফা হারুনুর রশীদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মনীতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এই মহান বরকতময় স্থানটিতে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেখানে সাইনবোর্ড লাগানো আছে মাকতাবাতু মক্কাতুল মকাররমা। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা ২৩৭)

মক্কে মে উন কি জায়ে বিলাদত পে ইয়া খোদা
পের চশমে আশকাবার জুমানে নসীব হো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯০)

হেরা গুহা

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের রাসূল হওয়ার ঘোষনা করার পূর্বে এই হেরা গুহায় যিকির ও চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত থাকতেন। এটি কিবলার দিকে অবস্থিত। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রথম ওহী এই গুহাতেই অবতীর্ণ হয়, যা কিনা اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত ৫ আয়াত। এই মুবারক গুহা মসজিদুল হারাম থেকে পশ্চিমের দিকে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত **"জাবালে হেরা"** (অর্থাৎ হেরা পর্বতে) অবস্থিত, এই মুবারক পাহাড়কে জাবালে নূরও বলা হয়। **"হেরা গুহা"** ছুর গুহা থেকে উত্তম, কেননা ছুর গুহায় তিনদিন পর্যন্ত **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম চুম্বন করেছে আর হেরা গুহার **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সহচর্যে অধিক সময় থাকার সৌভাগ্য নসীব হয়।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা)

পের আরব কি হাসি ওয়াদিয়া হো – কাশ! মক্কে কি শাদাবিয়া হো
মুঝ কো দীদার ছাওরো হিরা কি – মেরে মাওলা তো খায়রাত দে দে
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১২৮)

হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর ঘর

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যতদিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে অবস্থান করেছিলেন, ততদিন হযরত খাদীজাতুল কুবরা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর ঘরেই বসবাস করেন। বড় শাহজাদা ইব্রাহীম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ছাড়া সকল সন্তান

এমনকি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সহ এই ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন। জিব্রাঈল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام অসংখ্য বার এই মহান ঘরের ভিতর প্রিয় নবীর দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এই ঘরেই অধিকহারে অহী অবতীর্ণ হয়। মসজিদে হারামের পর মক্কা শরীফে এই স্থানটির চেয়ে অধিক উত্তম আর কোন স্থান নাই। আফসোস বরং শত কোটি আফসোস! বর্তমানে এই মহান ঘরের এই নিদর্শনটিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং মানুষের চলাচলের জন্য এখানে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। মারওয়া পর্বতের পাশে অবস্থিত বাবুল মারওয়া দিয়ে বের হয়ে বাম দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে শুধু এই মহান নিদর্শনটির সুবাসিত বাতাসের যিয়ারত করে নিন। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা ১৮৫)

এ্যয় খাদীজা! আপ কে ঘর কি ফযাও কো সালাম,
ঠান্ডি ঠান্ডি দিলকুশা মেহকি হাওয়াও কো সালাম।

জাবালে আবু কুবাইস

জাবালে আবু কুবাইস পৃথিবীর প্রথম পাহাড়, যা মসজিদুল হারামে বাইরে সাফা ও মারওয়ার নিকটে অবস্থিত। এই পাহাড়ে দোয়া কবুল হয়ে থাকে, মক্কাবাসীরা খড়ার সময় এই পাহাড়ে এসে দোয়া করতো।

হাদীসে পাকে রয়েছে: হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এখানেই অবর্তীণ হয়েছিলো। (আত তারগিব ওয়াত তারহীব, ২/৯৪, হাদীস নং-১৭৮৬) এই পাহাড়কে **"আল আমীন"**ও বলা হয়ে থাকে। **"তুফানে নূহ"** এর সময় হাজরে আসওয়াদ এই পাহাড়ে নিরাপত্তার সহিত তাশরীফ নিয়ে

ছিলো। এক বর্ণনা অনুযায়ী, কাবাঘর নির্মাণের সময় এই পাহাড় হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام কে ডাক দিয়ে আরয করলো: “হাজরে আসওয়াদ এখানে।” (বালাদুল আমীন, ২০৪ পৃষ্ঠা)

বর্ণিত আছে: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে চাঁদকে দুই টুকরো করেছিলেন। যেহেতু মক্কা শরীফ পাহাড়ের মাঝে ঘিরে আছে সেহেতু এর উপর থেকে চাঁদ দেখা যেতো। প্রথম (২য় এবং ৩য়) রাতের চাঁদকে হেলাল বলা হয় সুতরাং এই স্থানে স্মৃতি হিসেবে **“মসজিদে হেলাল”** নির্মাণ করা হয়েছে। অনেকে একে **“মসজিদে বেলাল”**ও বলে। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

জাবালে নূরো জাবালে সাওর আওর উন কে গারো কো সালাম,
নূর বরসাতে পাহাড়ো কি কিতারো কো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬০৮)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **“সুন্নাত ও আদব”** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আম করে দ্বীনকা কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

সফরের সুন্নাত ও আদব সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সফর করার কতিপয় সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✱ যখন সফর করা হয় তখন উত্তম হলো এটাই যে, বৃহস্পতিবার বা শনিবার থেকে শুরু করা। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া ২৩/৪০০) ✱ স্বামী বা মুহরিম ব্যতিত মহিলাদের সাথে নিয়ে সফরে যাওয়া হারাম, এতে হজ্বের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, কেউ যদি এক দিনের জন্যও স্বামী বা মুহরিম ব্যতিত সফরে যায় তাহলে গুনাহগার হবে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, কিতাবুল হজ্ব ১০/৬৫৭) ✱ প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা জুবাইর ইবনে মুতইম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে সম্বোধন করে বললেন, "হে মুতইম, তুমি কি ভ্রমনে সফর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম (অর্থাৎ সুখ, শান্তির) অধিকারী হওয়ার জন্য সফরে রাওনা হওয়ার পূর্বে এই ওয়াজিফা পাঠ করার নির্দেশ দেন, তাহলো যথাক্রমে (১) সূরা কাফিরুন, (২) সূরা নসর (৩) সূরা ইখলাস, (৪) সূরা ফালাক (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সুরাকে বিসমিল্লাহ্ শরীফ (بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم) দিয়ে শুরু করো এবং তার উপরে শেষ কর (এইভাবে এই পাঁচটি সুরার সাথে বিসমিল্লাহ্ শরীফ ছয় বার পড়া হবে)। হযরত যুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, আমি তো সম্পদ শালী ছিলাম কিন্তু যখন সফর করতাম তখন হতভাগা হতাম, যখন থেকে এই সূরা সমূহ সফরের পূর্বে সর্বদা তেলাওয়াত করা শুরু করি তার বরকতে পুন:রায় ফিরে আসা পর্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধ থাকি। (আবু ইয়ালা ৬/২৬৫, হাদীস ৭৩৮২) ✱ সড়কের উপরের দিকে বা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময়, বাস ইত্যাদি যখন সড়কের উপরে অরোহণ করে তখন اَللّٰهُ اَكۡبَرُ এবং

সিঁড়ি বা ঢালু জায়গা হতে নিচের দিকে অবতরণের সময় سُبۡحٰنَ الله! বলা ✸ ষ্টেশনে অবতরণ মাত্র দোয়াটি পাঠ করা, اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার তাআলা পূর্ণ কালিমা সমূহের মাধ্যমে (ওসিলা নিয়ে) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার যাবতীয় মন্দ থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন) اِنْ شَآءَ الله যাবতীয় ক্ষতি থেকে হিফাজতে থাকা যায় (আল হিসনুল হাসীন ৮২) ✸ ভ্রমন কালে নামযের সময় কখনো অবহেলা না করা ✸ রাস্তায় বাস নষ্ট হয়ে গেলে তখন ড্রাইভার বা বাসের মালিক ইত্যাদিকে অভিশাপ দেয়া এবং বকাঝকা করে নিজের আখিরাতকে ধ্বংস করার পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করুন এবং জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে যিকির ও দরূদ পাঠে বিভোর হয়ে যান।

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**সুন্নাত ও আদব**" আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" এবং "**১৬৩ মাদানী ফুল**" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ৯

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা পোষণকারী দু'জন বন্ধু যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়) আর **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পাক পাঠ করে তবে তারা পরস্পর পৃথক হবার পূর্বে তাদের উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা ৩ /৯৫ হাদীস ২৯৫১)

কাবে কে বদরুদ দৌজা তুম পে করুরো দরূদ
তৈয়বা কে শামসুদ দৌহা তুম পে করুরো দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ ২৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনা শরীফের উত্তম আলোচনা হতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবীকারিনীদের মন খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠে, মুখে মুচকি হাসি এসে যায়, খুশির পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে যায়, কারো কারো চোখ মদীনার স্মরণে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়,

আগ্রহের আতিশর্য্যে মুখে আপনা থেকেই মদীনা মদীনা বিড়বিড় করতে থাকে। মদীনা শরীফের মহত্ব ও ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করতে পারেন যে, যেই **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমরা অত্যধিক ভালবাসি, স্বয়ং সেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই মদীনা শরীফকে অত্যধিক ভালবাসতেন, সুতরাং রাসূলের ভালবাসার দাবীই হলো এটাই যে, আমরা শুধু প্রিয় মদীনার ভালবাসা নয় বরং মদীনার অলি গলি ও বাজারের ভালবাসা, সেখানকার বাগান ও মরুর ভালবাসা, এর ফুল এমনকি এর কাঁটার ভালবাসাও নিজের অন্তরে জাগিয়ে রাখা, এর স্মরণে ছটফট করা এবং এর আদব সহকারে হাজিরীর শুধু আকাঙ্ক্ষা নয় বরং আল্লাহ পাকের নিকট এই দোয়াও প্রার্থনা করা। আসুন! মদীনার ফযীলত, বিশেষত্ব এবং মদীনা পাকের কিছু পবিত্রতম স্থান সম্পর্কে শ্রবণ করি। প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি:

রাসূলের দরবারে হাজির হওয়া ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন: একবার আমি রাসূলের রওযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক গ্রাম্য আরব লোক আগমন করে **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে এভাবে আবেদন করতে লাগলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর যে সত্য কিতাবটি **আল্লাহ পাক** নাযিল করেছেন তাতে এই আয়াতটিও রয়েছে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

"**হে আমার আক্বা ও মাওলা!** আমি ক্ষমাশীল **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আমার জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি।" এই কথাগুলো বলেই সেই আশিকে রাসূল কান্না করতে লাগলো এবং তার কণ্ঠে এই পংক্তিগুলো অব্যাহত ছিলো:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ   فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ

رُوْحِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ   فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

অনুবাদঃ (১) হে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা যাঁর মোবারক শরীরকে এই জমিনে দাফন করা হয়েছে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার প্রভাবে সারা ময়দান ও পর্বতগুলো সুবাসিত হয়ে গেছে। (২) সেই নূরানী কবরের উপর আমার এই জীবন কুরবান হয়ে যাক, যেই নূরানী কবরে আপনি (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চিরশান্তিতে অবস্থান করছেন! যাতে বিদ্যমান রয়েছে পবিত্রতা, ক্ষমা ও দানশীলতার মহামূল্যবান খনি।

সেই আশিকে রাসূল অনেকক্ষণ ধরেই পংক্তি গুলো বারবার পাঠ করছিলো। অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চাইতে চাইতে অশ্রুসজল চোখে সেখান থেকে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: ওই আরবী গ্রাম্য লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আমার সুপারিশের কারণে **আল্লাহ পাক** তাকে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।”

(উয়ুনুল হিকায়াত ২/৩৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে কান্না করে তার কাজ হয়ে যায়” এর বাস্তবিক ঘটনার সত্যতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সেই আরবীর কান্না, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ছটফট করা, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকা, **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে অশ্রু বিসর্জন করা কাজে এসে গেলো এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ক্ষমার সুসংবাদ দান করে দিলেন। জানা গেলো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে আজও ক্ষমার বার্তা বন্টন হয়, আজও গুনাহগারদেরকে রহমতের আঁচলে লুকানো হয়, আজও অসহায়দের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আজও দুঃখ ভারাক্রান্তদের দুঃখ লাঘব করা হয় এবং আজও খালি থালা পূর্ণ করা হয়। দুনিয়ায় এখনো এমন অনেক লোক থাকবে, যাদের নিকট অনেক ধন সম্পদ রয়েছে, যারা সারা দুনিয়া ভ্রমনও করেছে কিন্তু আহ! **“মদীনা মুনাওয়ারা”** এবং এর সুন্দরতম স্থান সমূহের যিয়ারত করা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, অপরদিকে

সেই আশিকানে রাসূলও রয়েছে যাদের নিকট মদীনা শরীফ যাওয়ার জন্য না সম্পদ ছিলো আর না যাওয়ার কোন মাধ্যম কিন্তু মদীনার যিয়ারতের জন্য তাদের কান্না, তাদের সত্যিকার আকুল আকাঙ্ক্ষা, লাগাতার দোয়া এবং একান্ত প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, উপায় হতে থাকে, অবশেষে তাদেরও মদীনা পাক এবং সবুজ গম্বুজের যিয়ারতের সূধা পান করা নসীব হয়ে গেলো। কোন কবি খুবই সুন্দর বলেছেন:

কাহা কা মানসাব কাহা কি দৌলত,
কসম খোদা কি হে ইয়ে হাক্বীকত,
জিনহি বুলা ইয়া হে মোস্তাফা নে,
ওয়াহী মদীনে কো জা'রহে হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনা তায়্যিবা সেই বরকতময় ও মহত্বপূর্ণ পবিত্র ও সম্মানিত স্থান, যেখান থেকে ফিরে আসতে মন চায় না, কেননা মদীনা তায়্যিবায় আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার এবং তাঁর সাথে সম্পর্কীত অসংখ্য স্মৃতি বিদ্যমান, মদীনা তায়্যিবায় এমন মনের প্রশান্তি অর্জিত হয়, যা দুনিয়ার অন্য কোন শহর এবং কোন অনিন্দ্য সুন্দর স্থানেও পাওয়া যায় না, সুতরাং যদি কখনো মদীনা শরীফ যেতে কোন সমস্যা এসে যায় বা মদীনা তায়্যিবায় কোন কষ্ট স্বাগত জানায়, তবে ধৈর্যধারণ করে একে সৌভাগ্য মনে করে তা গ্রহন করে নেয়া উচিৎ, কেননা সেখানে কষ্টে ধৈর্যধারনকারীদের জন্য **আল্লাহ পাকের মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন শাফায়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আমার যিয়ারত করার জন্য আসবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার হেফাজতেই থাকবে আর যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে বসবাস করবে এবং মদীনায় কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবো এবং তার জন্য সুপারিশ করবো, আর যে ব্যক্তি হারামাইনে (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) হতে যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে এমন অবস্থায় কবর থেকে উঠাবেন যে, সে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ্, ১/৫১২, হাদীস নং-২৭৫৫)

মাওত আত্তার কো মদীনে মে,
আয়ে আব তো না জায়ে ঘর আক্কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিসন্দেহে আশিকানে রাসূলের জন্য মদীনা শরীফের পথের সকল কাঁটাই ফুলের ন্যায়, সুতরাং মদীনার সফরের সময় যদি কোন কষ্ট এসে যায়, কেউ বিরক্ত করে, ধাক্কা দেয়, মানসিকতার বিরোধী কথা বলে, হঠাৎ কোন স্বাভাবিক বা আসমনি বিপদ এসে যায় তবে এই সময়ে অধৈর্য হওয়া, কান্নাকাটি করা, বিভ্রান্ত হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া এবং অভিযোগ করা অনেক বড় বঞ্চনার কারণ হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে যতদিন মদীনা পাকের পরিবেশে অতিবাহিত করবেন, তবে চেষ্টা করুন যে, আদব ও সম্মানের আঁচল যেনো হাত থেকে না ছুটে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ **আল্লাহ** ওয়ালারা মদীনা পাকের অনেক বেশি আদব ও সম্মান করতেন। আসুন! একজন মহান আশিকে রাসূল বুযুর্গের মদীনার প্রতি ভালবাসা এবং সেখানকার আদব সম্পর্কে ২টি মনমুগ্ধকর ঘটনা শ্রবণ করি।

মদীনার প্রতি ভালবাসার পদ্ধতি

মালেকীদের মহান পেশওয়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ মহান আশিকে রাসূল, মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা এবং এর আদবকারী ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনায় থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য মদীনা শরীফের বাইরে চলে যেতেন আর হেরেমের সীমানার বাইরে গিয়ে আপন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিতেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯)

ইয়াদ তৈয়বা মে গম রহো হার দম
তেরা হার দম রহে খেয়াল আক্বা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম মালেক ও মদীনার মাটির সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: ‘ঘোড়া গুলো কতই যে উন্নত মানের।’ তিনি বললেন: ‘এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।’ আমি বললাম: ‘একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য

রেখে দিন।' তিনি বললেন: '**আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র মাটিকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করবো, যে মাটিতে **তাঁরই প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' (ইহইয়াউল উলুম, ১/১১৪)

হ্যাঁ হ্যাঁ রহে মদীনা হে গাফিল যারা তো জাগ,
উ-পাও রাখনে ওয়ালে ইয়া জা চশমো সর কি হে।
আল্লাহু আকবর! আপনে কদম আওর ইয়ে খাক পাক,
হাসরতে মালাঈকা কো জাহা ওয়াযে সর কি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ মহান আশিকে রাসূল, মদীনা শরীফের প্রতি ভালবাসা এবং এর আদব করতেন। যেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আলিমে মদীনাও (মদীনা সম্পর্কে জ্ঞাত) ছিলেন, সুতরাং আদব তাঁর স্বভাবে ভরপুর ছিলো, আর আজ আমাদের সমাজের ইলম ও আদব উভয়টি অনেক বেশি প্রয়োজন, ইলমের সম্পদ যদি সাথে থাকে তবে আদবের সৌভাগ্যও অর্জিত হয় এবং ইলম না থাকলে তবে বিপদ যে, বেআদবির গভীর গর্তে পরার। বিশেষকরে মদীনার সফরে তো দেখে দেখে পা ফেলা এবং খুবই আদব ও সম্মান করা অনেক বেশি প্রয়োজন। মনে রাখবেন! এটি সেই দরবার, যার আদব করা আমাদের রব তায়ালাই শিখিয়েছেন, অতএব এই ব্যাপারে সামান্য অবহেলা প্রদর্শন করা অনেক বড় ক্ষতির কারণ। আসুন! এব্যাপারে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

মদীনার দইয়ের প্রতি বেআদবীর শাস্তি

এক ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বদা কান্না করতো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতো, যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে উত্তর দিলো: একদিন আমি মদীনা শরীফের দইকে টক এবং খারাপ বলেছিলাম, এটা বলতেই আমার বেলায়ত চলে গেলো এবং আমার উপর গযব হলো যে, হে মাহবুবের দরবারের দইকে খারাপ বক্ত! প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা দেখ! **মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গলির সকল বস্তুই উত্তম। (বাহারে মনসুর, ১২৮ পৃষ্ঠা)

মাহফুযে সদা রাখনা শাহা! বেআদবো সে
আওর মুঝ সে বিহ সরযদ না কাভী বে আদবী হো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মদীনায় গমনকারীদের সৌভাগ্যের প্রতি কুরবান! তাদের ভাগ্য সমুন্নত হয়ে থাকে, তাদের নসীব চমকাতে থাকে, তারা সৌভাগ্যের মেরাজে পৌঁছে যায়, তাদের খুশি দেখার মতো হয়ে থাকে, তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত রিমঝিম ধারার বর্ষন হতে থাকে এবং এমন কেনই বা হবে না যে, রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতের সুধা পানকারী সৌভাগ্যবানদের তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** সত্য জবানে শাফায়াতের সমন দান করেছেন।

শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِیْ অর্থাৎ যে আমার কবরের যিয়ারত করলো, তার

জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(দারে কুতনী, কিতাবুল হজ্ব, ২/৩৫১, হাদীস নং-২৬৬৯)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ! ভাবুন তো! তা কিরূপ মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় স্থান, যার যিয়ারত করলে শাফায়াতের খয়রাত অর্জিত হয়, সেখানে বরকত প্রদান করা হয় এবং যদি সেখানে মৃত্যু হয়ে যায় তবে শাফায়াত নসীব হয়। ইমামে ইশ্বকে মুহাব্বাত, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন:

তৈয়বা মে মরকে ঠান্ডে চলে যাও আঁকো বনদ্
সিঁদি সড়ক ইয়ে শহর শাফায়াত নগর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ ২২২)

প্রিয় নবীর রাওযা মোবারক ঐ মহান জায়গায় যেখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকালে উপস্থিত হয়, সত্তর হাজার সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়, যাদের এক বার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের দ্বিতীয় বার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু আশিকানে রাসূলের উপর **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন দয়া যে, তাদের একবার নয় বরং বারবার উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দান করেছেন। নবীর গোলামের উচিত, যতো বড় গোনাহগার হোক, অপরাধী হোক কিন্তু এরপরও তাঁর দরবার থেকে তাদের খালি হাতে ফেরত দেয় না। তিনি এমন **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি গোলামদের প্রার্থনা শুনেন, তাদের খালি ঝুলি ভর্তি করে দেন এবং তাদের ইচ্ছাও পূরণ করে থাকেন।

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহার করালেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: “হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস

আহমদ বিন নফিস তূনেসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মদীনা শরীফে একদা আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত।" এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, সেই সময় কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করল আর আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো। অতএব, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। দাওয়াত দাতা আমাকে খেজুর, ঘি ও গমের রুটি দিয়ে বললো: "পেট ভরে খান। কেননা, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় **নানাজান মক্কী-মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আপনার মেহমানদারি করার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুধার্ত হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন।"

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

মাঙ্গগে মাঙ্গগি জায়েগী মাঙ্গগী পাউঙ্গে
সরকার মে না লা" হে হাজত আগর কী হে।

(হাদায়িকে বখশিশ ২২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীরা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন: "হে **আমার প্রতিপালক!** আমি তোমার **হাবীবে মুকাররাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কবরের যিয়ারত করেছি এবার তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।" আওয়াজ এলো: "হে **আমার বান্দা!** আমি তো তোমাকে **আমার হাবীবের** পবিত্র রওযার

যিয়ারত করার অনুমতি তখনই দিয়েছি, যখন আমি তোমাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে নেয়াকে মঞ্জুর করেছি। এখন তুমি সহ তোমার সাথে যিয়ারতকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমার উপর এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যারা **প্রিয় নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার দীদার লাভ করেছে।" (আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

রাওযায়ে পাক কে ছায়ে মে বুলা কর আক্বা
আঁক দে দি'জিয়ে মে আপ কা জ্বালওয়া দেখো
চুম লো কাশ! নেগাহো সে সুনহেরী জালী
আশকাবার আঁক সে মিম্বর কা বিহ জ্বালওয়া দেখো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৬০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, **দয়ালু আক্বা, মুহাম্মদের মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারত করা কিরূপ সৌভাগ্য ও বরকতের কারণ যে, রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীদের **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে ক্ষমার সমন বন্টন করা হয়, তো কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই ইসলামী বোনেরা, যারা মদীনায়ে পাকের হাজিরীর সৌভাগ্য পেয়েছে, যারা সবুজ গুম্বুজের মনোরম দৃশ্য দেখে নিজের অন্তরকে শীতল করেছে, যারা মসজিদে নববীর অনিন্দ্য সুন্দর মিনারের যিয়ারতের সুধা পান করেছে। যারা **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিম্বর ও মেহরাবকে নিজের চোখেই দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে মদীনার স্মরণ তাদের এখনো অস্থির করে রাখে, যখন তারা ছবিতে সেই দৃশ্য দেখে তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, অন্তর অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যেতে চায়। আহ! যদি

রব তায়ালা সেই সৌভাগ্যবান ইসলামী বোনদের সদকায় আমরা গুনাহগারদেরও মদীনার হাজিরীর সৌভাগ্য দান করে দিনে, আহ! যদি **দয়ালু আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরও **তাঁর** কদমে ডেকে নিতেন, আহ! যদি আমাদেরও সবুজ গুম্ভজের নূরানী দৃশ্য দেখা নসীব হয়ে যেতো, আহ! যদি আমাদেরও সোনালী জালির সামনে দরূদ শরীফ পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো, আহ! যদি আমাদেরও ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত প্রিয় মদীনায় মৃত্যু এবং জান্নাতুর বকীতে দুই গজ জমি নসীব হয়ে যেতো।

মনে রাখবেন! মদীনা শরীফে মৃত্যু এবং জান্নাতুল বকীতে দাফন হওয়া অনেক সৌভাগ্য মন্ডিত বিষয়।

মদীনায় মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا" অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করতে পারে, তবে সে যেন মদীনাতেই মৃত্যুবরণ করে, فَإِنِّيْ أَشْفَعُ لِمَنْ يَّمُوْتُ بِهَا অর্থাৎ কেননা আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ কারীদের জন্য সুপারিশ করবো। (তিরমিযী, ৫/৪৮৩, হাদীস নং-৩৯৪৩)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: (কিয়ামতের দিন যখন সবাইকে কবর থেকে উঠানো হবে তখন) সর্বপ্রথম আমার অতঃপর আবু বকর ও ওমরের (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) কবর খুলে যাবে, অতঃপর আমি জান্নাতুল বকীবাসীদের নিকট যাবো, তখন তারা আমার সাথে একত্রিত হয়ে যাবে, এরপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করবো, এক পর্যায়ে মক্কা মদীনার মাঝখানে তাদেরকেও আমার সাথে করে নিবো।

(তিরমিযী আবওয়াবুল মানাকিব ৫/৩৮৮ হাদীস ৩৭১২)

www.dawateislami.net

আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনায়ে পাকে ইন্তেকাল করার এবং বাক্বীয়ে পাকে দাফন হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ পূর্বকঃ আপন নাত গ্রন্থ "ওয়াসায়িলে বখশিশ" এ লিখেন:

আতা কর দো আতা কর দো বক্বীয়ে পাক মে মদফন,
মেরী বন জায়ে তুরবত ইয়ে শাহে কাওছার মদীনে মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার স্মৃতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা মদীনা পাকের ফযীলত ও বিশেষত্ব এবং সেখানকার পবিত্র স্থান সমূহের কল্যাণময় আলোচনা শুনছিলাম। মনে রাখবেন! মদীনার আলোচনা আশিকানে রাসূলের মনে প্রশান্তি দেয়, দুনিয়ার যতগুলো ভাষায় যেভাবে মদীনা শরীফের বিচ্ছেদ এবং এর দীদারের আকাঙ্ক্ষায় কালাম পাঠ করা হয়েছে, ততগুলো দুনিয়ার অন্য কোন শহর বা ভূখন্ডের জন্য পাঠ করা হয়নি, যে মুসলমানের একবারও মদীনার দীদার নসবী হয়ে যায়, সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে থাকে এবং মদীনায় অতিবাহিত করা সুন্দর মুহুর্তগুলোকে সর্বদার জন্য স্মৃতিময় করে রাখে।

আশিকানে মদীনা এর বিচ্ছেদে ছটফট করে এবং যিয়ারতের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষীত থাকে। মদীনা কি এবং মদীনার প্রতি প্রেম কেমন হওয়া উচিৎ? মদীনা থেকে বিদায়ের সময় আমাদের চেতনা কেমন হওয়া উচিৎ? এর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن জীবনি এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য অনন্য উদাহরণ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

বুযুর্গানে দ্বীনের স্বভাবের মধ্যে মদীনা এবং মাহবুবের গলিসমূহের ভালবাসা .... মদীনা থেকে দূরে এবং মাহবুবের শহর থেকে পৃথক হওয়া তাদের জন্য একটি অসহনীয় মূহুর্ত হয়ে থাকে। তাদের কেউ চাই না যে, কেউ তাদেরকে এই প্রিয় শহর থেকে পৃথক করুক, এভাবে কতিপয় বুযুর্গানে দ্বীন মদীনার সফর হতে পূনঃরায় প্রত্যাবর্তনের সময়ও বেদনাদায়ক এবং ঈর্ষানীয় হয়ে থাকে। মদীনা হতে পৃথক হওয়ার সময় এসব হাস্তীগণ এমন অঝোর নয়নে কান্না করে যেভাবে কোন বাচ্চা আপন মাতা হতে পৃথক হওয়ার সময় কান্না করে এবং ভরাক্রান্ত হৃদয়ে বারবার ফিরে ফিরে তাঁকে দেখতে থাকে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে বুযুর্গদের ইশ্বক ও মুহাব্বাতে ডুব দেওয়ার বিষয়ে শ্রবণ করি যাতে মদীনা শরীফ যারা চোখে দেখে নিয়েছে তাদের অন্তরের মধ্যে মদীনার স্মৃতি সতেজ হবে এবং যারা মদীনা দেখার জন্য উদ্বিগ্ন তাদের স্পৃহা আরো বৃদ্ধি পাবে।

আমি মদীনা ছেড়ে যাবো না

খলিফা হারুনুর রশিদ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কি কোন ঘর আছে? বললেন: না। তখন তিনি তাঁর খেদমতে তিন হাজার দিনার উপস্থাপন করে বললেন: এ দ্বারা ঘর কিনে নিন! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনারগুলো নিয়ে রেখে দিলেন এবং তা খরচ করলেন না। যখন খলিফা হারুনুর রশিদ মদীনা শরীফ থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর খেদমতে আরয করলেন: আপনার আমাদের সাথে যেতে হবে, কেননা মানুষকে হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব “মুয়াত্তা” এর মাঝে সমবেত করবো, যেমনটি আমিরুল

মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বি আফফান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ মানুষকে একটি কোরআনে সমবেত করেছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: মানুষকে শুধু **"মুয়াত্তা"** এর মধ্যে সমবেত করার তো কোন বৈধতা নেই, কেননা **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বিভিন্ন শহরে চলে যান, সেখানে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন, যার কারণে এখন মিশরে সকল লোকের নিকট হাদীসের জ্ঞান রয়েছে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও ইরশাদ করেছেন: আমার উম্মতের মতানৈক্য রহমত স্বরূপ। (জামেউল উসুল ফি আহাদীসির রাসূল লি ইবনে আসির, ১/১২১) আর থাকলো মদীনা ছেড়ে আপনার সাথে যাওয়া, তবে এরও কোন উপায় নেই, কেননা **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনা তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা বুঝে। (মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফদলিল মদীনা, ৭১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৬৩) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: মদীনা (গুনাহের) ময়লাকে এমনভাবে ছাড়িয়ে দেয়, যেমনিভাবে চুল্লি লোহার মরিচা দূর করে থাকে। (মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবুল মদীনাতি তাফফী শরারুহা, ৭১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৭১। হিলইয়াতুল আউলিয়া, মালিক বিন আনাস, ৬/৩৬১, হাদীস নং-৮৯৪২) অতঃপর তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ খলিফা হারুনুর রশিদকে বললেন: "এই নিন আপনার দিনার, চাইলে নিয়ে নিন আর চাইলে রেখে যান" অর্থাৎ আপনি আমাকে এরই কারণে মদীনা ছেড়ে যেতো বাধ্য করছেন যে, আপনি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলেও, তবে (শুনে নিন) আমি মদীনা শরীফের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবো না।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/১১৩)

জো ইয়াদে মদীনে মে দিন রাত তরফ তে হে
দূর উন সে মদীনে কা দরবার নেহী হোতা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৬৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

বিদায়ের মূহুর্ত!

যখন মদীনা মনোওয়ারা হতে বিদায়ের সময় নিকবর্তী হতে লাগল তখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উদ্বেগ অনেক বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি বিচ্ছেদের বিষাদে অস্থির হয়ে উঠেন। মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভাবে লিখে বর্ণনা করা খুব কঠিন। তিনি ১৪০০ হিজরীতে উপস্থিত হয়ে বিদায় নেয়ার সময় অশ্রু সিক্তের মাধ্যমে সোনালী জ্বালী শরীফের মুখামুখি দাঁড়িয়ে নিজের বিদায়ের অবস্থার যে নকশা পংক্তি আকারে ব্যক্ত করেছেন, আসুন তা থেকে কিছু পংক্তি শ্রবণ করি:

কোয়ী জা'না কি রঙ্গী ফযাঁ! - আয় মুআত্তার মুআম্বার হাওয়া
লো সালাম আখিরী আব হামারা - আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা
আঁখ সে আব হুয়া খুন জারী - রুহ পর বিহ হুয়া রঞ্জ তা'রি
জলদে আত্তার কো পের বুলানা - আল ওয়াদা আহ শাহে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৬৫-৩৬৬)

মদীনা তায়্যিবার বরকতময় স্থান সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশিকানে রাসূলের মারকায অর্থাৎ প্রিয় মদীনা পুরোপুরি নূরাণী এবং সেখানে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক মসজিদ এবং পবিত্র স্থান সমূহ আপন বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবীর প্রেমে ডুবে কত সুন্দর কথাই যে বলেন: "অন্তদৃষ্টি সম্পন্নরা জানেন যে, এই (মক্কা ও মদীনার) পর্বতে এবং উপত্যকায় প্রিয় নবী মুহাম্মদের সৌন্দর্যের নিদর্শনাবলী এবং আহমদের উৎকর্ষতা থেকে কিরূপ নূরানীয়্যত প্রকাশিত হচ্ছে! নিশ্চয় এর কারণ এটাই যে, এসব

স্থানগুলোতে এমন কোন ধূলি-কণা নাই, যার উপর দৃষ্টি মোবারক পড়েনি এবং তা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি।” (জযবুল কুলুব, ১৪৮ পৃষ্ঠা)

আকে মে রুহ কি হার তা মে সামলো তুঝ কো,
এ্যায় হাওয়া তুনে সরকার কো দেখা হুগা।

আসুন! বরকত লাভের জন্য মদীনা পাকের কয়েকটি মসজিদ এবং সম্মানিত ও বরকতময় স্থানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি। যিয়ারতকারী আশিকানে রাসূল তাকে অনুসন্ধান করে ঐখানে বিভিন্ন নফল আদায় করেন, যারা আদায় সুযোগ পাই না তারা তার সৌর্ন্দের যিয়ারত করে বরকত লাভ করে এবং ঐখানে দোয়া প্রার্থনা করে।

(১) মসজিদে কুবা শরীফ

মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا হতে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে **‘কুবা’** নামের এক আদি গ্রাম রয়েছে, যেখানে এই বরকতময় মসজিদটি নির্মিত। কোরআন করীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীসে এর ফযীলত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে মধ্যম গতিতে হেঁটে প্রায় ৪০ মিনিটেই আশিকানে রাসূলগণ মসজিদে কুবা পৌঁছাতে পারেন। বুখারী শরীফে রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সপ্তাহেই কখনো বাহনে করে আবার কখনো পায়ে হেঁটেই মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (বুখারী, ১/৪০২, হাদীস নং১১৯৩)

আসুন! মসজিদে কুবায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়ার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী শ্রবণ করি।

মসজিদে কুবায় নামায পড়ার ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মসজিদে কুবায় নামায আদায় করা 'ওমরা'র সমান। (তিরমিযী, ১/৩৪৮, হাদীস নং-৩২৪)

অপর বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের ঘরে অযু করলো, এরপর মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায আদায় করলো, সে 'ওমরা'র সাওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ্, ২/১৭৫, হাদীস নং-১৪১২)

(২) মসজিদে গামামাহ

মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا বা জেদ্দা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের আসার সময় মসজিদে নববী শরীফ عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আসার পূর্বে উঁচু গুম্বুজবিশিষ্ট অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ দেখা যায়, এটিই **'মসজিদে গামামাহ'**। আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২য় হিজরিতে প্রথম বারের মত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায এই জায়গাটিতেই খোলা ময়দানে আদায় করেছিলেন। এখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, দোয়া করার সাথে সাথেই মেঘ জমে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। মেঘকে আরবিতে **'গামামাহ'** বলা হয়, সেই কারণে এই মসজিদকে **মসজিদে গামামাহ** বলে। এখানে খোলা ময়দান ছিলো, প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

আসুন! এবার কয়েকটি পবিত্র স্থান সম্পর্কে শ্রবণ করি।

(৩) জান্নাতের বাগান

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরা শরীফ (যেখানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার শরীফ বিদ্যমান রয়েছে) এবং নূরানী মিম্বর শরীফের (যেখানে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খোৎবা প্রদান করতেন) মধ্যবর্তী অংশ যার দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার, এটিই **"জান্নাতের বাগান"**। যেমনটি

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا بَيۡنَ بَيۡتِيۡ وَمِنۡبَرِيۡ رَوۡضَةٌ مِّنۡ رِّيَاضِ الۡجَنَّةِ অর্থাৎ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। (বুখারী, ১/৪০২, হাদীস নং-১১৯৫) সাধারণ কথাবার্তায় লোকেরা একে 'রিয়াজুল জান্নাহ' বলে। কিন্তু শব্দটি হচ্ছে 'রওজাতুল জান্নাহ'।

ইয়ে পিয়ারি পিয়ারি তেরে খানা বাগ কি
সরদ ইস কি আব ওয়া তাব সে আতশ সাকার কি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২১১)

সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মাযার

হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ উহুদ যুদ্ধে (৩ হিজরী) তে শহীদ হন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর মাযার শরীফ ফা'য়িজুল আনওয়ার উহুদ শরীফের নিকটেই অবস্থিত। সাথে হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন উমাইর এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا মাযারও অবস্থিত। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ শহীদ উহুদ শরীফের মধ্যে নির্মিত চার দেয়ালের মধ্যে আরাম করছেন।

ওহ শহীদো কে সরদার হামযা, আওর জিতনে ওয়াহা হে সাহাবা
তো সাবহী কে মাযারো পে জা কর, তো সালাম উন সে রো রো কে কেহনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা বয়ানে শুনেছি, ❁ মদীনা মনোওয়ারায় গমনকারীদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়, ❁ মদীনায়ে তায়্যিবার মোবারক সফরে কোন কষ্ট অনুভূত হলে তখন তার উপন ধৈর্য ধারণ করা উচিত ❁ মদীনায়ে তায়্যিবার আদব কারীদের উভয় জগতের বরকত নসীব হয় ❁ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বরং গলীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী জিনিসকেও আদব ও সম্মান করা চাই ❁ মদীনা মনোওয়ারার মধ্যে প্রিয় নবীর রাওযা যিয়ারত কারীদের **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাফায়াত করবেন। ❁ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের যখনই মদীনা শরীফে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হতো তখন ঐ সকল হাস্তীগণ আল্লাহর মাহবুবের দরবারকে খুব আদব ও সম্মান করতো ❁ আল্লাহ করীম আমাদেরকেও মদীনা পাকে খুব আদব করার সামর্থ্য দান করুক এবং আমাদেরকে বারবার মদীনা শরীফে আদব সহকারে উপস্থিত হওয়ার সামর্থ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “**সুন্নাত ও আদব**” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানা না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “**১৬৩ মাদানী ফুল**” থেকে পোশাক পরিধান সম্পর্কীত মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে তিনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী লক্ষ্য করুন: ❁ জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করা। (আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ পাকের** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) ❁ যে কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ তবে তার পূর্বের পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১, হাদীস নং-৬২৮৫) ❁ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকে, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৪/ ৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ❁ **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হত। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি

ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা) ❁ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) ❁ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) ❁ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। ❁ পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ❁ অহংকার যুক্ত পোশাক পরিধান করা নিষেধ, অহংকার আছে নাকি নাই তা এভাবে চিহ্নিত করতে পারে যে, ঐ পোশাক পরিধানের পূর্বে নিজের অবস্থা ছিলো তা যদি পরিধানের পরও বহাল থাকে তাহলে বুঝা যায় যে, ঐ পোশাক পরিধানের দ্বারা অহংকার সৃষ্টি হবে না। যদি ঐ অবস্থা এখন আর বহাল না থাকে তাহলে অহংকার চলে এসেছে। সুতরাং এ রকম পোশাক পরিধান করা থেকে বাঁচা চাই, অহংকার অনেক বড় মন্দ গুণ।

(বাহারে শরীয়ত ৩/৪০৯, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৭৯)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**সুন্নাত ও আদব**” আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

www.dawateislami.net

বয়ান: ১০

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! নম্রতা **আল্লাহ পাকের** একটি অনেক উত্তম নেয়ামত, যে সৌভাগ্যবান ইসলামী বোনকে এই নেয়ামত দান করা হয়, তার চরিত্র উত্তম হয়ে যায় এবং অন্যান্য ইসলামী বোনেরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তো আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা নম্রতা (Politness) সম্পর্কে কিছু ঘটনাবলী ও কাহিনী এবং হাদীস শরীফ ও বর্ণনা শ্রবণ

করবো। আসুন! প্রথমেই নম্রতা সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নম্রতার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ

হযরত যায়িদ বিন সাআনা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যে তাওরাতের আলিম ছিলেন, সে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে কিছু খেজুর কিনেছিলেন। খেজুর দেয়ার আরো ২ বা ৩ দিন বাকী ছিলো, এমন সময় সে ভরা মজলিশে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কঠোর ভাবে দাবী করলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাদরের আঁচল ধরে অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে তাকালো। এই দৃশ্য দেখে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ অত্যন্ত রাগান্বিত দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: হে **আল্লাহ পাকে**র শত্রু! তুমি **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমনভাবে বেআদবী করেছো? **আল্লাহ**র কসম! যদি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে না থাকতেন তবে আমি এখনই তলোয়ার দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। একথা শুনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ওমর! তুমি কি বলছো? তোমার তো উচিৎ ছিলো যে, আমাকে হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে নম্রতার সহিত তাগাদা দেয়ার উপদেশ দিয়ে আমাদের দু'জনকেই সাহায্য করা। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: হে ওমর! তাকে তার দাবী অনুযায়ী খেজুর দিয়ে দাও এবং আরো কিছু বেশীও দিয়ে দাও! হযরত সায়িদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন তাকে তার দাবীর চেয়ে বেশী খেজুর দিলেন তখন যায়িদ বিন সাআনা বললো: হে ওমর আমার দাবীর চেয়ে বেশী কেন দিচ্ছ? তিনি

رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বললেন: যেহেতু আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে ভীত করেছি, তাই **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার মনতুষ্টির জন্য তোমার দাবীর চেয়ে বেশী দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

একথা শুনে যায়িদ বিন সাআনা বললো: হে ওমর! তুমি কি আমাকে চিনো? আমি হলাম যায়িদ বিন সাআনা। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বললেন: তুমি কি সেই যায়িদ বিন সাআনা, যে তাওরাতের অনেক বড় আলিম? যে বললো: জি হ্যাঁ। একথা শুনে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়িদুনা ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ বললেন: তবে তুমি **রাসূল** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে এমন বেআদবী কেন করলে? তখন যায়িদ বিন সাআনা উত্তরে বললো: হে ওমর আসলে কথা হলো যে, তাওরাতে আমি **শেষ নবী** সম্পর্কে যতগুলো নিদর্শন পড়েছি, তা সবই আমি **তাঁর** স্বত্ত্বায় দেখেছি, কিন্তু দু'টি নিদর্শনের ব্যাপারে আমার পরীক্ষা করা বাকী ছিলো। একটি হলো **তাঁর** নম্রতা প্রাধান্য লাভ করবে এবং যত বেশী **তাঁর** সাথে জাহেলিয়্যতের আচরণ করা হবে, ততই **তাঁর** ধৈর্য ও বিনয় বাড়তেই থাকবে। সুতরাং আমি এই দু'টি নিদর্শনও **তাঁর** মাঝে দেখে নিয়েছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় **তিনি** সত্য নবী। হে ওমর! আমি অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি, আপনাকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মাঝে সদকা করে দিলাম। অতঃপর তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আসলেন এবং কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

(দালায়িলুন নবুয়ত, ১/২৩। যুরকানী, ৪/২৫৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ নম্রতা প্রদর্শন করতেন এবং উদ্ধত আচরণকারীদের ক্ষমা দ্বারা ধন্য করতেন, এই কারণেই তাওরাতের এত বড় আলিমও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণে প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারেনি এবং কলেমা পাঠ করে ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে নিয়েছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চরিত্রের উপর আমল করে নিজের মাঝে নম্রতার ন্যায় সুন্দর অভ্যাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন, অপর ইসলামী বোনের ভুলে তাদেরকে ক্ষমা করতে শিখুন, কেউ যতই রাগান্বিত করুক না কেন নিজের মুখকে আয়ত্বে রাখুন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল নিহিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নম্রতার গুরুত্ব কতটুকু তার অনুমান এই বিষয় দ্বারা করুন যে, যখন **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করেন যে, তাকে ঈমানের দাওয়াত দিন তখন **আল্লাহ পাক** তার সাথে নম্রতার সহিত কথা বলার আদেশ দিয়েছেন।

১৬তম পারার সূরা ত'হার ৪৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿۴۴﴾

(পারা ১৬, সূরা ত'হা, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে, এ আশায় যে, সে মনোযোগ দেবে অথবা কিছুটা ভয় করবে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসীরে খাযিনে লিখেন: অর্থাৎ যখন তুমি ফেরআউনের নিকট যাবে তখন তাকে নম্রভাবে উপদেশ দিকে। কিছু মুফাসসীরগণের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মতে ফেরআউনের সাথে নম্র হওয়ার আদেশ এই জন্যই ছিলো যে, সে শিশুকালে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমত করেছিলো এবং কিছু মুফাসসীরগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বলেন: নম্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আপনি তার সাথে ওয়াদা করুন যে, যদি সে ঈমান আনয়ন করে তবে সারা জীবন যুবক থাকবে, কখনোই বৃদ্ধ হবে না, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাদশাহ থাকবে, খাবার দাবারের স্বাদ মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব হবে। যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ফেরআউনের সাথে এই ওয়াদা করলেন তখন তার এই বিষয়টি খুবই অপছন্দ হলো কিন্তু সে কোন কাজে (তার উজির) হামানের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতো না এবং তখন হামান উপস্থিত ছিলো না (তাই সে কোস সিদ্ধান্ত নিলো না) যখন সে এলো তখন ফেরআউন তাকে এই সংবাদ দিলো এবং বললো: মন চাচ্ছে যে, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নির্দেশনায় ঈমান কবুল করে নিতে। একথা শুনে হামান বলতে লাগলো: আমি তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম (কিন্তু এটা কি) তুমি হলো রব আর বান্দা হয়ে যেতে চাও, তুমি হলো মাবুদ আর আবিদ হওয়ার বাসনা করছো? ফেরআউন বললো: তুমি ঠিক বলেছো (আর এভাবে সে, ঈমান আনয়ন করা থেকে বঞ্চিত রইলো)।

(তাফসীরে খাযিন, ৩/২৫৪, সূরা ত'হা, ৪৪ নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লাহর রহমতের ঝলক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাফসীরে সিরাতুল জিনানে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই আয়াতে **আল্লাহ পাকের** রহমতের ঝলকও পরিলক্ষিত হয় যে, আপন দরবার থেকে পলাতক ও অবাধ্যদের সাথে কিরূপ নম্রতা প্রদর্শন করছেন এবং যখন আপন অবাধ্য বান্দার সহিত তাঁর নম্রতার এই অবস্থা তখন অনুগত বান্দার সহিত তাঁর নম্রতা কিরূপ হবে? হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সামনে যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করা হলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কাঁদতে লাগলেন এবং আরয করলেন: (হে দয়ালূ রব) এটা তোমার সেই বান্দার সাথে নম্রতা প্রদর্শন, যে বলে: আমিই মাবুদ এবং তোমার সেই বান্দার সহিত নম্রতা, যে বলে: আমি তোমাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রব, আর ঐ বান্দার জন্য সহিত তোমার নম্রতার অবস্থা কিরূপ হবে, যে বলে: আমার রব হলো সেই, যিনি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। (সীরাতুল জিনান, ৬/২০২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নম্রতার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিৎ যে, যখনই নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ হয় তখন মমতা, ভালবাসা ও নম্রতার সহিত দাওয়াত দিন, এইভাবে দাওয়াত দেয়ার বরকতে اِنۡ شَآءَ الله আমাদের কথার প্রভাবও বিস্তার করবে এবং আমরা যাকে উপদেশ দিচ্ছি, সে আমাদের কথা মনযোগ সহকারে শুনে আমল করার চেষ্টা করবে। কোরআনে করীমে **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরের নম্রতাকে আপন রহমত ঘোষণা করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে **মাহবুব! আল্লাহর** কিরূপ দয়া যে, আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন।

এই আয়াতে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর চরিত্রের (Manners) বর্ণনা করা হচ্ছে, অতএব ইরশাদ করেনঃ হে **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** আপনার প্রতি কিরূপ দয়া যে, **তিনি** আপনাকে নম্র অন্তর, স্নেহবান এবং দয়া ও অনুগ্রহকারী বানিয়েছেন এবং আপনার স্বভাবে এত বেশি দয়া ও অনুগ্রহ (সৃষ্টি করেছেন) আর স্নেহ ও রহমত সৃষ্টি করে যে, উহুদের যুদ্ধের দিনে আপনি রাগ প্রকাশ করেননি, অথচ আপনি সেদিন অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন এবং যদি আপনি কড়া মেজাজের হতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন তবে মানুষ আপনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতো। হে **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি তাদের ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছেন, যাতে আপনার সুপারিশে **আল্লাহ পাকও** তাদের ক্ষমা করে দেন।

(সীরাতুল জিনান, ২/৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নম্রতার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে স্বর্ণ নরম হয়ে অলঙ্কার হয়, লোহা নরম হয়ে হাতিয়ার হয়ে যায় এবং মাটি নরম হয়ে ক্ষেত খামারের সতেজতার কারণ হয়, তেমনিভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী

করা “নম্রতা” এমনি একটি গুণ, যার কারণে মানুষের মাঝে দয়া, স্নেহ, সহজতা, ক্ষমা এবং সহনশীলতার ন্যায় উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যায়। আসুন উৎসাহ গ্রহনার্থে নম্রতার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: হে আয়েশা (رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا)! **আল্লাহ পাক** হলেন রফিক এবং রফিক অর্থাৎ নম্রতাকে পছন্দ করেন, **আল্লাহ পাক** নম্রতার কারণে সেই জিনিষ দান করেন, যা কঠোরতা বা অন্য কোন কারণে দান করেন না।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সালাতি ওয়াল আদব, ১০৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬০১)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নম্রতা যে জিনিসেই হয়ে থাকে, তা তাকে সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং যে জিনিষ থেকে নম্রতা বের করে দেয়া হয়, তা কুৎসিত করে দেয়।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সালাতি ওয়াল আদব, ১০৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬০২)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: মুমিন সহজতা প্রদানকারী নম্র হয়ে থাকে, যেনমটি নাক ফুরানো উটের ন্যায়, টানা হলে তবে টানা যায় আর মাটে বসানো হলে তবে বসে যায়।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদাব ৩/২৩০, হাদীস ৫০৮৬)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: مَنۡ یُّحۡرَمِ الرِّفۡقَ یُحۡرَمِ الۡخَیۡرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত থাকে সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাতি ওয়াল আদাব, ১০৭৩)

৫. হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا একটি অবাধ্য উটের উপর আরোহণ করেন এবং তাকে নিয়ে চক্কর দিতে লাগল, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আয়েশা! নম্রতা প্রদর্শন।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাতি ওয়াল আদাব, ১০৭৩)

নম্রতা সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা

আল্লামা খতিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রিফক্ এর অর্থ হলো সে যেই অনেক নম্রতা ও ভদ্রতা প্রদর্শন করে, আর রিফক্ এর অর্থ হলো সহজতর (কোন জিনিসকে সহজ এবং সরল ভাবে প্রদর্শন করা)। রিফক্ এর এক অর্থ হলো কোন জিনিসের সহজ ও সরলতার জন্য উপায় সরবরাহ করা। আল্লাহ পাকের সাথে রিফক্ এর সম্পর্ক এজন্য যে, তিনিই সহজতা প্রদানকারী এবং দাতা। (আকমালুল ইলম ৭/৪০)

বর্ণনাকৃত হাদীস সমূহের মধ্যে নম্রতার ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রতি দয়াবান ও তাদের উপর নম্রতা প্রদর্শন করেন এবং প্রত্যেক কাজে নম্রতাকে পছন্দ করেন। সৃষ্টির উপর দয়াবান হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞদেরকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করেন না বরং তাদের মধ্যে যাদের তাকদীরে সৌভাগ্য লিখা থাকে তাদের তাওবা করার সামর্থ্য দান করেন এবং দূর্ভাগাদেরকে অলসতা দান করেন। (দলিলুল ফা'লেহীন, বাবু ফিল হিলমী ওয়াল ইনাতি ওয়ার রিফক্ ৩/৮৯, ৬৩২ নং হাদীসের পাদটীকা) হাদীসে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক নম্রতা প্রদর্শন কারীদেরকে ঐ পুরস্কার দান করেন যা নম্রতা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় না। অর্থাৎ নম্রতা প্রদর্শন কারীদের দুনিয়ার মধ্যেও খুব ভালো প্রশংসা করা হয় আর পরকালে অনেক বেশি পুরস্কার ও সাওয়াব দান করা হবে, আর কঠোর প্রকৃতির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তার বিপরীত হবে অর্থাৎ না সে দুনিয়ায় প্রশংসার উপযুক্ত হবে না আখিরাতে পুরস্কার পাবে। (দলিলুল ফা'লেহীন, বাবু ফিল হিলমী ওয়াল ইনাতি ওয়ার রিফক্ ৩/৮৯, ৬৩৩ নং হাদীসের পাদটীকা) তৃতীয় হাদীসে বর্ণনা করা

হয়েছে যে, নম্রতা যে জিনিসের মধ্যে থাকে তাকে সৌন্দর্য্য দান করেন এবং যে জিনিস থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে ত্রুটি যুক্ত করে দেয়া হয়, অর্থাৎ যখনই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ গুলি খারাপ হয় তখন নম্রতার মাধ্যমে কাজ গুলো সুসম্পন্ন হয়। কোন কবি সুন্দর বলেছেন:

হে ফালাহ ওয়া কামরানী নরমী আওর আসানী মে,
হার বিনা কাম বিগার জাতা হে নাদানী মে।

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক রফীক অর্থাৎ করীম ও রহীম (উদার ও দয়ালু) কাউকে তাঁর শক্তির চেয়ে অধিক কিছু করার নির্দেশ দেন না, গুনাহ ক্ষমা করেন, তিনি চান যে, আমার বান্দাও আপন অধীনস্তদের, আপন বন্ধুদের প্রতি উদার ও দয়ালু হোক, মনে রাখবেন! আল্লাহ পাককে সাধারণ ভাবে বন্ধু (রফীক্) বলা জায়েয নেই, এই শব্দাবলী আল্লাহ পাকের নাম সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নই। উল্লেখিত হাদীসে পাকে এই শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নম্রতা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে ঐসব কাজ সহজ হয় যা কঠোরতার মাধ্যমে হয়, অধিক কঠোরতার দ্বারা বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়, সজ্জিত কাজ অগোচালো হয়ে যায়। যদি নিচু মানের ব্যক্তির অন্তরে নম্রতা থাকে তাহলে সে প্রিয় হয়ে যায় আর মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর যদি কঠোর প্রকৃতির হয় তাহলে সে ঘৃণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হবে। লোহা নরম হলে সরঞ্জাম হয়, স্বর্ণ নরম হলে অলংকার হয়, যমীন নরম হলে আবাদযোগ্য হয়, মানুষ নরম হলে ওলী হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ ৬/৬৩৫ -৬৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, নম্রতার কিরূপ গুরুত্ব, নম্রতা **আল্লাহ পাকের** খুবই পছন্দ, যে জিনিসে নম্রতা থাকে তাকে সৌন্দর্য্য প্রদান করেন আর যে ইসলামী বোন নম্রতার মতো সুন্দর গুণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে সর্বদা রাগান্বিত থাকে, কথায় কথায় অপরকে ধমকায়, ভুল করা ব্যক্তিকে সবার সামনে অপমান ও অপদস্ত করে। এখন সে যত বেশি ইবাদত করুক, তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক, রোযা রাখুক, সারারাত নফল ইবাদত ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকুক কিন্তু যদি তার স্বভাবে কঠোরতা থাকে এবং সে বিনা কারণে ইসলামী বোনের মনে কষ্ট দেয়, তবে এই আমল কিয়ামতের দিন তার ফেঁসে যাওয়ার কারণ হতে পারে। মনে রাখবেন! রাগের বশবর্তী হয়ে কোন ইসলামী বোনের মনে কষ্ট দেয়া, সবার সামনে কাউকে অপমানিত ও অপদস্ত করা হারাম এবং দোযখে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বর্তমানে আমাদের সমাজে রাগের সময় বা হাসি ঠাট্টা করার সময় কাউকে উপহাস করা, সবার সামনে লজ্জিত করা, তার উপর অভিযোগের তীর বর্ষন করা এবং তার কথায় অট্টহাসি দেয়া একেবারেই মন্দ ভাবা হয়না। যাকে উপহাস করা হচ্ছে অনেক সময় হয়তো সেও ঠাট্টাকারীর সাথে অট্টহাসি হাসছে। এতে শয়তান এভাবে প্রশান্ত করে দেয় যে, এই হাসি ঠাট্টায় সেও খুশি হচ্ছে, অথচ সে খুশি হচ্ছে না বরং হয়তো নিজের লজ্জা নিবারনের জন্য হাসছে এবং ভেতরে ভেতরে তার মন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সেই সকল কাজ থেকে বিরত থাকা দরকার, যাতে কোন ইসলামী বোনের মনে কষ্ট হয় এবং যদি কেউ আমাদের জন্য কঠিন শব্দ ব্যবহার করে তবে দ্রুত রাগকে

প্রশমিত করে নম্রতা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিৎ। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

মিষ্ট ভাষার ঘটনা

খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলো হালাকুর ছেলে তগোদার। সেই বুযুর্গ সফর করে তাগোদারের নিকট পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত দাড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার তাঁকে তামাশাচ্ছলে বললো: 'মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিলো, কিন্তু সেই বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন: "আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ পাকের** কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি **তাঁর** সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম, কেননা সে আপনার প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। এজন্যই যে, তিনি একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহর** যিকিরে লিপ্ত রাখতেন। সুতরাং তাঁর মুখ থেকে নির্গত মধুর বাণী প্রভাব বিস্তারকারী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার উত্তরে সেই আমলদার মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল

উপহার পেলো, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার অত্যন্ত নম্র ভাষায় সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে বললো: আপনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমার মেহমান, আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তার নিকটই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার প্রতিদিন রাতে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন। তিনি তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সহিত নেকীর দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদারের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো। তার অন্তর সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যেই তাগোদার গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলো, সে আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলো, সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে তাগোদার তার সমস্ত তাতার সম্প্রদায়সহ মুসলমান হয়ে গেলো, ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী একজন মুবাল্লিগের মিষ্ট ভাষার বরকতে মধ্য এশিয়ার রক্ত পিপাসু তাতারী রাজত্ব ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

(গীবত কি তাবাকারীয়া, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিষ্ট ভাষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতিপক্ষের কটাক্ষ ও কঠোর বাক্য শুনেও কখনো রাগ করতেন না বরং ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতেন, এই কারণেই তো, তাঁদের বাণী প্রতিপক্ষের

অন্তরে বসে যেতো। মনে রাখবেন! মিষ্ট ভাষা বলার দ্বারা কোন পয়সা ব্যয় হয় না, আর উপকার হয় অনেক, আর কড়া বাক্য ব্যবহারে ক্ষতিই হয়।

কেউ খুবই সুন্দর কথা বলেছেন যে, তোতা পাখি মরিচ খেয়েও মিষ্ট ভাষাই বলে আর মানুষ মিষ্টান্ন খেয়েও কড়া কথা বলে।

এটাই বাস্তবতা যে, স্বভাব বিরুদ্ধ কথা শুনলে রাগ এসে যায় কিন্তু এতে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য্য ও সহনশীলতার আঁচল ছেড়ে না দেয়া এবং শান্তিতে থাকার চেষ্টা করা। আসুন! এসম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

অনন্য সহনশীলতা প্রদর্শন

এটা তখনকার কথা যখন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মাদানী মারকায গুলযারে হাবীব মসজিদ গুলশানে শফী উকারভী (সোলযার বাজার) করাচীতে হতো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইজতিমায় অংশগ্রহনের জন্য ইসলামী ভাইদের সাথে যখন একটি সিনেমা হলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক যুবক যে সিনেমার টিকেট নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে উচ্চস্বরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে উদ্দেশ্য করে বললো: মাওলানা খুবই সুন্দর ছবি লেগেছে, এসে দেখে যাও। আমীরে আহলে সুন্নাত এর সাথে থাকা ইসলামী ভাইয়েরা রাগের বশে কিছু বলার পূর্বে তিনি নিজেই উচ্চস্বরে সালাম করলেন এবং নিকটে গিয়ে

খুবই নম্রভাবে বুঝিয়ে বললেন: বৎস! আমি সিনেমা দেখিনা, তবে আপনি যখন আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন তখন আমি ভাবলাম যে, আপনাকেও দাওয়াত দিই, এখনি اِنْ شَآءَ الله গুলযারে হাবীব মসজিদে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হবে, আপনাকে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিচ্ছি, যদি আপনি এখন আসতে না পারেন তবে অন্য কোন সময় অবশ্যই আসবেন। অতঃপর তিনি একটি আতরের বোতল উপহার স্বরূপ দিলেন।

কয়েক বছর পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দরবারে একজন ইসলামী ভাই পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে উপস্থিত হলো এবং কিছুটা এভাবে আরয করলো: হুযুর! কয়েক বছর পূর্বে একজন যুবক আপনাকে সিনেমা দেখার দাওয়াত দিয়েছিলো আর আপনি ধৈর্য্য ও নম্রতা প্রদর্শন করে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দেন, সেই যুবক আমি। আমি আপনার উত্তম চরিত্রে খুবই প্রভাবিত হলাম এবং একদিন ইজতিমায় এসে গেলাম, অতঃপর আপনরার দয়ার দৃষ্টি পড়ে গেলো আর اَلْحَمْدُ لِله আমি গুনাহ থেকে তাওবা করে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

(তা'রুফে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নম্রতা প্রদর্শন করা সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! যদি আমরা আমাদের ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই তবে আমাদেরকে নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি পিতামাতাকে নেকীর দাওয়াত দিতে হয় তবে তাদের বোঝানোর জন্য নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি বোন ও

কন্যাকে পর্দার অনুসারী করতে চাই তবে তাদের বোঝানের জন্য নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি নিজের সন্তানকে নামাযী বানাতে চাই তবে নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি বান্ধবীদেরকে মন্দ আমল থেকে বিরত রাখতে চাই তবে নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি নিজের প্রতিবেশিনীদেরকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আনতে চাই তবে তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি নিজের অধিনস্ত ইসলামী বোনদেরকে নিজের মত করতে চাই তবে তাদের আকর্ষণ করার জন্য নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে, যদি কাফেলা, ৬৩টি নেককার হওয়ার উপায়, প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা এবং অন্যান্য মাদানী কাজের জন্য ইসলামী বোনদের মানসিকতা বানাতে চাই তবে তাদের উত্থানের জন্য নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করতে হবে। হে **আল্লাহ! তোমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনয়নের সদকায় আমাদেরকে কোমল চরিত্র দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বিষয়টি মনে গেঁথে রাখবেন! যে সকল বোনেরা কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে, অন্যান্য বোনেরা তাদের কাছে আসা এবং তাদের সাথে কথা বলতে কুন্ঠাবোধ করে, এরূপ কঠোর স্বভাবের বোনদের সমাজে সম্মানের চোখে দেখা হয় না, তাদের পেছনে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা হয়, যেমন; **“অমুক মহিলা থেকে বেঁচে থেকো, খুবই কড়া স্বভাবের”, “সামান্য কথাতেই সবার সামনে অপদস্ত করে দেয়”, “সর্বদা রাগে মুখ ফুলিয়ে থাকে”, “তার ভয়ে**

পরিবারের সবাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে” ইত্যাদি। একটু ভাবুন তো! আমাদের সম্পর্কেও মানুষের এরূপ অভিমত নেই তো? নাকি আমরাও সবার সাথে বিনা কারণে কঠোরতা দেখিয়ে অতিষ্ট করছি নাতো? আমাদের সন্তানরাও আমাদের স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত নয় তো? যদি এরূপ হয় তবে এখুনি নিজের স্বভাবে নম্রতা সৃষ্টি করুন, কেননা যার অন্তর নম্র হয়, তার সম্মান বৃদ্ধি পায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** যেসকল লোকের প্রতি দয়া করেন তাদের অন্তরে নম্রতা ঢেলে দেন, তারা মানুষের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করেন, যার কারণে তাদের সম্মান আরো বৃদ্ধি পায় এবং যেসকল লোকের প্রতি **আল্লাহ পাক** কহর (গযব) প্রদান করেন, তাদের অন্তর নম্রতা থেকে বঞ্চিত করে দেন, তাদরে অন্তর কঠোর হয়ে যায়, মানুষের সাথে তারা কঠোরতা প্রদর্শন করে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৫৪)

মনে রাখবেন! নম্রতা একটি খুবই সুন্দর গুণ, যা মানুষকে দয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অত্যাচার থেকে বিরত রাখে, অহঙ্কার থেকে বাঁচায় এবং বিনয়ের প্রতি ধাবিত করে। জীবনের বিরান ধ্বংসস্তুপ নম্রতার কারণে আলিশান প্রাসাদে পরিবর্তন হতে পারে। নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যক যে, অন্তরকে নম্র করুন, কেননা মানুষের অন্তর হলো অঙ্গ সমূহের বাদশাহ, যখন সে নম্র হয়ে যায় তখন আমাদের আচরণে এমনিতেই নম্রতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্তরে নম্রতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? আসুন! এসম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট শ্রবণ করি।

(১) উদাসীনতা থেকে বাঁচা!

যদি সর্বদা যিকির ও দরূদে লিপ্ত থাকেন তবে এর বরকতে আমাদের অন্তর নম্র হয়ে যাবে, অন্যথায় **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসীন থাকার কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যেতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকে**র যিকির ছাড়া বেশি কথাবার্তা বলো না, কেননা **আল্লাহ পাকে**র যিকির ছাড়া বেশি কথাবার্তা করা অন্তরের কঠোরতা (এর কারণ) এবং যার অন্তর কঠোর, সে **আল্লাহ পাক** থেকে অনেক দূরে থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৬২-বাবু মিনহা, ৪/১৮৪, হাদীস নং-২৪১৯)

(২) গুনাহ থেকে দূরে থাকা!

অন্তরের নম্রতার জন্য অধিকহারে নেক আমল করুন এবং ছোট বড় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, কেননা গুনাহ করাতে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। সুতরাং অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য **আল্লাহ পাকে**র ভয় সৃষ্টি করুন এবং গুনাহের কারণে হওয়া আখিরাতের কষ্ট ও আযাবকে স্মরণ করুন, اِنۡ شَآءَ الله অন্তরের কঠোরতা দূর হয়ে যাবে।

(৩) ক্ষমা করা

নিজের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য নিজেকে এই বিষয়ে অভ্যস্ত করুন যে, যখনই কারো জানা অজানায় কোন কষ্ট পেয়ে যান তবে ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়ার পরিবর্তে রাগকে সংবরন করে ক্ষমা করে দিন এবং এই মূলনীতি মনে গেঁথে রাখুন যে, যদি আবর্জনা

কোন কিছুতে লেগে যায় তবে তা পানি দ্বারা পবিত্র করা হয়, আবর্জনা দিয়ে নয়, যদি আমরা সেই আবর্জনাকে আবর্জনা দিয়ে পাক করার চেষ্টা করি তবে তা পাক হওয়ার পরিবর্তে আরো নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ আমাদের সাথে অজান্তে খারাপ ব্যবহার করলো আর আমরা এর প্রতিত্তোরে তার সাথে তেমনই আচরন করি বা তার চেয়েও বেশি খারাপ আচরন করি তবে বিষয়টি শেষ হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশি বিগড়ে যাবে এবং শত্রুতা ও লাড়াই ঝগড়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ! যদি তার সহিত নম্র ও ভালবাসাপূর্ণ আচরন করা হয় এবং তার ভুলকে বাদ দিয়ে ক্ষমা করে দেয়া যায় তবে اِنْ شَآءَ الله এর ভাল ফলাফল প্রকাশ পাবে।

(৪) কম আহার

নম্রতা সৃষ্টি করার জন্য ক্ষুধা থেকে কম আহারের অভ্যাসও অনেক উপকারী আর পেট ভরে আহার করাতে যেমন ইবাদতে অলসতা এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তেমনি এর ক্ষতিও রয়েছে যে, পেট ভরে আহার করা অন্তরের কঠোরতারও কারণ হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا বর্ণনা করেন যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ شَبِعَ وَنَامَ قَسٰى قَلۡبُهٗ অর্থাৎ যে পেট ভরে আহার করে এবং ঘুমিয়ে যায় তবে তার অন্তর কঠোর হয়ে যায়। অতঃপর ইরশাদ করেন: لِكُلِّ شَیۡءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الۡبَدَنِ الۡجُوۡعُ অর্থাৎ প্রত্যেক কিছুর যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হলো ক্ষুধার্ত থাকা। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সিয়াম, ২/৩৪৭, হাদীস নং-১৭৪৫)

(৫) উত্তম সহচর্য অবলম্বন করা

নম্রতা সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি এটাও যে, খারাপ সহচর্য থেকে দূরে থাকা এবং নেককার ও পরহেগার ইসলামী বোনের সহচর্য অবলম্বন করা।

(৬) এতিম ও অসহায়দের মঙ্গল করুন!

নম্রতা সৃষ্টি করার একটি উপায় হলো যে, এতিম ও অসহায়দের মঙ্গল করুন, কেননা হাদীসে পাকে এর উৎসাহ বিদ্যমান:

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলো তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার কি এটা পছন্দ যে, তোমার অন্তর কোমল হয়ে যাক? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন: যখন তোমার নিকট কোন এতিম আসে তবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং নিজের খাবার তেকে তাকেও আহার করাও, তোমার অন্তর নম্র হয়ে যাবে এবং তোমার চাহিদাও পূরণ হবে।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল জা'মেয়ে, ১০/১৩৫, হাদীস নং- ২০১৯৮)

(৭) অন্তরের কঠোরতার ক্ষতির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা

অন্তরের কঠোরতার ভয়াবহতা হলো, তাদের মাঝে নসীহতের কথা প্রভাব বিস্তার করে না, অন্তর নেকীর প্রতি ধাবিত হয় না, অন্তরের কঠোরতার কারণে মানুষ **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি এবং তাঁর পক্ষ থেকে লানত (অর্থাৎ রহমত থেকে দুরত্ব) এর অধিকারী হয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার **"সুন্নাত ও আদাব"** কিতাব থেকে সাজ-সজ্জার সুন্নাত এবং আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি: ☆ মানুষের চুল দ্বারা খোঁপা বানিয়ে মহিলা নিজেদের চুলে লাগানো, এটা হারাম। হাদীসে মুবারাকায় তাদের উপর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে বরং তাদের উপর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে, যারা অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুল দ্বারা নির্মিত খোঁপা লাগিয়ে দেয়। (দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫) ☆ যদি সেই চুল সেই মহিলারই যার মাথায় লাগানো হয়েছে, তবুও নাজায়িয। (দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫) ☆ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট ছেলে শিশুদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয, মেয়ে শিশুদের লাগানোতে সমস্যা নাই। (দুররে মুখতার, ৯/৫৯৯) ☆ যেমনিভাবে পুরুষদের মহিলা নকল করা জায়িয নেই তেমনিভাবে মহিলারাও পুরুষের নকল করতে পারবে না, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অভিসম্পাত করেছেন মহিলারূপী পুরুষদের যারা মহিলাদের আকৃতি ধারন করে এবং পুরুষসূলভ মহিলাদের যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং-২২৬৩, ১/৫৪০) ☆ মহিলারা নিজের স্বামীর জন্য জায়িয পন্য দ্বারা কিন্তু ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে সাজ-সজ্জা করবে তবে মেকআপ করে এবং সেঁজে-গুঁজে ঘর থেকে বাইরে বের হবে না, কেননা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলা হচ্ছে পরিপূর্ণ আওরাত (লুকোনো জিনিস), যখন কোন মহিলা বাইরে বের হয় তখন শয়তান উঁকি মেরে মেরে তাকায়। (তিরমিযী, ১৮তম অধ্যায়, হাদীস নং-১১৭৬, ২/৩৯২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب   صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান: ১১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় দায়িত্বে হবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমান যুগ কিয়ামতের নিদর্শন এবং এর পূর্বে প্রকাশ পাওয়া অসংখ্য ফিতনায় পরিপূর্ণ। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে ইলমে গাইবের মাধ্যমে ১৪শত বছর পূর্বেই বর্তমান ও ভবিষ্যত যুগের ফিতনার পূর্বাভাস দিতে গিয়ে আমাদেরকে এর জ্বলন্ত আগুন থেকে প্রজ্জলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে নিজেকে বাঁচানোর উৎসাহ প্রদান করেন। আসুন! এ

প্রসঙ্গে কিছু হাদীসে মুবারাকা এবং এর থেকে অর্জিত উপদেশের মদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

পরিবারের হাতেই ধ্বংস

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, সেই ব্যক্তি ছাড়া কোন দ্বীনদারের দ্বীন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দ্বীন নিয়ে (অর্থাৎ এর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে) একটি পাহাড় থেকে অরেকটি পাহাড়ে এবং একটি গুহা থেকে আরেকটি গুহার দিকে পালাবে। সেই সময় রুজি উপার্জন করা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুটি ব্যতিত হবে না। যখন অবস্থা হবে তখন লোকেরা নিজের স্ত্রী সন্তানদের হাতেই ধ্বংসে পতিত হবে, যদি স্ত্রী সন্তান না থাকে তবে পিতামাতার হাতেই তার ধ্বংস হবে এবং যদি পিতামাতাও না থাকে তবে তার ধ্বংস আত্মীয় বা প্রতিবেশিদের হাতেই হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে? তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা তাকে স্বল্প রোজগারের কারণে লজ্জিত করবে, তখন সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে।

(আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ২য় অংশ, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে যেমনিভাবে পুরুষদের জন্য শিক্ষা ও নসিহতের মাদানী ফুল রয়েছে, তেমনি ঐ সকল মহিলাদের জন্যও এতে শিক্ষা রয়েছে, যারা নিজের স্বামীদেরকে তাদের স্বল্প উপার্জনের জন্য অভিশাপ দিয়ে কিছুটা এরূপ কড়া কথা

বলতে শুনা যায়: "অমুকের নিকট তো অনেক বাংলো, ফ্যাক্টরী এবং জায়গা-সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু তুমি আমাকে ভাড়ার ছোট একটি বাড়িতে রেখেছো, আমার তো এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে, আমার খোলামেলা বাড়ি চাই, অমুকের দিকে তাকাও নিজের পরিবার নিয়ে আলিশান গাড়িতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু আমাকে বাস, টেক্সী আর রিক্সার থাক্কা খেতে হয়, অমুক তো লোড শেডিং থেকে বাঁচার জন্য জেনারেটর কিনে নিয়েছে আর তুমি কমপক্ষে ইউপিএস (U.P.S) বা চার্জিং ফ্যান হলেও কিনে নাও, অমুক তো এই ঈদে তার সন্তানের মাকে এত হাজার টাকার পোষাক বা সোনার সেট বানিয়ে দিয়েছে কিন্ত তুমি আমাকে ঈদে সোনার আঙটি বা বেসলাইট বা কানের দুল তো বানিয়ে দাও, অমুক তার সন্তানের মাকে অমুক শপিং মল থেকে শপিং করিয়েছে সুতরাং আমাকেও ভাল শপিং মল থেকে শপিং করাবে, অমুককে দেখো কত স্বাচ্ছ্যন্দ হয়ে গেছে, তুমিও তো কিছু করো, অমুকের বেতন লাখ টাকা কিন্তু তুমি এতদিন কাজ করার পরও একই জায়গায় আছো" ইত্যাদি আর সন্তানদের আবদার তো ভিন্ন। তো নিত্যদিন যখন একজন লোক আবদার এবং কটুক্তি শুনতে থাকে তখন মানসিক কষ্ট এবং অসহায়ত্ব তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে নেয়, তার কিছুই বুঝে আসে না যে, সে এখন কি করবে, যেহেতু তার স্ত্রী সন্তানের আবদারও পূরন করতে হবে এবং তার নিকট সুযোগও কম, সুতরাং সে তাদের জায়িয ও না-জায়িয আবদার পূরন করার জন্য হারাম ও হালালের তোয়াক্কা না করেই না-জায়িয পথ অবলমস্বন করে নিজের কবর ও আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়।

হালাল ও হারামের ব্যাপারে অসাবধানতা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: یَاۡتِیۡ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ، لَا یُبَالِی الۡمَرۡءُ مَا اَخَذَ مِنۡہُ اَمِنَ الۡحَلَالِ اَمۡ مِنَ الۡحَرَام অর্থাৎ মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, মানুষের এই বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না যে, সে (সম্পদ) কোথা হতে অর্জন করলো, হারাম নাকি হালাল থেকে। (বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, ২/৭, হাদীস নং-২০৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ শেষ যামানায় লোক দ্বীনের প্রতি অসাবধান হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায় চারিদিকে ফেঁসে যাবে, উপার্জন বৃদ্ধি, সম্পদ জমা করার চিন্তা করবে, সকল হালাম ও হালাল নেয়াতে ভীতিহীন হয়ে যাবে যেমনটি আজকাল প্রসার লাভ করেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/২২৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের পরিবারকে পরীক্ষায় সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচাবো এবং সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় আবদার করে তাদের জন্য সমস্যা তৈরি করবো না, বরং যা কিছু প্রাপ্য হবে তার উপর সন্তুষ্ট থেকে সবসময় ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করব اِنۡ شَآءَ اللہ। **আল্লাহ পাক** নফস শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে সফলতা দান করবেন, আর জীবন হওয়ার পরিবর্তে অধিক সহজ হবে। মনে রাখবেন! সবসময় আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করার দ্বারা আল্লাহ পাক খুশি হন এবং নেয়ামত সমূহে অধিক বরকত হয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটি অনেক বড় দূর্ভাগ্য যে, যার সকল নেকী তার পরিবার পরিজনরা নিয়ে নিবে এবং সে নিজে কাঙ্গাল হয়ে পরে থাকবে। সুতরাং সময় ও সুযোগকে গনিমত মনে করে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাওয়া উচিৎ, **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে নিজের সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করুন, তাদের কোরআনে করীম পাঠ করাও শিখান, অযু ও গোসল, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা ইত্যাদি, ইসলামী আদবও শিখান, তাদের চরিত্রও সজ্জিত করার চেষ্টা করুন, **আল্লাহ পাক** এবং **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা শিখান। আখিরাতের ভাবনা প্রদান করুন, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করান, বিভিন্ন গুনাহ সম্পর্কে বলুন এবং সেই গুনাহ থেকে বিরতও রাখুন।

সেই সময়, যার সম্পর্কে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, যখন সুন্নাতের উপর আমল করা, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এই পথে আসা কষ্টে ধৈর্যধারণ করা অনেক কঠিন হবে। আসুন! এ সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন এবং নিজেকে সুন্নাতের অনুসরন করার চেষ্টা করুন।

সুন্নাতের উপর আমল করা আগুনের কয়লা ধরার ন্যায় হবে

(১) ইরশাদ হচ্ছে: اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اِخْتِلَافِ اُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ অর্থাৎ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধারণকারী হাতের তালুতে আগুনের কয়লা রাখার ন্যায় হবে।

(নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম অংশ, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ অর্থাৎ মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, তাতে নিজের দ্বীনের উপর ধৈর্যধারনকারী আগুনের কয়লা আঁকড়ে ধারণকারীর ন্যায় হবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/১১৫, হাদীস নং-২২৬৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত দ্বিতীয় হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই যুগ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় হবে, যা বর্তমানে শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বীনদার হয়ে থাকা কঠিন। বর্তমানে দাঁড়ি রাখা, নিয়মিত নামায আদায় করা কঠিন হয়ে গেছে। সুদ থেকে বাঁচা তো প্রায় অসম্ভবই হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন: যেমনটি হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা অনেক বড় ধৈর্যশীলের কাজ, তেমনিভাবে সেই সময় একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৭২)

দ্বীনের অনুসারীদের জন্য পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই ব্যাখ্যা তাঁর যুগে করেছিলেন আর এখন তো তা থেকে আরো কয়েক গুণ বেশি নির্বিকতা এবং দ্বীন থেকে দূরত্ব, এই বিষয়টি কেই বা জানে না যে, বর্তমানে যে ইসলামী বোন বোরকা পরিধান করে, শরয়ী পর্দা করে এবং শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যে ইসলামী ভাই শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয পোশাক পরিধান করে, নিজের মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজায়, সুন্নাতের ধারক হয়ে শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুস্বরণ করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে, ঐসকল ইসলামী

ভাই যারা বিশ্বস্ততার সহিত নিজের অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করে সুদ ও ঘুষের উপদ্রব হতে বিরত থেকে হালাল উপার্জন করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, ঐ সকল আশিকানে রাসূল যারা শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে না-জায়িয রীতিনীতি হতে বিরত থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। একদিকে তো সমাজের লোকেরা সেই বেচারাকে বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করে, তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং তাদের সাহস কমানোর চেষ্টা করে থাকে আর অপরদিকে নেক আমল করাতে নফস ও শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নিজেই বিচার করুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মানুষের ভুল হতেই পারে কিন্তু আফসোস! যদি কোন ধর্মীয় এবং দ্বীনের প্রতি আমলকারী ব্যক্তির কোন ভুল হয়ে যায় তবে তা নিয়ে খুবই আস্ফালন করা হয়, অনুরূপভাবে ইসলাম এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারীকে মিডিয়া, স্যোশাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বদনাম করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, যাতে মানুষের মনে তাঁদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে লোকেরা তাঁদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে, তাঁদেরকে গুরুত্ব দেয় না এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংসের উপলক্ষ তৈরী করে। এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে দ্বীনের অনুসারী এবং সালাত ও সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনদের আরো সতর্ক হওয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! সামান্য অসতর্কতাও কখনো কখনো অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, যদি আমরা আসলেই মাদানী কাজ করতে

www.dawateislami.net

চাই, তবে যতক্ষন শরীয়ত আদেশ দিবে না কখনোই কোন সুন্নিকে নিজের প্রতিপক্ষ বানাবো না। আপনার প্রতিটি চলন লোকেরা মনযোগ দিয়ে দেখছে, সুতরাং এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি আঙ্গুল উঠে। তবে সতর্কতার পরও প্রতিবন্ধকতা হলে, লোকেরা কটাক্ষ করলে বা পরিবারের সদস্যরা সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে বাঁধা দিলে তবুও ঘাবড়াবেন না, কেননা যেই কাজে কষ্ট বেশি হয়, তাতে সাওয়াবও বেশি হয়ে থাকে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: সর্বোত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়।

(কাশফুল খফা, ১/১৪১)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনা ফ্যাসাদের সময় আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো তবে তার একশত (১০০) শহীদের সাওয়াব অর্জিত হবে।

(মিশকাতুল মাসবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৫, হাদীস নং-১৭৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত দ্বিতীয় হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কেননা শহীদরা তো একবার তরবারির আঘাতেই পাড় পেয়ে যায়, কিন্তু এই **আল্লাহ পাকের** বান্দারা সারা জীবন মানুষের ভর্ৎসনা ও মুখের আঘাত খেতেই থাকে। **আল্লাহ পাক ও রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিতে সবই সহ্য করে থাকে। তাদের জিহাদ হলো জিহাদে আকবর (নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ), যেমন এই যুগে দাঁড়ি রাখা, সুদ থেকে বাঁচা ইত্যাদি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৭৩)

প্রকাশ্যে বন্ধু, গোপনে শত্রু

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আগামী যুগে মাথা উত্তোলনকারী ফিতনা সমূহ সম্পর্কে একটি হাদীস শরীফে রয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শেষ যুগে কিছু এমন লোকও থাকবে, যারা প্রকাশ্যে বন্ধু এবং ভেতরে ভেতরে শত্রু হবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে? ইরশাদ করলেন: (নিজের দুনিয়াকে উত্তম বানানোর জন্য) একে অপরের প্রতি ধাবিত (লোভ) এবং একে অপরের প্রতি ভয়ের কারণে হবে।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/২৪৪, হাদীস নং-২২১১৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন লোক (বের) হবে, যারা নিজের নেকী সমূহ প্রকাশ করা পছন্দ করবে, যাতে লোকেরা তাদের বাহবা করে। একাকী হয়তো আমল করবেই না বা করলেও তা সাধারণ ভাবে। (তিনি আরো বলেন:) সেই লোকদের মনে **আল্লাহ পাকের** ভয়, **আল্লাহ পাকের** প্রতি আশা থাকবে না বা কম থাকবে, মানুষের ভয়, মানুষের প্রতি আশা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। এই মহান বাণীতে ওলামা, ইবাদতকারী, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন, দানশীল ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভূক্ত। প্রতিটি আমল একনিষ্টতাতেই কবুল হয়। এতে তারাও অন্তর্ভূক্ত যারা মানুষের সাথে প্রকাশ্যে ভালবাসবে এবং তাও কোন উদ্দেশ্যে, যখন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে বন্ধুত্বও শেষ হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৪০-১৪১)

আমার জন্য কি আমল করেছো?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! মুসলমানের প্রতিটি কাজ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিৎ, এমনকি যদি কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব করে তাও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং শত্রুতা পোষণ করলে তাও **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ।

বর্ণিত আছে: **আল্লাহ পাক** একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন: অমুক যাহিদকে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা অবলম্বনকারী) বলে দিন যে, তোমার দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা অবলম্বন করা নিজের নফসকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য এবং সবার থেকে আলাদা হয়ে আমার সাথে সম্পর্ক রাখা এটা তোমার সম্মানের জন্য, তোমার প্রতি আমার যা কিছু হক রয়েছে, তার বিনিময়ে কি আমল করেছো। আরয করলো: হে **আল্লাহ!** সেই আমল কি? ইরশাদ করলেন: তুমি কি আমার কারণে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করেছো এবং আমার কারণে কোন অলীর সাথে বন্ধুত্ব করেছো?

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, তাবকাতে আহলে মাশরিক, ১০/৩৩৭, হাদীস নং-১৫৩৮৪)

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, সব ধরনের জায়িয সম্পর্কে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিকেই অগ্রাধিকার দেয়া। যেই সৌভাগ্যবান **আল্লাহ পাকের** জন্য একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের মুবারক হোক, কেননা হাদীসে পাকে বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ লোকেরা পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং **আল্লাহ পাক** তাদের কিয়ামতের দিন একত্রে করে দিবেন, সেই সৌভাগ্যবানরা আরশের পাশে ইয়াকুতের (মূল্যবান পাথরের একটি প্রকার) চেয়ারে থাকবে এবং জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ সম্বলিত জরবজদ

পাথরের কক্ষে তাদের ঠিকানা হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের প্রতিদান

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কারো সাথে **আল্লাহ পাকের** জন্য ভালবাসা পোষণ করে, **আল্লাহ পাকের** জন্য শত্রুত পোষণ করে এবং **আল্লাহ পাকের** জন্যই প্রদান করে আর **আল্লাহ পাকের** জন্যই বারণ করে, সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করে নিলো।

(আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৯০, হাদীস নং-৪৬৮১)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: দুইজন ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণ করলো, একজন পূর্বে, অপরজন পশ্চিমে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাদের উভয়কে একত্র করে দিবেন এবং ইরশাদ করবেন: এটাই সেই (ব্যক্তি) যাকে তুমি আমার জন্যই ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৯২, হাদীস নং-৯০২২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** জন্য ভালবাসা পোষণকারী আরশের আশেপাশে ইয়াকুতের চেয়ারে থাকবে।

(মু'জামু কবীর, ৪/১৫০, হাদীস নং-৩৯৭৩)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ রয়েছে, তার উপর জবরজদের (পান্না) কক্ষ থাকবে, তা এমন আলোকিত হবে যেনো উজ্জল নক্ষত্র। লোকেরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাতে কারা থাকবে? ইরশাদ করলেন: সেই লোকেরা, যারা **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণ করে, একই স্থানে বসে, পরস্পর মিলিত হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮৭, হাদীস নং-৯০০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণ করে, **আল্লাহ পাক** কাল কিয়ামতের দিন তাদের কিরূপ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করবেন। আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে সুবিধা ভোগী এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দুনিয়াবী বিষয়াবলী তো একদিকে, এখন তো দ্বীনি বিষয়াদীতেও লোকেরা নিজের ইচ্ছা এবং নিজের লাভ খুঁজতে থাকে, যেমন; সালামেই কথাই ধরুন, যা **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বরং আবুল বশর হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيۡهِ السَّلَام এরও সুন্নাত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩১৩) কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে অধিকায়শ মানুষই এই সুন্নাতের প্রতি উদাসিন হতে দেখা যাচ্ছে। সাধারণত যার সাথে পরিচয় নেই তাকে তো সালাম করা পছন্দই করা হয় না, যদি কিছু লোক এক স্থানে বিদ্যমান থাকে তবে নতুন আসা ব্যক্তি তার অপর মুসলমান বোনদের ভ্রুক্ষেপ করেই বিশেষ বিশেষ বা পরিচিতজনদের সালাম করে এবং তাও কোন লাভের জন্য।

তবে আমাদের উচিৎ যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা, হোক সে পরিচিত বা অপরিচিত। দৈনিক নিয়মিতভাবে ফিকরে মদীনা করে নেক আমলের রিসালা পূরণ করাও সালামকে প্রসার করা এবং সালামের সুন্নাতের উপর স্থায়ীত্ব পাওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আগামী যুগে মাথা উত্তোলনকারী ফিতনা সম্পর্কে একটি হাদীস শরীফে এই বিষয়টিও বিদ্যমান যে, যুহুদ ও তাকওয়া (দুনিয়া ত্যাগী ও খোদাভীতি) গতানুগতিক ও বানোয়াট হয়ে যাবে।

দুনিয়া ত্যাগী ও খোদাভীতি গতানুগতিক ও বানোয়াট হবে

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষন না দুনিয়া ত্যাগী গতানুগতিক এবং খোদাভীতি বানোয়াট হয়ে যাবে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, হাসান বিন আবী সিনান, ৩/১৪১, হাদীস নং-৩৪৭৩)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: গল্প বর্ণনাকারী ও ওয়াজকারীদের (অর্থাৎ বয়ানকারী) মতোই লোকেরা নেককার লোকেদের দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীতির বর্ণনা একে অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাঁদবে এবং এমন মৌখিক কথা বলবে যা তাদের অন্তরে নেই। (ফয়যুল কদীর, ৬/৫৪৩, ৯৮৫৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের সাথে যুদ্ধের ঘোষণাকারী কে?

হযরত আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কিছু মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতের নিকটে পৌঁছে এর সুগন্ধ গ্রহণ করবে, এর প্রাসাদ এবং তাতে জান্নাতীদের জন্য **আল্লাহ পাকের** প্রস্তুতকৃত নেয়ামত সমূহ দেখবে, তখন ঘোষণা করা হবে: তাদেরকে জান্নাত থেকে ফিরিয়ে দাও, কেননা তাদের জন্য জান্নাতে কোন অংশ নেই। (এই ঘোষণা শুনে) তারা এমন আফসোস সহকারে ফিরবে যে, তাদের মতো আফসোসের সহিত এর পূর্বে আর কেউ ফিরেনি, অতঃপর আরয করবে: হে **আল্লাহ**! যদি তুমি তোমার সাওয়াব এবং তোমার অলীদের জন্য প্রস্তুতকৃত নেয়ামত সমূহ দেখানোর পূর্বেই আমাদেরকে দোযখে

নিক্ষেপ করে দিতে তবে তা আমাদের জন্য বেশি সহজ হতো। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: আমি ইচ্ছা করেই তোমাদের সহিত এরূপ করেছি (এর কারণ হলো) যখন তোমরা একা হতে তখন বড় বড় গুনাহ করে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করতে এবং যখন মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে তখন নম্রতার সহিত সাক্ষাত করতে, তোমরা নিজেদের ঐ অবস্থা দেখাতে যা তোমাদের অন্তরে আমার জন্য থাকতো না, তোমরা মানুষকে ভয় করতে এবং আমাকে ভয় করতে না, তোমরা মানুষকে সম্মান করতে এবং আমাকে সম্মান করতে না, তোমরা মানুষের কারণে মন্দ কাজ করা ছেড়ে দিতে কিন্তু আমার কারণে মন্দ কাজ ছাড়তে না, আজ আমি তোমাদেরকে আমার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি আমার আযাবের স্বাদও গ্রহণ করাবো।

(মু'জামু আওসাত, ৪/১৩৫-১৩৬, হাদীস নং-৫৪৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিতনা থেকে কিভাবে বেঁচে থাকবে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে বর্তমান সময় হলো ফিতনায় পরিপূর্ণ, প্রতিটি বিদায় নেয়া দিনের সাথে সাথেই একটি নতুন ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে, এখন প্রশ্ন হলো যে, আমরা এই ফিতনা থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাবো? তো আসুন! বর্তমান সময়ের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি।

(১) ফিতনা থেকে নিরাপত্তা এবং ঈমানের নিরাপত্তার জন্য উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মুহুর্তে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উত্তম সহচর্য পাওয়ার একটি

অনন্য মাধ্যম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানকে ফিতনা থেকে বাঁচায়, ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা প্রদান করে এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের অনুসারী বানায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে এই পর্যন্ত অসংখ্য লোকের সংশোধন হয়েছে এবং ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা তৈরী হয়েছে।

(২) নিজেকে ফিতনা থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা এতেই নিরাপত্তা।

(৩) বর্তমান সময়ে স্যোশাল মিডিয়া (Social Media) ফিতনা ছড়ানোর একটি ভয়ঙ্কর হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে, ইসলামের শত্রুরা নিজেদের মন্দ উদ্দেশ্য চরিথার্ত করতে এর ভুল ব্যবহার করে খোলামেলাভাবে ইসলামী বিধানাবলী সম্পর্কে উপহাস করছে, স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে মুসলমানকে নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতার চোরাবালিতে টেলে দেয়া হচ্ছে, সুতরাং স্যোশাল মিডিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে এবং নিজের বংশধরকে বিরত রাখুন।

(৪) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মধ্যে মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের) পড়া বা পড়ানোও ফিতনা থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের) বরকতে নেককার ইসলামী বোনদের সংস্পর্শ নসীব হবে, আর শয়তানের অনেক ফিতনা থেকে আমরা হিফযত থাকব।

(৫) ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** দেখা এবং দেখানোর অভ্যাস গড়ুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **মাদানী চ্যানেলই** একমাত্র চ্যানেল যাতে সম্প্রচারিত প্রতিটি অনুষ্ঠান শরীয়ত অনুযায়ীই হয়ে থাকে, মাদানী চ্যানেলে ইশকে রাসূলের সুধা পান করানো হয়, মাদানী চ্যানেলে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষাই দেখানো হয়, মাদানী চ্যানেলে সম্মানিত মনিষীদের আদব শিখানো হয়, সুতরাং নিজও **মাদানী চ্যানেল** দেখুন এবং অপর ইসলামী বোনদেরকেও দেখার উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে "ইসমাদ"। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৭) ✻ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) ✻ ঘুমানোর

সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) ✲ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) ✲ এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ✲ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিকে শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগান এরপর বাম চোখে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান: ১২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাত ও দিনে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাকের** প্রতি দায়িত্ব যে, তিনি তার সেই দিন এবং রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস নং-৯২৮)

কাবে কে বদরূদ দৌজা তুম পে করুরো দরূদ
তৈয়বা কি শামসুদ দোহা তুম পে করূরো দরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা নেকীর প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী ও কাহিনী শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

ইবাদতের জন্য জাগ্রত হওয়ার অনন্য পদ্ধতি

হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পায়ের গোঁড়ালী নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফুলে গিয়েছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এমন অধিকহারে ইবাদত করতেন যে, যদি তাঁকে বলে দেয়া হতো যে, কাল কিয়ামত, তবুও নিজের ইবাদতে আর কিছুই বৃদ্ধি করতে পারতো না (অর্থাৎ তার নিকট ইবাদতে বৃদ্ধি করার জন্য সময়ই ছিলো না)। যখন শীতের দিন আসতো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাড়ির ছাদে শুতেন যাতে শীত তাঁকে জাগিয়ে রাখে এবং যখন গরমের দিন আসতো তখন রুমের মধ্যে আরাম করতেন যাতে গরম ও কষ্টের কারণে ঘুম না আসে (কেননা এসি তো দূরের কথা তখনকার দিনে বৈদ্যুতিক ফ্যানও ছিলো না)। সিজদা করা অবস্থায়ই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইন্তিকাল করেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোয়া করতেন: হে **আল্লাহ পাক!** আমি তোমার সাক্ষাত করাকে পছন্দ করি, তুমিও আমার সাক্ষাত করাকে পছন্দ করো। (ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকিন, ১৩/২৪৭-২৪৮)

মেরী যিন্দেগী বস তেরী বন্দেগী মে,
হি এ্যায় কাশ গুজরে সদা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيۡن নেকী অর্জনের ব্যাপারে কিরূপ আগ্রহ পোষণ করতেন যে, প্রতিটি মুহুর্ত ইবাদতে অতিবাহিত করার পরও **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভীত থাকতেন, আরো নেকী করার চেষ্টায় থাকতেন, শীতের রাতে ছাদে আর গরমে বন্ধ রুমে ইবাদত করতেন যাতে উদাসীনতার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে **আল্লাহ পাকের** স্মরণ থেকে

উদাসীন হয়ে না যায়। উৎসর্গিত হয়ে যান! রাতের ইবাদতের কারণে তাঁদের পায়ের গোঁড়ালী ফুলে যেতো কিন্তু ইবাদতে কোনরূপ কম হতো না, সেই মহাত্ম্যাদের ব্যস এটাই আকাঙ্ক্ষা হতো যে, যতক্ষণ জীবন অবশিষ্ট রয়েছে তাকে গনিমত মনে করে নেকী অর্জন করে নিজের আখিরাতকে উত্তম বানিয়ে নিই। আফসোস! বর্তমানে মানুষের অধিকাংশরই নিজের আখিরাতের কোন চিন্তা নেই, মানুষেরা দিনভর জানিনা কিরূপ গুনাহে লিপ্ত থাকে, যখন রাত হয় তখন পুনরায় নতুন করে গুনাহ করা শুরু হয়ে যায় অতঃপর গুনাহে মগ্ন অবস্থায় উদাসীনতার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ভাবুন তো একবার! আমরা কিভাবে নিজের জীবনের মূল্যবান সময়কে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা এবং অহেতুক কাজে নষ্ট করছি অথচ হাদীসে পাকে মুমিনকে সর্বদা নেকী করা এবং নেকীর লালসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِحۡرِصۡ عَلٰى مَا يَنۡفَعُكَ وَاسۡتَعِنۡ بِاللهِ وَلَا تَعۡجَزۡ অর্থাৎ এতে লোভ করো যা তোমায় উপকৃত করবে এবং **আল্লাহ পাকের** সাহায্য প্রার্থনা করো, অসামর্থ্য হয়ো না।

(মুসলিম, কিতাবুল কদর, হাদীস নং-২৬৬৪, ১০৯৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আল্লামা শরফুদ্দীন নববী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অধিকহারে লোভ করো এবং এর প্রতিদানের লোভও রাখো কিন্তু এই ইবাদতেও নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** নিকট সাহার্য প্রার্থনা করো।

(শরহে নববী, ১৬তম অংশ, ৮/২১৫)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্পদ হলো পরীক্ষা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! অনেক সময় বেশি সম্পদও বান্দার জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়, কিন্তু তা অর্জন করার জন্য যতই কষ্ট করতে হোক না কেন, তার তোয়াক্কা করা হয় না, মানুষ সর্বদা দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় লিপ্ত থাকে, দিনরাত এই প্রেরণার আলোকে নতুন নতুন চিন্তা করতে থাকে যে, কোন কোন পদ্ধতিতে বেশি সম্পদ উপার্জন করা যায়, যদিওবা তা অর্জনের জন্য হারাম উপায়ও অবলম্বন করতে হোক না কেন, ব্যস সম্পদ আসা চাই, হোক তা যেকোন উপায়েই এবং যেকোন স্থান থেকেই। অথচ আমাদের তো ঐ সকল কাজের লালসা করা উচিৎ, যাতে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা, আখিরাতকে উত্তম বানানো এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জামানত থাকবে। **আল্লাহ পাক** ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৩৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও স্বীয় **প্রতিপালকের** ক্ষমা এবং এমন বেহেশতের প্রতি যার প্রশস্তায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায়, যা পরহেযগারদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে।

এই পবিত্র আয়াতের আলোকে সীরাতুল জিনানে লিখা হয়েছে: গুনাহ থেকে তাওবা করে, **আল্লাহ পাকের** ফরয সমূহকে আদায় করে, নেকীর উপর আমল করে এবং সকল আমল সমূহে একাগ্রতা সৃষ্টি করে আপন **রব তায়ালার** ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হও।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২/৫৩)

এভাবে ৫ম পারার সূরা নিসার ১২৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدۡخُلُوۡنَ الۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ نَقِيۡرًا ﴿۱۲۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে ব্যক্তি কিছু সৎ কাজ করবে- পুরুষ হোক কিংবা নারী আর যদি হয় মুসলমান, তবে ওই সব লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে অণু পরিমাণও কম দেয়া হবে না।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই পবিত্র আয়াতের আলোকে বলেন: যদি কোন মানুষ সে পুরুষ হোক বা নারী তার সক্ষমতা অনুযায়ী নেক আমল করে এবং হয় সে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন তবে তার প্রতিদান হলো যে, সে কিয়ামতের পর জান্নাতে যাবে। আমলের হিসেবে তার জান্নাতে মর্যাদা লাভ হবে এবং তার প্রতি তীল পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না যে, সে তো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং বিনা অপরাধে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন করে (অর্থাৎ কমিয়ে) তাকে নিম্ন মর্যাদায় প্রবেশ করানো, এটা কখনোই হবে না। (তাফসীরে নাঈমী, ৫/৪৩৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতবাসীরা নেয়ামতের মজা নিতে গিয়ে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানতে পারলাম! বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন মুমিনদেরকে তাদের উত্তম আমলের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তাদের আলের সমান তাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দেয়া হবে। কোরআনে পাকের অসংখ্য স্থানে জান্নাতিদের অর্জিত

নেয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ নেয়ামতের পরিপেক্ষিতে আল্লাহ পাক ২৭তম পারার সূরা ওয়াকিয়ার ১৫ থেকে ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿۱۵﴾ مُّتَّكِـٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿۱۶﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿۱۷﴾ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿۱۸﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿۲۲﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿۲۳﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

(পারা ২৭, সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ১৫-২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কারুকার্য খচিত আসনসমূহের উপর হবে; সেগুলোর উপর হেলান দিয়ে (বসবে) পরস্পর সামনা সামনি হয়ে। তাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিত করবে চির-কিশোররা কুজা ও জলপাত্র এবং পানপাত্র ও চোখের সামনে প্রবাহমান শরাব নিয়ে; যা দ্বারা না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না তাদের হুশ-জ্ঞানে কোন পার্থক্য আসবে; এবং ফলমূল (নিয়ে), যা তারা পছন্দ করবে; এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে। এবং বড় বড় চোখসম্পন্না হুরেরা; (তারা) যেমন গোপন করে রাখা মুক্তা; পুরস্কার স্বরূপ তাদের কৃতকর্মগুলোর।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! কোরআনে পাকের ঐ সকল পবিত্র আয়াতে জান্নাতিদেরকে প্রদত্ত জান্নাতী নেয়ামত সমূহের কিরূপ বর্ণনা বিদ্যমান যে, জান্নাত বাসীরা জান্নাতের বাগানের মধ্যে সামনা সামনি ভাবে বালিশে হেলান দিয়ে আরামে বসবেন, তাঁর খেদমতে নিয়েজিত গোলামরা শরবতের পান পাত্র ভর্তি ও পান করানোর কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সূর্য উদিত হয়ে তার ডানে বামে

নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, তাদের সামনে প্রবাহিত রয়েছে পবিত্র শরাব, মনোরম খাবার এবং তার দিকে মনোনিবেশ থাকবে, বিশেষকরে জান্নাত বাসীরা জান্নাতে তাদের **প্রতিপালকের** দয়ার মজা ভোগ করবে এবং বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত দ্বারা স্বাদ অনুভব করবে। মনে রাখবেন! জান্নাতে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহ দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে সামান্যতম সাদৃশ্যও থাকবে না। জান্নাতে আল্লাহ পাকের দয়ায় প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মান দুনিয়ার অন্য কোন জিনিসের সাথে তুলনা করা যায় না।

হাদীসে মুবারাকা

আসুন! এবার “**জান্নাত**” সম্পর্কে তিনটি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য সেই নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা না কোন চোখ কখনো দেখেছে, না কোন কান কখনো শুনেছে এবং না কোন মানুষের অন্তরে কখনো এর খেয়াল এসেছে।

(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাতি ও সিফতি নাঈমাহুমা ওয়া আহলুহা, ১১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮২৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: জান্নাতে ১০০টি মর্যাদা রয়েছে, প্রতি দু’টি মর্যাদার মাঝে আসমান ও জমিনে দূরত্বের সমান দূরত্ব রয়েছে এবং ফিরদাউস সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার। তা থেকে জান্নাতে চারটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং এর উপর হচ্ছে আরশ, তো যখন তোমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট প্রার্থনা করবে, তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করো। **(তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল জান্নাতি, হাদীস নং-২৫৩৯, ৪/২৩৮)**

(৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ জান্নাতের এতটুকু জায়গা, যাতে চাবুক রাখা যাবে, দুনিয়া ও যা কিছু এতে বিদ্যমান ঐ জায়গাটা এসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (বুখারী, কিতাবু বাদয়িল হলক, ২/৩৯২, হাদীস নং-৩২৫০)

কিসমত মে গমে দুনিয়া, জান্নাত কা ক্বাবালা হো
তাকদীর মে লেখা হো জান্নাত কা মজা করনা।

(সা'মানে বখশিশ ৫৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরকে নিজের ক্ষমা ও মাগফিরাত করানো এবং নিজেকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বানানোর জন্য এমন কাজ করা উচিৎ, যাতে আমাদের আখিরাতের উপকার হয়, কিন্তু আফসোস! দুনিয়ার ভালবাসা এবং আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসিনতার কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশই ইবাদতের আগ্রহ থেকে অনেক দূরে এবং গুনাহের লালসায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যুবকরা ঘন্টার পর ঘন্টা স্মার্ট ফোনে ভিডিও গেইমস তো খেলেই, আজগুবি আজগুবি ভিডিও ও গান শুনতে তো প্রস্তুত কিন্তু নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে কয়েক মিনিটের জন্য মসজিদের দিকে যাওয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায়, ঘন্টার পর ঘন্টা রিমোট হাতে নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে সিনেমা দেখতে সময় পেয়ে যায় কিন্তু ইলমে দ্বীন শিখার জন্য ১০০ ভাগ ইসলামীক চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** দেখাতে শয়তান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিদিন হাজারো লাইন সমৃদ্ধ খবরের কাগজ পাঠকারীরা অনেকদিন যাবৎ কোরআনে করীমের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করার সময় পায়না, খারাপ বন্ধুদের সহচর্যে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের সময় নষ্টকারীরা শুধুমাত্র সাপ্তাহে একদিনও কয়েক

মিনিটের জন্য উম্মতে মুসলিমাকে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী মাদানী দাওরায় অংশগ্রহনের জন্য প্রস্তুত হয়না। কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্যোশাল মিডিয়া এবং নাইট প্যাকেজের আওতায় ঘন্টার পর ঘন্টা নষ্টকারীদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় বা ইলমে দ্বীনে সমৃদ্ধ মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলে তবে তাদের ঘরের কাজের কথা মনে পরে যায়।

মনে রাখবেন! উদাসিনতা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিনতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়, মৃত্যুর বার্তা আসার পূর্বে এবং আমরা এই দুনিয়াকে সর্বদার জন্য ছেড়ে অন্ধকার কবরে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বেই আমাদের অবশিষ্ট জীবনকে গনিমত মনে করে দুনয়িার সাজ-সজ্জা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নেক আমলে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। আসুন! দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা এবং আখিরাতের চিন্তায় লিপ্তদের একটি নসিহত মূলক ঘটনা শ্রবণ করি।

এক বিস্ময়কর গোত্র

বর্ণিত আছে: হযরত যুলকারনাঈন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে, তাদের নিকট দুনিয়াবী কোন মালামাল ছিলো না, তারা অনেক কবর খনন করে রেখেছিলো, সকালের সময় সেখানে পরিষ্কার করতো, নামায পড়তো অতঃপর শুধুমাত্র সবজি খেয়েই পেট ভরে নিতো, কেননা সেখানে কোন প্রাণিই ছিলো না যে, যার মাংস খাবে। হযরত যুলকারনাঈন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাদের এই সাধাসিধে জীবন ধারন দেখে খুবই আশ্চার্য হলেন, সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাদের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি তোমাদেরকে এমন

অবস্থায় দেখেছি যে, এরূপ আর কোন জাতিকে দেখিনি, এর কারণ কি? সর্দার এই প্রশ্নের বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলে বললেন: আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমাদের নিকট দুনিয়াবী কোন জিনিস নেই, তোমরা সোনা ও রূপা দ্বারাও উপকৃত হও না! সর্দার বললো: আমরা সোনা ও রূপাকে এই জন্যই মন্দ জানি যে, যার নিকট সামান্য সোনা ও রূপা এসে যায়, সে এরই পেছনে দৌঁড়াতে থাকে। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কবর কেন খনন করে রেখেছো? যখন সকাল হয় তখন তা পরিষ্কার করো এবং সেখানে নামায পড়ো? বললো: এই জন্যই যে, যদি আমাদের দুনিয়ার কোন লোভ এসে যায় তখন কবরগুলো দেখে আমরা এ থেকে বিরত থাকি।

হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাঈন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের খাবার শুধু জমির সবজি কেন? তোমরা প্রাণী কেন পোষ না যাতে তাদের দুধ সংগ্রহ করতে পারো, তাদের উপর আরোহন করতে পারো এবং তাদের মাংস খেতে পারো? সর্দার বললো: এই সবজি দিয়েই আমাদের চলে যায়, মানুষের জীবন অতিবাহিত করার জন্য সামান্য কিছুই যথেষ্ট, তাও আবার কণ্ঠনালির নিচে গিয়ে সবকিছুই তো এক হয়ে যায় আর স্বাদ তো পেটে অনুভব হয়না।

হযরত সায়্যিদুনা যুলকারনাঈন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তার বুদ্ধিসূলভ কথা শুনে বললো: আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে আমার পরামর্শকারী বানিয়ে নিবো এবং আমার সম্পদেরও অংশ দিবো। কিন্তু সে অপারগতা প্রকাশ করলো যে, আমি এই অবস্থাতেই খুশি।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৭/৩৫৩-৩৫৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাকের** এরূপ নেককার বান্দাও হয়ে থাকে, যারা দুনিয়াবী জিনিসের কোন চিন্তা করেন না, যারা সাধারণ খাবার দিয়েই পেট ভরে নেন, যারা নেক কাজ করাতে লিপ্ত থাকেন এবং যারা দুনিয়াবী পদের প্রতি আকৃষ্ট হন না। কিন্তু যারা মন্দ কাজের লোভ রাখে এবং এরই অন্বেষণে লিপ্ত থেকে বিভিন্ন কামনা লালন করে, তারা সেই কামরায় লিপ্ত হয়ে নিজের জীবনের মূল্যবান মুহুর্তগুলো **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা এবং গুনাহে নষ্ট করতে থাকে এবং তাদের কামনার পাত্র কখনো ভরে না।

কামনার পাত্র

একজন প্রভাব প্রতিপত্তি সমৃদ্ধ বাদশাহ ছিলো। তার নিজের মহান সাম্রাজ্য, সোনা ফলানো জমি, স্বর্ণ ও জহরতের ভান্ডারের প্রতি গর্ব ছিলো। বহুদিনের পরিশ্রমে সে তার ক্ষমতাকে এমনভাবে শক্তিশালী করে নিয়েছে যে, এখন তার কোন শত্রুর ভয় ছিলো না। একবার সে তার সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বের হলো। উজির এবং কিছু সভাসদ ছাড়াও সিকিউরিটি গার্ডরাও সাথে ছিলো। বাদশাহের শহরে চক্কর দেয়া খুবই পছন্দ ছিলো। প্রভাব প্রতিপত্তি সহকারে কিছু গরীবকে সাহায্য করার সুযোগও পেয়ে যেতো। ফিরার সময় মহলের নিকটে সে একজন ফকিরকে দেখতে পেলো, যে পুরনো কাপড় পরিধান করে একদিকে খুবই উদাসিনভাবে বসে আছে। বাদশাহ নম্র ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলো, যাতে আমি তা পূরণ করতে পারি। ফকির হেসে দিলো। বাদশাহ একটু কঠোর ভাষায় বললো: এতে হাসির কি আছে? তোমার চাহিদা বলো, আমি তোমাকে

এখনি মালামাল করে দিবো। ফকির বললো: বাদশাহ সালামত! উপস্থাপন তো আপনি এমনভাবে করছেন, যেনো আমার সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবেন? এবার বাদশাহ অসন্তুষ্ট হয়ে বললো: নিশ্চয় আমি তোমার সকল কিছুই পূরণ করতে পারবো, আমি খুবই ক্ষমতাশালী বাদশাহ, তোমার কোন চাহিদা এমন নয় যা আমি পূরণ করতে পারবো না। ফকির তার ঝুড়ি থেকে ভিক্ষা করার একটি পাত্র বের করলো এবং বললো: যদি আপনার সম্পদের প্রতি এতই গর্ব তবে এই পাত্রটি পূর্ণ করে দিন। বাদশাহ আশ্চার্য হয়ে পাত্রটি দেখলো, তা কালো রঙের সাধারণ একটি কাঠের খালি পাত্র ছিলো। তিনি ইঙ্গিত করে একজন উজিরকে কাছে ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন: এই পাত্রটি স্বর্ণ এবং আশরাফী দিয়ে পূর্ণ করে দাও, এই ফকিরও কি মনে করেছে যে, কিরূপ দানশীল বাদশাহের সাথে পাল্লা দিলো! উজির আদেশ পালন করে কোমড়ে বাঁধা আশরাফীর থলে খুললো এবং পাত্রে ঢেলে দিলো। কিন্তু মুদ্রাগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো। উজির আশ্চার্য হয়ে পাত্রটিতে উঁকি মেরে দেখলো, অতঃপর আরো একটি থলে খুললো এবং পাত্রে ঢেলে দিলো। এইবারও মুদ্রাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো, বাদশাহের ইঙ্গিতে উজির সিপাহীদের পাঠালো যে, মহলে রাখা আশরাফীর কয়েকটি থলে নিয়ে আসবে। সেই থলেগুলোও শেষ হয়ে গেলো কিন্তু পাত্রটি তেমনি খালিই রয়ে গেলো। এবার বাদশাহের চেহারা লালচে হয়ে গেলো, তিনি রাগান্বিত ভাবে উজিরকে বললেন: আরো থলে আনিয়ে নাও, যা কিছু আছে এই পাত্রে ঢেলে দাও, এটি যেকোন ভাবেই পূর্ণ করা চাই। উজির তাই করলো। দুপুর হয়ে গেলো কিন্তু পাত্রটি পূর্বের ন্যায় খালিই রয়ে গেলো, কেননা যা কিছুই পাত্রে

ঢালা হতো, তা দ্রুতই অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং পাত্রটি তেমনই খালি রয়ে যেতো। অবশেষে সন্ধ্যা হতে লাগলো তখন বাদশাহের চেহারায় অসহায়ত্ব দেখা দিলো, চিন্তিত অবস্থায় তিনি অগ্রসর হয়ে ফকিরের হাত ধরে নিলেন, দৃষ্টিকে নত করে তার থেকে ক্ষমা চাইলেন এবং আরয করলেন: হে **আল্লাহ**র বান্দা! এবার তুমিই বলো, এই পাত্রে এমন কি আছে, যাতে তা ভরছেই না? ফকির নম্রভাবে উত্তর দিলো: এতো কোন বিশেষ গোপনীয় কিছু নেই, আসলে এই পাত্রটি মানুষের কামনা দ্বারা বানানো হয়েছে। মানুষের কামনা কখনোই পূরণ হয় না, যতই দাও, কামনার পাত্র সর্বদা খালিই থাকবে এবং সর্বদাই আরো চাইবে। (লোভ, ১৭২-১৭৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই মানুষ যতই ধনী হোক না কেন বা এক এক পয়সার মুখাপেক্ষী হয়ে একেবারেই গরীব হয়ে যাক না কেন কিন্তু তার কামনার পাত্র কখনোই পূর্ণ হয় না, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হতে দেখা যায় না এবং তাদের কামনার বৃক্ষে নতুন নতুন ডালপালা জন্মাতে থাকে। উন্নত ঘর, সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশন বাংলো, দামী ফার্নিচার, চকচকে দামী গাড়ি, ফ্যান্সি কাপড়, চাকর বাকর ওয়ালারাও আরো কিছু হওয়া উচিৎ এই কামনায় থাকে।

কেউই নিজ উপার্জনে সন্তুষ্ট নয়

বর্ণিত আছে: এক বুযুর্গ ছিলো, যিনি মুস্তাজাবুত দাওয়াত ছিলেন। (অর্থাৎ যার দোয়া কবুল হতো, তাঁর খেদমতে এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের অভাবের জন্য কান্না করতে করতে বললো: জনাব!

আমার ঘরে চারজন লোক আছে খাওয়ার, আর আমার আয় মাসে মাত্র পাঁচ হাজার (৫০০০) টাকা, যা দিয়ে আমার ব্যয় সংকুলান হয় না, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যে, আমার আয় যেনো কিছু বৃদ্ধি পায়। তিনি দোয়া করে দিলেন। অতঃপর এক দোকানদার এলো এবং আরয করলো: জনাব! আমার বাড়িতে খাওয়ার লোক চারজন আর উপার্জনকারী আমি একা, আমি মাসে দশ হাজার (১০০০০) পাই, আমার ব্যয় কুলায় না, আয় বৃদ্ধির জন্য দোয়া করে দিন। যখন সে চলে গেলো তখন এক ব্যবসায়ী এলো এবং অনুরোধ করলো: জনাব! আমার পরিবারের সদস্য চারজন এবং আমার মাসিক আয় মাত্র ৫০ হাজার টাকা, খরচ সামলানো যায় না, সুতরাং আমার জন্য দোয়া করুন। সেই বুযুর্গ উপস্থিতিদের বলতে লাগলেন: মনে হয় আমাদের মধ্য থেকে কেউই নিজের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট নয়, যদিওবা প্রত্যেকেই অপরের চেয়ে বেশি পায়, যদি মানুষ নিজেকে দুনিয়ায় খুশি এবং আখিরাতে সফল রাখতে চায় তবে তার জন্য আবশ্যক যে, যা কিছুই **আল্লাহ পাক** তাকে দিয়েছে, তার উপর তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকা, এর বরকতে **আল্লাহ পাক** তাকে আরো দিবেন। (লোভ, ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা)

রহি সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা তুরি সি রুজি পর,
আতা হো দৌলত সবর ও কানাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৩২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই আজকাল অনেক লোকের আমলের অবস্থাও কিছুটা এমন, যদি কেউ ২০ হাজার পায় তবে ৩০ হাজারের কামনা করে, কেউ ৩০ হাজার পায় তবে সে ৫০ হাজারের

স্বপ্ন দেখে, যখন কারো সাথে সাক্ষাত হয় তখন মুখে এটাই থাকে: **"দোয়া করবেন! রিযিকে যেনো বরকত হয়ে যায়, ব্যবসা বাণিজ্য ভাল হয়ে যায় ইত্যাদি।"**

মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং লোভী মানুষ কখনোই খুশি হয় না, তাকে দুনিয়ার সকল সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধাও যদি দেয়া হয় তবু তার লোভ আরো বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আদম সন্তানদের নিকট স্বর্ণের একটি উপত্যাকা থাকে তবে চাইবে যে, তার নিকট দু'টি উপত্যাকা হোক এবং তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না এবং যে **আল্লাহ পাকের** নিকট তাওবা করে তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করেন।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২২৯, হাদীস নং- ৬৪৩৯)

নফস ও শয়তান হো গেয়ী গালীব - উন কে জুঙ্গল সে তো ছোঁড়া ইয়া রব!
নিম জাঁ করদিয়া গুনাহো নে - মরযে আ'সিয়া সে দে শিফা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! দুনিয়ার ভালবাসা হলো শয়তানের এমন একটি ফাঁদ, যাতে ফেঁসে মানুষ নেককাজ থেকে দূরে সরে যায়, প্রথমে মুস্তাহাব থেকে দূরে সরে যাবে অতঃপর সুন্নাত থেকে উদাসিন হবে, এরপর ফরয ও ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং গুসাহের লোভে লিপ্ত হয়ে এই নশ্বর দুনিয়ার ভালবাসায় বিভিন্ন স্বপ্ন দেখতে থাকবে, দুনিয়াবী কাজে বেশি ব্যস্তদের যখন প্রকাশ্য চোখ বন্ধ হবে অর্থাৎ মৃত্যু আসবে তখন সমস্ত স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যাবে, কেননা যদি সে দুনিয়ার বাস্তবতা জেনে নিতো তবে কখনোই

এতে মন লাগাতো না কিন্তু সেই সময় আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর লোভ বৃদ্ধির উপায়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের কামনা এটাই হওয়া উচিৎ যে, আহ! আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের হয়ে যাক। আহ! আমাদের অন্তরে আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি হোক। আহ! দীর্ঘ আশা করার অভ্যাস দূর হয়ে যাক এবং আহ! আমাদের গুনাহের লোভ শেষ এবং নেকীর লোভ সৃষ্টি হয়ে যাক। আসুন! নেকীর প্রেরণা পেতে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যার উপর আমলের বরকতে আমাদের অন্তরে নেকীর লোভ সৃষ্টি হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

(১) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন!

নেকীর লোভ সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি হলো যে, গুনাহের লোভ থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করা, কেননা দোয়া মানুষকে বিপদ এবং কষ্ট থেকে বাঁচায় এবং দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ দোয়া মুমিনের হাতিয়ার স্বরূপ। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ২/২০১, হাদীস নং-১৮০৬) আপনিও এই হাতিয়ারকে লোভের বিপরীতে ব্যবহার করুন এবং লোভ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করুন, শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ধন

সম্পদ এবং গুনাহের লোভ থেকে বাঁচা ও নেকী করার ইচ্ছা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে আরয করতেন:

তাজ ও তাখত ও হুকুমত মত দে - কসরতে মালও দৌলত মত দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) দৈনিক কিছু না কিছু নেকী করার লক্ষ্য বানিয়ে নিন!

নেকীর লোভ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিদিন ফরয সমূহের পাশাপাশি কোরআ পাকের তিলাওয়াত, যিকির ও অযিফা এবং অন্যান্য নেক আমল করার অভ্যাস বানিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে নেকীর কাজে আরো আগ্রহ সৃষ্টি হবে। নিজের আখিরাতকে উত্তম বানাতে আমাদের প্রতিদিন কিছু না কিছু নেক আমল করার লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া উচিৎ, যাতে নেক আমলের অভ্যাস পোক্ত হয়ে যায়। এর একটি সহজ পদ্ধতি এটাও যে, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নেক আমলোর রিসালা পূরণ করা।

اَلْحَمْدُ لِله মাদানী ইনআমাত প্রতিদিন নেকী অর্জনের ঐ মহান উপায়, যার মাধ্যমে সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নেকী করার অসংখ্য সুযোগ অর্জিত হয়। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরাও প্রতিদিন নেক আমল করার একটি লক্ষ্য বানিয়ে তার উপর আমল করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করতেন এবং লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার পরও ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন।

হযরত আমীর বিন আব্দে কায়েস رَحْمَةُ الله عَلَيْه তাঁর যুগের আবিদদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি নিজের উপর এই

বিষয়টি আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায পড়বো, সুতরাং তিনি ইশরাক থেকে শুরু করে আসর পর্যন্ত (দিনের অধিকাংশ সময়) নফল নামাযে লিপ্ত থাকতেন, অতঃপর যখন ঘরে ফিরে আসতেন তখন তার পায়ের গোঁড়ালী এবং পা ফুলে যেতো, এমন মনে হতো যে এখনি ফেটে যাবে। এত ইবাদত করার পরও তাঁর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে, নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধকারী নসফ! তোমাকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, **আল্লাহর** শপথ! আমি এতো নেক আমল করবো যে, তুমি এক মুহুর্তের জন্যও অবসর পাবে না এবং তুমি বিছানা থেকে একেবারেই দূর হয়ে যাও, আমি তোমায় সর্বদা আমলে লিপ্ত রাখবো। (উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১৫৪)

মেরী যিন্দেগী বস তেরী বন্দেগী মে - হি এ্যায় কাশ গুযরে সদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০৬)

(৩) বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করুন!

নেকীর লোভ সৃষ্টি করার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن চরিত্র অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার অভ্যাস গড়ে নিন, اِنْ شَآءَالله এর বরকতে নেকীর প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং এই পথে আসা কষ্ট সমূহ সহ্য করার সাহস সঞ্চয় হবে। এই নেককার মনিষীরা সাধারণ লোকেদের ন্যায় নিজেধের দুনিয়া সজ্জিত করার চিন্তায় লিপ্ত থাকতো না বরং তারা তো সর্বদা নিজের আখিরাত সজ্জিত করার চিন্তায় থাকতেন এবং এই কারণেই তাঁদের প্রতিটি মুহুর্ত নেকীতে অতিবাহিত হতো। আসুন! এই নেক লোকদের নেক আমল সমূহের লোভের ঘটনা শ্রবণ করি।

অন্তিম মুহুর্তে কোরআনের তিলাওয়াত

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীবনের শেষ মুহুর্তে কোরআনে পাক পাঠ করছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এই সময়েও তিলাওয়াত? বললেন: আমার আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে তাই দ্রুত এতে কিছু বৃদ্ধি করছি। (সৈয়্যদুল খাতির লিইবনে জাওযী, ২২৭ পৃষ্ঠা)

ইবাদতের মিষ্টতা

বর্ণিত আছে: কিছু লোক আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে অসুস্থতায় দেখার জন্য উপস্থিত হলো, যাদের সাথে একজন শুকনো যুবকও ছিলো। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে যুবক! আমি তোমাকে এত দূর্বল কেন দেখছি? সে আরয করলো: আমীরুল মুমিনীন! কিছু অসুস্থতার কারণে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তোমায় **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তা সত্যি করে বলো। সে বললো! হে মুমিনদের আমীর! আমি যখন দুনিয়াবী চাকচিক্য দেখি তখন তা স্বাদকে নষ্টকারী হিসেবে পাই, আমার দৃষ্টিতে এর উজ্জলতা এবং মিষ্টতা কমে গেছে, এর স্বর্ণ এবং পাথর একই হয়ে গেছে, এখন আমার অবস্থা এমনই যে, **আল্লাহর** আরশ দেখছি, মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে যেতে দেখছি, ব্যস এই কারণেই দিনে রোযা রাখি আর রাতে ইবাদত করি, তবুও আমার এই আমল **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে প্রদত্ত সাওয়াব ও আযাবের জন্য অনেক কম অনুভব করি। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ৫/১৪৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের বুযুর্গ ও আমরা!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ** ওয়ালাগণের জীবনের উদ্দেশ্য এটাই হয় যে, অধিকহারে ইবাদত করে **আল্লাহ পাককে** সন্তুষ্ট করা এবং নিজের আখিরাতকে সজ্জিত করা। নিঃসন্দেহে এই মনিষীরা হালাল রিযিকের জন্য ব্যবসাও করতেন কিন্তু তাঁদের রাত আমাদের মতো অহেতুক কাজে নষ্ট হতো না বরং এই নেক মনিষীরা তো সারা রাত ইবাদত ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। এই **আল্লাহ** ওয়ালারা তো নিজের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত নেকী অর্জনের চিন্তায় থাকতেন আর অনেক লোক এমনও রয়েছে যারা নিজের সারা জীবন উদানিসতায় অতিবাহিত করে বৃদ্ধকালেও নেকীর প্রতি ধাবিত হয় না, এই **আল্লাহ** ওয়ালারা তো নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতেন যে, কখনোই তাঁদের তাকবীরে উলা ছুটতো না আর নির্বোধ লোকেরা তো মাসের পর মান মসজিদের দিকে মুখও করে না, অনেকে তো সাপ্তাহে একবার জুমার নামায বা বছরে দুই ঈদের নামাযের জন্য হলেও পরিপাটি হয়ে মসজিদে এসে যায় কিন্তু অনেক দূর্ভাগাকে তো এই সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত থাকতে দেখা যায়। **আল্লাহ** ওয়ালারা তো **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের এমন প্রেমিক হতেন যে, তাঁদের প্রত্যেকটি আমল সুন্নাত অনুযায়ী হতো আর কিছু নির্বোধ মুসলমান ফ্যাশনের প্রেমিক হয়ে দুনিয়া রঙ তামাশায় লিপ্ত হয়ে যায়, **আল্লাহ** ওয়ালারা তো শুধু নিজে নেকী করতেন না বরং অপরকেও নেকীর দাওয়াত দিতেন আর অনেক লোক না তো নিজে গুনাহ থেকে বিরত থাকে বরং অপরকেও গুনাহের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, **আল্লাহ** ওয়ালারা ইসলামের জন্য নিজের প্রাণ ও মাল, পরিবার

পরিজনকে কোরবানী দিয়ে **আল্লাহ পাকের** পথে সফর করে আর আমরা নিজের সময় কোরবানী দিয়ে ইসলামী শিক্ষা শিখার চেষ্টাও করি না।

মনে রাখবেন! অতি শীঘ্রই মরতে হবে, অন্ধকার কবরে নামতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। সুতরাং নিজের নিশ্বাসকে গনিমত মনে করে উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হওয়া উচিৎ এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেকীতে লিপ্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ইলমে দ্বীন শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে নেকী করার অসংখ্য সুযোগ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিয়্যত সম্পর্কীত সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! বয়ান শেষ করার পূর্বে নিয়্যত সম্পর্কে সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات অর্থাৎ নিশ্চয় আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। (বুখারী, ৫/১, হাদীস নং-১) (২) نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামু কবীর, ২/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২) ✲ প্রত্যেক জায়িয কাজে একের অধিক ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, ১০ পৃষ্ঠা) ✲ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভাল নিয়্যত হবে, সাওয়াবও ততবেশি হবে।

✵ নেক আমলে ভাল নিয়্যত হলো যে, মন আমলের দিকে মনযোগী হওয়া এবং সেই আমল **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই করা। (বাহারে শরীয়ত, ১০ পৃষ্ঠা) ✵ নিয়্যত মনের ইচ্ছাকে বলা হয়, অন্তরে নিয়্যত থাকলে তবে মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম। (বাহারে শরীয়ত, ১০ পৃষ্ঠা) ✵ নিয়্যত দ্বারা ইবাদতকে একে অপরের থেকে আলাদা করা বা ইবাদত এবং অভ্যাসের মাঝে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১১ পৃষ্ঠা) ✵ অন্তরে নিয়্যত না থাকাবস্থায় মুখে নিয়্যতের শব্দাবলী উচ্চারণ করে নিলে নিয়্যত হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১০ পৃষ্ঠা) ✵ নিয়্যতের অভ্যাস গড়তে এর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে একাগ্রতার সহিত প্রথমে নিজের মানসিকতা বানাতে হবে। (সাওয়াব বৃদ্ধি উপায়, ৩ পৃষ্ঠা) ✵ হযরত নুআইম বিন হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমাদের পিঠে চাবুকের মার খাওয়া আমাদের জন্য ভাল নিয়্যত করা থেকে সহজ। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ২৫ পৃষ্ঠা) ✵ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: বান্দাকে ভাল নিয়্যতের কারণে সেই নেয়ামত প্রদান করা হবে, যা ভাল আমলেও প্রদান করা হতো, কেননা নিয়্যতে লৌকিকতা হয়না।

(জাহান্নামে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১৫২ পৃষ্ঠা)

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) ও ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**সুন্নাত ও আদব**” আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজার বার (১০০০) দরূদ শরীফ পাঠ করলো, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩৬২, হাদীস নং- ২৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوۡبُوۡا اِلَى الله! اُذۡكُرُ الله! ,صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنۡ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করা সম্পর্কে আয়াতে মুবারাকা ও হাদীসে মুবারাকা এবং ঘটনাবলী ও কাহিনী শ্রবণ করবো। প্রথমেই একটি শিক্ষামূলক কাহিনী শ্রবণ করি।

যেমন কর্ম তেমন ফল

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার নসিহত ও শিক্ষনীয় মাদানী ফুলে পরিপূর্ণ কাহিনী সম্বলিত খুবই সুন্দর একটি কিতাব "**যেমন কর্ম তেমন ফল**" এ লিপিবদ্ধ রয়েছেঃ দু'জন আপন বোন তাদের নিজের সন্তানদের সম্পর্ক পরস্পর মিলে পাকাপাকি করলো, মেয়ের দৃষ্টি শক্তি সামান্য ক্ষীণ ছিলো, যার কারণে সে চশমা পড়তো। কিছুদিন পর দু'বোনের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো, বিষয়টি এতটুকু গড়ালো যে, এক বোন অপর বোনকে বলতে লাগলোঃ আমি আমার সুস্থ সবল ছেলের বিয়ে তোমার অন্ধ মেয়ের সাথে দিতে পারবো না। একথা শুনে অপর বোনের মনে যেন তীরের বর্ষন হয়ে গেলো, দোষ বেরকারীনি আর কেউ নয় তারই আপন বোন, যাই হোক বিদ্রুপ প্রদানকারীনি আত্মীয়তা ভেঙ্গে দিলো। অপরদিকে যখন সে বাড়ি পৌঁছলো তখন তার মনে পড়লো যে, লোহার পাইপ নীচে বাড়ির আঙ্গিনায় পরে আছে, তা ছাদে রেখে আসি, সে তার সন্তানকেও এই কাজে লাগালো। **আল্লাহ**র ইচ্ছা এমনই ছিলো যে, হঠাৎ লোহার পাইপ তার হাত থেকে ফসকে সোজা ছেলে চোখে গিয়ে লাগলো এবং তার চোখের মনিসহ বাইরে বেরিয়ে এলো, তার মনে কিয়ামত চলতে শুরু করলো এবং তার মনে তারই বোনকে বলা কথা গুলো ঘুরতে লাগলো যে, আমি আমার সুস্থ সবল ছেলের বিয়ে তোমার অন্ধ মেয়ের সাথে দিতে পারবো না, এবার তার নিজের অবস্থার প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো কিন্তু এখন কি লাভ! ছেলের চোখ তো নষ্ট হয়ে গেলো।

(যেমন কর্ম তেমন ফল, ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! যারা ছোট ছোট বিষয়কে ভিত্তি বানিয়ে বিনা কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদের সম্মান ক্ষুন্ন করে এবং তাদের মনে কষ্ট দেয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে তাদের কিরূপ অপমান ও অপদস্ততার সম্মুখীন হতে হয়। আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজ আমাদের সমাজে আত্মীয়তা যেনো কাঁচা সুতার ন্যায় নরম ও সংবেদনশীল হয়ে গেছে, নিজের মানবীয় জিদের কারণে আত্মীয়রা পরস্পর একে অন্যের রক্ত পিপাসু হয়ে গেছে, সামান্য কথায় বিয়ের সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়া হয়, ধনী আত্মীয়দের সাথে সবাই মেলামেশা করা পছন্দ করে কিন্তু বেচারা গরীব আত্মীয়দের খবর নেওয়ার কেউ থাকে না, সন্তান তার পিতামাতার সাথে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে, ভাইদের মাঝে ভালবাসা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপন বোনদের মাঝে পরস্পর লেগেই আছে, আপন ভাই বোনের মাঝে ঘৃণার তুফান বইছে, মানুষ নিজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে খুবই উত্তম ভাবে সাক্ষাত করে কিন্তু যখন তাদেরই কোন আত্মীয় এসে যায় তবে তাকে সালাম করাও পছন্দ করে না অথচ আমাদের আমাদের **রব তায়ালা** আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করার আদেশ ইরশাদ করেছে, যেমনটি ২১তম পারার সূরা রোমের ৩৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ ؕ ذٰلِكَ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

(পারা: ২১, সূরা: রোম, আয়াত: ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে। এটা উত্তম তাদের জন্য, যারা **আল্লাহর** সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।

১ম পারার সূরা বাকারার ৮৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

(পারা: ১, সূর: বাকারা, আয়াত: ৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম ও মিসকিনদের সাথেও।

বর্ণনাকৃত দু'টি পবিত্র আয়াতের আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা বর্ণনা করেছেন তার সারমর্ম মাদানী ফুল আকারে শ্রবণ করি: (১) আয়াতে নিজের আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** করার আদেশ দেয়া হয়েছে। (২) সবচেয়ে বেশি হক হলো পিতামাতার, তাদের সাথে **সদাচরণ** করবে, অবশিষ্ট আত্মীয়দেরকে এর পর। (৩) **যিল কুরবা** হলো সেই লোকেরা, যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক পিতা মাতার মাধ্যমে হয়েছে, তাদেরকে "**যি'রিহম**"ও বলা হয়। (৪) **যি'রিহম** তিন ধরনের: **(এক)** পিতার আত্মীয়, যেমন; দাদা, দাদী, চাচা, ফুফী ইত্যাদি, **(দুই)** মায়ের আত্মীয়, যেমন; নানা, নানী, মামা, খালা। **(তিন)** উভয়ের আত্মীয়, যেমন; আপন ভাই বোন। (৫) **যি'মাহরিমে** যার আত্মীয়তা শক্তিশালী তার হকও বেশি হবে। বোন ভাইয়ের সম্পর্ক চাচা মামাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী সুতরাং প্রথম হক তাদরেই হবে। (তাফসিরে নাঈমী, ১/৪৪৭)

(১) কোন আত্মীয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করবে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আত্মীয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়দের সাথে উত্তম **আচরণ** করার স্তরও পরিবর্তিত হবে। আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা পিতামাতার, অতঃপর

যাদের সাথে সম্পর্কের কারণে বিবাহ করা সর্বদার জন্য হারাম, তাদের মর্যাদা। অতঃপর তাদের পর অবশিষ্ট সকল আত্মীয়, আত্মীয়তার হিসেবে উত্তম আচরণের হকদার হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

(২) আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের ধরণ

মনে রাখবেন! আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, তাদের টাকা ও উপহার দেয়া, যদি তাদের কোন জায়িয বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সেই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে বিনয় ও নম্র **আচরণ** করা। (কিতাবুদ দুররারিল হা'কেম, ১/৩২৩)

(৩) বংশীয় সকলের একতা থাকা উচিৎ

সকল সম্প্রদায় এবং বংশীয়দের একতা থাকা উচিৎ, যদি সে সত্যের উপর থাকে অর্থাৎ সে সত্যের উপর রয়েছে তবে অপরের রিপরীতে এবং সত্য প্রকাশে সবাই ঐক্যমত হয়ে কাজ করুন। (কিতাবুদ দুররারিল হা'কেম, ১/৩২৩) বর্তমান যুগের সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ফোনের মাধ্যমেও মনখুশি করুন।

(৪) আত্মীয়রা চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করা গুনাহ

যখন নিজের কোন (মুহরিম) আত্মীয় কোন কিছু চায় তবে তার চাহিদা পূরণ করুন, তা রদ করে দেয়া (অর্থাৎ সক্ষমতা থাকা স্বত্বেও সাহায্য না করা) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাই হলো। (কিতবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩) (মনে রাখবেন! আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** করা ওয়াজিব

এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতে কাজ)

(৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা মানে এটাই যে, সে ছিন্ন করলেও তুমি জুড়বে

আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা এর নাম নয় যে, সে ভাল ব্যবহার করলে তবে তুমিও করবে, এটি তো আসলে বিনিময় (Reciprocation) করাই হলো, সে তোমার নিকট কিছু পাঠালো, তুমিও তার নিকট কিছু পাঠিয়ে দিলে, সে তোমার বাড়িতে আসলো, তুমিও তার বাড়িতে চলে গেলে। আসলে আত্মীয়দের সাথে সাদচরণ হলো যে, সে ছিন্ন করবে এবং তুমি জুড়বে, সে তোমার থেকে দুরত্ব বজায় রাখতে চায়, অমনযোগিতা প্রদর্শন করে এবং তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হক সমূহ পূর্ণ করো। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সু-ধারণা পোষণ করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত সাতটি মাদানী ফুল খুবই মনযোগ আকৃষ্টকারী, বিশেষকরে সাতটি মাদানী ফুল, যাতে **“অদলবদল”** এর উল্লেখ রয়েছে, সে ব্যাপারে আরয হলো যে, আজকাল সাধারণত এই **“অদলবদল”** ই হচ্ছে। এক আত্মীয় যদি তাকে বিয়ে শাদীতে দাওয়াত দেয়, তবেই সে তাকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, যদি না দেয় তবে সেও দিবে না। যদি সেই জন তাকে বেশি লোকের দাওয়াত দেয় এবং সে যদি তাকে কম লোকের দাওয়াত দেয় তবে তাকে ভালমতো শুনিয়ে দেয়া হয়, অনেক অভিযোগ ও গীবত

হয়ে যায়। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজকাল সমাজে এই পরিবেশও প্রসার লাভ করছে যে, কোন কিছুতে লেনদেনের বেলায়ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে যে, যতটাকা অমুকে দিয়েছে, আমরাও তাই দেবো, অথচ অনেক মূর্খ আত্মীয়ের মৃত্যুতে জানাযার নামাযেও **অংশগ্রহণ** করে না, একে অপরের আনন্দ শোকেও **অংশগ্রহণ** করে না, কেননা ছোট ছোট মনমালিন্যের কারণে এরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে যে আত্মীয় তার এখানে হওয়া কোন অনুষ্ঠানে **অংশগ্রহণ** করে না তবে সেও তার ওখানে হওয়া অনুষ্ঠান বয়কট করে এবং এভাবে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ কেউ আমার এখানে অংশগ্রহণ না করলে তবে তার সম্পর্কে সু-**ধারণা** করার অনেক দিক বের হতে পারে, যেমন; হয়তো সে এমন অসুস্থ হয়ে গেছে যে, আসতে পারেনি, ভুলে গেছে হয়তো, জরুরী কাজ এসে গেছে হয়তো, বা কোন অপারগতা এসে গেছে হয়তো যা ব্যাখ্যা করা তার জন্য কঠিন ইত্যাদি। সে নিজের অনুপস্থিতির কারণ বলুক বা না বলুক, আমাদের সু-**ধারণা** পোষণ করে সাওয়াব অর্জন করা এবং জান্নাতে যাওয়ার উপলক্ষ্য বানাতে থাকা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسۡنُ الظَّنِّ مِنۡ حُسۡنِ الۡعِبَادَةِ অর্থাৎ সু-**ধারণা** উত্তম ইবাদত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮৮, হাদীস নং- ৪৯৯৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের বিভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিপিবদ্ধ করেন: অর্থাৎ মুসলমানের প্রতি সু-**ধারণা** করা, তাদের প্রতি কু-**ধারণা** না করা, এটাও উত্তম ইবাদতের মধ্যে একটি ইবাদত।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২১)

www.dawateislami.net

জান্নাতে মহল সেই পাবে, যে...

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আমাদের কোন আত্মীয় অলসতার কারণে বা যেকোন কারণেই জেনেশুনে আমাদের এখানে না আসে বা আমাদেরকে তাদের ওখানে দাওয়াত না দেয় বরং সে আমাদের সাথে প্রকাশ্যে খারাপ ব্যবহার করে, তবুও আমাদের মনকে বড় করে সম্পর্ক স্থায়ী রাখা উচিৎ। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার এটা পছন্দ হয় যে, তার জন্য (জান্নাতে) মহল বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক, তবে তার উচিৎ, যে তার প্রতি অত্যাচার করে, সে তাকে ক্ষমা করে দিবে যে তাকে বঞ্চিত করে, সে তাকে দান করবে এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে।

(মুস্তাদরিক লিল হাকীম, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১২, হাদীস নং- ৩২১৫)

শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়কে সদকা দেয়া উত্তম সদকা

যাই হোক, কেউ আমাদের সাথে উত্তম **আচরণ** করুক বা না করুক আমাদের তার সাথে ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখা উচিৎ। হাদীস শরীফে রয়েছে: সবচেয়ে উত্তম সদকা হলো, যা অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দেয়া হয়, এর কারণ হলো যে, অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে সদকা দেয়াতে সদকা করাও হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে ভাল ব্যবহার করাও হলো। (মুস্তাদরিক, কিতাবুয যাকাত, ২/২৭, হাদীস নং-১৫১৫) **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে নিজের আত্মীয়দের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বোনের হক আদায় করেনি!

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা মক্কা ও মদীনার যিয়ারত সম্বলিত"** এর ৫৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুজাহিদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলখী বলেন: "খোরাসানের এক অধিবাসী ৬০ বৎসর যাবৎ মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا বসবাস করে আসছিলেন। যিনি অনেক বড় আবিদ, যাহিদ এবং রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, দিনে কোরআনে করীম পাঠ করতেন এবং সারা রাত তাওয়াফ করতেন। একজন নেককার ও সৎ লোকের সাথে সেই খোরাসানী ব্যক্তির বন্ধুত্ব ছিলো। সৎ লোকটি সেই খোরাসানী ব্যক্তিটির নিকট আমানত স্বরূপ দশ হাজার দীনার গচ্ছিত রেখে সফরে চলে গেলেন। সফর শেষে তিনি যখন ফিরে এলেন, জানতে পারলেন যে, তার খোরাসানী বন্ধুটি মারা গেছে। তিনি তার ওয়ারিশের নিকট গিয়ে তার আমানতগুলো চাইলে তারা সেই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। সৎ লোকটি মক্কা শরীফের ফকীহদের ঘটনাটি জানালে তাঁরা বললেন: "আমরা আশা করি যে, মরহুম খোরাসানী ব্যক্তিটি জান্নাতী। আপনি মধ্য রাতের পর যমযম কূপের ভেতরে ঝুঁকে এই কথা বলবেন, 'হে খোরাসানী ব্যক্তি! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম'। তিনি উত্তর দেবেন।" অতঃপর তিনি এমনই করলেন। কিন্তু যমযমের কূপ থেকে কোন উত্তর এলো না। লোকটি আবারও মক্কা শরীফের ওলামাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা সবাই আফসোস প্রকাশ করে বললেন: "হয়তো তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত নয়, জান্নাতী হলে তাঁর রূহটি যমযম কূপের ওখানেই থাকতো। এখন আপনি ইয়ামেনের বরহুত কূপের নিকট গিয়ে পূর্বের ন্যায় বলবেন। সেই কূপটি জাহান্নামের পাশে, সেখানে জাহান্নামীদের রূহগুলো

থাকে।” অতএব, লোকটি ইয়ামেন গেলেন আর বরহুত কূপে গিয়ে ডাক দিলেন: “হে খোরাসানী! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম।” তিনি সেখানে রূহগুলোকে চিৎকার করতে শুনছিলেন। একটি থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কী কারণে আযাবে লিপ্ত?” সে বললো: “আমি অত্যাচারী ছিলাম, হারাম খেতাম, মালাকুল মওত আমাকে এখানে এনে নিক্ষেপ করেছে।” অন্য রূহ বললো: “আমি হলাম, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের রূহ, অত্যাচার করার কারণে আমি এখানে আযাবের মধ্যে আছি।” সেই সৎ লোকটি বলেন: “আমি তৃতীয় আওয়াজ শুনলাম যা ছিলো খোরাসানী বন্ধুটির।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “তুমি এখানে কেন? তুমি তো ইবাদতগুজার বান্দা ছিলে!” খোরাসানীটি বললো: “আমার এক পঙ্গু বোন ছিলো, আমি তার প্রতি উদাসীন ছিলাম এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছিলাম, সে কারণেই আমার সকল ইবাদত নষ্ট হয়ে গেছে আর আমি আযাবে লিপ্ত হয়ে গেছি।” সৎ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো: “আমার আমানত কোথায়?” খোরাসানী বললো: “আমার ঘরের অমুক কোণায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে, গিয়ে নিয়ে নাও।” অতএব সৎ লোকটি খোরাসানীর বাড়িতে এলো এবং সেখান থেকে তার আমানতগুলো বের করে নিলো। এরপর সে খোরাসানীর বোনটির নিকট গেলো এবং তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ করে দিলো, মৃত ব্যক্তির বোনটি খুশি হয়ে গেলো। সৎ ব্যক্তিটি পুনরায় মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এসে যমযমের কূপে গিয়ে ডাক দিলো। মৃত খোরাসানী ব্যক্তিটি উত্তর দিলো: “اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **বরহুত** কূপ থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং এখানে খুবই শান্তি ও আরামে আছি।” (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আত্মীয় বিশেষকরে ভাই বোনের সাথে **সদাচরণ** না করা এবং তাদের হকসমূহের প্রতি **উদাসীনতা** অবলম্বন করা কিরূপ ধ্বংসময়তার কারণ, যার ভয়াবহতার কারণে বান্দার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। বর্ণনাকৃত ঘটনাটিতেও বিশেষকরে ঐ সকল লোকদের জন্য শিক্ষণীয় মাদানী ফুল বিদ্যমান যে, যারা নামায তো নিয়মিত পড়ে, হজ্ব ও ওমরা করার সৌভাগ্যও লাভ করে, **আল্লাহ পাকের** পথে মন খুলে ব্যয়ও করে, অনেক মাদানী কাজ করে, সকাল সন্ধ্যা নেকীর দাওয়াত দিয়েই অতিবাহিত করে, গরীব ও মিসকিনদের কল্যাণেও অগ্রগামী থাকে, নিজের বন্ধু বান্ধবদের জন্য ব্যয় করে, তাদের কল্যাণ চায় এবং মন্দ সময়ে কাজে আসাতেও তার কোন দ্বিতীয়টি হয় না, এরূপ লোক স্বয়ং নিজেও আরাম আয়েশের জীবন অতিবাহিত করে, নিজের সন্তানদেরকেও দামি গাড়ি, বাংলো, স্কুটার, কম্পিউটার, লেপটপ, আইপেড, ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন এবং অন্যান্য আরাম আয়েশের সরঞ্জামাদী দিয়ে থাকে, তাদের মোটা অংকের ফিসও আনন্দচিত্তে দিয়ে থাকে, নিজের সন্তানদের বিবাহেও পানির ন্যায় টাকা খরচ করে, কিন্তু আহ! অভাবী ও নিঃস্ব আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** করা, তাদের চাহিদা পূরণ করা এবং তাদের এটি পছন্দ হয় না। নিঃসন্দেহে এটা ইসলামী শিক্ষার একেবারেই পরিপন্থি। এই ব্যাপারে **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আচরণ আমাদের জন্য আমলের উপযুক্ত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুধ বোনের সাথে কিরূপ দয়াদ্র আচরণ করেছেন। আসুন! এর কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করি।

দুধ বোনের সাথে সদাচরণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত এপ্রিল ২০১৭ ইং **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"** এর ৪৬নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দুধ বোন হযরত শায়মা رَضِىَ اللهُ عَنْهَا এর সাথে এরূপ **সদাচরণ** করেন: (১) তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যান। (সবলূল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩) (২) নিজের মুবারক চাদর বিছিয়ে তাতে বসান এবং (৩) এরূপ ইরশাদ করেন: চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে, সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (দালাইলুন নুবুয়া লিল বায়হাকী, ৫/১৯৯) এই অতুলনীয় দয়াদ্রতার সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো, (৪) এটাও ইরশাদ করেন: চাইলো সম্মান ও মর্যাদা সহকারে আমার নিকট থাকো, (৫) ফিরে যাওয়ার সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনজন গোলাম, একজন বাঁদী এবং একটি বা দু'টি উটও প্রদান করলেন, (৬) যখন জিরানা নামক স্থানে আবারো এই দুধ বোনের সাথে সাক্ষাত হয় তখন ছাগল ও ভেড়াও প্রদান করেন। (সবলূল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫/৩৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের ফাঁদ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! দুনিয়ার ভালবাসা শয়তানের এমন একটি ফাঁদ (Trap) যে, এতে আটকা পরে মহিলারা নেক কাজ থেকে দূর হয়ে যায়, যেমন; প্রথমে তো মুস্তাহাব থেকে দূরে চলে যায়, অতঃপর সুন্নাত থেকে উদাসীন, এরপর ফরয ও ওয়াজিব ছাড়ার অভ্যাস হয়ে যায় অতঃপর ধীরে ধীরে হারাম কাজের অভ্যস্ত

হয়ে যায়। মিথ্যা বলা, গীবত করা, অপরের মনে কষ্ট দেয়া, গান বাজনা শুনা এবং বিভিন্ন ধরনের হারাম ও নাজায়িয কাজে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। এছাড়া এটাও দেখা যায় যে, সাধারণত দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি আপনজনদেরকে ভুলে যায়, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি একনিষ্ট বন্ধুদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি গরীবকে নিকৃষ্ট মনে করে থাকে, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি কৃপন হয়ে যায়, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি অহঙ্কারের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি মাঝে উপদেশ প্রভাব পরে না, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি হালাল ও হারামের পার্থক্য করতে পারে না, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** হকের পাশাপাশি বান্দার হকের প্রতিও উদাসীন হয়ে যায়, দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আপদে লিপ্ত থাকে। মোটকথা দুনিয়ায় অনেক লিপ্ত থাকা ব্যক্তি যদি দুনিয়ার বাস্তবতা জানতো তবে কখনোই এর প্রতি মন লাগাতো না।

কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে করীমায় দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি ২৭তম পারার সূরা হাদীদের ২০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِیْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِی الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِؕ

(পারা ২৭, সূরাঃ হাদীদ, ২০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ জেনে রাখো, দুনিয়াবী জীবন তো শুধু খেলাধুলা, সাজসজ্জা এবং পরস্পরের মধ্যে অহঙ্কার ও গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক চাওয়া মাত্র;

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: এই আয়াতে দুনিয়ার বাস্তবতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে মুসলমানরা এর প্রতি আকৃষ্ট না হয়, কেননা দুনিয়া অনেক কম উপকারী এবং দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এই আয়াতে **আল্লাহ পাক** দুনিয়া সম্পর্কে পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করেছেন: **(১,২)** দুনিয়ার জীবন তো শুধুমাত্র খেলাধুলা, যা কিনা শিশুদের কাজ এবং শুধুমাত্র তাই অর্জন করাতে পরিশ্রম করতে থাকা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। **(৩)** দুনিয়ার জীবন সাজসজ্জা ও আরাম আয়েশের নাম। **(৪,৫)** দুনিয়ার জীবন পরস্পরের মাঝে অহঙ্কার ও গর্ব করার এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে অপরের চেয়ে বেশি চাওয়ার নাম ও যখন দুনিয়ার এই অবস্থা এবং এতে এমন নিকৃষ্টতা বিদ্যমান, তো এতে মন লাগানো এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকার পরিবর্তে ঐ সকল কাজে লিপ্ত থাকা উচিৎ, যা দ্বারা আখিরাতের জীবন সজ্জিত হতে পারে।

(সীরাতুল জিনান, ৯/৭৪০-৭৪১)

দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে কিয়ামতের দিন কিরূপ অপমান ও অপদস্তর সম্মুখীন হতে হবে। আসুন! এ সম্পর্কে দু'টি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি।

নীল নয়না কুৎসিত বুড়ি

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: কিয়ামতের দিন একজন নীল চোখ বিশিষ্ট খুবই কুৎসিত আকৃতি সম্পন্ন বুড়ি যার দাঁত

সামনের দিকে বের হয়ে থাকবে, মানুষের সমানে আসবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে: একে চিনো? লোকেরা বলবে: আমরা একে চেনা থেকে **আল্লাহ পাকের** আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বলা হবে: এই হলো সেই দুনিয়া, যার কারণে তোমরা গর্ব করতে, এর কারণেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, এর কারণেই একে অপরকে হিংসা ও শত্রুতা করতে। অতঃপর তাকে (বুড়ির আকৃতির দুনিয়াকে) দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, সে চিৎকার করবে: হে আমার মালিক! আমার অনুসারীরা এবং আমার দল কোথায়? **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তাদেরকেও তার সাথে করে দাও। (মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৫/৭২, নম্বর- ১২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! যারা দুনিয়ার জন্যই অসংখ্য গুনাহ করেছে, যারা দুনিয়ার জন্যই নেকী থেকে দূরে রয়েছে, যারা দুনিয়ার জন্যই উত্তম আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার জন্যই হিংসা এবং গীবতের ন্যায় গুনাহে লিপ্ত রয়েছে, যারা দুনিয়ার জন্যই মিথ্যা বলা এবং ওয়াদা খেলাফী করছে, যারা দুনিয়ার জন্যই প্রতারণা এবং চুরি করাতে লিপ্ত রয়েছে, যারা দুনিয়ার জন্যই ঘৃণা ও শত্রুতার আগুনে জ্বলছে, যারা দুনিয়ার জন্যই পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে বসেছে, যারা দুনিয়ার জন্যই ফরয ও ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে, যারা দুনিয়ার জন্যই হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করছে না এবং যেই দুনিয়ার জন্যই ভাল এবং নেককার মুসলমান হতে পারেনি, কিয়ামতের দিন এই দুনিয়ার সাথেই এই দূর্ভাগাদেরও আগুনে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। **আল্লাহ পাক** দুনিয়ার

www.dawateislami.net

ভালবাসাকে আমাদের অন্তর থেকে বের করে নামায রোযার ভালবাসা দান করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের ভালবাসা কিরূপ ধ্বংসময়, যা মানুষকে আত্মীয়তা ছিন্ন করতে বাধ্য করে দেয়, সুতরাং এখনো সময় আছে, হুঁশে ফিরে আসা উচিৎ, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নেয়া উচিৎ, সামান্য সামান্য কথায় আত্মীয়দের সাথে অভিমান করার খারাপ অভ্যাসকে নিজের মধ্য থেকে বের করে দেয়া উচিৎ, আত্মীয়দের জন্য নিজের অন্তরে নম্র ভাব রাখুন, আমাদের কোন আত্মীয় যদি আমাদের থেকে ক্ষমা চায় তবে নিজের সম্পদ ও পদের গর্ব না করে তাকে ক্ষমা করে দিতে দেরী না করা উচিৎ, আমারা যদিও লাখপতি বা কোটিপতি হই না কেনো কিন্তু অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সাথে নিজেই অগ্রগামী হয়ে সন্ধি করে আখিরাতের সাওয়াবের ভাগিদার হয়ে যান, তাদের হক সমূহ আদায় করাতে উদাসীনতা অবলম্বন করবেন না, শরীয়তের বিনা কারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা থেকে সর্বদার জন্য সত্যিকার তাওবা করুন এবং এই মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজকে নিজের সবকিছু বানিয়ে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্ধি করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলো

একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করছিলেন, এই সময় তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: ঐ সকল ব্যক্তি যারা আত্মীয়তা ছিন্নকারী, তারা আমার মাহফিল থেকে উঠে যান। এক যুবক উঠে গিয়ে তার ফুফুর নিকট গেলেন, যার সাথে তার কয়েক বৎসরের পুরনো ঝগড়া ছিল। উভয়ে যখন একে অপরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল, তখন ফুফু ঐ যুবককে বললেন: তুমি গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, শেষ পর্যন্ত এরূপ কেন হলো? (অর্থাৎ সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই ঘোষণার হিকমত কী?) যুবকটি উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে এরূপ শুনেছি, "যে সম্প্রদায়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, সে সম্প্রদায়ের উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হয় না।"

(আয যাওয়াজির, ২/১৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আগেকার দিনের মুসলমানেরা কী ধরনের **আল্লাহর** ভয় পোষণকারী ছিলেন। সৌভাগ্যবান যুবকটি **আল্লাহ পাকের** ভয়ে তৎক্ষণাৎ তার ফুফুর কাছে, নিজে উপস্থিত হয়ে মীমাংসার ব্যবস্থা করে নেন। সকলেরই উচিত গভীর চিন্তা করা, বংশের কার কার সাথে সুসম্পর্ক নেই। যখন জানা হয়ে যাবে তখন শরীয়াতের কোন বাধা না থাকলে তৎক্ষণাৎ অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মীমাংসার ব্যবস্থা শুরু করে দিন। যদি নতও

হতে হয়, তবে একমাত্র **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্টির জন্য নত হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** জন্য বিনয় অবলম্বন করে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬, হাদীস নং- ৮১৪০) আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** করার মাদানী মানসিকতা পাওয়ার একটি অনন্য উপায় হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) প্রত্যেক **সদাচরণ** হলো সদকা, ধনীদের সাথে হোক বা গরীবের সাথে। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩১, নম্বর- ৪৭৫৪) (২) যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে **সদাচরণ** করলো, তাকে মুবারকবাদ, কেননা **আল্লাহ পাক** তার বয়স বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (মুস্তাদরিক, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৫/২১৩, হাদীস নং- ৭৩৩৯) ✵ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** করা) ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন (অর্থাৎ বিনা কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা) হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮) ✵ আত্মীয়দের সাথে **সদাচরণ** এরই নাম নয় যে, সে **সদাচরণ** করলেই তুমিও করবে, এটা তো আসলে অদলবদল করাই হলো যে, সে তোমার নিকট কিছু পাঠালো তুমি তার নিকট কিছু

পাঠিয়ে দিলে, সে তোমার এখানে এলো, তুমিও তার নিকট চলে গেলে। আসলে আত্মীয়তার সম্পর্ক এটাই যে, সে ছিন্ন করবে এবং তুমি জুড়বে, সে দূরত্ব চাইবে আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের হক সমূহের প্রতি সচেষ্ট হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)

✲ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিভিন্ন ধরন রয়েছে, তাদের উপহার দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে তার সেই কাজে সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠাবসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে নম্র হওয়া। (কিতাবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩) ✲ আত্মীয়দের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাত করতে থাকুন অর্থাৎ একদিন সাক্ষাত করতে গেলে দ্বিতীয় দিন যাবেন না, কেননা এতে ভালবাসা ও প্রেম বৃদ্ধি পায়, বরং আত্মীয়দের সাথে প্রতি শুক্রবার সাক্ষাত করুন বা মাসে একবার। (কিতাবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩)

✲ সত্য ও জায়িয বিষয়ে বংশীয় ও সম্প্রদায়ের সাথে একতা থাকা উচিৎ অথ্যাৎ যদি আত্মীয় সত্যের উপর থাকে তবে অপরের বিপরীতে এবং সত্য প্রকাশে সবাই একতা থেকে কাজ করুন।

(কিতাবুদ দুরারিল আহকাম, ১/৩২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কোরআন হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতের সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ নসীব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ থেকে জানা গেল যে, দরূদ শরীফ হলো উত্তম নেকী, সকল নেকী দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায় আর এর দ্বারা জান্নাতের দুলহা **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাওয়া যায়। (মিরাতুল মানাজিহ ২ /১০০) এজন্য তো ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন:

হাশর মে কিয়া কিয়া মযে ওয়ার ফাতগী কে লো রযা,
লুঠ জা'ও পাকে ওহ দা'মানে আলি হা'ত মে।

(হাদায়িকে বখশিশ ১০৪)

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

হে রযা! হাশরের ময়দানে **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন আপন আশেক ও অনুসারীদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করবেন তখন ঐ সময় আমার অবস্থা কেমন হবে? ব্যস আমি তো **নূর নবী রাসূলে আরবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দামান আঁকড়ে ধরবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে

সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরবানীর দিন খুবই নিকটেই, সুতরাং আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা তার সংজ্ঞা এবং ফযীলত সমূহ শ্রবণ করব, দূভাগাদের মধ্য হতে কিছু অসৎ ব্যক্তি পশুদের উপর অত্যাচার করে থাকে, তাদের অত্যচারের উদাহরণ সমূহও বর্ণনা করা হবে এবং যে সৌভাগ্যবানরা পশুর উপর দয়া করে এর কি কি ফযীলত রয়েছে তাও তুলে ধরব, কুকুরকে কে পানি করিয়েছে এবং তার ক্ষমা হয়ে গিয়েছে, এই ঘটনাও বর্ণনা করা হবে। **আল্লাহ পাক** যদি চাই, মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব।

কুরবানীর গুরত্ব ও ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে কেমন কেমন নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, ঐ সকল নেয়ামত সমূহ হতে একটি নেয়ামত হলো পশু, মানুষ হালাল পশুর মাংস, দুধ এবং পশম ইত্যাদি দ্বারা অনেক উপকার লাভ করে

থাকে, তাদের উপর নিজেদের প্রয়োজনীয় মালামাল বহন করে এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় নিয়ে যায়, তার মাধ্যমে সফরও সম্পন্ন করা, আর ব্যবসার উদ্দেশ্যে তা বিক্রি করে নিজের হালাল রিযিক অর্জনের মাধ্যমও হয়ে থাকে। বিশেষ করে এই পশুদের থেকে আমরা অনেক উপকার ভোগ করে থাকি, যার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শরীয়ত প্রতি বছর শুধুমাত্র একবার আমাদের থেকে এই দাবী করে যে, ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এই হালাল পশুদেরকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমীর প্রতি আমল করার জন্য কুরবানী করা। সুতরাং কুরবানী ওয়াজিব হওয়াবস্থায় আনন্দচিত্তে শরীয়তের এই বিধানের উপর আমল করে কুরবানী করা উচিৎ, কেননা এতে আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে।

হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে ফাতেমা! উঠো এবং নিজের কুরবানীর পশু নিয়ে এসো, কেননা এর রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়তেই তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (ঘোড়ার আরোহী, ৭ পৃষ্ঠা) এবং কিয়ামতের দিন এর রক্ত ও এর মাংস সত্তর (৭০) গুণ বৃদ্ধি করে তোমার মিযানে (পাল্লায়) রাখা হবে। হযরত আবু সা'ঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এই সুসংবাদ কি শুধুমাত্র **আলে মুহাম্মদের** (রাসূলের বংশধর) জন্যই নির্দিষ্ট, কেননা তাঁরা সকল কল্যাণের সহিত নির্দিষ্ট করার উপযুক্ত নাকি এই সুসংবাদ সকল মুসলমানদের জন্যও? **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আলে মুহাম্মদের** জন্য বিশেষিত এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য অভিন্ন। (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুল দাহায়া, ৯/৪৭৬, হাদীস নং-১৯১৬১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, কুরবানী দাতার জন্য কিরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে যে, পশুর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পরার পূর্বেই কুরবানী দাতার ক্ষমা হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন পশুর রক্ত এবং মাংসকে সত্তর (৭০) গুণ বৃদ্ধি করে আমলের পাল্লায় রাখা হবে। সুতরাং যে ইসলামী বোনের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় তবে তা আদায়ে অলসতা করার পরিবর্তে আনন্দচিত্তে এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা উচিৎ। মনে রাখবেন! কুরবানী করা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মুবারক সুন্নাত, যা এই উম্মতের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩২৭)

কুরবানীর সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বিশেষ পশুকে বিশেষ দিনে সাওয়াবের নিয়্যতে জবাই করাকে কুরবানী বলা হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩২৭) যেহেতু কুরবানীর এই ফরয দ্বারা হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশের প্রতি আমল করার স্মৃতি সতেজ হয় যে, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশের প্রতি আমল করে সন্তানকে কুরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও **আল্লাহর** আদেশের প্রতি আমল করে কুরবান হওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। যে ইসলামী বোনেরা সুন্নাতে ইব্রাহিমীর উপর আমল করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে থাকে, তারা **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে অনেক বড় সাওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হয়। আসুন! কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

কুরবানীর ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছেঃ "কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়।"

(তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৯৮)

(২) ইরশাদ হচ্ছেঃ "যে খুশি মনে সাওয়াবের নিয়্যতে কুরবানী করল, তবে তা (সে কুরবানী) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৩২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ "মানুষ কুরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট (কুরবানীর পশু জবাইয়ের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই কুরবানী কিয়ামতের দিন আপন শিং, লোম এবং খুর (পা) নিয়ে উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাকের** দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশী মনে কুরবানী করো।"

(তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৯৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে ইসলামী বোনেরা কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করে না, তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, প্রথমত এটা কি কম ক্ষতি যে, কুরবানী না করার কারণে এত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো, আরো সে গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হলো। '**ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া**'র ৩য় খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছেঃ "যদি কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, আর ঐ সময় তার কাছে টাকা না থাকে, তবে সে ধার নিয়ে বা কোন জিনিস বিক্রি করে হলেও কুরবানী করবে।"

(ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ৩/৩১৫)

দয়ালূ আল্লাহ আমাদেরকে কুরবানীর ন্যায় মহান কাজ করার সামর্থ নসীব করুন এবং সারা জীবন **রব তায়ালার** বাধ্যতায় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہ عَلَیْہِ واٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পশু সৃষ্টির উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক তাঁর সকল সৃষ্টিকে কোন না কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে জীবজন্তু সৃষ্টিরও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই পশুদের থেকে আমরা মাংস এবং দুধ পেয়ে থাকি আর দুধ থেকে দই, মাখন, ঘি ইত্যাদি উপকারী বস্তু পেয়ে থাকি, এর চামড়া থেকে গরম পোশাক বানানো হয়, মোটকথা পশু সৃষ্টিতে অনেক হিকমত রয়েছে। ১৪তম পারা সূরা নাহলের ৮নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِیْنَةً ؕ وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঘোড়া, খচ্ছর ও গাধা, যাতে তোমরা সেগুলোর উপর আরোহণ করো এবং শোভার জন্য। আর তিনি তা সৃষ্টি করবেন যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানের ৫ম খন্ড ২৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে, **আল্লাহ পাক** ঘোড়া, খচ্ছর এবং গাধাও তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের উপর আরোহণ করো আর তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য বাহন ও অন্যান্য উপকার সমূহ রয়েছে, তার সাথে সাথে এগুলো তেমাদের জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ। ওলামায়ে কেমাম كَثَّرَهُمُ الله

বলেন: আমাদেরকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া এবং খচ্চর ইত্যাদি পশুর মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আমাদের জন্য নরম করে দেয়া হয়েছে। ঐ পশু গুলোকে আমাদের অধীনে করা এবং তাদের থেকে উপকারীতা লাভ করা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়া নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহ পাকের দয়া। (কুরতুবী, নাহল ১০ম অংশ, ৫নং আয়াতের পাদটীকা ৮/৫৫, সীরাতুল জিনান ৫/২৮৪) সুতরাং আমাদের এই নির্বাক প্রাণীকে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সাথে সাথে তার খাবার ও পানি ইত্যাদির ব্যাপারেও বিশেষ ভাবে যত্ন নেয়া উচিত কেননা মানুষ যদি ক্ষুধার্থ থাকে তাহলে সে নিজের মুখে খাবার, পানি চাইতে পারে কিন্তু এই নির্বাক পশু নিজের খাবার ও পিপাসার অভিযোগ কারো নিকট করতে পারে না, এজন্য সময়ে সময়ে তার সামনে খাবার ও পানি রাখা উচিত। এভাবে তার উপর আরোহন হওয়া বা মালামাল উঠানোর সময়ও তার শক্তি অনুযায়ী বোঝায় করা উচিত যাতে সে সহজেই উঠাতে পারে, এমন যেন না হয় যে, বোঝা ভারী হওয়ার কারণে বেচারা পশুটির চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে আর আমরা বিশ্বাস করছি যে, মালামাল উঠিয়ে তো চলছে আরাম দেওয়ার জন্য কোন উপযুক্ত জায়গায় থামাবো। কিছুক্ষণ পর আমরা আমাদের বোধশক্তি অনুযায়ী পশুকে আরাম দেয়ার জন্য থামিয়ে থাকি কিন্তু তার উপর বোঝায় করা মালামাল তো তাকে ঝুঁকিয়ে রাখে যার কারণে বেচারা পশুর দাঁড়িয়ে থাকা খুব কষ্টকর হয়ে যায়। মনে রাখবেন! পশুর প্রতি অত্যাচার করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। হাদীসে পাকে অপ্রয়োজনে পশুর উপর আরোহন করাও নিষেধ করা হয়েছে।

পশুকে চেয়ার বানিও না

ইরশাদ হচ্ছে: ঐ পশুর উপর ভালো ভাবে আরোহন করো এবং (যখন প্রয়োজন হবে না) তাদের উপর থেকে নেমে যাও, রাস্তায় এবং বাজারে কথাবার্তা বলার জন্য তাদের চেয়ার বানিও না কেননা কিছু আরোহন কারীর পশু আপন আরোহন কারীর চেয়ে উত্তম এবং তার থেকে অধিক আল্লাহ পাকের যিকির কারী হয়ে থাকে।

(জামেউল আহাদীস ১/৪০৪, হাদীস ২৭৬৫)

গরুর অভিযোগ

ইরশাদ হচ্ছে: এক ব্যক্তি গরুর উপর আরোহন করে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে গরুকে প্রহার করলে তখন গরু বলে উঠল: আমাদেরকে বাহনের জন্য নয় বরং কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (বুখারী কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া ২/৪৬৬, হাদীস ৩৪৭১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনা কৃত হাদীসে মোবারাকা থেকে জানতে পারলাম যে, পশুদেরকে যে উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সে কাজে ব্যবহার করা চাই, **আল্লাহ পাক** আমাদের অন্তরকে নরম করে দিক, অবুঝ প্রাণীদের উপর অত্যাচার ও অবিচার করা থেকে হিফাযত করুক এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য ঐ পশু গুলোকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ কাজে তাদেরকে ব্যবহার করার সামর্থ্য দান করুক। মনে রাখবেন! যদি তাদের উপর অত্যাচার কারণে পরকালে তার প্রতিশোধও নেয়!

গাধার উপদেশ

হযরত আবু সুলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি গাধার উপর আরোহন অবস্থায় ছিলাম, আমি তাকে দুই তিনবার মারলে সে তার মাথা উঠিয়ে আমার দিকে তাকালো এবং বলতে লাগলো: হে আবু সুলায়মান! কিয়ামতের দিন এই মারের বদলা নেয়া হবে, এখন তোমার ইচ্ছা, কম মারা বা বেশি মারার। তখন আমি বললাম: এখন আমি কাউকেও মারবো না। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ২/১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরবানীর সময় পশু জবাই করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন! কোরবানির পূর্বে জবাই করার সময় পশুদের প্রতি যেনো কোন প্রকার অত্যাচার না করা হয়, কেননা আমাদের এই পশুদের সম্মান করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ রয়েছে: কুরবানীর পশুর উপর কোন জিনিস বহন করানো অথবা তা ভাড়া দেয়া মোটকথা এর দ্বারা কোনরূপ লাভবান হওয়া নিষেধ। যখন মালামাল বহন করানো নিষেধ তখন এর প্রতি অত্যাচার করা কত বড় গুনাহ হবে। আসুন! ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের **মাসিক ফয়যানে মদীনা** থেকে পশুদের সাথে অত্যাচারের কিছু উদাহরণ শ্রবণ করি,

কুরবানীর পশুর সাথে হওয়া অত্যাচারের উদাহরণ!

সাধারণত যুলহাজ্জাতুল হারাম সন্নিকটেই, কুরবানীর পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বাজারের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে

ক্রেতাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় কিন্তু পশুর হাটে আনা নির্বাক পশুদের প্রতি বিভিন্ন অত্যাচারের দৃশ্যবলীও দেখা যায়, যেমন

(১) দূর দূরান্ত থেকে আনা পশুদেরকে আনার সময় উপযুক্ত খাবার দেয়া হয় না। (২) ছোট গাড়িতে বড় পশু বা কম জায়গায় অনেক পশু তুলে দেয়া হয়, ফলে তারা ক্লান্ত হয়ে গেলেও বসতে পারে না। (৩) অনেক লোক পশুদের গাড়িতে তোলার সময় বালি অথবা ভুসি ইত্যাদি দেয় না, যার কারণে অনেক সময় পশুরা তাদেরই গোবরে পিছলে পরে যায়, যার কারণে অনেক সময় তাদের পা ভেঙ্গে যায় বা তাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। (৪) বাজারে আনা পশুদের গাড়ি থেকে নামানো বা উঠানোর জন্য উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা হয় না, তখন নিজেদের সহজতার জন্য গাড়ি থেকে লাফ দেয়, যার ফলে অনেক সময় পশু আঘাত প্রাপ্তও হয়ে যায় এবং কুরবানীর উপযুক্ত থাকে না। (৫) বাজারে খরচ বাঁচানোর জন্যও নির্বাক প্রাণীদের ক্ষুধার্ত রাখা হয়, একবার কেউ উট কিনলো তখন বিক্রেতা তার কানে কানে বললো যে, এটি অনেকদিনের ক্ষুধার্ত, একে কিছু খাইয়ে দিবেন। (৬) বাজারে গমনকারীদের মধ্যে তামাশা দেখারও অনেক থাকে, যারা বিনা কারণে পশুর দাঁত দেখানোর জন্য বলে (তখন পশুর মালিক খুবই কঠোরতার সহিত এর মুখ খুলে থাকে এবং বিক্রি করার পূর্বে প্রায় ডজন খানেকবার এই কষ্ট চলতে থাকে), বসা প্রাণীকে খোঁচা মেরে বা লাঠি দিয়ে মেরে উঠিয়ে থাকে, অযথা ভিড় করে শোরগোল করে পশুদের ভীত করে তোলে। (৭) যখন পশু বাজার থেকে কিনে বাড়িতে আনা হয়, তখন নামানোর সময় শিশু ও বড়রা শোরগোল করে পশুকে বিরক্ত করে এবং এর লাফালাফী দেখে মজা নেয়। যার কারণে অনেক সময়

তো পশুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়, কাউকে আঘাত করে দেয় বা গর্ত ইত্যাদিতে পরে নিজের পা ভেঙ্গে ফেলে। (৮) পশুকে ঘুরানোর নামে শিশুরা এবং বড়রা বিনা কারণে তার কান মলে দেয়, লেজ মুচড়ে দেয়, শোরগোল করে, যার কারণে পশু ভীত হয়ে পরে, পশুদের উপর অত্যাচার কারীরা সাবধান হয়ে যাও! কিয়ামতের দিন তার হিসাব কিভাবে দিবে?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শরীয়ত আমাদেরকে উপকার লাভের জন্য যদিও পশু জবাই করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এতেও ঐসকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা বিনা কারণে পশুর জন্য কষ্টের কারণ হয় বা তার কষ্টকে বৃদ্ধি করে।

কুরবানীর পশুর প্রতি দয়া করা

১. **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ পাক** প্রত্যেক জিনিসের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং যখন তোমরা (কুরবানীর পশু) জবাই করবে, তখন সবচেয়ে উত্তম ভাবে জবাই করো এবং তোমরা তোমাদের ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নাও এবং জবাইকৃত পশুকে আরাম দাও।

(মুসলিম, ৮২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৫৫)

২. একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন, ‘**ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগল জবাই করার সময় আমার খুব করুণা হয়। তখন **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করলেন: যদি সেটির প্রতি করুণা করো, তবে **আল্লাহ পাক**ও তোমার প্রতি দয়া করবেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৩০৪, হাদীস নং- ১৫৫৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশুর উপর দয়া করার আবেদন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানতে পারলাম! জবাই করার সময় **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির নিয়্যতে পশুর প্রতি দয়া করা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু আমাদের সমাজে জবাই করার সময়ও অনেক অত্যাচার করা হয়ে তাকে। এমন লোকদেরকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে এবং তাদের সংশোধন করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা "**ঘোড়ার আরোহী**" এর ১৭ পৃষ্ঠায় কিছু নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। গরু,মহিষ ইত্যাদিকে মাটিতে শোয়ানোর পূর্বে কিবলার দিকটা ঠিক করে নিতে হবে। মাটিতে শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথরি শক্ত ভূমিতে ধাক্কাধাক্কি করা বা টানা হেঁচড়া করে কিবলামূখী করা নির্বাক পশুদের জন্য কষ্টের কারণ। জবেহ করার সময় ৪টি রগ কাটতে হবে বা কমপক্ষে ৩টি রগ কাটা যেতে হবে। এরচেয়ে বেশি কাটবেন না, যাতে ছুরি তথা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেননা এটা বিনা কারণে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। অতঃপর পশু যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে ঠান্ডা' না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহার পা কাটবেন না, চামড়া ছাড়াবেন না। মোটামোটি জবেহের পর রূহ বের না হওয়া পর্যন্ত ছুরি লাগাবেন না। কিছু লোক গরু দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার জন্য জবেহ করার পর গর্দানের চামড়া উল্টিয়ে ছুরি ভিতরে ঢুকিয়ে রগ কেটে দেয়। একই ভাবে ছাগল

জবেহ করার সাথে সাথে দেহ থেকে গর্দান পৃথক করে ফেলে। নির্বাক পশুদের উপর এরকম অত্যাচার করা উচিত নয়। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে কুরবানীর পশুদের কষ্ট দেয়া নিষেধ, তেমনিভাবে অন্যান্য পশুদের এবং জন্তুদের মারা, বন্দি করে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা, তাদের প্রয়োজনীতা পূরণ না করা, ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ নেয়া, তাদের লাঠি এবং পাথর দ্বারা মেরে ক্ষত করে দেয়াও অনেক বড় অত্যাচার এবং নাজায়িয ও হারাম। মনে রাখবেন! আমরা তো মানুষ, যদি দুনিয়ায় কোন শক্তিশালী পশুও কোন দূর্বল পশুকে মারে বা আঘাতপ্রাপ্ত করে তবে কিয়ামতের দিন তাদের থেকেও বদলা নেয়া হবে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল পশুদেরকে আনা হবে আর লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তাদের মাঝে ফয়সালা করা হবে, এমনকি শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে শিং বিহীন ছাগলের জন্য বদলা নেয়া হবে এবং পিঁপড়া থেকে পিঁপড়ার বদলা নেয়া হবে, অতঃপর বলা হবে: মাটি হয়ে যাও।

(মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, হাদীস নং- ২২৪, ৬/২৩১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! যখন কিয়ামতের দিন একটি পশু থেকে আরেকটি পশুর বদলা নিয়ে দেয়া হবে তখন যদি কোন মানুষ কোন পশুর প্রতি অত্যাচার করে, তাকে মারে, ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখে তবে কিরূপ আযাবের অধিকারী হবে। যারা পশুদের প্রতি অত্যাচার করে, শুধু বিনোদনের জন্য দৌঁড়াতে রাখে, বসা পশুকে বিরক্ত করে উঠিয়ে দেয়, বিক্রি করার জন্য পশুদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়, বারবার জোড়ে লাগাম টানার কারণে পশুর মুখে ক্ষত করে দেয় এবং পশুদের পরস্পর লড়াই করিয়ে ক্ষত করে দেয়, তাদের ভীত হয়ে

যাওয়া উচিৎ, কেননা কিয়ামতের দিন যদি বদলা নেয়া হয় এবং অত্যাচারের কারণে জান্নাতে যাওয়া আটকে দেয়া হয় তখন কি করবে? সুতরাং নিজেও পশুর প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের সন্তানকে অত্যাচার করতে দেখলে তবে তাকেও আখিরাতের আযাবের প্রতি ভীত করে বিরত রাখার চেষ্টা করুন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের সামনে কোন পশুর প্রতি অত্যাচার হলে তখন সাথেসাথেই তা আটকে দিতেন।

জবাই করার জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে ছাগলকে জবাই করার জন্য এর পা ধরে হেঁচড়াচ্ছে, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তোমার জন্য দূর্ভাগ্য! এটাকে জবাই করার জন্য ভালভাবে নিয়ে যাও।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪/৩৭৬, হাদীস নং-৮৬৩৬)

পশুদের বেঁধে নিশানা বানিও না

হযরত আব্দুলাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কুরাইশের কিছু যুবকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা একটা পাখি (Bird) কে বেধেঁ তার উপর (তীর দ্বারা) নিশানা বাজী করছিল। যখন তারা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে আসতে দেখলো, তখন তারা এদিক সেদিক পালিয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কে করেছে? এমন যে করেছে, তার উপর **আল্লাহ পাক** অভিশাপ, নিশ্চয়ই **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন প্রাণিকে তীরান্দাজের নিশানা নির্ধারণকারীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন"। **(বুখারী ৩/৫৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫১৫)**

পশুকে জ্বালিয়ে দেয়া

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি সফরে ছিলাম, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমরা একটি চড়ুই পাখি দেখলাম, যার দু'টি বাচ্চা ছিলো, আমরা তাদের ধরে ফেললাম। চড়ুই পাখিটি এলো এবং ছটফট করতে লাগলো। **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: কে একে তার বাচ্চাদের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পিঁপড়াদের একটি সারি দেখলেন, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, তখন ইরশাদ করলেন: এটি কে জ্বালিয়েছে? আমি আরয করলাম: আমরা। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আগুনের মালিক অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ছাড়া কারো জন্য আগুনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া জায়িয নেই।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৭৫, হাদীস নং- ২৬৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশুপাখি মারা কেমন?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরকে আমাদের বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুস্মরন করে চলে পশুদের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিৎ, বর্তমানে দেখা যায় যে, গলি মহল্লায় শিশুরা বিড়াল, কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীদের অকারণে মারছে বা তাদের বেঁধে খেলতামাশা শুরু করে দেয়, পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের সন্তানদেরকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করা এবং তাদের বলা যে,

www.dawateislami.net

আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পশুদের হত্যা করার জন্য বন্দি করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, কিতাবু সাইদ, হাদীস নং- ৫০৫৭, ৮৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

পশুদের প্রতি দয়া করার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রয়োজনে যদিও পশু পালন করা নিষেধ নয়, কিন্তু তাদের খাবার পানির প্রতি খেয়াল রাখা, শীত-গ্রীষ্মে তাদের দেখাশুনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অধিকাংশ লোক এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে না, ব্যাস নিজের শখ পূরণ করে এবং এই নির্বাক প্রাণীদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়। এই সমাজে এরূপ দয়ালু লোকও রয়েছে, যারা এই নির্বাক প্রাণীদের প্রতি দয়া করে এবং ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত পাখিদের খাবার পানিয় দেয়। এভাবে পশুদের সাথে উত্তম আচরণ করা অনেক বড় নেকী, যা ক্ষমা ও মাগফিরাতের উপলক্ষ্য হয়ে যেতে পারে। আসুন! এব্যাপারে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

কুকুরকে পানি পান করানো ব্যক্তি

বর্ণিত আছে: পথ চলার সময় এক ব্যক্তির পিপাসা লাগলো তখন সে কুপ পেলো, সে কুপে নেমে পানি পান করে নিলো অতঃপর যখন সে কুপ থেকে বের হলো তখন দেখলো যে, একটি কুকুর জিহ্বা বের করে ভেজা মাটি চাটছে, সেই লোক মনে মনে ভাবলো যে, যেমন পিপাসা আমার লেগেছিলো তেমনই পিপাসা এই কুকুরেরও লেগেছে, সুতরাং সে কুপে নেমে নিজের মোজায় করে পানি ভরে আনলো অতঃপর কুকুরকে পান করালোম, তার এই কাজ **রব তায়ালার** পছন্দ হয়ে গেলো, তাকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে

দিলো। একথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের জন্যও কি চতুস্পদ প্রাণীদের সাথে দয়া করাতে সাওয়াব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! প্রত্যেক প্রাণীর সাথে কল্যাণ করাতে সাওয়াব রয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, ২/১৩৩, হাদীস নং-২৪৬৬)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, এই হাদীসে পাক দ্বারা বুঝা গেলো! **আল্লাহ পাক** সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, **তিনি** চাইলে একটি খুবই ছোট নেক আমলকারীকে নিজের দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন, **তাঁর** দরবারে আমলের ওজন এবং পরিমাণ দেখা হয় না বরং **তাঁর** দরবারে ভাল নিয়্যত এবং একনিষ্টতার গুরুত বেশি, খুবই ছোট আমল যদি বান্দা একনিষ্ট ও ভাল নিয়্যত সহকারে করে তবে **রব তায়ালা** এই আমলের সাওয়াবে বান্দাকে আপন সন্তুষ্টি এবং মাগফিরাতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দিয়ে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী বানিয়ে দেন। কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দয়া বান্দাকে ক্ষমা করার বাহানা খুঁজে বেড়ায়, **আল্লাহ পাকের** দয়া বান্দার নিকট মাগফিরাতের মূল্য চায় না। (মুন্তাখাব হাদীসেঁ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাছির প্রতি দয়া করায় মাগফিরাতের কারণ হয়ে গেল

কেউ স্বপ্নে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে জিজ্ঞাসা করল, مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন:

আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, কি কারণে **আল্লাহ পাক** আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন, এই কারণে যে, একটি মাছি কালি পান করার জন্য আমার কলমের উপর বসল ! আমি লিখতে থাকলাম, মাছিটি কালি পান করে উড়ে গেল। (লাতায়িফু মিনান ওয়াল আখলাক ৩০৫)

মাছি মারা কেমন?

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আপন পুস্তিকা “ঘোড়ার আরোহী” তে উল্লেখ করেন: মনে রাখবেন! মাছিরা যদি বিরক্ত করে, তবে তাদের কে মারা জায়েয। যখন উপকার অর্জন বা ক্ষতিকে দমন করার জন্য মাছি বা যে কোন প্রাণী যা কথা বলতে অক্ষম তাদের কে সহজ পদ্ধতিতে মারা উচিত। অযথা তাকে বার বার জীবিত অবস্থায় পিষ্ঠ করতে থাকা বা এক আঘাতে মারা যায়, তারপরও ব্যাথা পেয়ে পড়ে থাকা প্রাণীর উপর বিনা প্রয়োজনে আঘাত করতে থাকা বা এটির শরীরকে টুকরা টুকরা করে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থারা উচিত। অধিকাংশ বাচ্ছারা দুষ্টামীর ছলে পিঁপড়া মারতে থাকে, তাদেরকে এ থেকে বারণ করুন। পিঁপড়া বড়ই দূর্বল প্রাণী। চিমটিতে উঠাতে বা হাত ঝাড়তে গিয়ে সাধারণত এরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যায়। অবস্থার পরিপেক্ষিতে এদের প্রতি ফুঁক মেরে কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। (ঘোড়ার আরোহী ২২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন যেখানে প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে ঐখানে পশুর উপর দয়া করার ব্যাপারেও আমাদেরকে মানসিকতা দিচ্ছেন, পশুর মৌলিক হক সমূহ আদায় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং তাদের উপর তার সামর্থ্যের বাইরে মালামাল উঠাতে নিষেধ করেছেন। আসুন! পশুর প্রতি দয়া করার বিষয়ে হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡهِ ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

মশা, পঙ্গপাল ও বিড়ালের প্রতি দয়া

তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡهِ এর শরীরে যদি মশা বসতো তাহলে তাকে স্বয়ং না নিজে তাড়িয়ে দিতেন না কাউকে দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন বরং বলতেন: **আল্লাহ পাক** যে রক্ত তার ভাগ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে সে তাই পান করে যাচ্ছে। আর যখন তিনি সূর্যলোকে চলতেন এবং কোন পঙ্গপাল যদি তাঁর কাপড়ের মধ্যে ছায়া পাওয়া যায় এমন স্থানে বসতো তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি নিজ থেকে উড়ে যেতো না তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡهِ ঐ জায়গায় অপেক্ষা করতেন এবং বলতেন: সে আমার মাধ্যমে ছায়া লাভ করেছে। এভাবে যখন তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে বিড়াল শোয়ে পড়তো এবং নামাযের সময় হয়ে গেলে তখন আস্তিন কেটে দিত কিন্তু বিড়াল কে জাগাতেন না, আর নামায থেকে অবসর হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আস্তিন সেলাই করে দিতেন। (ফয়যানে সৈয়দ আহমদ কবীর রেফায়ী ১০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡهِ মশা, মাছি এবং পঙ্গপাল এর মতো সামান্য পশুর জন্য নিজে কষ্ট সহ্য করতেন কিন্তু উড়িয়ে দেয়াকে পছন্দ

করতেন না। সুতরাং আমাদেরকেও তাঁর মোবারক চরিত্রের উপর আমল করা পূর্বক পশুর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত এবং তাদের উপর কোন প্রকারের অত্যাচার না করা চাই। মিরাতুল মানাজিহ ৫ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ওলামায়ে কেরাম বলেন প্রাণীর উপর অত্যাচার করা মানুষের উপর অত্যাচার করার চেয়ে অধিক গুনাহ কেননা মানুষ তো কাউকে হলেও নিজের দুঃখের কথা বলতে পারে, নির্বাক প্রাণী কাকে বলবে? **আল্লাহ পাক** ব্যতীত তাদের প্রার্থনা শুনার কেউ নেই, ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত উঠ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজের মালিকের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে মর্যাদা পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেন। (মিরাতুল মানাজিহ ৫/ ১৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনের কিছু ঝলক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্বের মুবারক মাস চলছে, এই মাসে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ওফাত দিবস রয়েছে। আফতাবে রযবিয়্যত, পীরে তরীকত, রাহবারে শরীয়ত, খলিফায়ে আলা হযরত কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওফাত দিবসও এই মাসে। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য তাঁর মুবারক জীবনের কিছু ঝলক পর্যবেক্ষণ করি।

নাম, বংশ ও জন্ম তারিখ

আমরা হুযুর সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনী সম্পর্কে শুনছিলাম, তাঁর নাম যিয়াউদ্দীন আহমদ, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্বয়ং

বলতেন যে, আমার জন্মগত নাম "আহমদ মুখতার", আমার দাদা হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পরে আমার নাম রাখেন "যিয়াউদ্দীন"। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সোমবার রবিউল আউয়াল ১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে কালাসওয়ালা শহর, জিলা শিয়ালকোট পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৪)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর দাদাজান থেকে অর্জন করেন, অতঃপর শিয়ালকোটের প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পড়েন, এর পর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা ওসী আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরসের আসরে যোগদেন এবং প্রায় চার (৪) বৎসর যাবৎ তাঁর নিকট শিক্ষা অর্জন করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো।

(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৭)

চরিত্র ও অভ্যাস

সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত পছন্দনীয় গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা **আল্লাহ পাকের** স্মরণেই ডুবে থাকতেন, রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদ গুজার বুযুর্গ ছিলেন, ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবিনের নামায আদায় করা তাঁর অভ্যাস ছিলো, দুর্বলতা ও বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়ও আইয়ামে বীয তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ছাড়তেন না। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৬)

ওফাত শরীফ ও দাফন

৪ যিলহজ্ব ১৪০১ হিজরী অনুযায়ী ২-১০-১৯৮১ পবিত্র জুমার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন সাহেব 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ'

বললেন, সায়্যিদী কুত্‌বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কলেমা শরীফ পাঠ করলেন এবং তাঁর রূহ মোবারক দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেলো। গোসল শরীফের পর তাঁর কাফনকে সেই মুবারক পানি দ্বারা ধৌত করা হলো, যেই পানি দ্বারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরকে গোসল দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন তাবারুকাত রাখা হয়। আসরের নামাযের পর দরূদ ও সালাম, কসীদা বুরদা শরীফ পাঠ করতে করতে জানাযা মোবারক উঠানো হয় এবং তাঁকে তাঁরই বাসনা অনুযায়ী জান্নাতুল বাক্বীতে আহলে বাইতে আতহারগণের رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর নিকটে দাফন করা হয়। (সায়্যিদী কুতবে মদীনা, ১৮ পৃষ্ঠা)

মুঝ কো দীদো বাক্বীয়ে গারাকাদ মে,
আপনে কদমো মে জা যিয়াউদ্দীন।
মুস্তফা কা পড়োস জান্নাত মে,
মুঝ কো হক্ব সে দিলা যিয়াউদ্দীন।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “**সুন্নাত ও আদব**” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা!
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানা না।

কুরবানীর সুন্নাত ও আদাব

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ কুরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা আল্লাহ পাকের নিকট (কুরবানীর পশু যবেহের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন নিজ শিং লোম এবং খুর (পা) নিয়ে উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশী মনে কুরবানী কর। (তিরমিযী, ৩/১৬২, হাদীস নং- ১৪৯৮) ☆ কুরবানীর পশুকে মাটিতে শোয়ানোর পূর্বে কিবলার দিকটা ঠিক করে নিতে হবে। মাটিতে শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথরি শক্ত ভূমিতে ধাক্কাধাক্কি করা বা টানা হেঁচড়া করে কিবলামূখী করা নির্বাক পশুদের জন্য কষ্টের কারণ। ☆ জবেহ করার সময় এতটুকু কাটবেন যাতে ছুরি তথা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কেননা এটা বিনা কারণে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। ☆ পশুটি যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে ঠান্ডা' না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহার পা কাটবেন না, চামড়া ছাড়াবেন না, মোটামোটি জবেহের পর রূহ বের না হওয়া পর্যন্ত ছুরি লাগাবেন না। কিছু লোক গরু দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার জন্য জবেহ করার পর গর্দানের চামড়া উল্টিয়ে ছুরি ভিতরে ঢুকিয়ে রগ কেটে দেয়। একই ভাবে ছাগল জবেহ করার সাথে সাথে দেহ থেকে গর্দান পৃথক করে ফেলে। নির্বাক পশুদের উপর এরকম অত্যাচার করা উচিত নয়। ☆ কুরবানী করার কয়েক ঘন্টা পূর্বে পশুকে ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত রাখা হয় যার দ্বারা তার খুব কষ্ট হয়ে থাকে। হযরত আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানী করার পূর্বে এটাকে খাবার দাও অর্থাৎ পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত

অবস্থায় জবেহ করবে না এবং এক পশুর সামনে অপর পশুকে জবেহ করবে না আর পূর্বে থেকে ছুরি ধারালো করে নিবেন যে, এ রকম যেন না হয়, পশু ফেলার পর এটার সামনে ছুরি ধার করতে হয়। (বাহারে শরীয়ত ৩/৫৩২) ☆ কুরবানী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের জন্য শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রিসালা "ঘোড়ার আরোহী" অধ্যয়ন করুন।

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**সুন্নাত ও আদব**" আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা "**১০১ মাদানী ফুল**" এবং "**১৬৩ মাদানী ফুল**" হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান: ১৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার যে উম্মত ভক্তি ও মুহাব্বাতের সাথে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি (১০) রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি (১০) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার জন্য দশটি (১০) নেকী লিখা হয় এবং তার দশটি (১০) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সুনানে কুবরা ৬/২১, হাদীস ৫৯৪২)

মেরী যবাঁ তর রহে যিকরো দরূদ সে,
বে জা হিসো কাভী না করো গুফতাগো ফুযুল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলাঃ নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে শ্রবণ করব اِنْ شَآءَ الله এ ব্যাপারে কোরআনের আয়াত এবং তার তাফসীরও শ্রবণ করব, পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে কিছু হাদীসে পাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তাও শোনার

সৌভাগ্য অর্জন করব, পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার বরকত সম্পর্কেও শুনব, পিতার সাথে অসদ্ব্যবহার করার কিছু শিক্ষণীয় ঘটনাও বর্ণনা করা হবে, সন্তান- সন্ততিদের সঠিক শিক্ষা না দিলে তাকে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাও শ্রবণ করবো, **আল্লাহ পাক** যদি চাই তাহলে মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারণত আমাদের সমাজে মাকে তো অনেক সম্মান করা হয়, মায়ের সম্মান ও মর্যাদা এবং তার অধিকার সমূহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে বর্ণনা করা হয়ে থাকে কিন্তু পিতার মহত্ত্ব, পিতার সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর অধিকার সমূহের কথা খুব কম আলোচনা হয়ে থাকে, অথচ ইসলাম পিতার মতো সম্মানিত ব্যক্তিরও অনেক অধিকার বর্ণনা করেছেন এবং পিতার মতো দয়ালু ব্যক্তির প্রতি সদয় হওয়ার জন্য আমাদেরকে সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যেভাবে আমরা আপন মাতার খেদমত করি, তাঁর অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করি, ঐভাবে আমাদেরকেও আপন পিতাকে সম্মান করা, তাঁর অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকা চাই, তাঁকে সম্মান করা এবং সবসময় তাঁর খেদমতে থাকার যথা সম্ভব চেষ্টা করা। اَلْحَمْدُ لِله পিতার খেদমত করা তো অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উপায়। পিতার খেদমত করার দ্বারা **আল্লাহ পাক** সন্তান সন্ততিকে কেমন কেমন পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা ধন্য করবেন, আসুন! এই ব্যাপারে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং এ থেকে অর্জিত মাদানী ফুল সমূহকে নিজেদের হৃদয়ের মাদানী ফুল দানীতে সজ্জিত করি।

পিতার সেবার জন্য পুরস্কার

দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে" ৪র্থ খন্ড ১৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ এক ব্যক্তির চার জন সন্তান ছিল, সে অসুস্থ হয়ে গেলো, তখন তাদের থেকে একজন সন্তান বলল হয়তো তোমরা তিন সন্তান পিতার সেবা-যত্ন করো এবং উত্তরাধিকারের কোন অংশ নিবে না, না হয় আমি সেবা-যত্ন করব এবং তাঁর উত্তরাধিকারের কোন অংশ আমি নিবো না। তারা তিন জনই বলল তুমি সেবা যত্ন করো এবং উত্তরাধিকারের কোন অংশ নেবে না, সুতরাং সে পিতার সেবা যত্ন করতে লাগল এমনকি পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। আর সে উত্তরাধিকারের কোন অংশ নিল না। একরাতে সে স্বপ্নে কোন আহ্বানকারী বলতে শুনলো: অমুক জায়গায় যাও আর ঐখান থেকে ১০০ দীনার নিয়ে নাও, সন্তান জিজ্ঞাসা করলো, তাতে কি কোন বরকত রয়েছে? উত্তর দিল: না। সকাল হতেই সে তার স্বপ্নের কথা আপন স্ত্রীকে শুনাল, সে বলল: তুমি ঐ দীনার নিয়ে নাও, তার বরকত হলো এটাই যে, আমরা তা দ্বারা কাপড় বুনব, এবং জীবন অতিবাহিত করব, সন্তান অস্বীকার করল। পরের রাতে সে কাউকে বলতে শুনল, অমুক জায়গায় যাও আর ঐখান থেকে ১০ দীনার নিয়ে নাও, সে জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি কোন বরকত রয়েছে? উত্তর দিল, না। সকালে সে আপন স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা শুনালো, স্ত্রী পূর্বের ন্যায় বলল কিন্তু সে (স্বামী) নিতে অস্বীকার করল, তৃতীয় রাতে সে আবার স্বপ্নে শুনলো: অমুক জায়গায় যাও এবং এক দীনার নিয়ে নাও, সে জিজ্ঞাসা করলো: তাতে কি কোন বরকত রয়েছে? উত্তর দিল হ্যাঁ। সুতরাং সে গেল এবং দীনার নিয়ে বাজারে রাওনা হয়ে গেল, তার সাথে এক

ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো যে দুইটি মাছ নিয়ে আসছিল, সন্তানটি বলল, তার মূল্য কত? লোকটি বলল: এক দীনার। সন্তানটি দীনারের পরিবর্তে মাছ গুলো ক্রয় করল এবং বাড়ির দিকে চলল। ঘরে গিয়ে মাছের পেট কাটতেই দুই মাছের মধ্যেই একটি করে এমন মুক্তা বের হলো যার মতো মুক্তা মানুষ কখনো দেখেনি। এদিকে বাদশাহ এক ব্যক্তিকে এমন মুক্তা সংগ্রহ করে ক্রয় করার জন্য প্রেরণ করল, তখন সে ব্যক্তির সাথে এই সন্তানের সাক্ষাৎ হয় সুতরাং সে ঐ মুক্তা ৩০টি খচ্চরের পিঠে বোঝায় করা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। যখন বাদশাহ মুক্তা দেখল তখন বলল: এর উপকারীতা এর মধ্যে রয়েছে যে, এর মতো আরো একটি হলে। সুতরাং বাদশাহ খাদেমকে বলল: এ রকম আরো একটি মুক্তা সংগ্রহ করো যদিও মূল্য দিগুণ দিতে হয়। সুতরাং সে ঐ সন্তানের নিকট আসল এবং বলল যে মুক্তা আমরা তোমার কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি তার মতো আরও একটি থাকলে আমাকে দাও আমরা তোমাকে পূর্বের মূল্যের চেয়ে দুই গুণ দিব। সন্তান জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি সত্যিই এতো দিবেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। সুতরাং সন্তানটি অপর মুক্তাটিও দুই গুণ মূল্যে (অর্থাৎ ৬০টি খচ্চরের বোঝায় করা স্বর্ণ) বিক্রি দিল। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ৪/১৪)

বড়ে ভাই বহেন কা মে কাহা মানা করো হার দম,
করো মা বাপ কি দিন রাত খেদমত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৩১)

سُبْحٰنَ الله! উৎসর্গ হয়ে যান! সেই সৌভাগ্যবান এবং বিবেকবান সন্তানের বোধশক্তির প্রতি! নিঃসন্দেহে যদি সে চাইতো তবে নিজের অন্যান্য অকৃতজ্ঞ ভাইয়ের মতো নিজের সম্পদের অংশও নিয়ে আপন

সম্মানিত পিতার প্রতি দয়া, তাঁর সেবার দ্বারা লাভকৃত অনেক বড় সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারতো কিন্তু সে এক আত্ম সম্মানবোধ সম্পন্ন, বিশ্বস্ত, গর্বিত এবং বুদ্ধিমান সন্তান ছিল যার পর্থিব দুনিয়ার সম্পদের আগ্রহ ছিল না, সে পিতার সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন, পিতার দয়াকে তিনি ভূলতে পারেন নি, তার জানা ছিল যে, পিতার সেবা করার দ্বারা **আল্লাহ পাক** ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়, হ্যাঁ! হ্যাঁ! তিনি ঐ সম্মানিত ব্যক্তি যা সেবার দ্বারা সন্তান জান্নাতের অধিকারী হয়। সে এটাও জানে যে, সম্পদ তো আসা যাওয়ার জিনিস বরং হাতের ময়লা, সম্পদ গেলে যাক কিন্তু পিতার দামান যেন হাত থেকে কখনো ছুটে না যায়, সুতরাং এই সৎ ও বিশ্বস্ত সন্তান নশ্বর ধন- সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের অসুস্থ পিতার পাশে দাঁড়ানোকে প্রাধান্য দেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁর দেখাশুনা করতে ব্যস্ত থাকেন, এমনকি তার পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, **আল্লাহ পাকের** নিকট তাঁর পিতার পক্ষে এই উপযুক্ত সন্তানের সেবা এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে, তিনি এই বিশ্বস্ত সন্তানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে দুনিয়ায় তাকে নেয়ামত দ্বারা সিক্ত করেন। **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক মুসলমানকে আপন পিতার বাধ্য ও অনুগত হওয়ার এবং তাঁদের খেদমত করতে থাকার সামর্থ্য দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সন্তানের উপর আপন পিতার এমন দয়া যে, যদি সন্তানের একটি বা অনেক জীবন মিলেও

যায় তবুও সে আপন পিতার দয়ার ঋণ শোধ করতে পারবে না। পিতা **আল্লাহ পাকের** অমূল্য উপহার, পিতা পরিবারের সন্তানদের উৎস, পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের জন্য আবশ্যক, পিতার হক সমূহ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, পিতা সকাল বেলা কাজ কর্মের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে এবং সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানদের পেট ভর্তি করে, পিতা সন্তানের উন্নতি সাধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ঠ থাকেন, পিতা আপন সন্তানকে কখনো হিংসা করে না, পিতা তাঁর অনুগ্রহের (ঋণ) বদলা চাই না, পিতা অসুস্থ সন্তানকে কখনো একা ছেড়ে দেয় না, অসুস্থ সন্তানের জন্য পিতা প্রচন্ড শীতে এমনকি সারা রাত জাগ্রত থাকেন, পিতা অসুস্থ সন্তানের জন্য ব্যয় বহুল হাসপাতালে যান দামী ঔষধ ক্রয় করেন, পিতা সন্তানের ভবিষৎ উজ্জ্বল করার জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দেন, পিতা সন্তানের জন্য গাছের ছায়ার মতো, পিতা স্বয়ং নিজে গরম সহ্য করে সন্তানকে সান্তনা প্রদান করে, পিতা সন্তানদের ছায়ায় বসান আর নিজে রোদ সহ্য করেন, পিতা সন্তানকে নিয়ে গর্ব করেন, পিতা ঋণ নিয়েও সন্তানের চাহিদা পূরণ করেন, পিতা আপন সন্তানের আম্মা ইন্তেকালের পর সন্তানকে তাদের আম্মার অভাব বুঝতে দেয় না, পিতা সন্তানের জন্মের পূর্বে, জন্মের মাঝে এবং জন্মের পর ব্যয় ভার বহন করেন, পিতা সন্তানদের কাছ থেকে নিজের অনুগ্রহ এবং লালন পালনের প্রতিদান চাই না, পিতা সন্তানকে ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, পিতা সন্তানদের অধিকারের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে না, পিতা সন্তানদের সব ধরনের আরাম আয়েশ সরবরাহ করেন, পিতা সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করেন, পিতা সন্তানদেরকে হতাশার গ্লানি থেকে বের করে আনতে ভূমিকা পালন করে, পিতা

সবসময় সন্তানদের ব্যাপারে ভাল চিন্তা করেন, পিতা আপন সন্তানদের সন্তানকেও (নাতি নাতনিকে) ঐভাবে মুহাব্বাত করেন যেভাবে তিনি আপন সন্তানদের মুহাব্বাত করতেন, পিতা সময়ে সময়ে তাঁর সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন, পিতা তাঁর সন্তানদেরকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত করেন, পিতা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ এবং সংকট সম্পর্কে সন্তানদের অবহিত করেন, পিতা সন্তানদের সফল জীবন গড়ার জন্য নীতি মালা শিক্ষা দেন, পিতা সন্তানদেরকে নিজের এবং বাইরের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করেন, পিতা সন্তানের সুখে সুখী হয় আর সন্তানের দুঃখে ব্যথিত হয়, পিতা সন্তানের অসৎ আচরণ শুনে নীরব থাকেন, পিতা সন্তানের চেহারা দেখে তাদের প্রয়োজন ও দুঃখ বুঝতে পারেন, পিতা বিপদের সময় সন্তানদের সাহস যুগিয়ে থাকে, পিতা প্রতিবন্ধী সন্তানকেও অসহায় ভেবে ছেড়ে দেয় না, অবাধ্য সন্তানের জন্যও পিতার ভালবাসার দ্বার উন্মুক্ত থাকে, পিতা না থাকলে ঘর উজাড় হয়ে যায় এবং পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ কোরআনে করীম ও হাদীসে মোবারাকায় বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩-২৪ নং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আপনার রব নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায়

لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا كَرِيۡمًا ﴿۲۳﴾ وَاخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَةِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِیۡ صَغِيۡرًا ﴿۲۴﴾

(পারা ১৫, সূরাঃ ইসরা, আয়াত ২৩-২৪)

তবে তাদেরকে “উহ” বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মান সূচক কথা বলবে। আর তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে, আর আরয করো, হে আমার রব! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুফতি মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন পিতা মাতা দূর্বল হয়ে যায়, শরীরে শক্তি থাকে না এবং যেমনিভাবে তোমারা শৈশবে তাঁদের নিকট দূর্বল ছিলো, ঐভাবেই তাঁরা শেষ বয়সে এসে তোমার নিকট দূর্বল হয়ে আশ্রয় নিবে। সুতরাং এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করবেন না যা তাদের ভাবতে বাধ্য করবে যে, তারা প্রকৃতির বোঝা। তাদেরকে ধমক দিও না, উচ্চ স্বরে কথা বলো না বরং আপন পিতা মাতার সাথে আদব সহকারে কথা বলা যেভাবে গোলাম তার মুনিবের সাথে কথা বলে। তাঁদের প্রতি দয়া ও নম্রতার সাথে কথা বল, তাঁদের দূর্বল অবস্থায় তাঁদের প্রতি দয়া ও মুহাব্বাতের সাথে আচরণ করো যে, তাঁরা তোমার শৈশবে যেভাবে তোমাকে ভালবেসে লালন পালন করেছে ঐভাবে ভালবেসে তাঁদের যে জিনিস প্রয়োজন তা লাভে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না, উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, পৃথিবীতে উন্নত চিকিৎসা এবং সেবার ক্ষেত্রে যতই অতিরিক্ত হোক না কেন তবুও পিতা মাতার দয়া ও অনুগ্রহ শোধ করতে পারবে না। এই জন্য বান্দার উচিত যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁদের প্রতি দয়া

ও অনুগ্রহের দোয়া করা এবং আরয করা যে, হে আল্লাহ! আমার সেবা তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান হতে পারে না, তুমিই তাঁদের উপর দয়া করে তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান প্রদান করো। (খাযাইনুল ইরফান)

পীরও মুর্শিদ পর মেরে মা বাপ পর – হো সদা রহমত আয় নানায়ে হুসাইন।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রিয় নবীর বাণী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এখন হাদীসে পাকের আলোকে পিতার মর্যাদা এবং পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬ টি বাণী শ্রবণ করি। যেমন

১. ইরশাদ হচ্ছে: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, তোমার ইচ্ছা, তাকে হিফযত করা বা ছেড়ে দেয়া।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সেলাহ, ৩/৩৫৯, হাদীস ১৯০৬)

২. ইরশাদ হচ্ছে: সন্তান আপন পিতার ঋণ শোধ করতে পারে না, এমনকি সন্তান আপন পিতার জন্য গোলাম অনুসন্ধান করে এবং ক্রয় করে মুক্ত করলেও না। (মুসলিম, হাদীস ৩৭৯৯, ৬২৪ পৃষ্ঠা)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: পিতার সন্তুষ্টিতেই **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতেই **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী ৩/৩৬০, হাদীস ১৯০৭)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: পিতার আনুগত্যেই **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য, আর পিতার অবাধ্যতাই **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা।

(মুজামুল আওসাত ১/৬১৪, হাদীস ২২৫৫)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: যে বক্তি আপন পিতা মাতা বা তাঁদের উভয় থেকে একজনকে পেলো, আর তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না সে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে থাকবে এবং আল্লাহর গজবের অধিকারী হবে। (মুজামুল কবীর ১২/৬৬, হাদীস ১২৫৫১)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আপন পিতাকে গালি না দেয়। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللہ عَنۡهُمۡ আরয করল: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন ব্যক্তি কি আপন পিতাকে গালি দিতে পারে? ইরশাদ হচ্ছে: কেউ যদি কারো পিতাকে গালি দেয় তাহলে সে যেন তার আপন পিতাকে গালি দিল। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ২৬৩, ৬০ পৃষ্ঠা)

আসুন! **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে থাকি:

মুউতি আপনে মা বাপ কা কর মে উনকা,
হার এক হুকুম লাউ বজা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! **আল্লাহ পাক** পিতাকে কেমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছেন যে, **আল্লাহ পাক** আপন পিতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে নিজের আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন, **আল্লাহ পাক** ও নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নির্দেশে লব্বায়েক বলে আপন প্রাণ ও সম্পদ উৎসর্গ করে পিতার খেদমত করে তাঁর দোয়া নেয়া উচিত ছিল, তাঁর হক সমূহ আদায় করা, তাঁর প্রত্যেক জায়েয নির্দেশবলী পালন করা, তাঁর ডাকে লব্বায়েক বলে সাড়া দিয়ে তাঁর নিকট দ্রুত উপস্থিত হওয়া, তাঁর চাহিদাকে নিজের চাহিদার উপর প্রাধান্য দেয়া, তাঁর অবাধ্যতা ও মন্দ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, বিপদের সময়, অসুস্থতা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁদের সহযোগীতা করা, এমনকি সর্ব অবস্থায় তাঁদের সন্তুষ্টি

রাখার চেষ্টা করা কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে আজ পিতারা অত্যচারিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছে, আফসোস! বিদেশীদের দেখা দেখি এখন পিতার মতো সম্মানিত ব্যক্তির সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করে যাচ্ছে, পিতার সাথে অসৎ আচরণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে, ঘরের সকল কাজ পিতাকে দিয়ে করানো হচ্ছে, আগেকার যুগে সন্তানেরা ভয়ে বলতো পিতা যেন অসন্তুষ্ট না হয়ে যায় কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হলো পিতা ভয় পেয়ে বলছে যে, যেন সন্তান অসন্তুষ্ট না হয়ে যায়, পিতা উপদেশ দিলে তখন ধমক দেয় এবং তাঁর কথার জন্য আরো কিছু কথা শুনিয়ে দেয়, পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্য কঠোর কথা বললে তখন কপালে ভাঁজ পরে যায় এবং অবাধ্য সন্তানের মুখ দিয়েও কটুক্তি চলে আসে, পিতা যতক্ষণ পর্যন্ত আয় করার সামর্থ্য রাখে ততক্ষণ অনেক ভালো লাগে কিন্তু যদি অসুস্থ হয়ে যায়, কাজ কর্ম করার শক্তি না থাকে, খরচ দিতে না পারে বা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তখন সন্তানের নিকট তাঁর গুরত্ব কোন অকেজো জিনিসের চেয়ে কম নয় মনে করে, সন্তানের মাতার ইন্তেকালের পর নিঃসন্দেহে পিতার দুনিয়ার সুখ দুঃখে পরিণত হয়ে যায়, তিনি একাকীত্বে বিভোর থাকে, এমতাবস্থায় তাঁর সন্তানের মমতা অনেক বেশী প্রয়োজন হয় কিন্তু সন্তান পিতার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য সামান্য সময়ও বের করতে পারে না।

একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে: “যেমন কর্ম তেমন ফল” তবে আজ যদি আমরা আপন পিতার সাথে এমন অসৎ আচরণ করি তাহলে নিঃসন্দেহে কাল আমাদের সন্তান আমাদের সাথে এমন আচরণ করবে। যেমনিভাবে

যেমন কর্ম তেমন ফল

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। (মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল জামে, ১০/১৮৯, হাদীস ২০৪৩০)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ এর ব্যাখ্যায় লিখেন, অর্থাৎ তুমি যেমন করবে তেমনিই তার প্রতিদান পাবে, তুমি যার সাথে যেমন আচরণ করবে সেও তোমার সাথে তেমনি আচরণ করবে। (আত তাইসিরো বেশরহিল জামে উস সগীর ২/২২২)

(১) পিতার সাথে অসৎ আচরণের পরিণাম

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, যখন "আরদাশির" নামের বাদশাহ নিজের শাসন সুসংহত করেন তখন প্রাদেশিক গভর্নরগণ তার আনুগত্য মেনে নেন, এখন তার দৃষ্টি খুব নিকটবর্তী সম্রাজ্য "সুরইয়ানিয়া" এর দিকে। সুতরাং আরদাশির ঐ রাজ্য আক্রমন করে বসল, ঐখানে বাদশাহের শহরটি একটি বড় প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত ছিল, আরদাশির শহরটি ঘেরাও করেছিল কিন্তু অনেক দিন পরও সেটা জয় করতে পারেনি, এক দিন রাজার মেয়ে প্রাচীরের উপর উঠলে হঠাৎ তার দৃষ্টি আরদাশিরের উপর পড়ল। রাজকন্যা তার প্রেমে পড়ে প্রেমের আগুনে জ্বলতে লাগল, অবশেষে নফসের হাতে ধরাশায়ি হয়ে সে একটি তীরের ডগায় এই বাক্যগুলো লিখল যে, হে সুদর্শন বাদশাহ! তুমি যদি আমাকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন এক গোপন রাস্তার সন্ধান দিব যার মাধ্যমে তুমি একটু পরিশ্রম করলে খুব সহজেই এই শহরটি জয় করতে পারবে। অতঃপর রাজকন্যা ঐ তীর আরদাশির

বাদশাহের দিকে নিক্ষেপ করলেন, সে এই তীরে লিখা বাক্যগুলো পড়ল এবং একটি তীরে এই উত্তর লিখল: যদি তুমি এমন রাস্তার সন্ধান দাও তাহলে ইচ্ছা অবশ্যই করা হবে, এটা আমার প্রতিশ্রুতি। আর তীর রাজকন্যার দিকে নিক্ষেপ করল, শত্রুর প্রতি আসক্ত এই নিলজ্জ রাজকন্যার দেখানো পথে আরদাশির বাদশাহ খুব দ্রুত শহর জয় করে নেয়। অবহেলা ও অজ্ঞতার জগতে অনেক সৈন্য মারা গিয়েছিল এবং শহরের বাদশাহও, অর্থাৎ এই রাজকন্যার পিতাকেও হত্যা করা হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরদাশির রাজকন্যাকে করে নিল, রাজকন্যা না তার পিতার মৃত্যুর জন্য দুঃখ পেল আর না তার রাজ্য ধ্বংসের বিষয়ে চিন্তা ছিল, ব্যস সে নিজের বাসনা অনুযায়ী বিয়ে করতে পেরে খুব খুশি হয়েছিল, দিন অতিবাহিত হতে লাগল, তার সুখ বৃদ্ধি পেতে লাগল, এক রাতে যখন রাজকন্যা বিছানায় শয়ন করল তখন অনেক্ষণ ধরে তার ঘুম আসছিল না, সে অস্থির হয়ে বারবার পার্শ্ব পরিবর্তন করতে লাগল। আরদাশির তার এই অবস্থা দেখে বলল: কি হয়েছে? তোমার ঘুম আসছে না কেন? রাজকন্যা বলল: আমার বিছানায় কি যেন রয়েছে যার কারণে আমার ঘুম আসছে না, আরদাশির বিছানায় দেখলো যে কিছু সুতা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছে যার কারণে রাজকন্যার নরম ও সুক্ষ্ম শরীর অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার শরীরের স্নিগ্ধতা ও কোমলতা আরদাশিকে খুব বিস্মিত করেছিল, সে জিজ্ঞাসা করল : তোমার পিতা তোমাকে কোন খাবার আহার করিয়ে ছিল যার কারণে তোমার শরীর এতো নরম ও সুক্ষ্ম হয়েছিল? রাজকন্যা বলল: আমার খাবার ছিল মাখন, হাড়ের মগজ, মধু এবং বাদাম, আরদাশির বলল: তোমার পিতার মতো আরাম আয়েশ তোমাকে কেউ

দিবে না, তুমি তার অনুগ্রহ ও করুণার প্রতিদান এতো জগন্যভাবে দিয়েছিলে যে, তুমি তাকে হত্যা করিয়েছিলে। তুমি তোমার প্রিয়তম পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারো নি, তাই আমি নিজেও তোমাকে নিরাপদ মনে করছি না, অতঃপর আরদাশির আদেশ দিল : তার মাথার চুলের সাথে শক্তিশালী ঘোড়ার (powerful hoese) লেজের সাথে বেঁধে ঘোড়াকে দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে দাও, সুতরাং নির্দেশ পালন করা হলো আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এই স্বার্থপর রাজকন্যার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে গেল। (উয়ূনুল হিকায়াত ২/২৩১)

(২) এটিই তার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা ছাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন এক জায়গায় এক ব্যক্তি তার পিতাকে প্রহার করছিল, লোকজন দেখে তাকে ধমক দিয়ে বলল, হে দূর্ভাগা! এটা কি করছো? এতে পিতা বলল: তাকে ছেড়ে দাও কেননা আমিও এই জায়গায় আমার আপন পিতাকে প্রহার করে ছিলাম, এই কারণে আমার সন্তানও আমাকে এই জায়গায় প্রহার করছে, এটিই তার প্রতিদান, তাকে ধমক দিও না।

(তাম্বীহুল গাফেলীন ৬৯)

(৩) কাল এই পরিণাম আমারও হবে

উল্লেখ রয়েছে: এক যুবক তার বৃদ্ধ পিতার উপর বিরক্ত হয়ে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করল, পিতা বলল: বেটা! আমাকে আর একটু সামনে গভীরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করো, সন্তান বলল: এই কিনারাই নয় এবং আরো গভীরে কেন? পিতা উত্তর দিল: এজন্য যে, এখানে আমি আমার পিতাকে নিক্ষেপ করেছিলাম। এটা শুনে সন্তান কেঁপে

উঠল যে, কাল এই পরিণাম আমারও হবে, সে পিতাকে ঘরে নিয়ে আসল এবং তার সেবা করা শুরু করে দিল। (জেইসি করনি ওয়েসি বারনি ৯০)

দিল দুখানা ছোড় দিই মা বাপ কা,
ওয়ারনা হে ইস মে খাসারা আপ কা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৭১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বর্তমানে সন্তানদের প্রশিক্ষণের মান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে পিতা মাতার এই দীর্ঘ আশা থাকে যে, আমার সন্তান আমার অনুগত হবে, আমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, নেককার, মুত্তাকী ও পরহেযগার হবে, সমাজের মধ্যে সম্মানিত এবং মর্যাদাবান হবে, কিন্তু অধিকাংশ সময় এর ফল হয় উল্টা, কেন? এই জন্য যে সকল পিতা মাতা সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে পরিচিত নয়, আমলহীনতা এবং ভালো পরিবেশের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তবে যদি তাই হয় তাহলে কীভাবে আপন সন্তানদের ভালো প্রশিক্ষণ দিতে পারে? সম্ভবত এই কারণেই আজ সন্তানদের প্রশিক্ষণের মান এমনই হয়েছে যে, সন্তান যদি কাজ কর্ম না করে, স্কুল বা কোচিং সেন্টার থেকে ছুটি নিয়ে নেয়, এই বিষয়ে অলসতার শিকার হয়ে যায়, কোন নিকতম আত্মীয়দের ঐখানে যেতে বললে, কোন বিশেষ পোশাক ও জুতা পরিধান করতে বললে তখন রাজি হয় না, এভাবে অন্যান্য পার্থিব বিষয়াবলীতে সে “যদি তবে” এবং যেহেতু” ব্যবহার করে বা যদি সে গোঁড়ামি প্রকাশ করে তাহলে তাকে গুরুত্ব সহকারে নেয়া হবে, এজন্য উচ্চ স্বরে কথা বলে, ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তব্য দেয় এমন কি লড়াই পর্যন্ত এড়ানো যায় না কিন্তু যদি

ঐ সন্তান নামায কাযা করে বা জমাআত সহকারে নামায আদায় না করে, মাদ্রাসা বা জামেয়া থেকে ছুটি নিয়ে নেয় বা দেরী করে যায়, সারা রাত বাইরে ঘুরাফেরা করে, মোবাইল এবং সোস্যাল মিডিয়া (Social Media) এর মাধ্যমে না মুহরিমের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা, মোবাইল বা নেটের অপব্যবহার করা, রূপক মুহাব্বাতের বিপর্যয়ে ফেঁসে যাওয়া, নাটক সিনেমা দেখ, গান বাজনা শ্রবণ করা, নিত্য নতুন ফ্যাশেন অনুস্মরণ করা, হালাল হারামের পার্থক্য না করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ঘুষের লেনদেন করা, নাজায়িয ফ্যাশেনের চর্চা করা, মন্দ লোকের সংস্পর্শে বসা, অসৎ কাজে টাকা পয়সা নষ্ট করা, উদ্দেশ্য হলো সব ধরণের মন্দ কাজে জড়িত হয়ে যায় কিন্তু ঐসব বিষয়ে তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা পিতা মাতার কপালে পর্যন্ত ভাজ পড়ে না, কেউ সংশোধন করলে তখন পিতা মাতা বলে, এখনো তো ছোট বাচ্চা, ধীরে ধীরে বুঝে যাবে, বাচ্চার এতো কিছু করার শক্তি নেই ইত্যাদি, ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে থাকা, অত্যাধিক ভালবাসা এবং শিথিলতার কারণে এই বাচ্চা যখন পিতা, বংশধর ও সমাজের দূর্নামের কারণ হয়, ধমক দেয়া, টাকা-পয়সা না দেয়ায় পিতার দিকে চোখ তুলে তাকা, বকা দেওয়া, বা পিতার উপর হাত তোলা, তখন ঐ সময় পিতা মাতা ও শুভকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শের কথা স্মরণ আসতে লাগল, এখন পিতা মাতা তার সংশোধনের জন্য দাঁড়ান, দোয়া করেন এবং করান কিন্তু সংশোধনের কোন অবস্থা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না, ঐ সময় পানি মাথার অনেক উপরে থাকে আর আফসোস করা ছাড়া কোন কিছু করার থাকে না।

দেখ হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত
সার্চ হে কে বুড়ে কাম কা আনজাম বড়া হে

সন্তানকে মাদানী প্রশিক্ষণ না দেয়ায়, তাকে অত্যাধিক শিথিলতা দেয়ার কারণে পিতাকে কেমন কেমন পরিস্থির স্বীকার হতে হয়। আসুন! তার ব্যাপারে ২টি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং সন্তানকে ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করার নিয়্যত করি।

সন্তানকে সঠিক শিক্ষা না দেয়ার বিভিন্ন ক্ষতি

এক ব্যক্তি আপন পিতা মাতাকে বলল: আপনিই আমার বাল্যকালে (সঠিক শিক্ষা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ না দেয়ায়) আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমার বৃদ্ধ বয়সে আমি তোমাকে ধ্বংস করব। (ফয়যুল ক্বাদীর ১/২৯২, ৩১১ নং হাদীসের পাদটীকা)

নিঃসন্তান যখন সন্তান পেল

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এক সম্পদশালী ব্যক্তির কোন সন্তান ছিল না, সে তার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল কিন্তু সফল হলো না, কেউ তাকে পরামর্শ দিলো যে, মক্কা মুকাররমা উপস্থিত হও এবং পবিত্র মসজিদুল হারামের মধ্যে মকামে ইব্রাহীমের নিকট গিয়ে দোয়া কর, اِنْ شَآءَ الله তোমার কাজ হয়ে যাবে। সে তাই করল আর **আল্লাহ পাক** তাকে চাঁদের ন্যায় পুত্র সন্তান দান করলেন। সে বড় আদর যত্ন করে তার সন্তানের লালন - পালন করতে লাগল, একমাত্র সন্তান বড়ই আদরে বড় হতে লগল। কিন্তু সঠিক শিক্ষা দেওয়া হল না। ফলে সে বখাটে ও অপব্যয়ী হয়ে গেল।

পিতা অনেক দেরীতে বুঝতে পারল, সে তার বিপথগামী সন্তানকে টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিল, যার কারণে সে আপন পিতার বিরোধীতা করতে লাগল এবং যেখানে গিয়ে তার পিতা একটি সন্তানের জন্য দোয়া করার ফলে তার জন্ম হয়েছিল, সেখানেই অর্থাৎ মক্কা শরীফেই উপস্থিত হয়ে মকামে ইব্রাহীমের নিকট গিয়ে অযোগ্য এই পুত্রটি পিতার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে লাগল, যাতে করে পিতার মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সমস্ত সম্পদ তার হস্তগত হয়ে যায়।

(নেকীর দাওয়াত ৪৭১)

সন্তানদের সঠিক শিক্ষার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব তরবিয়্যতী আওলাদ এবং রিসালা আওলাদ কি হুকুক অধ্যয়ণ করার দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পবিত্র যিলহজ্ব মাস আপন বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, এই মাসের ১৪ তারিখ শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিত পিতার ওফাত বার্ষিকি উদ্‌যাপন করা হয়, আসুন! এই উপলক্ষ্যে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে শ্রবণ করি।

আবু আত্তারের উত্তম দিক

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিত পিতা হাজী আব্দুর রহমান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সৎ চরিত্র, তাকওয়া ও পবিত্রতা

এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুস্বারী ছিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অভ্যাস ছিল যে, অধিকাংশ সময় দৃষ্টি নিচে রেখে চলাফেরা করতেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অন্তরের মধ্যে পার্থিব সম্পদ জমা রাখার কোন লোভ ছিল না, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মসজিদ সমূহের প্রতি মুহাব্বাত এবং তার খুব খেদমত করতেন ১৯৭৯ হিজরীতে যখন শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কলম্বো (শ্রীলংকা) গমন করেন তখন ঐখানের লোকজনকে তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর সম্মানিত পিতার প্রতি খুব মুগ্ধ হিসাবে দেখতে পান কেননা তিনি ঐখানে মনোমুগ্ধকর হানাফী মেমন মসজিদের দেখাশুনা করেছিলেন এবং এই মসজিদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ার বায়আত ছিলেন এবং কসীদায়ে গাউছিয়া পাঠকারী ছিলেন। কলম্বোতে কিয়ামের মাঝে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর খালু মধ্যখানে কথা বলে তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه কে জানালেন যে স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছি যে, যখনিই আপনার সম্মানিত পিতা চারযানু হয়ে বসে কসীদায়ে গাউছিয়া পাঠ করতো তখন কোন কোন সময় তাঁর পা সমূহ যমীন থেকে উপরে উঠে যেতো।

হজ্বের সফরে ইন্তেকাল

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর সম্মানিত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৩৭০ হিজরীতে হজ্বের সফরের উদ্দ্যেশে যাত্রা করলেন, হজ্বের দিন মিনায় প্রচন্ড উত্তাপের কারণে বহু হুজ্জাজে কেরাম ইন্তেকাল করে ছিলেন, আবু আত্তার হাজী আব্দুর রহমান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও কিছুদিন অসুস্থ

www.dawateislami.net

থাকার পর ১৪ই যিলহজ্ব ১৩৭০ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে পর্দা করলেন। (তারিফে আমীরে আহলে সুন্নাত ১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে মাদানী পরিবেশ গড়ার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে আসুন! ঘরে মাদানী পরিবেশ গড়ার মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি, (১) ইরশাদ হচ্ছে: নিজের ঘরকে কবর স্থান বানিও না, নিঃসন্দেহে যে ঘরের মধ্যে সূরা বাকারা তিলওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়। (মুসলিম ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮২৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ঘরের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** যিকির করা হয় এবং যে ঘরের মধ্যে যিকির করা হয় না, তার উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (বুখারী ৪/২২০, হাদীস ৬৪০৭) ✲ ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চ আওয়াজে সালাম প্রদান করা ✲ পিতা বা মাতাকে আসতে দেখে তাঁদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া ✲ দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী বোন মায়ের হাতে ও পায়ে চুম্বন করবে ✲পিতা মাতার সামনে আওয়াজকে ছোট রাখবে, তাঁদের চোখে কখনো চোখ রাখবেনা ✲ তাঁদের প্রদানকৃত কাজ সমূহ দ্রুত করে দিবে যা শরীয়ত বিরোধী নয় ✲ মা বরং (এবং বাইরে) এক দিনের বাচ্চাকেও আপনি বলে সম্বোধন করবে ✲ হায়! তাহাজ্জুতের সময় যদি চোখ খোলে যেতো নাহয় কমপক্ষে ফযরের নামাযের সময় সহজেই জাগ্রত হওয়া সম্ভব হতো এবং কাজ কর্মেও অলসতা না আসতো ✲ ঘরের মধ্যে যদি নামায আদায়ে অলসতা, পর্দাহীনতা,

নাটক সিনেমা এবং গান বাজনা নিয়মিত চলতে থাকে তাহলে বার বার বাঁধা না দেয়া ✼ ঘরের মধ্যে কতো ধমক বরং প্রহার পর্যন্ত করে থাকে, ধৈর্য্য এবং ধৈর্য্য ধারণ করুন, যদি আপনি মুখে সব বলে দেন তাহলে মাদানী পরিবেশ হওয়ার কোন আশংঙ্কা নেই বরং আরো অধিক ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। ✼ বল প্রয়োগের দ্বারা অনেক সময় শয়তান লোকদেরকে জেদী বানিয়ে দেয়, সুতরাং রাগ, খিটখিটে স্বভাব এবং বকা ইত্যাদি অভ্যাস বরাবরই দূর করে দিতে হবে ✼ ঘরের মধ্যে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের দরস অবশ্যই অবশ্যই দিন বা শ্রবণ করুন। ✼ নিজের ঘরের সদস্যদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য একাগ্রতার সাথে দোয়াও করতে থাকুন যে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। ✼ শ্বশুর বাড়িতে অবস্থানকারীরা যেখানে ঘরের সদস্যদের আলোচনা করা হয়েছে, ঐখানে শ্বশুরবাড়ি এবং যেখানে পিতা মাতার আলোচনা করা হয়েছে ঐখানে শ্বশুর ও শ্বাশুরির সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে যাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কর্ম কান্ড না হয়। (জান্নাত কি তৈয়্যারি ১১৬-১১৮) ✼ পরিবারের সদস্যদের গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখা থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখানোর ব্যবস্থা করা। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী ৭)

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“সুন্নাত ও আদব”** আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি রিসালা **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

বয়ান: ১৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَكُتِبَتْ لَهُ سِوٰى ذٰلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং এ ছাড়া তার জন্য দশ (১০) টি নেকী লিখা হয়।

(মুজামু আওসাত, মিন ইসমুহু আহমদ ১/৪৪৬, ক্রমিক নং ১৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা ইসলামের তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গনী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর জীবনের কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রথমে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি, যেমন

হযরত ওসমান গণীর দানশীলতার শান

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন হাব্বাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان **"জাইশি উসরাত"** (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ) এর জন্য প্রস্তুতি নেয়ার উৎসাহ প্রদান করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! বোঝাই বহন করার গদী এবং আনুষাঙ্গিক মালপত্রসহ একশটি উট আমার দায়িত্বে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আবারো উৎসাহ দিলেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আবারো দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সকল মালপত্র সহ দুইশটি উট পেশ করার দায়িত্ব আমি গ্রহন করছি। **দু'জাহানের সুলতান** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان আবারো উৎসাহ দিলে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি মালামাল সহ তিনশটি উট নিজের দায়িত্বে গ্রহন করছি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম যে, একথা শুনে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বর থেকে নিচে নেমে দুইবার ইরশাদ করলেন: আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) যা কিছুই করবে, তার জবাবদিহীতা নাই।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে ওসমান বিন আফফান, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়াস খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: মনে রাখবেন যে, এটা তো ছিল তাঁর ঘোষণা মাত্র কিন্তু দেয়ার সময় তিনি (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) ৯৫০টি

উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন, এরপর আরো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। (মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো লিখেন) মনে রাখবেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রথমে ১০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন, দ্বিতীয়বার আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি সব মিলে উটের সংখ্যা ছিল ৬০০টি উট প্রদানের ঘোষণা দেন।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এবার আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় শ্রবণ করি।

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাম **"ওসমান"** এবং উপনাম হলো **"আবু ওমর"**। **আমীরুল মুমিমিন, যুন নুরাঈন** (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী), **কামিলুল হায়া ওয়াল ঈমান** (অর্থাৎ লজ্জা ও ঈমানে পরিপূর্ণ), **জামেউল কোরআন** (অর্থাৎ কোরআনের সংকলনকারী), **সৈয়্যদুল আসখিয়া** (অর্থাৎ দানশীলদের সর্দার), **ওসমানে বা'হায়া** ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ (Famous) উপাধী। (কারামাতে ওসমান গণী, ৩,৫,১১ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাঁর সকল উপাধীর মধ্যে **"যুন নুরাঈন"** (দুই নূরের অধিকারী) সমাধিক প্রসিদ্ধ। এই উপাধীটি অধিক প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো যে, তাঁর বিবাহ বন্ধনে একের পর এক **হুযুরে আকরাম** رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ২জন শাহজাদী হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا আবদ্ধ হয়েছেন, এই কারণেই তাঁকে "যুন নুরাঈন" (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়। (তাহযীবুল আসমা, ১/২৯৭)

তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ খোলাফায়ে রাশেদীনদের মধ্যে তৃতীয় খলিফা ছিলেন। (জান্নাতি যেওর, ১৮২ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রচেষ্টায় ইসলাম কুবল করেন এবং ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ চতুর্থ নম্বর ছিলেন। যেমনিট তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ নিজেই বলেন: اِنِّیۡ لَرَابِعُ اَرۡبَعَةٍ فِی الۡاِسۡلَامِ অর্থাৎ আমি ইসলাম কবুলকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ। (মুজামুল কবীর, ১/৮৫, হাদীস নং-১২৪)(আসাদুল গাবাতি, ওসমান বিন আফফান, ৩/৬০৬) হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে জুমাতুল মুবারকের দিন ৩৫ হিজরী সনের হজ্বের মাসে শহীদ করা হয়েছে। হযরত জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে জান্নাতুর বক্বীতে দাফন করা হয়।

(আসাদুল গাবাতি, ওসমান বিন আফফান, ৩/৬১৪-৬১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে সেই সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে গণ্য করা হয়, যাঁদের উপর ইসলাম কবুল করার পর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছে, বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং খুবই যন্ত্রণাদায়ক আচরন করা হয়েছে, কিন্তু কুরবান হয়ে যান! **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান সাহাবীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতি! যিনি এরূপ অত্যাচার সহ্য করেও বাতিলের সামনে অবিচল ছিলেন এবং দ্বীনে ইসলাম থেকে এক ইঞ্চিও পিছু হটার জন্য প্রস্তুত হননি।

জুলাই/আগষ্ট ২০১৮ ইং এর **মাসিক ফয়যানে মদীনার** ৪র্থ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ ঈমান, নেক আমল, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি অবিচল থাকাকে ইস্তিকামত তথা অধ্যাবসায় বলা হয়। এভাবেও বলতে পারেন যে, অধ্যাবসায় হলো, ঈমান নষ্ট না হওয়া, নেক আমল যেমন; নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ছেড়ে না দেয়া, তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ, তাসবীহ, সদকা ও খয়রাত, অপরের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি নেক কাজ সর্বদা করতে থাকা, সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকার অভ্যাস দৃঢ় থাকা, এই সকল বিষয় অধ্যাবসায়ের অন্তর্ভূক্ত, তবে প্রত্যেক অধ্যাবসায়ের বিধান ভিন্ন, যেমন বিশুদ্ আক্বীদার প্রতি দৃঢ় থাকা সবচেয়ে বড় ফরয। নিয়তিম ফরয সমূহ আদায় করাও ফরয, গুনাহ থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক এবং নিয়মিত মুস্তাহাব সমূহ আদায় করাও উচ্চ পর্যায়ের মুস্তাহাব, এই হিসেবে অধ্যাবসায়ের ৩টি প্রকার রয়েছেঃ (১) ঈমানের উপর দৃঢ় থাকাঃ যেমন; হযরত বিলাল, হযরত আবু যর গিফারী এবং অন্যান্য অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাঁদের ঈমান আনয়নের পর কঠিন বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঈমানের প্রতি অবিচল ছিলেন এবং আজ ঈমানের উপর অবিচল থাকার কথা এলেই সেই মহান মনিষীদের কথাই স্মরনে এসে যায়। (২) ফরয সমূহের প্রতি অধ্যাবসায় এটা যে, কখনোই না ছাড়া, যেমন; নামায। (৩) মুস্তাহাব সমূহের প্রতি অধ্যাবসায় অর্থাৎ তা সর্বদা সম্পাদন করা, যেমন; তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ, সদকা, উত্তম চরিত্র, নম্রতা এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদির উপর অবিচল থাকা। এই অধ্যাবসায়ও **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইস্তিকামত তথা অধ্যাবসায়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি, পড়েছি, কিন্তু নিজের প্রতি চিন্তাও করা উচিৎ যে, আমাদের কি নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকাতে অধ্যাবসায় অর্জিত? সাময়িকভাবে প্রবল উৎসাহে এসে নফল, তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ এবং দরস ও অধ্যয়ন সব শুরু করে দিই, কিন্তু কিছুদিন পর আমলের ক্ষেত্রে তো অলসতা সৃষ্টি হয় বা আমল করা ছেড়ে দেয়। এভাবেই রমযান মাসে বা ইজতিমায় অথবা মুরীদ হওয়ার পরপরই গুনাহ ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করে থাকে এবং কিছুদিন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েও রাখে, কিন্তু কিছুদিন পর সেই গুনাহ আবার শুরু হয়ে যায় এবং গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রত্যেক ইসলামী বোন এবং যিম্মাদার ইসলামী বোনদের জন্য সেখানে অধ্যবাসায়ের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, যারা নেকীর দাওয়াত প্রসার করার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে দ্রুত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় বা ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে বসে যায়, হিম্মত ছেড়ে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে নেয়।

এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যদিওবা যেকোন সমস্যা ও পেরেশানি এসে যায় কিন্তু সম্ভবত এমন হবে না যেমনটি সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সহ্য করেছেন, এই বিপদ এবং কষ্টের কল্পনাও অন্তরকে নাড়া দেয়ার জন্য যথেষ্ট। যেকোন বিপদ সংকুল সময় আসুক না কেনো, **আল্লাহ** করুক যেনো আমরা দ্বীন ইসলামের আঁচল কখনোই না ছাড়ি,

যদি আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখি তাহলে জানতে পারব যে, ঈমান আনয়নের দ্বারা কতিপয় সত্বী মহিলাকেও পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের হয়রানি করে। কিন্তুঐ দ্বীনে ইসলামের উপর অবিচলকারীদের উৎসর্গিত হয়ে যান! যারা আপন ঈমান রক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রকারের অত্যাচার সহ্য করেছেন কিন্তু ঈমান ও ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। ঐ সকল পবিত্র মহিলাদের মধ্যে ইসলামের অন্যতম প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া বিনতে খোত্বাব رَضِیَ اللّٰہ عَنْھَا, যখন তিনি ইসলামের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয় তখন তাঁকে কোন কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আসুন! সে সম্পর্কে শ্রবণ করি। যেমন

ইসলামের প্রথম শহীদ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সুমাইয়া رَضِیَ اللّٰہ عَنْھَا কে লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার কারণে কষ্ট প্রদান করে থাকেন যাতে তিনি **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরোধীতা করে এবং দ্বীন ইসলামকে ত্যাগ করে দেয়, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہ عَنْھَا দ্বীন ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন এমনকি তারা তিনি رَضِیَ اللّٰہ عَنْھَا কে শহীদ করে দিলেন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সুমাইয়া رَضِیَ اللّٰہ عَنْھَا তাঁর স্বামী হযরত ইয়াসির رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এবং সন্তান হযরত আম্মার رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ কে মক্কা শরীফের উত্তপ্ত মরুভূমির আবতাহ নামক স্থানে নির্যাতিত অবস্থায় দেখে তখন ইরশাদ করলেন: হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য্য ধারণ করো! তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি করছি।

(আল ইসাবাহ, কিতাবুন নিসা, হরফুস সিন, ক্রমিক নং ১১৩৪২, সুমাইয়া বিনতে খোব্বাত ৮/২০৯)

একবার আবু জাহেল বর্শা নিয়ে তাঁকে ধমক দিল এবং বলল: তুমি কলমা পাঠ করা ছেড়ে দাও না হয় আমি তোমাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করবো! হযরত বিবি সুমাইয়া رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا বক্ষ প্রসারিত করে উচ্চ স্বরে কলমা পাঠ করা শুরু করে দিল, আবু জাহেল রাগান্বিত হয়ে তাঁকে নাভির নিচে এতো জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে জমিনে ঢলে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত সুমাইয়া বিনতে খোব্বাত رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا নির্যাতিত ভাবে শাহাদাত বরণ করা ছাড়াও অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন, যেমন তাঁকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যাতে রোদের গরমে লোহার বর্ম উত্তপ্ত হতে থাকে, এমনকি তাঁরা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহেলের হাতে শাহাদাত কবুল করে নিলেন কিন্তু ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি।

(আসাদুল গাবাতি, ৭০২১, সুমাইয়া উম্মে আম্মার ১৫৩)

আল্লাহ পাক এই পবিত্র সত্বাদের সদকায় আমাদেরও ঈমান ও ইসলামের উপর অটল থাকার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! "নেকীর দাওয়াত" দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা খুবই প্রয়োজন, এর জন্য আমাদের সাহস বৃদ্ধি করতে হবে এবং পূর্ব থেকেই মানসিকতা তৈরী রাখতে হবে যে, দ্বীনের পথে কষ্ট আসবেই, আমি এতে ঘাবড়ে গিয়ে পিছু সরবো না বরং অটলতার সহিত গন্তব্যের দিকে নিজের সফর অব্যাহত রাখতে হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর ঈমানের প্রতি অটলতা সম্পর্কীত একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

দুনিয়া ছাড়তে পারি কিন্তু ঈমান নয়

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন শুধু নিজের পরিবার পরিজন নয় বরং পুরো বংশের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁকে প্রহারও করা হয়েছে এমনকি তাঁর চাচা হাকাম বিন আবিল আস তো এত বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিলো যে, তাঁকে ধরে একটি রশিতে বেঁধে বলতে লাগলো: তুমি তোমার বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছো, যতক্ষণ তুমি নতুন ধর্ম ছাড়বে না ততক্ষণ আমরাও তোমাকে ছাড়বো না, এভাবেই তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে। একথা শুনে হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি ইসলাম কখনোই ছাড়তে পারবো না। হাকাম বিন আবুল আস যখন তাঁর এই চেতনা দেখলো তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিলো।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ওসমান বিন আফফান, ৩৯/২৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, ঈমান আনয়নের পর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর প্রতি তাঁর চাচা কিরূপ অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি অত্যাচার সহ্য করে ঈমানের উপর অটল ছিলেন। এই ঘটনায় ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য ঈমানের অটল থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, যারা ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামের গন্ডিতে তো এসে গেছে, কিন্তু তাদের পরিবারের লোকজনের নিকট এখনো ইসলাম সত্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট নয়, যার কারণে তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে থাকে, বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতে থাকে যাতে যেকোন ভাবে مَعَاذَ الله সে দ্বীনে

ইসলামকে ছেড়ে দেয় এবং তার অন্তর দ্বীন ইসলাম থেকে শূন্য হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! সর্ববস্থায় ঈমানের নিরাপত্তা খুবই জরুরী, যেকোন ধরনের আপদ আসুক না কেন ঈমানের দৌলত থেকে ছিন্ন হওয়া উচিৎ নয়, ঈমানের উপর অটলতার জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে থাকা উচিৎ।

ঈমানের উপর শেষ পরিনতির জন্য **“শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া”**য় একটি খুবই সুন্দর ওযীফা লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله পাঠকারীর ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভ করবে। সেই ওযীফাটি শাজারা শরীফের ১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে। আসুন সেই ওযীফাটি শুনে নিই:

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ ط

(**অনুবাদ: হে আল্লাহ!** আমরা এ কথা (বিষয়) হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কোন বস্তুকে জেনে বুঝে তোমার অংশীদার বানিয়ে নেব এবং আমরা তোমার নিকট থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমরা জানিনা।)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ওসমান গণীর জীবনি থেকে ঐসকল ইসলামী বোনদের জন্যও শিখার অনেক কিছু রয়েছে, যাদেরকে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের পক্ষ থেকে সুন্নাতের খেদমত করার কারণে বিভিন্ন ভাবে নিপীড়ন করা হয়, তখন তারা হিম্মত হারিয়ে মাদানী পরিবেশের বরকত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নেয়, তাদের উচিৎ যে, তারা যেনো এরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে কখনোই অধৈর্য না হয় বরং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن

বিশেষকরে শোহাদায়ে কারবালার رِضْوَانُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن প্রতি আসা বিপদ এবং তাঁদের এর উপর অটল থাকার প্রতি দৃষ্টি রাখে, সুন্নাতের খেদমতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়ভাবে জুড়ে থাকে, কেননা উত্তম পরিবেশের সাথে জুড়ে থাকাও ঈমানের উপর অটলতা পাওয়ার অনন্য মাধ্যম।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঈমান এবং নেক আমলের উপর অটলতার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত থাকার সামর্থ্য নসীব করুন। اٰمِين بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবনির একটি আলোকিত দিক হলো যে, তিনি সারা রাত রব্বে কায়েনাতের দরবারে ইবাদত করা অবস্থায় অতিবাহিত করে দিতেন, আখিরাতের প্রতি ভীত থাকতেন এবং আপন **রাব্বে করীমে**র দয়ার প্রতি আশান্বিত থাকতেন। দিনের বেলায় **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা এবং রোযা অবস্থায় অতিবাহিত করতেন, রাতেও **আল্লাহ**র দরবারে সিজদা ও ইবাদতে কেটে যেতো। আসুন! তাঁর ইবাদতের আগ্রহ এবং তিলাওয়াতের শখ সম্পর্কিত চারটি বর্ণনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

ওসমান গণীর ইবাদত ও তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ

(১) হযরত যুবাইর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বদা রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথমভাগে কিছুক্ষণ আরাম করে অতঃপর সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করে দিতেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, ২/১৭৩, হাদীস নং-৬)

(২) হযরত মাসরুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদকারীর সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করেছো? সে বললো: হ্যাঁ। তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! তুমি রোযাদার ও ইবাদত গুজার ব্যক্তিকে শহীদ করেছো।

(মুজামুল কবীর, ১/৮১, হাদীস নং-১১৪)

(৩) যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করা হলো, তখন তাঁর স্ত্রী হত্যাকারীদের বললেন: তোমরা ঐ ব্যক্তিকে শহীদ করেছো, যে সারা রাত ইবাদত করতো এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করতো।

(আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, যুহুদ ওসমনার বিন আফফান, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৭৩)

(৪) হযরত আব্দুর রহমান তাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার মকামে ইব্রাহিমের নিকট আমার রাত হয়ে গেলো। আমি ইশার নামায আদায় করে মকামে ইব্রাহিমের নিকট পৌঁছলাম, আমি সেখানে দাঁড়াতেই এক ব্যক্তি আমার দুই কাঁধের মাঝখানে হাত রাখলো। আমি পিছনে ফিরে দেখলাম তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। কিছুক্ষণ পর তিনি সূরা ফাতিহা থেকে কোরআনে

করীমের তিলাওয়াত শুরু করলেন, এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করে নিলেন।

(আয যুহুদ লি ইবনিল মুবারক, বাবু ফদলে যিকরুল্লাহ, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো! ঐ সাহাবীয়ে রাসূল, যিনি **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'জন শাহাজাদীর একের পর এক স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, যাঁকে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক জবানে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, তাঁর ইবাদতের প্রতি ভালবাসা এবং কোরআনে তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহের অবস্থা এমন ছিলো যে, দিনরাত ইবাদত এবং কোরআনের তিলাওয়াত করে কাটাতেন। অপরদিকে ঐসকল লোকের অবস্থা হলো, যাদের অধিকাংশ সময় অহেতুকতায় নষ্ট হয়ে যায়, তাদের দিনরাত উদাসিনতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, তাদের নিকট না ইবাদতের জন্য সময় আছে আর না কোরআনের তিলাওয়াতে জন্য, হ্যাঁ! তবে দুনিয়াবী কার্যকলাপের জন্য তাদের নিকট সময় রয়েছে, তাদের মূল্যবান সময় খবরের কাগজ পড়া, নিউজ দেখা, শুনা বা পড়াতে কেটে যায়, গভীর রাত পর্যন্ত হোটেলে এবং চৌরাস্তায় বসে থাকা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, **আল্লাহ পাকের** পানাহ! এখন তো বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক চায়ের হোটেল পাওয়া যাবে, যেখানে বিশেষকরে যুবকরা গভীর রাত পর্যন্ত বসে বসে গল্প গুজব করে থাকে, স্যোশাল মিডিয়ার ব্যবহার এবং মোবাইল ফোনে ভিডিও গেমস খেলে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেয় বরং مَعَاذَ الله ফজরের নামাযের সময় উদাসিনতার ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। অনেকে মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করাতে এত বেশি লিপ্ত

হয়ে যায় যে, তাদের সময়ের খেয়ালই থাকে না, কাজকর্ম থেকে ছুটি করা তো দূরের কথা কয়েক মিনিটের দেরীও সহ্য করা হয় না কিন্তু আফসোস! ফরয ও ওয়াজিব আদায়, নফল ইবাদত সম্পাদন, জামাআত সহকারে নামায আদায় এবং কোরআনের তিলাওয়াত করার ব্যাপারে প্রবল অলসতা ও উদাসিনতা। আসুন! নিজের মাঝে ইবাদত ও তিলাওয়াতের আগ্রহ ও শখকে জাগ্রত করতে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং ইবাদত ও তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মানব! তোমরা আমার ইবাদত করার জন্য অবসর হয়ে যাও, আমি তোমাদের অন্তরকে সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করে দিবো, যদি তোমরা এরূপ না করো, তবে আমি তোমাদের উভয় হাত ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিবো এবং তোমাদের মুখাপেক্ষীতার দরজা বন্ধ করবো না।

(তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতি ওয়ার রিকাক, ৩০তম অধ্যায়, ৪/২১১, হাদীস নং-২৪৭৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু হচ্ছে **আল্লাহ** ওয়ালা। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** তারা কারা? ইরশাদ করেন: কোরআন পাঠকারী, এরাই **আল্লাহ** ওয়ালা এবং বিশেষ মানুষের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪০, নম্বর-২১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ওসমান গণী এর ইশকে রাসূল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাব্বাতে রাসূল এমন একটি ধন ভান্ডার, যাকে এই ধন ভান্ডার দান করা হয় তার তো সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়, যদি আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জীবনি অধ্যয়ন করি তবে আমাদের মাঝে এই সত্যতা প্রকাশ হয়ে যাবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান সাহাবী হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এরও এই মহান ধন ভান্ডার অর্জিত ছিলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল বরং ইশকে মুস্তফার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। যেনো ইশকে রাসূলেই জীবন ও মরণ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে গিয়েছিলো। ইশকে রাসূলের মিষ্টতা তাঁর শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে তাঁর আর কিছুই প্রিয় ছিলো না।

আসুন! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইশকে রাসূল সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

আমার প্রিয় নবীর পূর্বে তাওয়াফ করবো না!

যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পরামর্শে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে হুদায়বিয়ার সন্ধির বার্তা নিয়ে মক্কা শরীফে কোরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ঈর্ষা করছিলেন যে, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মক্কা শরীফ যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, এবার তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত এবং

কাবার তাওয়াফ করবেন, যখন অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিজেদের এরূপ ঈষান্বিত চেতনা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রকাশ করলেন তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যতক্ষণ আমরা বন্দি, ওসমান কাবার তাওয়াফ করবে না। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! তাঁর এই ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না, তবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে কাবার তাওয়াফ করা থেকে কোন বিষয়টি বাঁধা দিবে? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইরশাদ করেন: **"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আমাকে ছাড়া খানায়ে কাবার তাওয়াফ করবে না।"**

যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ফিরে এলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! কাবার তাওয়াফ করার পর আপনি হয়তো প্রশান্তি অনুভব করছেন? আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইরশাদ করেন: আপনারা আমার ব্যাপারে ভুল অনুমান করছেন, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যে বাক্য বলেছেন, এতে আমাদের মতো রাসূলের ভালবাসার দাবীদারদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যমান, বললেন: ঐ স্বত্বার শপথ! যাঁর কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ, যদি মক্কা শরীফে আমার অবস্থান এক বছরও হতো তবুও আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ছাড়া তাওয়াফ করতাম না আর কোরাইশরা আমার জন্য কাবার তাওয়াফ করাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাও রাখেনি। (দালায়িলুন নবুয়তি লিল বায়হাকী, ৪/১৩৩-১৩৪)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিরূপ সত্যিকারের মুহাব্বাতকারী ছিলেন! যাঁর প্রতিটি কর্ম ইশকে রাসূলে পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু আহ! বর্তমান সময়কার মুসলমানরাও ইশকে রাসূলের দাবী তো করে থাকে কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুশি করার কাজ করতে লজ্জা অনুভব করে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ আমার চোখের শীতলতা হলো নামায।" (মুজামু কবীর, ২০/৪২০, হাদীস নং-১০১২) একটু ভাবুন তো! সে কেমন আশিকে রাসূল, যে নামায থেকে দূরে থেকে জেনে শুনে নামায কাযা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অন্তরের জন্য কষ্টের কারণ হয়। এটা কেমন ভালবাসা এবং কেমন প্রেম যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকে রোযা রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, কিন্তু নিজেকে আশিকে রাসূলে অন্তর্ভূক্তকারী এই আদেশের পরিপন্থি করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হয়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি বৃদ্ধি করো। (শরহে মাআনী আল আসারি লিল তাহাভী, কিতাবুল কারাহাতি, ২৮/৬৪২২, হাদীস নং-৪) কিন্তু ইশকে রাসূলের দাবীকারী এবং ফ্যাশনের পুজারী, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের ন্যায় চেহারা বানানো, এটাই কি ইশকে রাসূল? নিঃসন্দেহে নয় এবং কখনোই নয়।

"সদরুল আফাযিল" এর চরিত্রের কিছু ঝলক

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুবারক জন্ম ২১ সফরুল মুযাফফর

১৩০০ হিজরী অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩ সাল সোমবার শরীফে ভারতের **“মুরাদাবাদ”** শহরে হয়, তাঁর নাম “মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন” রাখা হয়। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন নুযহাত এবং পিতামহ হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুদ্দীন রাসিখ নিজ নিজ যুগে উর্দূ ও ফারসীর ওস্তাদ ছিলেন।

১৩২০ হিজরী অনুযায়ী ১৯০২ সালে ২০ বছর বয়সে তাঁর দস্তারবন্দি হয়। অবশেষে ১৯ যিলহজ্জ ১৩৬৭ হিজরীতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, জামেয়া নাঈমিয়া (মুরাদাবাদ, ভারত) মসজিদের বিপরীত পাশে তাঁর শেষ আরাম স্থল।

শেষ বিদায়ের অবস্থা

খলিফায়ে সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা হলো: এগারোটায় সময় ছিলো, সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের কক্ষের তিনটি দরজাই বন্দ করে দিলেন। কক্ষে আমি এবং হযরত ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কিছুক্ষণ পর আমার সাথে কথা বললেন, এরপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চুপ হয়ে গেলেন। প্রায় সাড়ে ১১টায় বললেন: ফ্যান ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম, অতঃপর বললেন: কমিয়ে দাও। আমি কমিয়ে দিলাম। আবারো বললেন: আরো কমিয়ে দাও। আমি আরো কমিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ পর বললেন: আরো কমিয়ে দাও। এবার আমি ফ্যান দেয়ালের দিকে করে দিলাম, যাতে দেয়ালের সাথে লেগে বাতাস যায়। কিছুক্ষণ পর বললেন: বন্দ করে দাও। এরপর বলতে লাগলেন: আমার হাত টিপে দাও। অতএব আমি খাটের ডান দিকে বসে হাত এবং কোমড়

টিপতে লাগলাম, দেখলাম যে, পবিত্র মুখে কিছু বলছিলেন এবং পবিত্র চেহারায় অনেক ঘাম এসেছে। আমি রুমাল দিয়ে চেহারার ঘাম মুছে নিলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুবারক দৃষ্টি তুলে আমাকে দেখলনে, অতঃপর উচ্চস্বরে কলেমা পাক لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه পাঠ করতে লাগলেন। গলার স্বর ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলো, ঠিক ১২টা ২৫মিনিটে আমি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বন্ধ হওয়া অনুভব করলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই কিবলার দিকে হয়ে নিজের হাত পা সোজা করে নিলেন। এভাবেই ১৯ যিলহজ্জ ১৩৬৭ হিজরী কলেমা শরীফ পাঠ করে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **“সদরুল আফাযিলের জীবনি”** এর আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সদরুল আফাযিল এর দ্বীনি খেদমত

✲ সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরসে নিজামী শেষ করার পর পাঠদান শুরু করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ওলামা ও মুফতীয়ানে কিরামকে দ্বীনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত করেন। ✲ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা বিদ্যা এবং কিতাব ও রিসালা লেখনির কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ✲ ২০ বছর বয়সে নিজের ছাত্র জীবনে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গাইব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের প্রমাণের দলীল সম্বলিত একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। ✲ তিনি দারুল ইফতায় সম্পৃক্ত ছিলেন এবং

অনেক প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। ✲ তিনি কিতাব না দেখেই প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করতেন। ✲ তাঁর সবচেয়ে মহৎ কর্ম হলো **“তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান”**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **“১৬৩ মাদানী ফুল”** রিসালা থেকে মিসওয়াক করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী শ্রবণ করি: (১) মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিসওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস নং- ১৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: মিস্ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ পাক**এর সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৪৩৮, হাদীস নং- ৫৮৬৯) ✯ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামে, ৫/২৪৯, হাদীস নং- ১৪৮৬৭) ✯ মিসওয়াক পিলু বা যয়তুন অথবা নিম ইত্যাদি তিক্ত কাঠের হওয়া উচিৎ। ✯ মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ✯ মিসওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়, অন্যথায় তাতে শয়তান বসে।✯ এর আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির

মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। ✫ মিসওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ✫ উত্তম হলো যে, এর আঁশ প্রতিদিন কাটতে থাকা, কেননা আঁশ ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী থাকে যতক্ষণ এর তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে। ✫ দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করুন। ✫ যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ✫ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন। ✫ মিসওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ✫ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিসওয়াক করবেন। ✫ মুষ্ঠি করে ধরে মি্সওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ✫ মিসওয়াক শরীফ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “**মিসওয়াকের ফযীলত (১০টি ঘটনা ও বর্ণনাসহ)**” অধ্যয়ন করুন।

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**সুন্নাত ও আদব**” আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” এবং “**১৬৩ মাদানী ফুল**” হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

বয়ান: ১৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তিলাওয়াত করে এবং **আল্লাহ পাকের** প্রসংশা বর্ণনা করে, অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার জায়গা থেকে ভাল কিছু অনুসন্ধান করেছে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'যীমিল কোরআন, ২/৩৭৩, হাদীস ২০৮৪)

উন পর দরূদ জিন কো কসে বে কাসা কহে,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কী হে।

(হাদায়িকে বখশিশ ২০৯)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমরা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণ করি, যিনি প্রত্যেক অসহায়দের সহায়ক এবং আশ্রয়দাতা আর আমরা আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর সালাম প্রেরণ করি যিনি আমাদের মতো অলসদের খবর ভালভাবে রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে। দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের আজকের বিষয় হলো "আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টিতা" আজ আমরা **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আয়াতে মোবারাকা, হাদীসে পাক ও বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনা সমূহ শ্রবণ করবো এবং সাথে সাথে অল্পতুষ্টিতার ফযীলত, এর দ্বারা দ্বীনী ও দুনিয়াবী উপকারীতা সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আসুন! সর্বপ্রথম আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার ব্যাপারে এক বুযুর্গের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

জীবিকার উৎস

বর্ণিত রয়েছে যে, মসজিদে হারাম শরীফ (পবিত্র মক্কায়) একজন ইবাদত গুজার ব্যক্তি রাতে ইবাদতে মশগুল থাকত, দিনে রোযা রাখতো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় একজন ব্যক্তি তাঁকে দুটি রুটি দিয়ে যেতো, তিনি তা থেকে ইফতার করে নিত এবং দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতো, একদিন তাঁর অন্তরের মধ্যে এই খেয়াল আসল যে, এটা কেমন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল যে, আমি তো একজন মানুষের দেয়া রুটির উপর ভরসা করে বসে আছি! আর সৃষ্টির রিযিকদাতা (রাজ্জাকের) উপর ভরসা করছি না, সন্ধ্যায় যখন ঐ ব্যক্তি রুটি নিয়ে আসল তখন আবেদ লোকটি রুটি না নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিন (৩) দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, যখন ক্ষুধা প্রাধান্য পেতে লাগলো তখন আপন নিকট প্রার্থনা করল। রাতে স্বপ্নে দেখল যে, সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হলো এবং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমি আপন বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠিয়েছি তা তুমি ফেরত দিয়েছ কেন? আবেদ লোকটি বলল: হে আল্লাহ! তুমিই

প্রেরণকারী, নির্দেশ দেয়া হলো! এখন আমি প্রেরণ করবো তবে পূনঃরায় ফেরত দিও না। ঐ স্বপ্নের মধ্যে এটাও দেখল যে, রুটি দানকারী ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হল। **আল্লাহ পাক** তাকে জিজ্ঞাসা করল: তুমি এই আবেদকে রুটি দেয়া বন্ধ করে দিয়েছ কেন? সে আরয করল: হে মালিক ও মাওলা! তুমি তো ভালো করেই জানো, অতঃপর জিজ্ঞাসা করল: হে বান্দা! ঐ রুটি তোমাকে কে দিয়েছে? ঐ বান্দা আরয করল: আমি তো তোমার পথেই ব্যয় করছি, ইরশাদ হলো: তুমি তোমার আমল অব্যাহত রাখ, আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এর প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত রয়েছে। (রওযুর রিয়াহীন ১৩৩)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে এটা জানা গেল যে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রদান কৃত সদকা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হয়ে থাকে। ঐ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, **আল্লাহ পাকের** নেককার এবং পরহেযগার বান্দাদের এই তাওয়াক্কুলের উচচ মকাম দ্বারা ধন্য করেন। ঐ আবেদ ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকত, দিনে রোযা রাখত, এভাবে রাত দিন ইবাদতে অতিবাহিত করত। রিযিক দেয়া এবং আপন বান্দাদের পেট ভর্তি করানো তাঁর কাজ, আমি তাঁর কাজে মশগুল থাকব এবং তাঁর ইবাদত করব, তাহলে তিনিই আমার রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন আর এমনই হয়ে থাকে যে, প্রতিদিন একজন বান্দা সন্ধ্যার সময় এসে ২টি রুটি দিয়ে যেতেন, যার দ্বারা সে রোযা ও ইফতার করতো এবং অতঃপর ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতো।

নিঃসেন্দেহে **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর এমন তাওয়াক্কুল করা, তাঁর প্রিয় বান্দার পদ্ধতি, এই ঘটনা থেকে তাওয়াক্কুলের সাথে সাথে অল্পতুষ্টতার উৎসাহও মিলে যায়, চিন্তা করুন! আমরা যখন রমযানের ফরয রোযা রাখি তখন ইফতারের মধ্যে নিজেরা খাওয়ার জন্য হরেক রকমের চমৎকার এবং উন্নত মানের খাবার একত্রিত করি, একটি পছন্দনীয় খাবারও কম হলে তখন রাগান্বিত হয়ে যায়, অথচ **আল্লাহ পাকের** ঐ ইবাদত গুজারকারী বান্দা প্রতিদিন রোযা রাখতো এবং ইফতারের মধ্যে শুধু ২টি রুটিই যথেষ্ট ছিল, সে নিজের নফল রোযার জন্য আমাদের ফরয রোযার চেয়েও অধিক চমৎকার এবং উন্নত মানের ইফতারের ব্যবস্থা করার পরিবর্তে অল্পতুষ্টতকে গ্রহণ করেন, তিনি মহত্বপূর্ণ সন্তুটি অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিদিন ২টি রুটি দ্বারা ইফতার করতেন এবং তা নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। আমাদেরকেও অল্পতুষ্টতার অভ্যাস নিজেদের মধ্যে গড়া চাই, আজ এমন একদল লোক রয়েছে, যারা রিযিকের কম হলে এবং সম্পদে বরকত হীনতার অভিযোগ করতে দেখা যায়। এমন ইসলামী বোনের উচিত রিযিকে বরকত বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজের জন্য অল্পতুস্টতার দৌলতকে পাবার দোয়া করতে থাকা। কেননা যার অল্পতুষ্ঠ নসীব হয়ে যায় তার দুনিয়ার ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে তাঁকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। অল্পতুষ্টতা অন্যের দরজার সামনে গিয়ে কষাঘাত করা এবং কারো নিকট কোন কিছু চাওয়া থেকে বাঁচিয়ে শুধু সত্যিকারের রিযিকদাতার উপর তাওয়াক্কুল করতে শেখায়। অল্পতুষ্টতা আত্ম -সম্মান এবং গর্ব তৈরি করে অথচ আকঙ্ক্ষার অনুস্মরণ মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে।

জরুরত সে যিয়াদা মালও দৌলত কা নেহী তলব,
রহে বস আফ কি নযরে ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
রহে সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা তোড়ীসি রুজী পর,
আতা হো দৌলতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পতুষ্টির সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অল্পতুষ্টি কাকে বলে? তার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষ **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে যা কিছু পাই তার উপর সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করে লোভ ও লালসা থেকে বেঁচে থাকাকেই অল্পতুষ্টতা বলে। অল্পতুষ্টতার অভ্যাস মানুষের জন্য আল্লাহর এক মহান নেয়ামত, অল্পতুষ্টতে সন্তুষ্ট এমন ব্যক্তি প্রশান্তির দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে অথচ লোভী ব্যক্তি সর্বদা বিচলিত থাকে। (জান্নাতী যেওর ১৩৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে অল্পতুষ্টতা হলো মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে একটি সর্বোচ্চ প্রিয় গুণাবলী, অল্পতুষ্ট ব্যক্তি নিজের আকাঙ্ক্ষার উপর বিজয় করতে সফল হয়, অল্পতুষ্টতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ব্যক্তি নফসের হাতে সর্বদা এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। অল্পতুষ্ট ব্যক্তির **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য লাভ হয় অথচ অল্পতুষ্টতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির যদিও একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয় তাহলে সে অভিযোগের পর অভিযোগ নিয়ে আসে। অল্পতুষ্ট ব্যক্তি অধিক আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে ধৈর্য্যের আশ্রয় প্রার্থনা করে। অল্পতুষ্টতা অসাধারণ সাহসিকতা, উচ্চ চিন্তা, বুর্যুগী,

খোদা ভীরুতা এবং ধৈর্য্যের প্রতীক হয়ে থাকে। অথচ আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণকারী স্বার্থপরতা, লোভ, কৃপণতা এবং নিফাক আল্লাহর রাস্তা থেকে দূরে রাখার কারণ হয়ে থাকে। অল্পতুষ্টতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, **আল্লাহ পাক** আপন নেক এবং নিকটবর্তী বান্দাদেরকেই এই মোবারক অভ্যাস দান করেন। অল্পতুষ্টতার স্পৃহাকে জাগ্রত করার জন্য সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আউলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মোবারক জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

প্রিয় নবীর অল্পতুষ্টিতার প্রতি লাখো সালাম

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবন ধৈর্য্য ও অল্পতুষ্টতার মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবদ্দশায় কখনোই আরাম বিলাসিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি গোচর হয়নি, কখনো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ জিনিস অর্জনের জন্য চেষ্টাও করেন নি, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গণী মতের মাল হিসাবে অনেক বড় বড় ভান্ডার দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সে সব মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিবারের সদস্যরা কখনো কখনো ৩দিন যাবৎ পেট ভরে আহার করেন নাই, এমন কি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন।

(বুখারী কিতাবুল আতইমা, ৩/৫২০, হাদীস ৫৩৭৪)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অল্পতুষ্টিতার প্রতি উৎসর্গ হয়ে নাযরানা স্বরূপ আরয করেন:

কুল জাহা মালিক আওর জোও কি রুটি গাযা,
উস শেকম কি কানাআত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশিশ ৩০৪)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: সমগ্র বিশ্বে যার রাজত্ব ও ক্ষমতা তাঁদের সাদাসিদা খাবারের অবস্থা এমন ছিল যে, বার্লির রুটি আহার করে দিন অতিবাহিত করতেন, ঐ মোবারক পেটের সন্তুষ্টির প্রতি লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাদাসিদে জীবন পছন্দনীয় ছিল, উভয় জগতের সর্দার হওয়ার সত্ত্বেও **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সরল জীবন যাপনের অবস্থা এমন ছিল যে, চাটায়ের উপর আরাম করতেন, কখনো মাটির উপর শয়ন করতেন এবং আপন হাত মোবারককে বালিশ বানিয়ে নিতেন। সিরাতে মোস্তাফাতে বর্ণিত রয়েছে যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবদ্দশায় কখনো সুস্বাদু এবং মশলাযুক্ত খাবার আহার করার আকাঙ্ক্ষা করেন নি, এমন কি তিনি কখনো চাপাটি আহার করেন নি, অধিকাংশ সময় বার্লির মোটা মোটা রুটি আহার করতেন। (সিরাতে মোস্তাফা ৫৮৫-৫৮৬)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাহেরী থেকে পর্দা করা পর্যন্ত প্রিয় নবীর পবিত্র আহলে বায়ত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কখনো বার্লির রুটিও ২ দিন পর্যন্ত আহার করেন নি। হাদীসে পাকে এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, সম্পূর্ণ মাস অতিবাহিত হয়ে যেতো, ঐ মহিমান্বিত ঘরের চুলায় আগুনও জ্বলত না, সামান্য খেঁজুর এবং পানি দ্বারা দিন অতিবাহিত করত। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে

বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! আমি চাইলে তোমাদের চেয়েও ভালো খাবার আহার করতে পারি এবং তোমাদের চেয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করতে পারি কিন্তু আমি নিজের আরাম ও আয়েশ পরকালের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।

(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান পারা ২৬, সূরা আহকাফ এর ২০ নং আয়াতের পাদটীকা)

খানা তো দেখো জাও কি রুটি – বে চাহনা আটা রুটি বি মোটি,
ওহ বি শেকম বর রোজ না কানা – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
কাওনও মকা কে আক্বা হো কর – দোনো জাহা কে দাতা হো কর,
হে ফাকে সে শাহে দো আলম – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
ক্ববজে মে জিস কে সারে খোদায়ী – উস কা বিচুনা এক চাটায়ি,
নযরো মে কিতনি হিছে হে দুনিয়া – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় জগতের ভান্ডারের মালিক হওয়ার সত্ত্বেও অল্পতুষ্টতার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন, আমাদেরও উচিত যে, আমরাও যেন আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুস্মরণ করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং অল্পতুষ্টকারী হিসাবে গড়ে তোলা, অল্পতুষ্টতার পার্থিব ও পরকালে কিছু পুরস্কার রয়েছে আসুন! তা থেকে কিছু শ্রবণ করি:

অল্পতুষ্টিতার পুরস্কার ও আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণের বিভিন্ন ক্ষতি

১) অল্পতুষ্টিতা অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহাব্বাত নিঃশ্বেষ করে দেয়, অথচ আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণকারী দুনিয়ার মুহাব্বাতে ফেঁসে যায় এবং দুনিয়াকে সবকিছু মনে করে বসে, যা দ্বীনের জন্য বিষাক্ত ঘাতক হিসাবে আবিভূত হয়।

২) অল্পতুষ্টকারী উপকরণের চেয়েও **আল্লাহ পাকের** দয়ার দিকে বেশী দৃষ্টি রাখেন, এভাবেই সে অপরের মুখাপেক্ষীতা থেকে বেঁচে থাকে। অল্পতুষ্টিতা হতে বিমুখ ব্যক্তি উপকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে এই উপরকরণকে সব কিছু মনে করে বসে, এভাবে সে বিশ্বের মানুষের কাছে আশা প্রত্যাশা স্থাপন করেন।

৩) অল্পতুষ্টিতা আমাদেরকে আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণ করা থেকে বাঁচায় এবং তার বরকতে জীবন প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তির মাধ্যমে অতিবাহিত হয়, অথচ আকাঙ্ক্ষার অনুস্মরণ অশান্তি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

৪) অল্পতুষ্টিতার দ্বারা লোভ লালসা এবং কৃপণতার মতো মন্দ অভ্যাস নিঃশ্বেষ হয়ে যায়, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপর রাজি থাকা, **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ব্যয় করার স্পৃহা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে অল্পতুষ্টিতা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অথচ অল্পতুষ্টি না হলে লোভ এবং কৃপণতার মতো মন্দ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে, এছাড়া এমন কিছু ইসলামী বোন রয়েছে, যাদের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে مَعَاذَ الله **আল্লাহ পাকের** দানের প্রতি আপত্তি শুরু করে দেয়।

৫) অল্পতুষ্টিতার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এটাই যে, তার দ্বারা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। প্রিয় নবী ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইসলামের হিদায়তের উপর অটল থাকে এবং তার রিযিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সে সন্তুষ্ট থাকে, সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ।

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ ৪/১৫৬, হাদীস ২৩৫৫)

রহে সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা তোড়ী সী রুযি পর
আতা হো দৌলত ও কানাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অল্পতুষ্টতা তাওয়াক্কুলের সিঁড়ি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অল্পতুষ্টতার মতো তাওয়াক্কুলের ঐ গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে দেয়। অল্পতুষ্টিতা এবং তাওয়াক্কুলের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, অল্পতুষ্টিতা হলো তাওয়াক্কুলের সিঁড়ি, অল্পতুষ্টিতা মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে এবং বান্দা সর্বশক্তিমান **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুল করে কম সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকে। **আল্লাহ পাকের** উপর ঈমান রাখা ফরয সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ফরয, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুল করা ফরযে আইন। (ফযায়েলে দোয়া ২৮৭) যার অন্তরের মধ্যে তাওয়াক্কুলের নূর নেই তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়, আর তার অন্তর একটি অন্ধকার শহর ছাড়া আর কিছুই নয়, তাওয়াক্কুল হলো ঈমানের রূহ, তাওয়াক্কুল এমন আমল যা বান্দাকে **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী এবং লোকদের নিকট থেকে দূরে রাখে, বিপদে আপদে তাওয়াক্কুল বান্দাকে অটলতার সহিত তার মোকাবেলা করার শক্তি প্রদান করে। বিপদের সময় তাওয়াক্কুলই মানুষের আশাবাদীর কারণ হয়।

তাওয়াক্কুলের শাব্দিক অর্থ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত তাফসীর “সিরাতুল জিনান” ৩য় খন্ড ৫২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওয়াক্কুলের অর্থ এটা নয় যে, মানুষ নিজে নিজেকে এবং নিজের চেষ্টাকে অকেজো মনে করে ছেড়ে দেয়,যেমন কতিপয় মূর্খ বলেন, বরং তাওয়াক্কুল হলো এটাই যে, মানুষ প্রকাশ্য উপকরণকে অবলম্বন মনে করে কিন্তু হৃদয় থেকে ঐ উপকরণের উপর তাওয়াক্কুল করে না বরং **আল্লাহ পাকের** সাহায্য তাঁর সমর্থন এবং তাঁর হিফাযতের উপর তাওয়াক্কুল করে। (তাফসীরে কবীর, আলে ইমরান, ১৫৯ নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৪১০) এটিও এই হাদীস দ্বারা সমর্থিত: হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি আমার উটকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করবো নাকি তাকে খোলে রেখে তাওয়াক্কুল করবো ? ইরশাদ করলেন: তুমি তাকে বেঁধে তারপর তাওয়াক্কুল কর। (তিরমিযী ৪/২৩২, হাদীস ২৫২৫) অর্থাৎ তাওয়াক্কুল এই জিনিসের নাম যে কেউ কোন কাজ করার ক্ষেত্রে উপকরণ গুলিকে সুন্নাতে মোস্তাফা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত অতঃপর ফলাফল **আল্লাহ পাকের** কুদরতের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, তাওয়াক্কুল উপকরণকে ত্যাগ করার নাম নয় বরং উপকরণের উপর বিশ্বাস না রাখায় হলো তাওয়াক্কুল। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ২৪/৩৭৯) অর্থাৎ উপকরণকে ত্যাগ করার নাম তাওয়াক্কুল নয় বরং উপকরণের উপর বিশ্বাস না করে তবে **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর বিশ্বাস করার নামই হলো তাওয়াক্কুল।

www.dawateislami.net

লোকদের মাধ্যমে রিযিক পৌঁছানোকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন!

বর্ণিত রয়েছে, এক নেককার ব্যক্তি জনবহুল এলাকা থেকে পাহাড়ের নিকটে গিয়ে বসে গেল এবং বলতে লাগল: যতক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** আমার রিযিক দিবে না আমি কারো নিকট থেকে কোন কিছু চাইবো না, এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে গেল এবং রিযিক আসল না, যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলো তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করল: হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছে সুতরাং আমার তাকদীরে লিখা রিযিক আমাকে দান কর, না হয় আমার রূহ কবস করে নাও। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমাকে রিযিক দিব না, যতক্ষণ না তুমি জনবহুল এলাকায় গিয়ে

লোকজনের মাঝে না বসো, ঐ নেককার ব্যক্তি জনবহুল এলাকায় গেল এবং বসে গেল, কেউ খাবার নিয়ে আসল তখন কেউ পানি পান করাল, সে খুব আহার করেছে এবং পান করেছে কিন্তু অন্তরের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হল তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, তুমি কি তোমার দুনিয়াবী পরহেযগারীতার দ্বারা আমার পদ্ধতি কে পরিবর্তন করতে চাও, তুমি কি জানো না যে, আমি আপন কুদরতের হাত দ্বারা লোকদেরকে রিযিক দেয়ার পরিবর্তে লোকদের হাতের মাধ্যমে লোকদের নিকট রিযিক পৌঁছিয়ে দেয়াটা আমার এটা অধিক পছন্দ। **(ইয়াহইয়াউল উলুম ৪/৩২৯)**

প্রিয় প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, রিযিক অর্জনের জন্য অবশ্যই উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, সাথে সাথে উপকরনের অবলম্বন করা থেকে বিরত থেকে শুধু তাওয়াক্কুলের নির্ভর করা

তাওয়াক্কুল (তাওয়াক্কুল) নয়। এভাবে শুধু নিজের চেষ্টাকে সব কিছু মনে করে বসা বা শুধু উপকরনের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকা, এটাও তাওয়াক্কুল নয়। বাস্তবিক তাওয়াক্কুল (তাওয়াক্কুল) হলো এটাই যে, উপকরন অবলম্বন করা, নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা এবং চেষ্টার দরজায় কষাঘাত করা আর ঐ উপকরনের উপর তাওয়াক্কুল না করা বরং **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর তাওয়াক্কুল করা। কেননা দুনিয়ার নিয়ম হলো সকল কাজ কারো না কারো কারণেই হয়ে থাকে, পেট তখনিই পরিপূর্ণ হয় যখন বান্দা খাবার আহার করে, আহার ব্যতীত পেট পরিপূর্ণ হতে পারে না, বৃষ্টি তখনিই হয় যখন মেঘ বিদ্যমান থাকে, মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি হয় না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কোরআনের আলোকে তাওয়াক্কুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের জাতের উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করা এবং নিজের সকল কাজের সফলতা তাঁর উপর সোপর্দ করে দেয়া একটি উত্তম গুণ, **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর আমাদের এমন তাওয়াক্কুল করা উচিত যখনই কোন নেক ও জায়িয কাজের ইচ্ছা বা শুরু করে তখন শুধু উপকরনের উপর তাওয়াক্কুল করার পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার উপায় অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** রহমতের উপর দৃষ্টি রাখা চাই কেননা উপকরন গুলো তো অস্থায়ী এবং ধ্বংস হয়ে থাকে। যে মুসলমান অসুস্থ, পেরেশানগ্রস্থ, বিপদ আপদ ও মুসিবত গ্রস্থ বরং নিজের সকল বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর তাওয়াক্কুল করে তাহলে তার সৌভাগ্যের তরী পার হয়ে যায় কেননা তাওয়াক্কুলের

বরকতে **আল্লাহ পাক** না শুধু তার পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয় বরং তার বরকতে সে **আল্লাহ পাকের** এমন পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা ধন্য হয়। **আল্লাহ পাক** ২৮ পারা সূরা তালাক্ব এর ৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ

(পারা: ২৮, সূরা: তালাক্ব, আয়াত: ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুল করে তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।

আর 4 পারা সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ১৫৯ ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۱۵۹﴾

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিঃসন্দেহে নির্ভরকারীরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মোবারাকার পর বলেন, ঐ মর্যাদা কতই মহান যার উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** মুহাব্বাত অর্জিত হয় এবং তার **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে পর্যাপ্ততার গ্যারান্টিও অর্জিত হয়, তবে যে ব্যক্তির জন্য **আল্লাহ পাকই** যথেষ্ট তাকেই **আল্লাহ পাক** মুহাব্বাত করেন এবং ক্ষমা করে দেন, সে অনেক বড় সফলতা করে কেননা যে প্রিয় হয় তার না শাস্তি হয়, না সে দূরে থাকে আর না সে গোপন থাকে। (ইয়াহইয়াউল উলুম ৪/৩০০) কোরআনে করীমের এক জায়গায় নির্ভরকারীদেরকে পরিপূর্ণ মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন: যেমনিভাবে **আল্লাহ পাক** পারা ৯ সূরা আনফাল, ২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۲﴾

(পারা: ৯ সূরা: আনফাল, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঈমানদার তারাই যে, যখন আল্লাহকে স্মরন করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমানের উন্নতি হয় এবং নিজেদের রবের উপরই নির্ভর করে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! এই আয়াতে করীমায় ঈমানের সত্যায়ন এবং পূর্ণ লোকদের ৩টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, ১. যখন **আল্লাহ পাককে** স্মরন করে তখন তার হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যায় ২. **আল্লাহ পাকের** আয়াত শ্রবণ করলে তাদের ঈমানের উন্নতি হয় ৩. সে আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ৯ সূরা আনফাল, ২নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৫১৯) আফসোস! আজ আমরা তাওয়াক্কুল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা আমাদের উপর এমন ভাবে চেপে বসেছে যে, তাওয়াক্কুলের পাত্র হাত থেকে ফসকে গিয়েছে।

তাওয়াক্কুল ও হাদীসে মোবারকা

হাদীসে মোবারাকার কিছু স্থানে তাওয়াক্কুলের গুরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন ভাবে তাওয়াক্কুলের প্রতি উৎসাহ প্রদান পূর্বক ইরশাদ করেন: আসুন তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি।

১) ইরশাদ হচ্ছে: যেভাবে তার উপর তাওয়াক্কুল করার অধিকার রয়েছে, তুমি যদি **আল্লাহ পাকের** উপর ঐভাবে তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তিনি তোমাকে ঐভাবে রিযিক দান করবেন যেভাবে পক্ষীকুলকে দান করেন যে, সে (ঐ পাখি) ভোরে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর ঘুরেফিরে সন্ধ্যাবেলা পেট ভর্তি করে ফিরে আসে।

(তিরমিযী ৪/১৫৪, হাদীস ২৩৫১)

২) ইরশাদ হচ্ছে: ৪টি জিনিস **আল্লাহ পাক** তার প্রিয় বান্দাদের দান করেন, ১. নিরবতা, আর এটিই ইবাদতের সূচনা ২. তাওয়াক্কুল ৩. নম্রতা ৪. এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ১০/২৫৬)

৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তির এটা পছন্দ যে, সে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী হবে তাহলে তার উচিত **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুল করা, আর যে ব্যক্তির এ কথা পছন্দ যে, সে (তার যুগে) সম্মানিত হতে চাই তার উচিত তাকওয়া অবলম্বন করা আর যে ব্যক্তির এটা পছন্দ যে, সে সকল লোকদের চেয়ে অধিক সম্পদশালী হোক তবে তার উচিত যে, নিজের মধ্যে বিদ্যমান জিনিসের চেয়ে অধিক ঐ জিনিসের উপর তাওয়াক্কুল করা যা **আল্লাহ পাকের** কুদরতের হাতে রয়েছে। (মিনহাজুল আবেদীন ১০৪)

৪) ইরশাদ হচ্ছে: আমাকে সকল উম্মতকে দেখানো হয়েছে (আমি দেখলাম) যে, কোন নবী আপন উম্মতকে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ এক দল নিয়ে, কেউ ১০জন উম্মতকে নিয়ে, কেউ ৫জন উম্মতকে নিয়ে এবং কোন নবী একাই যাচ্ছেন, অতঃপর একটি বড় জামাআত (দলের) প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল তখন আমি জিব্রাঈলের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এগুলো কি আমার উম্মত? তখন জিব্রাঈল

বললেন না! বরং আপনি আসমানের দিকে দেখুন! যখন আমি আসমানের দিকে দৃষ্টি দিলাম তখন আমি একটা বড় দলকে দেখতে পেলাম, তখন জিব্রাঈল বলল: আপনার উম্মত হলো এগুলো, তাদের মধ্যে ৭০ হাজার ব্যক্তি হিসাব নিকাশ ছাড়া সবার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আমি বললাম এর কারণ কি ? তখন জিব্রাঈল বলল! এরা ঐ সকল লোক যারা না (ক্ষত স্থানে লোহা ইত্যাদি দ্বারা) দাগ লাগাতো (অর্থাৎ যদিও ক্ষত স্থানে পোড়ানো জায়েয কিন্তু জাহেলী যুগে দাগ পড়া এই রোগের চিরস্থায়ী নিরাময় বলে বিবেচিত হতো, এ জন্য **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে তাওয়াক্কুলের বিপরীত বলে ঘোষণা করেছেন) না যন্ত্র মন্ত্র করে (অর্থাৎ কাফেরদের ঝাঁড় ফুঁক থেকে বেঁচে ছিল, না হয় কোনআনের আয়াত, দোয়ায়ে মাছুরা দ্বারা দম করা সুন্নাত, আর না হয় (ভাল সময় দেখার জন্য) পাখি উড়াতো, আর এই লোক শুধু আপন রবের উপর তাওয়াক্কুল করতো, হযরত ওক্কাশা বিন মিহসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্য দোয়া করুন যে, **আল্লাহ পাক** আমাকেও তাঁদের (সৌভাগ্যবান) লোকদের মধ্যে যেন অন্তর্ভূক্ত করে নেন, **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! ওক্কাশাকেও তাঁদের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত করে নাও। অতঃপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্যও দোয়া করুন **আল্লাহ পাক** আমাকেও যেন তাঁদের অন্তভূর্ক্ত করে নেন, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন (ঐ দোয়ার মধ্যে) ওক্কাশা তোমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। (বুখারী কিতাবুর রিক্বাক, ৪/২৫৮, হাদীস ৬৫৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাওয়াক্কুলকারীর ঘটনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য হলো যে, আমরা তাওয়াক্কুলের (তাওয়াক্কুলের) অভ্যস্তকারী হয়ে গেলে এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাবো। যে ব্যক্তির তাওয়াক্কুলের নেয়ামত মিলে যায় সে বড়ই সৌভাগ্যবান, **আল্লাহ পাক** নেককার বান্দা এবং নেককার বান্দেনীরা তাওয়াক্কুলের গুণে গুণান্বিত হয়। আসুন! তাওয়াক্কুলের স্পৃহা বৃদ্ধি করার জন্য তাওয়াক্কুলকারী র ২টি ঘটনা শ্রবণ করি।

শয়তান আমার সেবক

হযরত আইয়ুব হাম্মাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত; আমাদের এলাকায় এক তাওয়াক্কুলকারী যুবক ছিল, সে ইবাদত ও রিয়াযত এবং তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে খুব প্রসিদ্ধ ছিল, লোকদের নিকট থেকে কোন কিছু নিত না, যখনই খাবারের প্রয়োজন হতো তখন তার সামনে মুদ্রার একটি থলে আসত। এভাবে সে দিন রাত **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং তাকে অদৃশ্য থেকে রিযিক দেয়া হতো। একবার লোকজন তাকে বলল: হে যুবক! তুমি ঐ মুদ্রার থলে নিতে করো! হতে পারে শয়তান তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং ঐ থলে তোমাকে তার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে, যুবক বলল, আমার দৃষ্টি আপন প্রতিপালক এর রহমতের দিকে, আমি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো নিকট কোন জিনিস চাই না, যখন আমার মাওলা আমাকে রিযিক দান করেন তখন তা আমি কবুল করে নিই। এতদাসত্ত্বে যদি ঐ মুদ্রার থলে আমার শত্রু শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয় তাহলে তাতে আমার কি ক্ষতি

রয়েছে বরং আমার তো উপকারই হয়েছে যে, আমার শত্রুকে আমার অধিনস্ত করে দেয়া হয়েছে। যদি ঘটনা এমনই হয় তাহলে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু সেবক হয়ে আমার খেদমত করে যাচ্ছে, আর আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত দিই না বরং এটা মনে করি যে, আমার প্রতিপালক শত্রুর মাধ্যমে রিযিক দান করেন। আর সত্যই সকল জগতে ঐ প্রতিপালকই রিযিক দান করছেন যিনি আমার রব। তাওয়াক্কুলকারী যুবকের কাছ থেকে এই কথা শুনে লোকজন নিরব হয়ে গেল আর বুঝতে পারল যে সত্যিই তাকে অদৃশ্যের পক্ষ থেকে রিযিক দেয়া হয়। (উয়ূনুল হিকায়াত ২/১০৫) আসুন! এভাবে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আরো একটি প্রিয় ঘটনা শ্রবণ করি।

অসাধারণ শাহজাদী

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত অনন্য কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” এর ৩৭৪ নং উল্লেখ করেন: হযরত শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদী যখন বিয়ের উপযুক্ত হলেন ও প্রতিবেশী দেশের বাদশাহর পক্ থেকে প্রস্তাব এল তবুও তিনি প্রত্যাখান করলেন আর মসজিদে মসজিদে গিয়ে কোন পূন্যবান যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যিনি ভালভাবে নামায আদায় করেন আর খুব কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি না বলে জবাব দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি বিয়ে করতে চাও? মেয়ে কোরআনে মাজীদ পড়ে, নামায রোযায় অভ্যস্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি বললেন: আমার সাথে কে আত্মীয়তা

করবে! শায়খ বললেন: আমি করব। এ নাও কিছু দিরহাম। এক দিরহামের রূটি, এক দিরহামের তরকারী ও এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো। এভাবে শাহ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের নেক ভগ্যবতী´ মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিলেন। কনে যখন বরের ঘরে আসলেন তখন তিনি দেখলেন পানির পাত্রের উপর একটি রুটি রাখা আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এ রুটি কেন? বর বললেন: এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি। একথা শুনে তিনি ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। এটা শুনে বর বললেন: আমার জানা ছিল যে, শায়খ শাহ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর শাহজাদী আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবে না। কনে বললেন: আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে নয় বরং এজন্য ফিরে যাচ্ছি যে, **আল্লাহ পাকের** উপর আপনার বিশ্বাস খুবই দূর্বল, তাইতো রুটিকে সঞ্চয় করে রেখেছেন। আমিতো আমার পিতার জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও পূণ্যবান কিভাবে বললেন! বর একথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন: এ দূর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কনে বললেন: আপনার অপারগতা আপনি জানেন, তবে আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো আমি থাকব নয়তো রুটি। বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন আর এরূপ দরবেশ চরিত্রের অসাধারণ শাহজাদীর স্বামী হতে পেরে **আল্লাহ পাকের** শোকর আদায় করলেন। (রওযুর রিয়হীন ১৯২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! তাওয়াক্কুলকারী বান্দাদের কি চমৎকার কার্যকলাপ। শাহজাদী হওয়া সত্ত্বেও এমন জবরদস্ত তাওয়াক্কুল যে, কালকের জন্য খাবার জমা রাখা তার পছন্দ

www.dawateislami.net

নয়! এসব কিছু পরিপূর্ণ আস্থার বাহার যে, আল্লাহ আজকে খাওয়ালেন তিনি কালকেও নিশ্চয় খাওয়াতে সক্ষম। পশু পাখী ইত্যাদি কিছু কি জমা করে রাখে! এক বেলা খাওয়ার পর অন্য বেলার জন্য জমা রাখা তাদের বৈশিষ্ট্য নয়। মুরগীর তাওয়াক্কুল খেয়াল করুন। সেটাকে পানি দিন। দেখবেন যতটুকু প্রয়োজন তা পান করে নেয়ার পর পেয়ালায় পা রেখে অবশিষ্ট্য পানি ফেলে দেবে। মূলতঃ এটা হল নিরব মুবাল্লীগা! এটা আমাদের উপদেশ দিচ্ছে যে, হে লোকেরা! সারা বছরের জন্য জমা করে রাখা সত্ত্বেও তোমাদের তৃপ্তি আসেনা! অপরদিকে আমি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বারের জন্য চিন্তামুক্ত হয়ে যাই যে, যিনি এখন পানি পান করিয়েছেন, তিনি পরেও পান করাবেন। আফসোস! আমাদেরও তাওয়াক্কুলের নেয়ামত নসীব হয়ে যেতো, আফসোস! আজ কাল আমাদের তাওয়াক্কুল তো অনেক দূরের কথা শুধু এক লোকমার জন্য কোন সময় হত্যা ও লুটপাট পর্যন্ত করে থাকে। প্রচুর পরিমাণে সম্পদ এবং উত্তম খাবার থাকা সত্ত্বেও অপরের সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেয়া, থাকার ভাল জায়গা হওয়ার সত্ত্বেও অপরের বাংলো এবং কুটিরের দিকে তাকানো, **আল্লাহ পাকের** উপর তাওয়াক্কুল না করায় এসব কিছুর মূল কারণ, অথচ একজন মুসলমানের জন্য একথা যথেষ্ট হওয়া চাই যে, যতটুকু তার ভাগ্যে রয়েছে তা সে অবশ্যই পাবে, তিনিই রব্বে করীম যিনি পাথরের মধ্যে বিদ্যমান পোকাকেও রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, তিনি আমার পেটের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দারা অপরের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ছিনিযে নেয়া তো দূরের কথা অপরের উপর ভরসা করতেও অনিচ্ছুক।

হযরত আবু সাঈদ খারায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একটি জঙ্গলে পৌঁছি তখন খাবারের কিছু ছিল না, আমার খুব ক্ষুধা অনুভূত হচ্ছে তখন অদূরে একটি বস্তি দৃষ্টি গোচর হলো, আমি খুশি হয়ে গেলাম, কিন্তু যখন আমি আমার এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করলাম যে, আমি অপরের উপর ভরসা করছি এবং অপরের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে চাচ্ছি, সুতরাং আমি শপথ করলাম যে, বস্তিতে আমি ঐ সময় পর্যন্ত প্রবেশ করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে উঠিয়ে নিয়ে না যায়, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একটি গর্ত খনন করে ঐ বালির মধ্যে আমার শরীরকে বক্ষ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলাম, গভীর রাতে একটি উচ্চ আওয়াজ আসল, হে বস্তিবাসী! আল্লাহর ওলী নিজেকে বালির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তোমরা তাঁর নিকট যাও, লোকজন তাঁর আসল এবং আমাকে বালির মধ্য থেকে বের করল এবং উঠিয়ে বস্তিতে নিয়ে গেল।

(ইয়াহইয়াউল উলুম, ৪/৩৩৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! হযরত আবু সাঈদ খারায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর কেমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ভরসা ছিল যে, ক্ষুধার তীব্রতা অধিক হওয়ায় একটি বস্তির প্রতি দৃষ্টি প্রদানে সন্তুষ্টি হওয়াকেও তাওয়াক্কুলের বিরোধী মনে করেছে, তাওয়াক্কুলের এই উচ্চ মর্যাদা এরই অংশ ছিল, আমাদের উচিত যে, উপকরণ অবলম্বন করার পর **আল্লাহ পাকের** জাতের উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা। তাওয়াক্কুলের গুণাবলি সৃষ্টি করার দ্বারা যেখানে এই দুনিয়ার অসংখ্য অপবিত্রতা থেকে বাঁচতে পারবে, অপরদিকে তাওয়াক্কুলের গুণাবলি পরকালে সাফল্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। আসুন! এ সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

তাওয়াক্কুল উত্তম বস্তু

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমাকে হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন আসুন আমি আর আপনি এই ওয়াদা করি যে, আমরা দুজনের মধ্যে যেই আগে ইন্তেকাল করবে সে স্বপ্নে এসে নিজের অবস্থা অপর জনকে বলবে, আমি বললাম এরকম কি হতে পারে? তখন তিনি বললেন যে, হ্যাঁ মুমিনের রূহ মুক্ত থাকে, রূহ জমিনে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, এরপর হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তেকাল হয়ে গেল, অতঃপর আমি একদিন কায়লুলা (দুপুরে খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আরাম করা) করছিলাম, তখন হঠাৎ হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার সামনে চলে আসল এবং উচ্চ আওয়াজে তিনি বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه আমি উত্তরে বললাম وَعَلَيۡكُمُ السَّلَامُ وَرَحۡمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه বললাম আর তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইন্তাকালের পর আপনার দিন কাল কেমন যাচ্ছে? এবং আপনাকে কেমন মর্যাদা দান করেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি খুব ভাল অবস্থায় আছি এবং আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি সর্বদা **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করতে থাকুন কেননা তাওয়াক্কুল উত্তম বস্তু, তাওয়াক্কুল উত্তম বস্তু, তাওয়াক্কুল উত্তম বস্তু, এই বাক্যটি তিনি ৩ বার বলেছে। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াত ২৮৭)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, তাওয়াক্কুল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য উপকারী। আসুন! এর আরো ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা শ্রবণ করি।

তাওয়াক্কুলের উপকারীতা

১. তাওয়াক্কুলকারী পেরেশানী থেকে নিরাপদ থাকে, যেমন হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: একদিন আমার মুর্শিদ বায়তুল জ্বিন থেকে দামেস্কে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, বৃষ্টির কারণে আমার কাদায় চলতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যখন আমি আপন মুর্শিদের দিকে দেখলাম তখন তাঁর কাপড় এবং জুতা শুকনো ছিলো, আমি তাঁর নিকট আরয করলাম (এবং এই আশ্চর্যজনক ঘটনার হেকমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম) তখন তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ! যখন থেকেই আমি তাওয়াক্কুলের পথে আমার উদ্দেশ্যকে নিঃশ্বেষ করে নিজের অন্তরকে লোভের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেছি, ঐ সময় থেকে **আল্লাহ পাক** আমাকে কাদা থেকে রক্ষা করেছেন। (কাশফুল মাহজুব ২৫৫) অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের বরকতে দুনিয়াবী বিপদ থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

২. তাওয়াক্কুল সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচায় বরং তাওয়াক্কুল যদি পরিপূর্ণ হয় তাহলে লোকজন তাওয়াক্কুলকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। যেমন হযরত সুলাইমান খাওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি কোন ব্যক্তি সত্য নিয়্যত সহকারে **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা করে তাহলে ধনী এবং গরীব সবাই তার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে, আর সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না কেননা তার মালিক ধনী ও প্রশংসনীয়।

(মিনহাজুল আবেদীন ১০৪)

৩. **প্রিয় ইসলামী বোনেরা**! আমাদের সাফল্যের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো মন ও হৃদয়ের আর এ কারণেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সমৃদ্ধ হয়। নিঃসন্দেহে মন ও হৃদয়ের প্রশান্তি ধন সম্পদের

চেয়ে অধিক মূল্যবান ধন ভান্ডার এবং এসব তাওয়াক্কুলের বরকত দ্বারা অর্জন করে ধনী হতে পারবে। এক বুযুর্গ বলেন: আমার শায়খ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ অধিকাংশ সময় বলেন, নিজের বিষয়টি ঐ সত্তার নিকট সোপর্দ করো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তুমি প্রশান্তি পাবে। (মিনহাজুল আবেদীন ১১৩)

৪. তাওয়াক্কুলের অসংখ্য বরকত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত হলো এটাই যে, তার দ্বারা ঈমানের হিফাযত হয়, কেননা শয়তান যখন কারো ঈমানের উপর আক্রমণ করে তখন সর্ব প্রথম তার **আল্লাহ পাকের** উপর বিশ্বাস এবং ভরসা দূর্ভল করে দেয়, সুতরাং আমরা যদি আমাদের ঈমানের হিফাযত করতে চাই তাহলে **আল্লাহ পাকের** উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখা, এক বুযুর্গ বলেন: আমার এক বন্ধু আমাকে উল্লেখ করেছিলেন যে, আমার সাথে এক নেককার ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি অবস্থা? তখন তিনি উত্তর দিলেন, অবস্থা তো তার যার ঈমান নিরাপদ রয়েছে এবং সে শুধু তাওয়াক্কুলকারী যার ঈমান নিরাপদ। (মিনহাজুল আবেদীন ১০৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা তাওয়াক্কুলের উপকারীতা শুনেছি, তাওয়াক্কুল পেরেশানী থেকে নিরাপদ, সৃষ্টির মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচায়, মন ও হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জনের সাথে সাথে ঈমানের নিরাপত্তার কারণও হয়। এভাবে তাওয়াক্কুল না করার দ্বারা পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত হয়, সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষীতা, মন ও হৃদয় অশান্তিতে থাকার সাথে সাথে ঈমান হারানোর ঝুঁকিও থাকে। এজন্য আমাদের সবসময় আপন করুণাময় প্রতিপালকের ভরসা করা উচিত, তাঁর নিকট

ভালো কিছুর আশা করা উচিত এবং সবসময় তাঁর নিকট তাওয়াক্কুল ও অল্পতুষ্টিতার দৌলত লাভের জন্য দোয়া করা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "**সুন্নাত ও আদব**" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োছি মুজে তুম আপনা বানা না

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ১০১ মাদানী ফুল হতে নখ কাটার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি (১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন

নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) (২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে; ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন। (প্রাগুক্ত)

এভাবে বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত **“সুন্নাত ও আদব”** আর আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি রিসালা **“১০১ মাদানী ফুল”** এবং **“১৬৩ মাদানী ফুল”** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন ।

তথ্যসূত্র

কোরআনে মজীদ		
কিতাবের নাম	রচয়িতা	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা
তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাইল হাক্কী বারুসী মৃত্যু ১১৩৭ হিঃ	দারুল ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত ১৪০৫ হিজরী
তাফসীরে খাযিন	আলী বিন মুহাম্মদ ইব্রাহিম বাগদাদী মৃত্যু ৭৪১ হিঃ	মতবুয়ায়ে মায়মুনিয়া মিসর ১৩১৭ হিঃ
তাফসীরে কবীর	ইমাম মুহাম্মদ বিন ওমর ফখরুদ্দীন রাযী মৃত্যু ২০২ হিঃ	দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী ১৪২০ হিঃ
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী মৃত্যু ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩৩ হিঃ
নুরুল ইরফান	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ান খান নঈমী মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	পীর ভাই কম্পানী লাহোর
তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	মাকতাবাতুল ইসলামিয়া লাহোর
তাফসীরে সিরাতুল জীনান	মুফতী আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসেম কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩৫ হিঃ
আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী মৃত্যু ১৪০৬ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী মৃত্যু ২০২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুরাইশী মৃত্যু ২৬১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৮ হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজাসতানী মৃত্যু ২৭৫ হিঃ	দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত ২০০৮ হিঃ
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিঃ

সুনানে নাসায়ী	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আহমদ শুয়াইব নাসায়ী মৃত্যু ৩০৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৯ হিঃ
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ মৃত্যু ২৭৩ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরত
মুস্তাদরিক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকেম নিশাপূরী মৃত্যু ৪০৪ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক	ইমাম মালেক বিন আনাস, মৃত্যু ১৭৯ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৯৯৯ হিঃ
মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হিম্মামুস সানাআনি মৃত্যু ২১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
মুসনদে ইমাম আহমদ	আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল শায়বানী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪হিজরী
আল মুজামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২২ হিঃ
জামেউল আহাদীস	ইমামা জালাল উদ্দীন বিন আবি বকর সুয়ুতী শাফেয়ী মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী মৃত্যু ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৩ হিঃ
দারে কুতনী	ইমাম আলী বিন ওমর দারে কুতনী ৩৮৫ হিঃ	মুলতান
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী মৃত্যু ৪০৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া	হাফিয ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কুরাইশী	মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
মুসনাদে আবী ইয়ালা	আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী মাওসুলি মৃত্যু ২০৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
মুসনাদে ফেরদাউস	আবু শুজাআ শেরবিয়া বিন শহরদার বিন শেরবিয়া দায়লামী মৃত্যু ৫০৯ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৮৬ হিঃ
সুনানে দারেমী	ইমাম হাফেয আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী মৃত্যু ২৫৫ হিঃ	কদেমী কুতুব খানা করাচী
মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী মুত্যু ৩৬০ হিঃ	দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত১৪২২ হিজরী

জামেউল উসুল	ইমাম মুবারক বিন মুহাম্মদ শায়বানী আল মারুফ বাইবনে আসীর জাযরী মৃত্যু ৬০৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাভী মুনযারী মৃত্যু ৬৫৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
জামেয়ে সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ূতী মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৫ হিঃ
জমউল জাওয়ামেয়ে	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ূতী মৃত্যু ৯১১ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
মজমুয়ায যাওয়ায়িদ	হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর হায়তামী মৃত্যু ৮০৭ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২০ হিঃ
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তকী বিন হিসামুদ্দীন বুরহানপুরি মৃত্যু ৯৭৫ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯ হিঃ
মিশকাতুল মাসাবিহ	অলীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব মৃত্যু ৭৪২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১ হিঃ
আল হুসনুল হাসীন	ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনে জাযুরী মৃত্যু ৮৩৩ হিঃ	মাকতাবাতুল আসরিয়া ২০০৪ হিঃ
নাওয়াদেরুল উসূল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলী হাকিম তিরমিযী	দারুল নাওয়াদের ২০১০
আদাবুল মুফরাদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী মৃত্যু ২৫৬ হিঃ	মুতবিয়াতিস সাফিয়া কাহেরা
কাশফুল খফা	ইমাম ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আযলুনী মৃত্যু ১১৬২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০১
আত তামহীদ	ইমাম ইউসুফ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বর মৃত্যু ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, কৈরুত
ওমদাতুল কারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী মৃত্যু ৮৫৫ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৮ হিঃ
ইরশাদুস সারী	আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী	মাকতাবাতু রশিদ ১৪২০ হিঃ
শরহে মুসলিম লিলনূওয়ী	ইমাম মহিউদ্দীন আবি যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নূওয়ী মৃত্যু ৬৭৬ হিঃ	আল মুতবিকাতুল মিসরিয়া
আকমালুল মুয়াল্লিম	ইমাম আবুল ফযল আয়ায বিন মূসা মৃত্যু ৫৪৪ হিঃ	দারুল ওয়াফা ১৯৯৮

দলিলুল ফালেহীন	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলান আশ শাফেয়ী মৃত্যু ১০৫৭ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ২০০৪
ফয়যুল কদীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী মৃত্যু ১০০৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তায়সীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী মৃত্যু ১০০৩ হিঃ	মাকতাবায়ে ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ
নুযহাতুল ক্বারী	ফকীহে আযম মুফতি শরীফুল হক আমযাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ	ফয়সালাবাদ
তাফহীমুল বুখারী	আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী	ফয়সালাবাদ,
আশআতুল লুমআত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ	কোয়েটা
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী মৃত্যু ১৩৯১ হিঃ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
ফয়যানে রিয়াযুস সালেহীন	মুয়াল্লিফিন শোবা ফয়যানে হাদীস আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা
মুন্তাহাবুল হাদীস	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তাফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা
নুযহাতুন নযর ফি তাওযীহি নাখবাতুল ফিকির	ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী আসকালানী	মুলতান
নিসাবু উসূলে হাদীস মাআ ইফাদাতে রযবিয়া	শোবায়ে দরসি কুতুব আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা
জামে বয়ানুল ইলমে ওয়া ফদ্বলা	আবু ওমর ইউসূফ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল বার মালেকী মৃত্যু ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৭
আদ দুররুল মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকফী মৃত্যু ১০৮৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৩ হিঃ
রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী মৃত্যু ১২৫২ হিঃ	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২০ হিঃ
কিতাবুদ দুররুল হিকাম	কাযী মালাখিসার হানাফী	মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা
ফতোয়াল হিন্দিয়া	আল্লামা নিযামুদ্দীন ও ওলামায়ে হিন্দ	কোয়েটা
হাশিয়াতুত তাহাবী	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাবী মৃত্যু ১২৩১ হিঃ	কোয়েটা
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর

ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী মৃত্যু ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী মৃত্যু ১৩৬৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সুন্নী বেহেশতী জেওর	মুফতি মুহাম্মদ খলিল খাঁন বরকতী মৃত্যু ১৪০৫ হিঃ	ফরিদ বুক স্টল লাহোর
মলফুযাতে আলা হযরত	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তাম্বিহুল গাফেলিন	ইমাম আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী মৃত্যু ৩৭৩ হিঃ	মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া, পেশাওয়ার
তাম্বিহুল মুগতারিন	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শাআরানী	দারুল মারেফা, বৈরুত ১৪২৫ হিঃ
কু'তুল কুলুব	ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী মৃত্যু ৩৮৬ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
উয়ুনুল হিকায়াত	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী মৃত্যু ৫৯৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর	আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ হায়তেমি মৃত্যু ৯৭৪ হিঃ	দারুল ফিকির বৈরুত
সাইদুল খাতের	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী মৃত্যু ৫৯৭ হিঃ	মাকতাবায়ে নাযার মুস্তাফাল বায
ইয়াহইয়াউল উলুমু	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি মৃত্যু ৫০৫ হিঃ	দারু সাদের, বৈরুত ২০০০
ইত্তেহাফুস সাদাতুল মোত্তাক্বীন	সৈয়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইন আয যোবাইর মৃত্যু ১২০৫ হিঃ	মাকাতাবাতুল মাদীনা করাচী
জাহান্নাম মে লে জানা ওয়ালে আমাল	মুতারাজ্জিম শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকাতাবাতুল মাদীনা করাচী
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
ফাওয়াইদুল ফুয়াদ	আমীর আলা সানজিরী	মদীনা পাবলিকেশন্স কোম্পানী করাচী
আল বাহরুল আমীক	ইমাম আবু বকা মুহাম্মদ বিন আহমদ মক্কী মৃত্যু ৭৫৪ হিঃ	মুআসসাতুর রাইয়্যান ২০০৬
আয যুহদুল কবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আল বায়হাকী মৃত্যু ৪৫৮ হিঃ	মাআসসাতুল কুতুবস সাকাফিয়্যা ১৯৮৭

আর রউযুল ফায়েক	শায়খ শোয়াবুল হারিদিশ মৃত্যু ৮১০ হিঃ	দারু ইয়াহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, ১৯৯৫ হিজরী
লাতায়িফুল মিনান্নে ওয়াল আখলাক	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব আশ শায়ারানী মৃত্যু ৯৭৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০০
হিলয়াতুল আউলিয়া	হাফেয আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ মৃত্যু ৪৩০ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৮ হিঃ
জযবুল কুলুব	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী মৃত্যু ১০৫২ হিঃ	আন নুরীয়া আর রযবীয়া পাবলিশিং কোম্পানী লাহোর
আখবারুল আখইয়ার	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী মৃত্যু ১০৫২ হিঃ	ফারুক একাডেমি, গুম্বাট
তারিখে ইবনে আসাকির	ইমাম আলী বিন আল হাসান আল মারুফ ইবনে আসাকির মৃত্যু ৫৭১ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত
তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতীব বাগদাদী মৃত্যু ৪৬৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৪
আখবারু মক্কা	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক ফাকীহ মক্কী	দারু হাদ্বরা বৈরুত ১৯৯৪
সিয়রে আ'লামুন নুবালা	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহবী মৃত্যু ৭৪৮ হিঃ	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৯৯৭
বুসতানুল মুহাদ্দিসিন	শাহ আব্দুল আযীয মুহুদ্দিস দেহলভী	এইচ এম সাঈদ কোম্পানী করাচী
তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসিন	শায়খুল হাদীস আল্লামা গোলাম রাসূল সাঈদ	ফরিদ বুক স্টল লাহোর
আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে	মুতারজামিন শোবা তারাজিম আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
বালাদুল আমীন	আল্লামা আবু আনসার মনযুর আহমদ শাহ হাশেমী	মাকতাবায়ে নেযামিয়া সাহিয়াওয়াল
দালায়িলুন নবুয়াহ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী মৃত্যু ৪৫৮ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৮৮
মাদারিজুন নবুয়াত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মৃত্যু ১০৫২ হিঃ	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা
মাওয়াহেবে লাদুনিয়া	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ আল কস্তুলানী মৃত্যু ৯২৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৬

যুরকানী আলাল মাওয়াহিব	ইমাম মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী মৃত্যু ১১২২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৬
সাবলুল হুদা ওয়ার রুশাদ	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফআস সালেহীশ শামী মৃত্যু ৯৪২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৯৯৩
শিফাউল গুরাম	হাফেয তাক্বী উদ্দীন মুহাম্মদ বাকাবিন আহমদ ফারসী মৃত্যু ৮৩২ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ২০০০
জামেউল মুজাযাত	শায়খ ওয়ায়েয যাহারুয়ী	ফরিদ বুক স্টল
শাওয়াহিদুন নবুওয়াত	আল্লামা আব্দুর রহমান জামী মৃত্যু ৮৯৮ হিঃ	হাকিকতে কিতাব, ইস্তাম্বুল
হুজ্জাতুল আল্লাহে আলাল আলামিন	ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী মৃত্যু ১৩৫০ হিঃ	মরকযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা
আশ শিফা	ইমাম কাযী আবুল ফযল আয়ায মালেকী মৃত্যু ৫৪৪ হিঃ	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরাকাত রযা, ভারত
সীরতে মুস্তফা	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উয়ূঁনুল হিকায়াত	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী মৃত্যু ৫৯৭ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
বাহজাতুল আসরার	আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ মৃত্যু ৭১৩ হিঃ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৩ হিজরী
মলফুযাতে আলা হযরত	মুফতীয়ে আযম ভারত, মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান মৃত্যু ১৪০২ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আর রিয়াযুন নাদারাতি	ইমাম আবু জাফর আহমদ মুহিব তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ফয়যানে ফারুকে আযম	ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সাফিনায়ে নূহ	মাওলানা শফী উকারভী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
সাদাতে কেরাম কি আযমত	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী	ফয়যানে আউলিয়া ওয়া উলামা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

ফয়যানে সৈয়দ কবীর আহমদ রেফায়ী	ফয়যানে আউলিয়া ওয়া উলামা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
হায়াতে আলা হযরত	মাওলানা জাফর উদ্দীন বিহারী মৃত্যু ১৩৮৬ হিঃ	মাকতাবে নববীয়া লাহোর ২০০৩ হিঃ
ফয়যানে আলা হযরত	মুহাম্মদ রায়হান আহমদ কাদেরী	সাব্বির ব্রাদাস লাহোর ১৪৩৪ হিঃ
তাযকিরায়ে ইমাম আহমদ রযা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
তাযকিরায়ে সদরুশ শরীয়া	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মাহনামায়ে আশরাফিয়া, সদরুশ শরীয়া	....	জামিয়ায়ে আশরাফিয়া মোবারক পুর
সৈয়্যিদে কুতবে মদীনা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সৈয়্যদ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী	শায়খ মুহাম্মদ আরিফ যিয়ায়ী	হাযবুল কাদেরীয়া লাহোর
তারীফে আমীরে আহলে সুন্নাত	সংশোধন মূলুক কিতাব বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ওয়াযু কা তরীকা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ওয়াযু আওর সায়েন্স	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
আবলাগ ঘোড়ে সাওয়ার	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
গীবত কি তাবাকারীয়া	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
নেকী কী দাওয়াত	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
কুফরীয়া কালিমাত কি বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মিসওয়াক শরীফ কে ফাযায়িল	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী

আশিকানে রাসূল কী ১৩০ হিকায়াত	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
হাফেযা কেইসে মজবুত হো?	সংশোধন মূলুক কিতাব বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফযায়েলে দোয়া	রয়িসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খাঁন	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
ফয়যানে ইলম ও ওলামা	রয়িসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খাঁন	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
সাওয়াব বাড়ানে কা নুসহে	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
জেইসে করনি ওয়াসে ভরনি	সংশোধন মূলুক কিতাব বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
হিরস	সংশোধন মূলুক কিতাব বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
জান্নাত কি তৈয়্যারী	দাওয়াতে ইসলামীর রিসালা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মাদানী পাঞ্জে সূরা	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
মুতালেয়া কিয়া, কিঁউ আওর কেইসে?	মাওলানা আসিফ ইকবাল মাদানী	নূরে শরীয়াত একাদেমী করাচী
হাদায়িকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
যওকে নাত	মাওলানা হাসান রযা খান মৃত্যু ১৩৪০ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী ১৪৩৯ হিঃ
কাবালায়ে বখশীশ	জামিলুল রহমান খান কাদেরী রযবী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন
ওয়াসায়িলে বখশীশ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৭৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net